সম্বন্ধনির্ণয়ের

পরিশিষ্ট

বঙ্গদেশীয় জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত সহিত

বংশাবলী ও মেলপ্রকরণ

হুগলী নর্ম্যাল্ স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, কাব্যনির্ণয়
(বাঙ্গালা অলঙ্কার), ভারতীয় আর্য্যজাতির
আদিম অবস্থা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-

প্রণীত।

—০—

"চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তাবিতিহাসপুরাতনম্।
সঙ্কীর্ত্তয়েৎ সদা ভক্ত্যা দেবর্ষিস্বধাভুজাম্॥"

উদয়নাচার্য্যধৃত কুলার্ণব-তন্ত্রের বচন।

—০—

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন্,
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ কৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১৩০৭ সাল

মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র।

SUPPLEMENT

TO THE

SAMBANDHANIRṆAYA

(GENEALOGY AND CLASSIFICATION)

BY

LALMOHAN VIDYANIDHI.

সম্বন্ধনির্ণয়ের

পরিশিষ্ট

(বংশাবলী ও মেলপ্রকরণ)

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-

প্রণীত

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ কৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১৩০৭ সাল।

Price—Two Rupees.] [মূল্য—২৲ দুই টাকা।

SUPPLEMENT

TO THE

SAMBANDHANIRNAYA

OR

A SOCIAL HISTORY OF THE NCIPAL HINDU CASTES IN BENGAL ENEALOGY AND CLASSIFICATION)

BY

LÁLMOHAN VIDYÁNIDHI

PANDIT, NORMAL SCHOOL, HUGLI; AND AUTHOR OF KÁVYA-NIRNAYA (BENGALI RHETORIC), THE PRIMITIVE STATE OF INDIAN ARYANS, &c.

—o—

. people that could feel no pride in the past, in its history terature, had lost the main stay of its national character. Germany was in the very depth of its political degradation, rued to its ancient literature, and drew hope for the future the study of the past. Something of the same kind was now ing in India."

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORIENTALISTS—
PROFESSOR MAX MULLER'S ADDRESS.

—o—

CALCUTTA:

PRINTED AND PUBLISHED BY

IBHUSHANA KRITIRATNA BHATTACHARYYA

AT THE GIRISA-VIDYARATNA PRESS,

24, GIRISA-VIDYARATNA'S LANE.

1900.

Price—2/- Two Rupees Only.

পূর্ব্বভাষ।

সম্বন্ধনির্ণয়ের বংশাবলী-প্রকরণ ও মেল-প্রকরণের (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্টের) ভূমিকা লিখিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে বাধ্য হইয়া উহা লিখিতে হইল। বিচক্ষণ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই মূলগ্রন্থ সমাদরে পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় জাতি-সাধারণের ইতিবৃত্তের নিদানভূত মূল উপকরণ অন্বেষণ করিবার জন্য কত অর্থব্যয় ও কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা সাধারণ পাঠকগণ বুঝিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান আখ্যায়িকা-লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ. রায় বাহাদুর মহোদয় মূলগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

"সম্বন্ধনির্ণয়। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। এই গ্রন্থখানি ইউরোপে প্রচারিত হইলে একটা কোলাহল বাধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুরদৃষ্ট-ক্রমে তিনি বাঙ্গালা দেশে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালী সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাকুক, কিছু অসভ্য গালি-গালাজ খান নাই, ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য। বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ, বাঙ্গালা লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করেন না।"

বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২।

এক্ষণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কহিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ*

---

* মহারাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত নবদ্বীপাধিপতি ক্ষিতীশচন্দ্র রায়।
মহারাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত নাটোরাধিপতি যোগীন্দ্রনাথ রায়।
মহারাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত দিনাজপুরাধিপতি গিরিজানাথ রায়।
নসীপুর রাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম্. এ.।
নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায়।
মুক্তাগাছার রাজ্ঞী শ্রীশ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী।
কাশীমবাজারের রাজ্ঞী শ্রীশ্রীমতী আন্নাকালী দেবী।

যদি ঈষৎ কৃপা-কটাক্ষপাত না করিতেন, তাহা হইলে এই পরিশিষ্টদ্বয় পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর করাইতে পারিতাম না। আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বলিয়াই কেবল গন্ধ-পুষ্প-দ্বারা সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করিলাম, কিন্তু অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না বলিয়া আমার মনে দুঃখ রহিল পাঠকগণ অনুকম্পাপূর্ব্বক নিজগুণে দোষ সংশোধন করিবেন।

বংশাবলী ও মেলপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বংশাবলীতে—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আমূল বৃত্তান্ত ও বংশাবলী। নবশায়ক ও সুবর্ণবণিকের জাতি-বিচার। শ্রীহর্ষাদির অধস্তন চতুর্বিংশ পুরুষের পূর্ব্বে রাঢ়ীয়-শ্রেণীর দ্বিজমধ্যে সাতশতী-কন্যার পরিগ্রহাভাব। সাবর্ণ চৌধুরীর কুলাচার্যের প্রতিজ্ঞা। শ্রীচৈতন্যদেবের গোত্রাদি-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ। শ্রোত্রিয়-বংশ বারেন্দ্র-শ্রেণীর কায়স্থ। কায়স্থের জাতি-বিচার। কৈবর্ত্ত-মাহিষ্য-বিচার। আদিশূরের জাতি-সম্বন্ধে ডাক্তার রা[illegible]লালের উক্তি-খণ্ডন। বেদ ও ব্রাহ্মণ্য-রক্ষার কথা। কা[illegible]দ্ধি।

মেলপ্রকরণে—ছত্রিশ মেলের বিশেষ বিবরণ রাঢ়ীয়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কৌলীন্য-রক্ষার উপায়। শ্রোত্রি[illegible] সহিত পূর্ব্বকালে কুলীনের পরিবর্ত্ত-ব্যাপার। বারেন্দ্র ব্রা[illegible] করণ প্রথা। দেবীবর ঘটকের পরিচয়। বর্ণ-ব্রাহ্মণ[illegible] মর্য্যাদা। ভাট এবং দৈবজ্ঞের জাতি-বিচার। ই[illegible]

হুগলী নর্ম্যাল্ স্কুল্
শ্রাবণ, ১৩০৭

শ্রীলালমোহন শ[illegible]

মহামান্য ডাক্তার শ্রীলশ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এল্.[illegible]
কলিকাতা হাই কোর্টের জজ।

মহামান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এল্.
এলাহাবাদ হাই কোর্টের জজ।

কবিকুলতিলক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ., বি[illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দত্ত, শান্তিপুর, লক্ষ্মীতলা।

ক্রোড়পত্র

বেগের বটব্যাল (সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়)।

নদীয়া জিলার অনেক স্থলেই বটব্যাল গোষ্ঠীর ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহই পূর্ব্বতন বংশের পরিচয় দিতে সমর্থ নহেন। বটব্যালের আদিপুরুষ বিকর্ত্তন। অনেকেই সেই নামটীমাত্র জানেন। তাঁহাহইতে তাঁহারা কত পুরুষ অধস্তন, তাহা প্রায় কেহই অবগত নহেন। কেবলমাত্র বেগের বটব্যাল বলিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বংশমর্য্যাদা খ্যাপন করেন। বেগের বটব্যালগণ কহেন, তাঁহাদিগের ঘরে রাঘব গাঙ্গুলি বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই তদীয় পুত্রগণ বেগের গাঙ্গুলি বলিয়া প্রসিদ্ধ; অন্যে আমাটের গাঙ্গুলি বলিয়া থাকে। পক্ষান্তরে গাঙ্গুলিরা কহেন, রাঘব গাঙ্গুলি বেগের বটব্যাল-কন্যা গ্রহণ করেন বলিয়া বেগের বটব্যালগণ ধন্য। বস্তুতঃ সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়গণ যে কুলীনকে কন্যা দেন, সেই কুলীন বিশেষ মান্য হয়েন। কষ্ট বা দুষ্ট কুলে বিবাহ করিলে কুলীনের কুলধ্বংস হয়। সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় দৌহিত্র কুলীন-দৌহিত্র অপেক্ষা মান্য। সেইজন্যই রাঘব গাঙ্গুলির রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, এই চারি পুত্র বেগের গাঙ্গুলি বলিয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়া আসিতেছেন।

আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন স্থান হইতে সম্পূর্ণ তালিকা পাই নাই। করিণাকুণ্ড, জয়রামপুর ও দোস্তের চৌধুরী মহাশয়গণ কহেন, তাঁহারা বেগের বটব্যাল। কৃষ্ণনগরের বটব্যালগণ-মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে ফুলিয়া খড়দার কুলীনগণ বেগের বটব্যাল বলিয়া বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। চুয়াডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়ার সরকারগণ

ও মেটেরীর মুন্সী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বেগের বটব্যা ইহারা সকলেই কুলক্রিয়ান্বিত। সকলেই শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রি বিশেষ মান্য। কৃষ্ণনগরের চক্রবর্ত্তী ও বড়বড়িয়ার ভট্টাচার্য্য-দিগের ইদানীন্তন পরিচয় লিখিত হইল। যথা—

কৃষ্ণনগরের মূল—রামজীবন ১। পুত্র রামরাম ২। পৌত্র শ্যামাচরণ ও কালীচরণ ৩। শ্যামাচরণ-সুত ভৈরবচ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরি, জগচ্চন্দ্র, প্রাণহরি ও উমাকান্ত ৪। ভৈর প্রসন্ন, বিষ্ণু ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫। প্রসন্ন-সুত প্রমথনাথ, হরিদাস ও রামদাস ৬। বিষ্ণু-সুত অ চন্দ্র ৬। পূর্ণচন্দ্র-সুত কালিদাস ও কালীকিঙ্কর ৬। কৃষ্ণনগ দক্ষি পাড়ার সরকারগণ সিমলাই কাশ্যপ, মেদিনীপু সিমলাইগণের জ্ঞাতি।

বড়বড়িয়ার ভট্টাচার্য্য-গে র পরিচয় যথা—মূল পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত ১। যাদবেন্দ্র সিদ্ধান্ত ২। শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও লোহারাম ৩। শঙ্কর-সুত নৃসিংহচন্দ্র ৪। হরিপ্রসাদ ৫। সুত চন্দ্রকান্ত, শ্রীনাথ, দ্বারকানাথ, রামত ও দীনবন্ধু ৬। চন্দ্রকান্ত-সুত কালীপ্রসন্ন, মৃত্যুঞ্জয়, উমাচরণ, রাপ্রসন্ন, দেবিদাস, দুর্গাদাস ও তারিণীচরণ ৭। তারাপ্রসন্ন-সুত গৌরীপ্র সুত সারদাপ্রসাদ ৭। সুত বৈদ্যনাথ, বিষ্ণু ৮। দ্বারকানাথ-সুত রজনীকান্ত ও রতিক নী-কান্ত-সুত সূর্য্যকান্ত ৮। রতিকান্ত-সুত ষষ্ঠ নাথ শ্রীরাম-তারণ-সুত ভুবনেশ্বর ও রামদাস ৭। ভুব সুত সু-নাথ, প্রমথনাথ ও গিরিজাভূষণ ৮। দীনবন্ধু-সুত আশু, বামনদাস, প্রাণগোপাল, শ্রীগোপাল, ব্রজগোপাল ও গো-গোপাল ৭। বামনদাস-সুত জগদীশদাস ৮।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	১	শুণী সুকুমার।	বিষ্ণু ও মাধুর।
২৭	২	নুর-সুত	বিষ্ণু-সুত
৬৫	৮	কুমার ও হেম ৩৩।	কুমার ৩৩। আশু-সুত হেম ৩৪।
৬৯	১৩	শ্রীধর-পৌত্র শুকদেব।	শ্রীধর-পৌত্র নন্দরাম।
৮০	১	কন্যাবিবাহী,	দৌহিত্র,
১১২	নিম্ন ৩	গাঙ্গুলি, নাম মতিলাল।	বিহারীর কুলীনপক্ষের পুত্র মতিলাল, সাং বজ্র-যোগিনী, সুখবাসপুর।
১১৪	১১	জানকীনাথ-সুত	রামচন্দ্র-সুত গোপাল মজুমদার।
১১৫	৯	উপেন্দ্র, প্রসন্ন, কৈলাস ও রাধাকিশোর ৩৫। কৈলাস-সুত গিরিজা ৩৬।	উপেন্দ্র ৩৫। তৎসুত কৈলাস, প্রসন্ন ও রাধাকিশোর ৩৬। কৈলাস-সুত গিরিজা ৩৭
১১৫	নিম্ন ১১	পুত্র গৌরীশ ৩৬।	পুত্র গৌরীশ ও চারুচন্দ্র ৩৬।
১১৬	৩	গোপাল	রামনাথ
১১৬	৪	গোপাল সুত হরি ও জানকী ২৬।	গোপীকান্ত সুত রঘুনাথ ও জানকীনাথ ২৭।
১৮৩	৬	কালীচরণ-সুত অন্নদাচরণ	এবং অন্নদাচরণ
২০৩	১২	স্বামীর নাম	শ্বশুরের নাম
২০৩	১৩	পুত্রের নাম নীলমণি পৌত্র গোবিন্দ	পুত্র রামমোহন, পৌত্র নীলমণি, প্রপৌত্রগোবিন্দ
২০৩	১৪	প্রপৌত্র শ্রীরাম	বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরাম
২০৫	১০	শ্রীমান্ অপুত্রক মৃত।	শ্রীমান্ অপুত্রক জীবিত।
২২৩	১—৫	পঙ্‌ক্তির ভুল	৩৫০ পৃষ্ঠ ৩ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তিতে শুদ্ধ।

সঙ্কেত		অর্থ
কাং	—	কাঞ্জিলাল।
কুং	—	কুন্দ।
ঘোষ	—	ঘোষাল।
বং বাং স্বং	—	বন্দ্য বাগান পাশ স্বয়।
গাং	—	গাঙ্গুলি।
গাং আং	—	আমাটের গাঙ্গুলি।
মুং	—	মুখুটী।
ফুং মুং	—	ফুলের মুখুটী।
মুং কাং	—	কাচনার মুখুটী।
মুং ফুং স্বং	—	স্বয় ফুলিয়া মুখুটী।
মুং আ	—	মুখুটী আঁড়িয়া।
মুং বি	—	মুখুটী বিশ্বেশ্বর বংশ (অর্থাৎ খড়দহ)।

সঙ্কেত		অর্থ
মেল	—	কুলের দো[illegible] বিভাগ।
গৌণকুলীন	—	কষ্টশ্রোত্রিয়।
স্বর	—	নিজের প্রতিনিধিত্ব।
অভ্যাবৃত্তি	—	সপর্য্যায়।
বলাৎকার	—	অনুমতি বিনা বিবাহ।
ধন্ধ	—	ধাঁধা-খাগ আঝিনী।
বীর	—	বীরভদ্রী দোষ।
অরি	—	কুলনাশক।
ভাব	—	কষ্টশ্রোত্রিয়-সংস্পৃষ্ট দোষ।
আক্ষেপ	—	মাঝে মাত্র, কার্য্যতঃ নহে।
প্রকৃতি	—	আধার।
পাল্টী	—	আদেয়।

—

বং মহাদেব (১১)-সুত পূর (বা পূতি) (১২)-বংশ ;

পূর-সুত কেশব, উ. লি এবং গণ ১৩।

বং মহেশ্বর([illegible]) [illegible] সুত মহাদেব-সুত দুর্ব্বলী(১২)।

দুর্ব্বলী-[illegible] (গয়ঘড়), সঙ্কেত (বাঙ্গালপাশ), হরি (সাগর[illegible] বাঙ্গালপাশ) এবং ভাস্কর ১৩।

গয়ঘ[illegible] (১৩)-বংশ।

অনন্ত-সুত কৃ[illegible] বনমালী এবং শ্রীপতি ১৪। [illegible]-সুত শ্রীমান, [illegible] ১৫। শিব-সুত মরাই ১৬। মরাই-সুত জটাধর [illegible] রাঁধণ ১৭। চক্রপাণি-সুত আদিত্য, [illegible]থ, শূলপাণি এবং [illegible] ১৫। আদিত্য-সুত কামদেব এবং দেবানন্দ ১৬। কাম[illegible] [illegible]বল্লভ, ধনাই [illegible] এবং গণপতি শিকদারি ১৭ [illegible] সুত জন, দিবাকর, গোপ্তি, পদ্মনাভ, সুরেশ্বর, [illegible] ১৫। জন-সুত মদন (ছায়ানরেন্দ্রী), পশাই [illegible]মন এবং [illegible] হৃষীকেশ ১৬। হৃষীকেশ-সুত বংশধর ১৭ [illegible]রাম,

বংশ-ধর-সুত কৃষ্ণানন্দ এবং বৈদ্যনাথ (অত্র বৈদ্যনাথী) ১৮। কৃষ্ণানন্দ-সুত [illegible], হৃদয় এবং যাদব ১৮। বৈদ্যনাথ-সুত গোপীকান্ত, [illegible]কান্ত, রামচাঁদা, রামকান্ত ভট্টাচার্য্য ও কমলাকান্ত (অনন্ত-বংশে ইহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ) ১৯।

গয়ঘড়ে বনমা[illegible]-সুত পদ্মনাভ (১৫)-বংশ।

([illegible] পৃষ্ঠে দেখ।)

[illegible]নাভ-সুত সুধাকর, [illegible] এবং শিব ১৬। সুধাকর-সুত

সম্বন্ধনির্ণয়।

প্রথম পরিশিষ্ট।

বংশাবলী-প্রকরণ।

কুলের বার্ত্তাটী কিছু সংক্ষেপে জানাই।
মিশ্রক পোলক হইতে নমুনা দেখাই॥ কুলার্ণব।

ওঁ নমঃ শিবায়।

ভট্টনারায়ণ-বংশ।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাহত্রিগোতমাঃ।
বসিষ্ঠকাশ্যপৌ হ্যগস্ত্যো মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥ কুলার্ণব।

আদৌ ব্রহ্ম তৎসুতোঽহংকারস্তৎসুতো ব্রহ্মা তৎসুতোঽত্রিস্তৎসুতঃ শাণ্ডিল্যস্তৎসুতঃ কলিব্যাসস্তৎসুতো বেদব্যাসস্তৎসুতো রাসদেবস্তৎসুতো রামদেবস্তৎসুতঃ * ক্ষিতীশোঽসাবাদৌ গৌড়-

* কেহ কেহ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হইতে বংশকীর্ত্তন করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মা সকলের পিতামহ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কথা ছাড়িয়া কেবল কলিযুগকে ধরিলেও কলিব্যাসকে ক্ষিতীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বলিয়া গণনা করা আমাদের যুক্তিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

সুত ধবল, অমর এবং বিশ্ববাহু ৮। ধবল-সুত মহাদেব এবং নীলাম্বর ৯। মহাদেব-সুত চক্র এবং মকরন্দ ১০।

প্রথম কুলীন বন্দ্য মহেশ্বর (১০)-বংশ।

মহেশ্বরো বন্দ্যঘটী শুচচট্টসুতাপতিঃ।
রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য সভায়াং তিলকং কৃতী॥ কুলার্ণব।

মহেশ্বর-সুত মহাদেব ১১। মহাদেব-সুত তিকু, পুর (পুতি) এবং দুর্ব্বলী ১২।

বং বাবলা।

তিকু-সুত নেঙ্গুড় এবং ভেঙ্গুড় ১২। নেঙ্গুড়-সুত [illegible], সোম, সিধ (সিদ্ধেশ্বর) এবং লথ (লক্ষ্মণ) ১৩। লথ-সুত [illegible] (চক্রপাণি), মক (মকরন্দ), পঞ্জ (প্রজাপতি), রাম, শং[illegible], বৎস এবং মাধব ১৪। পঞ্জ-সুত নিধাই, নীলাম্বর, ভৈরব, উমাপতি, শশী এবং বশিষ্ঠ ১৫। নিধাই-সুত নরাই, বাসু, বৃহস্পতি, মধু এবং ধন ১৬। নরাই-সুত দেবিদাস, বিপ্রদাস, ধনঞ্জয় এবং মৃত্যুঞ্জয় ১৭। ভেঙ্গুড়-সুত গোপী এবং পিথ (পৃথ্বীধর) ১৩। পিথ-সুত কৃষ্ণ, চক্রপাণি, বনমালী এবং শ্রীপতি ১৪। কৃষ্ণ-সুত শ্রীমান্, শম্ভু এবং শিব ১৫।

উধো গদো সমানৌ দ্বৌ গোবিন্দস্তৎসমো মতঃ।
কিতো মহা[illegible]ত্যাদি সমানাঃ॥ কুলপ্রদী[illegible]।

[গাঙ্গ-বংশে পূর্ণ কারিকা দেওয়া গেল। তথায় দেখ।]

বাসুদেব, বলদেব এবং হরি ১৭। বাসুদেব-[illegible], ধনাই, শত্রুঘ্ন এবং দেবাই ১৮। হিরণ্য-সুত [illegible], শিব, তপন এবং বিদ্যানন্দ১৯। আনাঞ্চি-সুত রঘুনাথ [illegible]থ, রমানাথ, বাণীনাথ এবং শ্রীনিবাস (অত্র খড়দহ চাঁ[illegible]) রঘুনাথ-সুত নারায়ণ ২১। লক্ষ্মীনাথ-সুত হ[illegible]।

হরি-সুত শ্রীরাম কবীন্দ্র, পুরু[illegible] এবং রামদ[illegible] ২২। শ্রীরাম কবীন্দ্র-সুত মধুসূদন ২৩ [illegible]ত্তম-সুত রা[illegible] ২৩। রামদাস-সুত রামদেব ২৩ [illegible] রামভদ্র, রামচন্দ্র, মথুরেশ এবং রামনাথ ২২। [illegible] রত্নেশ্বর, গোপাল এবং রূপনারায়ণ ২৩। রামচন্দ্র-সুত [illegible] মহাদেব, শিবরাম, চন্দ্রচূড় এবং পাঁচু ২৩। যাদু-সুত [illegible], রামনারায়ণ এবং শ্রীনারায়ণ ২৪। মথুরেশ-সুত [illegible] রতিকান্ত, কামদেব, রামজীবন, রাজারাম, নরেন্দ্র [illegible] বলরাম, রামরাম এবং রামচরণাদি ২৩। রামনাথ [illegible], রামজীবন এবং রামদেব ২৩।

বং (বাঙ্গালপাশ) সঙ্কেত (১৩)-বংশ।

সঙ্কেত (১৩)-সুত উৎসাহ ও বৎস ১৪। উৎসাহ-সুত আনো, কন্দ, রঘু, শ্রীরঙ্গ, সারঙ্গ, মার্কণ্ডেয়, বাসু, বিশো এবং ভীম ১৫। আনো-সুত পিথাই, লথাই, নিধাই, বি[illegible] এবং দিবাকর ১৬। পিথাই-সুত চণ্ডিদাস, কালিদাস এবং [illegible] ১৭। কালিদাস-সুত শ্রীধর ১৮। শ্রীধর-সুত রামনাথ এবং জানকীনাথ ১৯।

লথাই-সুত সর্ব্বানন্দ ঘটক, শতানন্দ, গোবিন্দ, পরমেশ

ব্রহ্মচারী এবং কনকেশ্বর ১৭। সর্ব্বানন্দ-সুত দেবীবর ঘটক বিশারদ ১৮ (দেবীবরস্ত বাক্ সিদ্ধা, দেবী প্রসন্না যস্মান্মেল-সংস্থানং নির্ব্বিশেষত)। কন্দ-সুত স্বাঙ্গ, কাক, দিগম্বর, পশো এবং ভৈরব ১৬। কাক-সুত নৃসিংহ, বলভদ্র এবং হরি ১৭। দিগম্বর-সুত মকরন্দ ১৭। তৎসুত চণ্ডিদাস (আঠা), সুপ্রভাত, ধড়িদাস এবং নারায়ণ ১৮। রঘু-সুত নিত্যানন্দ, লম্বোদর এবং শ্রীপতি ১৭। লম্বোদর-সুত চাঁদাই (অত্র মেল চাঁদাই), মাধাই (অত্র মেল মাধাই), বৃহস্পতি, গদাই, বলাই এবং কুমাই ১৭। চাঁদ-সুত নারায়ণ, বাণেশ্বর এবং কৃষ্ণরাম ১৮। মাধব-সুত সুন্দর, দামোদর, কানাই এবং নিধাই ১৮।

হরি (সাগরদিয়া) (১৩)-বংশ।

কৌলীন্য অনুসারে ৪র্থ, ফুলিয়ায় উচিত, খড়দহে ন্যূন।

হরি-সুত উদয়ন, দমন এবং বামন ১৪। উদয়ন-সুত মাধব, লম্বোদর, মুরারি, পণ্ডিতরাম, শ্যামকুমার এবং কৌতুক ১৫। মাধব-সুত বিষ্ণু ও শান্তি, বিষ্ণু-সুত শঙ্কর, পিথাই, সদাই, অচ্যুত, বৈকুণ্ঠ, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, লম্বোদর এবং শ্রীনিবাস ১৭। শঙ্কর-সুত চণ্ডীপতি এবং উষাপতি ১৮। উষাপতি-সুত হিরণ্য ১৯। হিরণ্য-সুত শ্রীকান্ত, কালী এবং পূর ২০। পিথাই-সুত গৌরীবর, গঙ্গাধর, দামোদর, জহ্নু, শ্রীনাথ, গোপীনাথ এবং ধুক ১৮। গৌরীবর-সুত জনমেজয় ১৯। গঙ্গাধর-সুত ভগীরথ, হরিহর এবং রত্নগর্ভ ১৯।

হরিহর-সুত রঘুনন্দন (স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য) ২০। রত্নগর্ভ-সুত

কমলাকান্ত, শিবানন্দ, বল্লভ, গৌরীদাস, হৃদয়, শ্রীকান্ত এবং বাণী ২০। বল্লভ-সুত রামনাথ, কাশীনাথ, বাণীনাথ, জগন্নাথ, গোপীনাথ এবং যদুনাথ ২১। যদুনাথ-সুত রামচন্দ্র (ভট্টাচার্য্য) ২২। তৎসুত বিদ্যানন্দ বাচস্পতি (ভট্টাচার্য্য) ২৩। শ্রীনি... সুত লথাই আদি ১৮। তৎসুত জটাধর মিশ্র এবং দিগম্বরাদি ১৯। জটাধর-সুত গোপাল মিশ্র এবং বিজয় পণ্ডিতাদি ২০। গোপাল-সুত দামোদর মিশ্র এবং মৃত্যুঞ্জয়াদি ২১। দামোদর মিশ্র-সুত * রামচন্দ্র এবং ত্রৈলোক্যনাথ ২২।

বং নারায়ণ (১৩) (স্বল্প বাঙ্গালপাশ)।

নারায়ণ-সুত পীতাম্বর ১৪। তৎসুত শ্রীমান্, শ্রীধর, শ্রীরঙ্গ, সারঙ্গ, দামো[illegible] এবং চক্রো ১৫। শ্রীধর-সুত পদ্মনাভ, চতুর্ভুজ ও পুণ্ডরীকাক্ষ ১৬। পদ্মনাভ-সুত বর্দ্ধমান এবং নরপতি ১৭। বর্দ্ধমান-সুত পাঁচু ১৮। পাঁচু-[illegible]হু এবং শ্রীনিবাস ১৯।

বং ভাস্কর (১৩)।

ভাস্কর-সুত ঈশ্বর এবং গদাই ১৪। ঈশ্বর-সুত মধু ১৫। তৎসুত কুবের, নিমাই এবং আদিত্য ১৬। কুবের-সুত কন্দর্প ১৭। তৎসুত যুধিষ্ঠির ১৮। তৎসুত গোবিন্দ ১৯। তৎসুত রাম ২০। তৎসুত কেশব ২১। তৎসুত বিদ্যাধর এবং উধো ২২। [ছুর্ব্বলী-প্রকরণে কিঞ্চিৎ দেখ।]

---

* যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে দামোদরসুতাবুভৌ।
কামদেবসুতাঃ সপ্ত মধুদোষেণ ঘূর্ণিতাঃ॥

ভগীরথস্য (১৯) মনাই।

ভগীরথ-সুত মনাই, দেবাই, জিতামিত্র, শ্রীমন্ত এবং শ্রীপতি ২০। মনাই-সুত দৈবকীনন্দন এবং গোপাল ২১। দৈবকী-সুত পূর্ণানন্দ এবং হরিদাস ২২। পূর্ণানন্দ-সুত গঙ্গা-নারায়ণ, রামজীবন এবং পঞ্চানন ২৩। গঙ্গানারায়ণ-সুত রামেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোবিন্দ এবং মহাদেব ২৪। গোবিন্দ-সুত কেশব ২৫। মহাদেব-সুত কৃষ্ণকিঙ্কর, হরিদেব, রামরাম এবং কৃষ্ণচন্দ্র (বৈদ্যনাথী) ২৫। রামরাম-সুত রমণ ২৬।

বং (সাগর) দেবাই (২০)।

(খড়দহ-মেলৈকভাগ।)

দেবাই-সুত কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং গঙ্গানন্দ (অত্র মেল সর্ব্বানন্দী) ২১। কৃষ্ণানন্দ সুত রঘুনাথ ২২ (রণ্ড এবং দুষ্ট)। তৎসুত হরিবল্লভ এবং রমাবল্লভ ২৩। গঙ্গানন্দ সুত রতিনাথ চক্রবর্ত্তী, ভবানী এবং কাশীনাথ ২২। রতি-সুত রামগোপা-লাদি ২৩। ভবানী-সুত রাঘবেন্দ্রাদি ২৩।

বং জিতামিত্র (২০)।

জিতামিত্র-সুত বাণী শিকদার এবং শ্রীরাম ২১। বাণী-সুত চণ্ডিদাস (আঠা চণ্ডিদাস) এবং মথুরানাথাদি ২২।

শ্রীমন্ত (২০) (খড়দহ-মেলৈকভাগ)।

শ্রীমন্ত-সুত রামচন্দ্র এবং রামনাথ ২১। রামচন্দ্র-সুত মাধব ২২। তৎসুত কৃষ্ণচরণ, রামরাম এবং রামদেব ২৩। কৃষ্ণ-সুত রামেশ্বর, বামনাথ, রামগোপাল এবং যাদব ২৪।

রামেশ্বর-সুত গঙ্গাধর, রাজারাম এবং রামরাম ২৫। গঙ্গাধর-সুত মন্দরাম, রামানন্দ ন্যায়বাগীশ এবং হরি বিদ্যাবাগীশ ২৬। রাজারাম-সুত মনোহর ২৬। রামরাম-সুত বিষ্ণুরাম ২৬। রামগোপাল-সুত হরিরাম এবং রূপরাম ২৫। হরি-সুত রাম-নারায়ণ এবং সহায়রাম ২৬। রামনাথ(২৪)-সুত কাশীনাথ এবং বিষ্ণুরাম ২৫। কাশী-সুত রামগোপাল এবং রামনারায়ণ ২৬। রামগোপাল-সুত কন্দর্প, জয়কৃষ্ণ, মুকুন্দ, রামবল্লভ এবং জনার্দ্দন ২৭। নারায়ণ-সুত যজ্ঞেশ্বর, রঘুমণি, ভুবন এবং রামদেব ২৭।

বং সাং শ্রীপতি (২০)।

শ্রীপতি-সুত দুর্গাদাস এবং জগন্নাথ ২১। জগন্নাথ-সুত গোপীরমণ এবং গোপীবল্লভ (এতাবনপত্যৌ মৃতৌ) ২২।

বং (সাগর) দুর্গাদাস-বংশে রাঘবস্য (২২)।

দুর্গাদাস-সুত রাঘব, রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর (অস্য জীবৎপিতৃ-সুতত্বং গ্রন্থশেষে দ্রষ্টব্যম্), রমাকান্ত [সর্ব্বে চক্রবর্ত্তিনঃ] ২২। রাঘব-সুত জগাগ্নি-নামা জয়রাম ২৩। জগাগ্নি-সুত রুদ্ররাম, রঘুরাম এবং কেশবরাম ২৪ *।

বং রুদ্ররাম (২৪)।

রুদ্র-সুত রামচন্দ্র, অভিরাম, রামকৃষ্ণ, অনন্তরাম, নন্দরাম, রাজবল্লভ, যাদবেন্দ্র, গোবিন্দরাম এবং শঙ্কর ২৫। রাম-চন্দ্র-সুত রতিরাম, রামকান্ত, রূপরাম এবং রামরাম ২৬।

---

* যথা বঙ্গে রঘুরাম ও কেশব—সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

বং রঘুরাম (২৪)।

রঘু-সুত দুর্গারাম, কৃষ্ণচন্দ্র, রবিলোচন, নন্দকিশোর, কালাচাঁদ এবং শ্রীধর ২৫। দুর্গারাম-সুত রামশরণ ২৬।

বং কেশব (২৪)।

কেশব-সুত আনন্দীরাম, হরিনারায়ণ এবং বিষ্ণুরামাদি ২৫। হরিনারায়ণ-সুত রামানন্দ ২৬।

বং সাং রামকৃষ্ণস্য (২২)।

রামকৃষ্ণ-সুত গোপীকান্ত ২৩। তৎসুত হরিরাম ২৪। তৎসুত শ্রীরাম, গোপীরাম এবং রামরাম ২৫।

১ম বং সাং রামেশ্বরস্য (২২)।

রামেশ্বর-সুত গোপীনাথ, রামনারায়ণ, লক্ষ্মণ, রামনাথ, রঘুদেব, রামদেব এবং কামদেব [সর্ব্বে চক্রবর্ত্তিনঃ] ২৩।

বং সাং গোপীনাথস্য (২৩)।

গোপীনাথ-সুত রামবল্লভ, ভুবন, রঘুনন্দন, গোবিন্দ এবং কৃষ্ণরাম ২৪। রামবল্লভ-সুত শূরনারায়ণ এবং ইন্দ্রনারায়ণ ২৫ (পিতৃব্য কৃষ্ণরাম-বরে)। শূরনারায়ণ-সুত কালীশঙ্কর ২৬। তৎসুত কাশীনাথ এবং রামগতি ২৭। কাশী-সুত রামজয়াদি ২৮। তৎসুত হরিপদ ২৯। রামগতি-সুত কৃষ্ণকিশোর এবং কানাই ২৮। কৃষ্ণ-সুত ভগবান্ ২৯।

২য় বং সাং রামেশ্বরস্য রামনারায়ণ (২৩)-বংশঃ।

রামনারায়ণ-সুত কৃষ্ণদেব ২৪। তৎসুত রাজেন্দ্র, নীলকণ্ঠ, নন্দরাম, শ্যামসুন্দর, বেণীরাম, মণিরাম (ভঙ্গ) ও ধ্বনিরাম ২৫। রাজেন্দ্র-সুত চন্দ্রশেখর এবং রূপনারায়ণাদি ২৬। নীলকণ্ঠ-সুত রাজারাম (ভঙ্গ), রামনাথ, প্রাণবল্লভ, বাঞ্ছারাম এবং দয়ারাম ২৬। নন্দরাম-সুত রামরত্ন এবং তেকড়ী ২৬। শ্যামসুন্দর-সুত রাজবল্লভ এবং বিনোদরাম ২৬। বেণীরাম-সুত হৃদয়রাম এবং সদানন্দ ২৬। মণিরাম-সুত আনন্দীরামাদি ২৬। ধ্বনিরাম-সুত পদ্মলোচন ২৬। তৎসুত রামসুন্দর ২৭। তৎসুত রাজকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ এবং বিজয়কৃষ্ণ ২৮। রাজচন্দ্র সুত ভৈরবচন্দ্র ২৭। তৎসুত নবীন এবং রাধিকা ২৮। বিনোদ-সুত দেবীপ্রসাদ ২৭। তৎসুত হরিশ্চন্দ্র ২৮। তৎসুত পীতাম্বর অবতংস ২৯। তৎসুত গোপালচন্দ্র ৩০।

৩য় বং সাং রামেশ্বরপ্রমুখ-লক্ষ্মণস্য (২৩)।

লক্ষ্মণ-সুত কেশব, বাণেশ্বর, নীলকণ্ঠ এবং পঞ্চানন ২৪। কেশব-সুত চণ্ডীচরণ এবং ভবানীচরণ ২৫। চণ্ডী সুত কাশীনাথ ২৬। ভবানী-সুত নন্দদুলাল ২৬। নন্দ-সুত ব্রজকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র, রামজয়, গোকুলচন্দ্র, রাধামোহন, রাজকিশোর এবং রামলোচন ২৭। ব্রজকিশোর-সুত শম্ভুচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্রাদি ২৮। শম্ভু-সুত বিষ্ণু ২৯। তৎসুত শিবচন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ, রামনারায়ণ ও ঈশান ৩০। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত হরিশ্চন্দ্র, রামকানাই এবং ভগবান্ ২৮। ভগবান্-সুত মথুর, চন্দ্রকান্ত, প্যারীমোহন এবং দ্বারকানাথ ২৯। দ্বারকানাথ-সুত রামলাল এম্. এ.,

বি. এল্.-উপাধিক, পর্য্যায়-সংখ্যা ৩০শ। নন্দদুলাল-প্রমুখ বিষ্ণু-সুত শিবচন্দ্র ৩০। তৎপুত্র বিহারী ৩১। তৎপুত্র কালী-সহায়, কালীশঙ্কর ও তারাপদ ৩২। কালীসহায়-সুত, পর্য্যায় ৩৩।

রামজয় (২৭)-সুত নিমাই, রামরত্ন ও ঈশান ২৮। রাধা-মোহন-সুত রামবল্লভ প্রভৃতি ২৮। রামলোচন-সুত হলধর ও কালীনাথ ২৮। বাণেশ্বর-সুত ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় ও বীরনারায়ণ ২৫। ধনঞ্জয়-সুত জয়গোপাল, কৃষ্ণহরি, রামচন্দ্র ও ত্রিলোচন ২৬। কৃষ্ণহরি-সুত রামমণি ও পার্ব্বতী ২৭। জয়গোপাল-সুত কাশীনাথ ও দেবীপ্রসাদ ২৭। নন্দ (২৬)-সুত রাজকিশোর ২৭, তৎসুত রামধন, দামোদর ও শ্যামাচরণাদি ২৮।

বং নাং রামেশ্বরপ্রমুখ-গোপীনাথস্য।

ইন্দ্র নারায়ণ (২৫)-সুত শিবচরণ ও রামহরি ২৬। রামহরি-সুত নীলমণি ২৭। তৎসুত নিমচাঁদ ২৮। তৎপুত্র নবকুমার ২৯। নবকুমার-সুত চন্দ্রকুমার ৩০। চন্দ্র-সুত শশধর বন্দ্যো-পাধ্যায় এম্. এ., পর্য্যায় ৩১। শশধর-সুত কুমারনাথ ৩২। শিবচরণ (২৬)-সুত কালীপ্রসাদ ২৬, তৎসুত রাধাপ্রসাদ ২৭। বিষ্ণু (২৯)-সুত পঞ্চানন ও কেদারনাথ ৩০। পঞ্চানন-সুত বিশ্বেশ্বর এবং রামলাল ৩১।

গোপী-সুত ভুবন (মুং রাজেন্দ্র-দৌহিত্র) ২৪। তৎসুত মনোহর, রতিকান্ত এবং গদাধর ২৫। রঘুনন্দন (২৪)-সুত বল্লভ, মাধব, রামশরণ ও শ্রীকান্ত ২৫। শ্রীকান্ত-সুত কালীচরণ ও রামদুলাল ২৬। কালীচরণ-সুত হরিহর, গুরুপ্রসাদ, শম্ভুচন্দ্র ও গঙ্গাপ্রসাদ ২৭। শম্ভু-সুত গৌরসুন্দর ২৮। তৎসুত ব্রজরাজাদি ২৯। হরিহর

(২৭)-সুত তারাপ্রসাদ, কৃষ্ণচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও র (গোস্বামি-দৌহিত্র)২৮। তারাপ্রসাদ-সুত নবীরাম ২: (২৮)-সুত ঈশানু প্রভৃতি ২৯। নিত্যানন্দ(২৮)-সুত কৃ

রামদুলাল (২৬)-সুত শিবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, মাণিক ২৭। শিবচন্দ্র-সুত মোহন, বদন, বিষ্ণু এবং গোবিন দুই ভ্রাতা গোস্বামি-দৌহিত্র) ২৮। মোহনচাঁদ-সুত খুদিরাম ২৯। বদন (২৮)-সুত সারদাপ্রসাদ ২৯। রাখালদাস ২৯। মহেশচন্দ্র (২৭)-সুত গিরিশ ও (গোস্বামি-দৌহিত্র) ২৮। রামচন্দ্র (২৭)-সুত পূর্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণধন ২৮। ইহাঁদের বংশ নানাস্থানে বিস্তৃত।

কৃষ্ণরাম (২৪)-সুত কালীপ্রসাদ, রত্নেশ্বর ও তন কালীপ্রসাদ বিক্রমপুর-বাসী। কৃষ্ণরাম স্বপুত্রে ং বরদাতা। রত্নেশ্বরাদির মণিগ্রামের শ্রোত্রিয়-মাতুলা তনুরামের (২৫) পুত্র জয়নারায়ণ ২৬। জয়নারায়ণ-সু ও রামসুন্দর বা শ্রীধর (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবাহী, কেশর-ভাবাপন্ন) ২৭। শ্যামচাঁদ-সুত হরচন্দ্র জগচ্চন্দ্র (অপুত্রক মৃত) ও গিরিশচন্দ্র ২৮। হরচন্দ্র নাথ (মৃত) ২৯। চন্দ্রকান্ত-সুত নিত্যগোপাল, র কালীপদ ২৯। চন্দ্রকান্ত বলাগড়ী-নিবাসী, র গ্রন্থকার (মূল গ্রন্থের ৪৬৫।৪৬৬ পৃষ্ঠের টীকা দেখ)।

রামসুন্দর বা শ্রীধর (২৭) রাজ-জামাতা শ্রীগো পাধ্যায়ের কন্যা গ্রহণ করিয়া হরধামে বাস করেন সুত গঙ্গাপ্রসাদ ২৮, শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের শ্রীগোপালের পরিচয় অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-র

৪র্থ বং সাং রামেশ্বরপ্রমুখ রামনাথ-প্রকরণ।

রামনাথ (২৩)-সুত যাদবেন্দ্র, রামজীবন এবং লক্ষ্মীকান্ত (বিবাহে দোষী) ২৪। যাদবেন্দ্র-সুত মুলুকচাঁদ, চন্দ্রশেখর ও রামরাম ২৫। মুলুকচাঁদ-সুত কৃষ্ণচন্দ্র ও দর্পনারায়ণ প্রভৃতি ২৬। চন্দ্রশেখর-সুত শ্যাম, উদয় ও রামদেব ২৬। রামদেব-সুত চণ্ডী ২৭। রামজীবন (২৪)-সুত চন্দ্রচূড়, গঙ্গা, শিব ও রাজা ২৫। চন্দ্র-সুত রাজচন্দ্র, লাল, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি ২৬। রাজচন্দ্র-সুত ঠাকুরনারায়ণ প্রভৃতি ২৭, রাজহাটবাসী। শিবরাম-সুত কৃষ্ণরাম ও রামশঙ্কর প্রভৃতি ২৬, ধর্ম্মদহ প্রভৃতি স্থানে বাস। লক্ষ্মীকান্ত (২৪)-সুত গোবিন্দ (আঁড়রাগ্রামবাসী, জিলা মেদিনীপুর), রামচন্দ্র, রামচরণ, কৃষ্ণচরণ, রামশরণ এবং হরিদেব ২৫।

৫ম বং সাং রামেশ্বরপ্রমুখ রঘুদেব-প্রকরণ।

রঘুদেব (২৩)-সুত মহাদেব তর্কবাগীশ, রাধাকান্ত, চাঁদ, কাশী, কৃষ্ণদেব এবং আত্মারাম ২৪। মহাদেব-সুত রত্নেশ্বর ২৫। রত্নেশ্বর-সুত রামনিধি, অযোধ্যারাম এবং দুর্গারাম প্রভৃতি ২৬। চাঁদ (২৪)-সুত কন্দর্প, কালীচরণ, রামচন্দ্র, রামানন্দ, রামশরণ, কৃষ্ণজীবন এবং রুদ্রদেব ২৫। কন্দর্প-সুত রামনাথ, রামপ্রসাদ ও উমাচরণ প্রভৃতি ২৬। কালীচরণ-সুত গোপাল ও শিব প্রভৃতি ২৬। রামানন্দ-সুত শ্যামসুন্দর এবং প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ২৬। প্রাণকৃষ্ণ-সুত হরেকৃষ্ণ এবং অযোধ্যারাম প্রভৃতি ২৭। কৃষ্ণজীবন-সুত কালীশঙ্কর, রুক্মিণীকান্ত এবং রূপনারায়ণ ২৬। প্রাণকৃষ্ণের হাটুরী (সাতশতী)-বিবাহ।

৬ষ্ঠ বং সাং রামেশ্বরপ্রমুখ রামদেব-প্রকরণ।

রামদেব (২৩)-সুত শ্রীরাম, অভিরাম ও [illegible] রাম ২৪। শ্রীরাম-সুত রামকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্র ২৫। অভিরাম-সুত আনন্দীরাম, জগৎবল্লভ ও হরিরামাদি ২৫।

৭ম বং সাং রামেশ্বরপ্রমুখ কামদেব-প্রকরণ। *

কামদেব (২৩)-সুত নরসিংহ, সীতারাম ও [illegible] রাম ২৪। নরসিংহ-সুত নন্দকুমার প্রভৃতি ২৫ চাঁইহাট [illegible] বাস।

রমাকান্ত (২২)-সুত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, রামগোপাল এবং রামজীবন ২৩। রমাকান্ত অন্তিম কালে কেশবকুল [illegible] প্রাপ্ত হয়েন (হরিদেবের ঠাকুরের কন্যার সহিত বিবাহ হয় [illegible] পরে কারিকা [illegible]। তৎসুত অনিরুদ্ধ ৬, তৎসুত ভগীরথ ৭। ইনি উত্তর রাঢ়ী [illegible] বলিয়া

---

* [illegible] বংশের প্রাধান্য যথা—

কুলাদিনা [illegible] নীলকণ্ঠস্তথার [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] কথা মুখ্যকুলেষু [illegible]
[illegible] মুখ্যকুলেষু [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] চক্রে কুলং [illegible] ইতি [illegible]
[illegible]

[illegible] যে ব্যক্তি যাহার [illegible] বা পুত্র, এই [illegible] [illegible] [illegible] এইরূপে [illegible] সংখ্যা [illegible] দুই এক পুরুষ [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (বিবাহ [illegible]) দেখ।

অভিহিত। তপাপহ-সুত ধবল, অমর এবং বিশ্ববাহু ৮। ধবল-সুত মহাদেব ও নীলকণ্ঠ (বা নীলাম্বর) ৯। মহাদেব-সুত মকরন্দ ও চক্রপাণি ১০। মকরন্দ-সুত দাশু (কাঁটাদিয়া) ১১ কাটোয়া (কণ্টকদ্বীপ) ও বিনায়ক ১১ নপাড়া-নিবাসী।

মকরন্দ-সুত কাঁটাদিয়া দাশু(১১)-বংশ।

দাশু-সুত বনমালী, বটু,মুরারি, মধু, গদ, ... জন, অভ্যা-গত, মাধব, বাসু, দল ও নরসিংহ ১২। বনমালি-সুত ভব ও ভীম ১৩। ভব-সুত ছুথো, জীব,পবন ও ডোথল ১৪। ছুথো-সুত গঙ্গাধর এবং নৃসিংহ ১৫। গঙ্গাধর-সুত জীব (জীয়ো),দৈত্যারি, শম্ভু, ব্যাস ও শ্রীধর ১৬। দৈত্যারি-সুত প্রিয়ঙ্কর ১৭। ভীম (১৩)-সুত, হরি, মাধব ও নারায়ণ ১৪। মাধব-সুত উষাপতি, আদিত্য, অচ্যুত ও দেবেশ ১৫। আদিত্য-সুত পীতাম্বর, দিবাকর, কুবের, ভাস্কর ও অনন্ত ১৬। পীতাম্বর-সুত গঙ্গাগতি, ... ধরাধর, অর্জ্জুন, রুদ্র, রাজাধর ও শ্রীধর ১৭।

গঙ্গাগতি-সুত দেবাই, দামাই (সর্ব্বানন্দী), হরিনারায়ণ ও গোবিন্দ ১৮। দেবাই-সুত সুরানন্দ, গুণানন্দ, ভবনানন্দ, কৃষ্ণানন্দ (লোহাই বন্দ্য কৃষ্ণানন্দ-শ্রেষ্ঠত্বাৎ) ও বিদ্যানন্দ ১৯। সুরানন্দ-সুত যাদবানন্দ ও রামানন্দ ২০। ভবনানন্দ (১৯)-সুত রামভদ্র ও জগন্নাথ ২০। কৃষ্ণানন্দ (১৯)-সুত যদু ও লোক-নাথ ২০। দামাই (১৮)-সুত সনাতন, লক্ষ্মীনাথ ও বিষ্ণুদাস ১৯।

কাঁটাদিয়া দাশুপ্রমুখ চতুর্ভুজ (১৭)-বংশ।

পীতাম্বর-সুত চতুর্ভুজ ১৭, তৎসুত লোহাই (লবাই), সবাই এবং সুন্দর ১৮। লোহাই-সুত মা[illegible] শ্রীনাথ, বাণীনাথ জগদানন্দ, হৃদয়, কমল, বাসু, যাদু ও [illegible]। শ্রীনাথ-সুত রাম ও যদুনাথ পাঠক চক্রবর্ত্তী ২০।

"শ্রীনাথবন্দ্যজঃ ক্ষেম্যঃ শিব[illegible]"

মুং ফুং শিবা[illegible] [illegible] চক্রবর্ত্তী, যদুনাথ পাঠক

[illegible] গোবিন্দ ২২।

[illegible]-বং[illegible]।

[illegible] এবং কেশব ১৯,

[illegible] নাথ, রামনাথ,

[illegible] ।১৯ [illegible]। যদু-সুত

[illegible]ভ ও বংশীধর [illegible]। জগদানন্দ-সুত

[illegible]ভ ও রত্নেশ্বর ২২।

ত্রিদোষী পঞ্চানর্থী কাঁটাদিয়া [illegible] বাণী।

ছুষ্ট বাণী জগো ঘোষে মুখ মৃত্যু [illegible] মেলমালা।
লক্ষ্মণোঽপি গুণানন্দে ত্রিদোষে জীবন [illegible] সাধারণী।
হৃদয়ের হৃদয় বুঝিতে নারি। হৃদ[illegible] কুলের অরি॥
ভঙ্গ দিল নিজ কুলে। প্রাণ হারা[illegible] [illegible] শেলে॥
মেলমালা।

জয়রাম চক্রবর্ত্তীকে জগাই বলে।

কাঁটাদিয়া বনমালীপ্রমুখ জীয়ো (১৪)-বংশ।

ভব (১৩)-সুত জীয়ো (বা জীব) ১৪। জীয়ো-সুত রুদো, ষেঝো, মধু, শিয়ো, বসু, জয়পতি, শ্রীপতি, শ্রীরঙ্গ, দিগম্বর ও প্রদ্যুম্ন ১৫। দিগম্বর-সুত সর্ব্বানন্দ ও বল ১৬। সর্ব্বানন্দ-সুত ভরত ও হিরণ্য ১৭। ভরত-সুত রাম, ব্যাস, শ্রীনাথ, পুরুষোত্তম ও গৌরী ১৮। হিরণ্য-সুত কাশীনাথ, পুণ্ডরীকাক্ষ, রঘু, ভোলানাথ ও কামদেব ১৮। (এই হিরণ্য স্বর্ণ্য।)

বং কাঁটাদিয়া প্রদ্যুম্ন (১৫)-বংশ।

প্রদ্যুম্ন-সুত অর্ক ১৬। তৎসুত আখণ্ডল ১৭। তৎসুত মধুসূদন, লক্ষ্মীপতি ও রত্নাকর (কেশি বাঙ্গালপাশী) ১৮। আখণ্ডলের বংশে আদি বংশজের সৃষ্টি (নলডাঙ্গার রাজা)।

বং নপাড়ী বিনায়ক (১১)-বংশ
(প্রায়শঃ নিয়তার্ত্তি)।

বিনায়ক-সুত বৈ (বৈকুণ্ঠ), আপী ও বাপী ১২। বৈ-সুত ঈশান, তিকো, তিলো, বিকো, নীল এবং আক (আকাশবাসী) ১৩। ঈশান-সুত রাম ও লক্ষ্মণ ১৪। রাম-সুত অনন্ত, কুবের, মাধব, শ্যাম, মনো, নরসিংহ, কেশব ও পীতাম্বর ১৫। অনন্ত-সুত বনমালী এবং গদ ১৬। বনমালি-সুত ধরণীধর ও বল্লভা-চার্য্য (বল্লভী-মেল) ১৭। ধরণী-সুত গঙ্গানন্দ আচার্য্য ও অরবিন্দ আচার্য্য ১৮।

বং নপাড়ী লক্ষ্মণ-বংশ।

বিনায়ক-প্রমুখ বৈ (১২)-পুত্র ঈশান (১৩)-সুত লক্ষ্মণ। তৎ-

রামচন্দ্র-সুত রতি, ভুবনে ...ন্ধনির্ণ

আর্ত্তি গাং রাঘব যার, চন্দ্র

উভয়-যোগেতে করে গাদে

জয়তি চ তার পিতা রাম- ...-বংশ।

রাঘু-সহোদর হয় সঙ্গে রা ... রামচন্দ্র,

গোপাল, মহেশ, তিন গ ... নন্দরাম,

রাঘের তনয় রামচন্দ্র অ

রাম-সুত হরিরাম, গাঙ্গ ...স্থ ঠাকুর-কণ্ঠ

ক্রমশঃ কহিনু এই, কা ...রমণ একযোগে

সূক্ষ্ম প্রয়োজন নাই, ...-প্রকৃতি-ভাব।

হ গাদ্বীপ-অধিকারে, ...সুত রতি, রূপ,

যোগীন্দ্র, মহেশপুরে ...নারাম ২৬। বি

ভগে পূতি কুলচন্দ্র, ...ন্দিগ্ধ-শ্রোত্রিয়-বিবা

বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্যে দাে ... তদ্ধেতু রজনীকরী-

উপাধি ত আৰ্ত্তি-কৃত নীলক ... সহস্ররাম, রামাক

মুখ গর্ভেশ্বরে বাঁটু (অগ্র-সু ... ২৭ (স

বোধ হয় বিগ্রহটী বাম

এই হেতু বাঁউটিয়া না ... চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় সু

গঙ্গারে ধরয়ে ধীন, অ

ক্ষেম্য চট্ট-সুত গঙ্গা,

---

* মুং কৃষ্ণবল্লভস্ত পিতৃবরেণ চট্ট- ... আদিব

গাং রাঘবঃ রামনাথ-সুতঃ, তত উচিতঃ চ ... রামচন্দ্রঃ

ব নীলকণ্ঠ, গঙ্গানন্দ ভট্ট।
...া পাঠ, মূল বন্দ্য, চট্ট ॥
...হয় সেই কামের নিলয়।
...আছে উদো বামনের আশ্রয় ॥
...রিকা-কলি মুদিতা আছিল।
...্যাতি পেয়ে প্রস্ফুটিতা হল ॥
...ঃ যোগ নীলের সন্তানে।
...কাশী, যদু প্রভৃতি যেখানে ॥
...সুত, তার সুত রাম।
...রী, এ তিন গুণধাম ॥
...রী করে জিতামিত্রে কুল।
...তঃ, শ্রীমন্ত অতুল ॥
...ক সে ত শ্রীপতি হয়।
...হল, ভুবন*-আশ্রয় ॥
...ট্টি, শ্রীনাথ সে পৌত্র।
...য় সেই, গঙ্গাদাস পুত্র ॥

কুলচন্দ্র-কৃত কারিকা।

...মেল) বন্দ্য সাগরদিয়া।

...)-প্রমুখ দুর্গাদাসের বংশ, ফুলিয়া ...ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল। ...২১। রাঘব, রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর ও রমাকান্ত ২২। ...ত জয়রাম চক্রবর্ত্তী ২৩। জয়রামের তিন পুত্র, রুদ্র-

---

*কামদেব-সুত, শ্রীধরস্ত সুতা লব্ধা ভুবনো ভুবনোপরি। মেলমালা।

[illegible]রাম, [illegible]রাম ও [illegible]রাম ২৯ [illegible] ৬৬৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

রুদ্ররাম চক্রবর্তি (২৪)

রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী ২৪। তৎসুত কৃষ্ণরাম, অনন্তরাম, মুকুন্দরাম, [illegible], যাদবেন্দ্র ও শঙ্কর ২৫।

রুদ্ররামের ব্রহ্মকন্যা-দোষ (মুং [illegible] [illegible]ধর ঠাকুর-পুত্র রামভদ্র ও গো[illegible] মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত পাল্টী [illegible]

রুদ্ররাম-সুত রামচন্দ্র ২৫। তৎ[illegible] কান্ত, দুর্গাপ্রসাদ, [illegible] ও [illegible] দৌহিত্র হইতে [illegible] [illegible] পরমানন্দ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রামাক [illegible]

রূপরাম ২৪ [illegible] তৎপুত্র রাম[illegible] রাজকিশোর, [illegible]কিশোর, রাম[illegible] [illegible] [illegible] ৬৪৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

[illegible] দুর্গাদাস (২১)-প্রমুখ [illegible]

[illegible]রাম (২৩) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুস্তকে [illegible] [illegible] পুস্তকে [illegible] পুস্তকে [illegible] মূলপুস্তকের ৩৮৯ পৃষ্ঠে রাঢ়ীয় ঘটক পিতার বরে পুত্রের পর্য্যায় সন্ধান রাখেন।

[illegible]কাক (১৬) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] পন্থী, [illegible] (১৮) [illegible] (১৮)।
[illegible] (২০) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] (২১)।
[illegible] (৬) অনিরুদ্ধ, [illegible] (৭)।
[illegible] সুত [illegible], অমর, বিশ্ববাহ (৮)।
[illegible] ও [illegible] মহাদেব, নীলাম্বর (৯)।
এরা [illegible] কার্যে [illegible], না ছিল [illegible]
মহাদেবের [illegible], আর [illegible] (১০)। [illegible]
[illegible] [illegible], বামন (১১), [illegible]—[illegible]।
[illegible] [illegible], আর [illegible] (১১)।
[illegible] [illegible] [illegible], দাও [illegible] [illegible] (কাটোয়া)।
[illegible]
[illegible] অভ্যা[illegible], বটু, চতুর্থ মাধান (১২)।
[illegible] [illegible], নৃসিং, জনার্দন।
[illegible] [illegible] [illegible], একাদশ [illegible] (১২)।
[illegible] [illegible] সুত [illegible] বনমালী।
পরোপকারে সবাই ছিল সুকুশলী।
বনমালি-সুত ভব, ভীম (১৩) [illegible]
ভব-সুত [illegible], [illegible], ডোমন (১৪) [illegible]
ভীম-সুতের [illegible] (১৪), [illegible]
[illegible] পুত্রের তৃতীয় [illegible] রাম [illegible] (১৫)।
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] দিবাকর, জ্যেষ্ঠ [illegible] (১৬)।

লোহাই, সবাই (১৭) দুয়ে খড়দহে শ্রেষ্ঠ ॥
লোহার পুত্রের সঙ্খ্যা রুদ্র-পরিমাণ ॥
মাধব জ্যেষ্ঠ, শ্রীনাথ (১৮) দ্বিতীয়ক গুনি।
তৃতীয় বনমালী, চতুর্থ কৃষ্ণে গুনি ॥
কমল, বাণী, জগ, বাসু যাদু, শঙ্কর (১৮)।
ক্রমনিম্ন ভ্রাতৃ ছয়, প্রীতি পরস্পর ॥
শ্রীনাথের সুতদ্বয় যদুনাথ, রাম (১৯)।
যদুনাথ পাঠক (১৯) সর্ব্বগুণের ধাম ॥
পাঠক চক্রবর্ত্তীর পুত্র গোপ. গোপী (২০) দ্বয়।
গোপাল জ্যেষ্ঠ, গোপী কনিষ্ঠ নিশ্চয় ॥
সবাই সুত চারি, মধু, গোপী, শ্রী, কেশব (১৮)।
শ্রীগর্ভের ছয় সুত, গৌরীতে (১৯) গৌরব ॥
যদু, রমা, চাঁদ, লোক, ষষ্ঠক শ্রীরাম।
গৌরী হল বল্লভী, পুত্রেতে ভদ্রাম (২০) ॥
তার সহোদর চারি (২০), সবে গুণবন্ত।
সবাই ছিল বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রক্রান্ত ॥
বিনায়ক-প্রপৌত্র রাম আর লক্ষ্মণ (১৩)।
লক্ষ্মণের হরি, তার ব্যাস (১৪) বিচক্ষণ ॥
ব্যাস-সুত বল্লভ, আর যে সর্ব্বানন্দ (১৫)।
নিজ নিজ নামে মেলি, উভয়ে সানন্দ ॥ বঙ্গদেশী ·

ইহা দৃষ্টে ২৮৭ ও ৫৭৭ পৃষ্ঠের হরিমিশ্র-বংশ শুদ্ধ কর।
ভগীরথ (১৯)-প্রমুখ দেবানন্দ (২০)-বংশ।—দেবানন্দ
শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গানন্দ ও রামশরণ ২১। গঙ্গা-সুত রতিনাথ ও জ
দাস ২২। কৌলীন্যে কিরূপে দোষ ঘটে, তাহা পরে

মহারাজ মাধবসেনের সভায়

নবশায়ক ও সুবর্ণবণিকের জাতি-বিচার।

(সঙ্গদোষে কৌলীন্য ও ব্রাহ্মণ্যের লাঘব)।

পরস্পর বাক্যালাপে বাঁধিল বিবাদ।
বণিক্ কহে, আমরা বৈশ্য নির্ব্বিবাদ ॥ ১ ॥
তাই নৃপে জিজ্ঞাসিল বণিক্‌সংহতি।
শঙ্খ, কংস, গন্ধ, মণি, স্বর্ণকার জাতি ॥ ২ ॥
বাণিজ্যে বৈশ্যবৃত্তি দেখুন মহাশয়।
উত্তরিল মহারাজ, কথা নিঃসংশয় ॥ ৩ ॥
পিতৃ-মাতৃ-দোষে চির শূদ্রে আছ গণ্য।
কুসীদ বাণিজ্যে কেহ কভু হয় ধন্য ? ॥ ৪ ॥
স্বার্থত্যাগ, বার্ত্তাগ্রহ, আসার, প্রসার।
যোগ, ক্ষেম, ইজ্যা-ব্রত, বৈশ্য-বৃত্তি যার ॥ ৫ ॥
যাদের অবশ্য-পোষ্য কেবল স্ত্রী-পুত্র।
সে পামরে কদা কেহ সাধু কহে কুত্র ? ॥ ৬ ॥
আত্ম-গুণ-দোষে নর, উচ্চ নীচ হয়।
অন্নে রশুন, দুগ্ধে চোনা, অখাদ্য যে কয় ॥ ৭ ॥
গান্ধিক বার্ত্তা হয়, ভৈষজ্য-বৃক্ষ চেনে।
চিকিৎসার সাহচর্য্য-প্রক্রিয়া সে জানে ॥ ৮ ॥
সমাজের শুভোদ্দেশে অল্পমূল্যে তুষ্ট।
পুঁটুলী খ্যাতি, সচ্ছূদ্র, নবশাখে পুষ্ট ॥ ৯ ॥
তাদের দৃষ্টান্তে শঙ্খ, আর বেণে কংস।
বিপ্র শুশ্রূষায় হল সচ্ছূদ্রে প্রশংস ॥ ১০ ॥

বঞ্চক, আত্মম্ভরি, সমাজে পরিত্যাজ্য।
সাধু-শ্রেণী-ভ্রষ্ট, স্বর্ণবণিক্ অযাজ্য ॥ ১১ ॥
যাদের পুরোধা একজেতে পরিচিত।
তারা আত্মাপরাধ-তরু হতে পতিত ॥ ১২ ॥
অন্ত্যজ, পশু, পক্ষী, জীব, এক-প্রকৃতি।
পিতা মাতা নাহি চেনে, আত্মজ্ঞানে জাতি ॥
ফুলো কয়, শোভাঞ্জন দিগ্দিগন্ত-ভাতি।
শাল্মলী, কিংশুক, কবে পুষ্পে পায় খ্যাতি ?।
কায়স্থ সচ্ছূদ্র, পাক-যজ্ঞ-অধিকারী।
শূদ্রের পাক-শব্দে, আমাপক্কাদি ধরি ॥ ১৫ ॥
শূদ্রদত্ত আমবস্তু, পক্ক বলে গণ্য।
শূদ্রের পক্ক অন্ন, সে উচ্ছিষ্টে প্রামাণ্য ॥ ১৬ ॥
অযাচিতে অমৃত, শাস্ত্রে আছে উক্তি।
শূদ্রে অপ্রার্থিতে আমে, নহে অসদ্‌যুক্তি ॥ ১৭
শূদ্রের যজ্ঞ-শব্দে, তান্ত্রিকী দেব-সেবা।
অগ্ন্যাধান পুরোহিতে, বৃষোৎসর্গে পাবা ॥ ১৮
শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে, নমো নমো মন্ত্র।
পুরোধা উচ্চারে সূক্ত, শূদ্র অস্বতন্ত্র ॥ ১৯ ॥
এইরূপ ব্রাহ্মমাত্রে, পিণ্ডে আম অন্ন *।
পিতৃ-মাতৃ-দোষে ভ্রষ্ট, হয়ো নাকো খি

শূদ্রবিষয়ে মৎস্যপুরাণম্।
এবং শূদ্রোঽপি সামান্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধন্তু সর্ব্বদা।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদামান্নবদ্বুধঃ ॥

শূদ্রান্ন শূদ্রগৃহে, বিপ্রে শোণিততুল্য।
দ্বিজভক্ত সচ্ছূদ্রে, এ কথা প্রাতিকূল্য ॥ ২১ ॥
শূদ্রের নবশায়ক, কায়স্থ-সদৃশ।
আচার ব্যবহারে, নহে কভু অসদৃশ ॥ ২২ ॥
নবশাখ সব সম, ভৃগুরাম-বরে।
নবশায়কে গোপকে, সর্ব্ব-অগ্রে ধরে ॥ ২৩ ॥
গোপের ব্যবসায়, প্রধানতঃ যে কৃষি।
বাণিজ্যে, পাশুপাল্যে, বিপ্রসেবায় বসি ॥ ২৪ ॥
মালী দ্বিতীয় স্থলে, পুষ্পচয়ন কর্ম্ম।
মালা-গাঁথা, বিপ্র-সেবা, একমাত্র ধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥
তিলীর প্রধান কার্য্য, শস্যের বিক্রয়।
হরি-কথা, বিপ্র-সেবা, ধর্ম্মের সংশ্রয় ॥ ২৬ ॥
তন্ত্রী শিল্পীর শ্রেষ্ঠ, বস্ত্রবয়নে পটু।
দেব-দ্বিজ-ভক্ত, তবু হাবা গালি কটু ॥ ২৭ ॥
মোদকের কন্দুপক্ক, আর পয়ঃপাক।
আত্মপকে অধিকার, নবশাখে ডাক ॥ ২৮ ॥ *

দানপ্রধানঃ শূদ্রঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ স্বভূঃ।
দানেন সর্ব্বকামাপ্তি-রস্য সংজায়তে যতঃ ॥
আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ তু সদৈব হি ॥

শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত প্রচেতা-বচন।

* কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি ॥

তি কূর্ম্মপুরাণবচনে শূদ্রকর্ত্তৃককন্দুপক্বাদের্ব্রাহ্মণভক্ষ্যত্বেন শ্রাদ্ধে

বারুজী পর্ণবিক্রয়ী, তাম্বূলীর জাতি।
ভার্গব-সমীপে উভে, ছিল সমভাতি ॥ ২৯ ॥
তাই তাম্বূলী নহে, পৃথক্ এক বর্ণ।
দেব-দ্বিজ-শুশ্রূষায় হয় সে আনৃণ্য।
কুলাল শিল্পীর আদি, ঘটাদি-কারক।
প্রতিমা-গঠনকারী, বিপ্রের সেবক ॥ ৩১ ॥
অষ্টম নবশাখ বিশ্বকর্ম্মার নাতি।
লৌহ গলায়, স্বর্ণ নাহি, কামারে খ্যাতি ॥ ৩২ ॥
নাপিত নবম জাতি, প্রসাধনে সাধু।
ধূর্ত্ত নরসুন্দরক, জানে বিদ্যা জাদু ॥ ৩৩ ॥

দেয়ত্বং যুক্তম্। কন্দুপক্বং জলোপসেকং বিনা কেবলপাত্রেণ যদ্বহ্নি পক্বম্। পায়সং পাকেন কাঠিন্যবিকারাপন্নং দুগ্ধং, পরমান্নপরত্বে পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশাপত্তেঃ। তথা চামরঃ—পরমান্নন্তু পায়স ইতি। রঘুনন্দন, শ্রাদ্ধত

তিলের সন্দেশ, নারিকেল-সন্দেশ, ছানা ও ক্ষীরের সন্দেশ, ক্ষীর লাড়ু, দধ্যাদি—এই সকল শূদ্রপক্ব দ্রব্য বঙ্গদেশে শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত হ বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কার্য্যে লাজ ও চিপিটকাদিরও ব্যব আছে। গয়া প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলে মোদকের ঘৃতপক্ব দ্রব্য ব্রাহ্মণে ব্যবহ করেন। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলে শূদ্রের আজ্যপক্বগ্রহণরূপ বচ ফলিতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে তদ্দেশবাসীরা বৃহন্নারদীয়পুরা এই বচন দেন। যথা—

আজ্যপক্বং পয়ঃপক্বং পক্বং কেবলবহ্নিনা।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি ॥

যেখানে মোদকের ঘৃতপক্ব দ্রব্যাদি প্রচলিত, তথায় তৈলপক্ব দ্রব্যাদি কিয়ৎপরিমাণে অপ্রচলিত নহে।

রুগ্ন ব্যক্তি চন্দ্রতুল্য, সব জাতি সম।
চিকিৎসকের অঘৃণ্য, নীরোগী অসম* ॥ ৩৪ ॥
তেমনি নাপিত-সেবা সকল সচ্ছূদ্র।
শৌচে নাপিত গ্রাহ্য, তাহে সে হয় ভদ্র ॥ ৩৫ ॥
যে অর্দ্ধসীরী নাপিত, দাস কুলমিত্র।
তদ্‌গৃহে তদন্নে, বিপ্রে নাহি দোষ কুত্র ॥ ৩৬ ॥ †
সঙ্কটে, আতিথ্যে, শূদ্রদত্ত দ্রব্য অঘৃণ্য।
সচ্ছূদ্রে তদামান্নে, বিপ্র নহে অধন্য ॥ ৩৭ ॥
এই সব ছল করে, অজ্ঞ বিপ্রবরে।
খাইল শূদ্রের পক্ক অন্ন নিরন্তরে ॥ ৩৮ ॥
ইহা দেখি সাধুগণ, করে কাণাকাণি।
[illegible] প্রকাশ্যে সব দোষ জানাজানি ॥ ৩৯ ॥
দোষী কার্য্যপ্রসঙ্গে, সমাজেতে ঠেকা।
পতিত, স্থগিত, ক্রিয়াহীন, থাকে একা ॥ ৪০ ॥
কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নামের গৌরবে।
দেশ-দেশান্তরে বিভা করে নিরুপদ্রবে ॥ ৪১ ॥
যখন বিপক্ষ জানিল সমুদয় তথা।
কুটুম্বের কুৎসা করে, অশেষ অকথ্য ॥ ৪২ ॥
সংক্রিয়ায় দলে বলে, ক্রমে হল পুষ্ট।
চক্রীর চক্র ভাঙ্গে, কোথা যে থাকে দুষ্ট ॥ ৪৩ ॥

---

* রাহুগ্রস্তো যথা চন্দ্রো রোগগ্রস্তস্তথা নরঃ।
সর্ব্বৈরপি তদা দৃশ্যো বিনির্মুক্তঃ স্বজাতিভিঃ ॥ কুলার্ণবতন্ত্র।

† আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ মনু, ৪র্থ অ, ২৫৪।

এইরূপ অপবাদ, লবণ, যবন।
বৃথা গালি আছে কুলীনের বিলক্ষণ ॥ ৪৪ ॥
সে হেতু ছত্রিশ মেলে, অশ্রাব্য অকথ্য।
নানাবিধ শেল জ্ঞান, অসত্য অকথ্য ॥ ৪৫ ॥
সাক্ষায় দোষ বিচারি, কুল থাকে থাকে।
গুণাধিক্যে দোষসাম্যে সপর্য্যায় ডাকে ॥ ৪৬ ॥
সমাজ-গতি মন্দ হল ব্যবহার-দোষে।
দুষ্ক্রিয়ায় আর কেহ কারে নাহি রোষে ॥ ৪৭ ॥
মূলো ভণে, সাধুর দোষ কভু কি সত্য ?।
অলীক কথা, খ-কুসুম, মৃষা, অকথ্য ॥ ৪৮ ॥

গোষ্ঠীকথা, উলা-নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

রঘুরামপ্রমুখ দুর্গারাম-পুত্র রামশরণ(২৬)-বংশ।

বং সাং রামশরণের পুত্র কৃষ্ণপ্রাণ, গোবিন্দপ্রসাদ, ব্রজকিশোর, রাজকিশোর, নন্দকিশোর, শ্যামকিশোর, কাশীনাথ ও শম্ভুনাথ ২৭।

কৃষ্ণশরণ (২৮)-পুত্র গৌরীপ্রসাদ ও কাশীনাথ ২৯।

কৃষ্ণপ্রাণ (২৮)-সুত রাধানাথ ২৯ (জানকীনাথ ও কৃপানাথ নামে আর দুই সহোদর ছিল, ইহাও কেহ বলেন)। রাধানাথ-সুত তারকনাথ ও চন্দ্রনাথ ৩০। তারক-সুত নীলমণি ৩১ (চুপীবাসী, জিলা বর্দ্ধমান)।

রঘুরাম-প্রপৌত্র গোবিন্দ(২৮)-বংশ।—গোবিন্দ-সুত রাধা-

কিশোর, দ্বারকানাথ ও শ্যামচন্দ্র ২৯, বৃদ্ধপ্রপৌত্র। রাধাকিশোর-সুত উমাচরণ, গিরিশ, শ্রীশ, চন্দ্রশেখর, হরকুমার ও হরিশ্চন্দ্র ৩০ (রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র, আমগ্রাম)।

রঘুরাম-পুত্র শ্রীধর চক্রবর্ত্তী* ২৬। গঙ্গাগোবিন্দ ২৭। ব্রজকিশোর ২৮। তিলক ২৯। ঈশানচন্দ্র ৩০। রজনীকান্ত ৩১। নিশিকান্ত ৩২। রজনীর কন্যা (শান্তিপুর) বংশজে প্রদানহেতু নিষ্কুল। বং সাং শ্রীধর চক্রবর্ত্তীর উদ্যমে রামকান্ত চক্রবর্ত্তীর সহিত কুল, বিগ্রামে শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সহিত ক্রমান্বয়ে কুল।

শ্রীধর চক্রবর্ত্তীর (২৬) পুত্র সাতকড়ি, কীর্ত্তিনারায়ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ ২৭।

রঘুরাম-সুত শ্যাম(২৬)-বংশ।—স্বরূপচন্দ্র ২৭। পুত্র গুরুদাস ও বিষ্ণু ২৮। গুরুদাস-পুত্র যোগেন্দ্র ও নগেন্দ্র এই দুই ২৯।

রঘুরাম-প্রপৌত্র ব্রজকিশোর ২৭। সুত নীলমণি ও কমলাকান্ত ২৮। নীলমণি-সুত কালীপ্রসাদ ২৯। তৎসুত গিরিশ ও জগদীশ ৩০। জগদীশ-পুত্র যদুপতি প্রভৃতি ৩১ (আমগ্রাম, জিলা ফরিদপুর)।

---

* শ্রীধরের (২৫) পালটী-প্রকৃতি মুং ফুং বিষ্ণু ঠাকুর, তৎপুত্র রামদেব ও নারায়ণ।

রামপ্রসাদ (২৫)-সুত নিধিরাম চক্রবর্ত্তী (বাকলাবাসী, জিলা বাখরগঞ্জ), ধনিরাম ও সোণারাম ২৬। সোণারাম (২৬)-পুত্র কৃষ্ণমঙ্গল, রামসুন্দর ও রাজচন্দ্র ২৭। কৃষ্ণমঙ্গলের দুই পুত্র ২৮।

রঘুরাম (২৪)-পুত্র শ্রীধর তাড়পাশা-বাসী রামদেব-রায়-কন্যা-বিবাহী, সন্দিগ্ধ-শ্রোত্রিয়-দোষ (দীর্ঘাড়ী)।

রঘুরাম-প্রপৌত্র নন্দকিশোর ২৭। তৎসুত গুরুপ্রসাদ ২৮। তৎসুত ভুবন ২৯। ভুবন-সুত জানকীনাথ, মথুরানাথ, শম্ভুনাথ, শশী ও প্রসন্ন ৩০।

রঘুরাম-প্রপৌত্র রাজকিশোর ২৭। তৎসুত অভয়াচরণ ও শ্রীহরি ২৮। শ্রীহরি-সুত রাম ২৯।

রঘুরাম-প্রপৌত্র শ্যামকিশোর ২৭। তৎপুত্র কৃষ্ণকুমার ও গুরুপ্রসাদ ২৮।

রঘুরাম-প্রপৌত্র কাশীনাথ ও শম্ভুনাথের (২৭) বংশাভাব।

রঘুরামের প্রথম পুত্র কালাচাঁদ (২৬)-বংশ।—পুত্র নয়ন, মাণিক, বিদ্যাধর, গঙ্গাধর, যোগেশ্বর, রামজয়, লক্ষ্মণ ও রামপ্রসাদ ২৭। রামপ্রসাদ-সুত নিধিরাম, ধনিরাম ও মণিরাম ২৮।

কালাচাঁদ-সুত বিদ্যাধর ২৮। সুত রামহরি, হৃদয়রাম, রূপরাম, অযোধ্যারাম, গোপীমোহন, সুধারাম ও সোণারাম ২৯।

রাঢ়দেশী পুস্তকে হরি মিশ্রের বংশাবলী যেরূপে লিখিত আছে, বঙ্গদেশী পুস্তকে তদ্রূপ নহে। দুই পুরুষের ইতর-বিশেষ আছে, যথা—

সাগরদিয়া হরি মিশ্র ১৩। হরি-সুত উদয়, মনো ও বামন ১৪। উদয়-সুত মুরারি, মাধব, রাম, কৌতুক, সন্তোষ ও কুমার ১৫। মাধব-সুত বিষ্ণু ও শান্তি ১৬। বিষ্ণু-সুত শঙ্কর, শ্রীনিবাস, পৃথ্বীধর, সদানন্দ, বৈকুণ্ঠ, অচ্যুত, লম্বোদর ও ধ্রুবানন্দ ১৭।

এই লিখনানুসারে ধ্রুবানন্দ মিশ্র হরি মিশ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। সুতরাং বন্দ্যোর প্রথম কুলীন মহেশ্বর হইতে ধ্রুবানন্দ অষ্টম পুরুষ, ভট্টনারায়ণ হইতে সপ্তদশ অধস্তন। যথা—

হরি (১৩)-সুত উদয়, মনো, আরো যে রাম ১৪।
উদয়-পুত্র ছয়, ভ্রাতৃ-তৃতীয়ে রাম ॥
সুর, মাধব, কৌতুক, সন্তোষ, কুমার ১৫।
বিষ্ণু, শান্তি ১৬, মাধবের দুই অবতার ॥
বিষ্ণু-সূনু বসুসংখ্য, প্রধান শঙ্কর ১৭।
অপভ্রষ্ট নামে খ্যাত সপ্ত মুনিবর ॥
শ্রীনে, পিথে, সদা, বোয়ে, অচো, লম্ব, ধ্রুব ১৭।
সবে স্বর্গচ্যুত ব্রহ্ম-সদৃশ ভূদেব ॥
ধ্রুবের বৃদ্ধপ্রপিতামহ পূজ্য হরি।
দুর্ব্বলী অতিবৃদ্ধ, সকলে বিচারি ॥
ঊর্দ্ধতন সপ্তম মহাদেবে ত জান।
শ্রেষ্ঠ কুলীন মহেশ, ঊর্দ্ধে অষ্ট স্থান ॥

পৃথ্বীধর (পিথে, ১৭)-সুত গৌরীবর, দুর্গাবর, শ্রীনায়ক, গঙ্গাধর, দামোদর, অচ্যু এবং গোপী ১৮। গঙ্গাধর (১৮)-পুত্র ভগীরথ, হরিহর ও রত্নগর্ভ ১৯।

এই পুস্তক অনুসারে বন্দ্যবংশের আদি হইতে এখন পর্য্যন্ত একটী তালিকা লিখিত হইল, তাহাতে পর্য্যায়-সংখ্যা ঠিক হইবে; যেখানে যে অংশে ভুল আছে, তাহা অনায়াসে সংশোধিত হইতে পারে।

যথা—ভট্টনারায়ণ ১। আদিবরাহ ২। বৈনতেয় ৩। সুবুদ্ধি ৪। বিবুধেশ ৫। শুঁই ৬। গঙ্গাধর ৭। পহস (পশুপতি) ৮। সুপণ বা শকুনি ৯। শকুনি-সুত মহেশ্বর ও আহ্লন ১০। ইঁহাদিগের সহিত বন্দ্যবংশের আর চারিজন বল্লালের নিকট

কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের নাম—দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ (মূলপুস্তক ২২৬ পৃষ্ঠে দেখ)।

মহেশ্বর ১০। মহাদেব ১১। তিকু (ত্রিবিক্রম), পূতি (পুরাই) ও দুর্ব্বলী ১২। দুর্ব্বলী (১২)-সুত অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ ও সঙ্কেত ১৩। হরি-সুত উদয়, মনো ও বামন ১৪। উদয়-সুত মাধব, মুরারি, রাম, কোক, সন্তোষ ও কুমার ১৫। মাধব-সুত বিষ্ণু মিশ্র ও শান্তি ১৬। বিষ্ণু-সুত শঙ্কর, শ্রীনিবাস, পৃথ্বীধর, সদানন্দ, বৈকুণ্ঠ, অচ্যুত, লম্বোদর ও ধ্রুবানন্দ ১৭। পৃথ্বীধর-পুত্র গঙ্গাধর ১৮। তৎপুত্র ভগীরথ ১৯। তৎপুত্র মনোহর, জিতামিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমন্ত,* শ্রীপতি ও শ্রীমান্ ২০। শ্রীপতি-সুত দুর্গাদাস ২১। দুর্গাদাসের পুত্র চারি চক্রবর্ত্তী—রাঘব, রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর ও রমাকান্ত ২২। রাঘব-সুত জয়রাম ২৩। তৎপুত্র রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম (রামকেশব) ২৪।†

---

* বন্দ্য ভগীরথের (১৯) পুত্র শ্রীমন্তের বংশের একদেশ যথা—ভগীরথের পুত্র শ্রীমন্ত ২০। শ্রীমন্ত-সুত রামচন্দ্র ২১। তৎসুত রাঘব ২২। তৎসুত কৃষ্ণচরণ ২৩। তৎসুত রামভদ্র, রামগোপাল, রামনাথ ও রামেশ্বর ২৪। রামভদ্র নৈহাটী-বাসী। রামভদ্র সুত রামশরণ, নন্দরাম, জয়রাম ও নিধিরাম ২৫। নন্দরাম-সুত প্রাণরাম, রামকৃষ্ণ, রামকিশোর ও গোপারাম ~~... সুত মুখার্জি ... রামচাঁদ~~ ২৮।
২৬ ২৩।- রামকৃষ্ণ-সুত শিবরাম ২৭। তৎসুত রামধন ও রামচাঁদ ২৮। চব্বিশ পরগণার নকীপুর-বাসী, এখন জিলা খুলনা। রামচাঁদ-সুত অম্বিকাচরণ (গরলগাছা-নিবাসী, হুগলী) ২৯। অম্বিকা-সুত ত্রিপুরাচরণ, বিহারীলাল ও শ্যামাচরণ ৩০। ত্রিপুরা-সুত হেমাঙ্গনাথ ও ধীরাঙ্গনাথ ৩১।

† যাবৎকালপর্য্যন্ত বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য অধিকমাত্রায় ছিল, তাবৎকালমধ্যে বংশমর্য্যাদার সাধারণ উপাধি ব্যতীত বিদ্যাবত্তার জ্ঞাপক পৃথক্ পৃথক্ উপাধি ছিল। বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের অল্পতা সময়ে কুলীনগণের সাধারণ উপাধি

জিতামিত্র-বংশ।

জিতামিত্র (২০)-পুত্র বাণী শিকদার ও শ্রীরাম ২১। বাণী শিকদারের পুত্র চণ্ডিদাস, মথুরানাথ, হরিনাথ, ভবনাথ, শিবরাম ও জীবন ২২। মথুরানাথের পুত্র রামচরণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণচরণ, শিবকৃষ্ণ ও বল্লভ ২৩। কৃষ্ণচরণ-পুত্র রামনাথ ও রঘুনাথ ২৪। রঘুনাথের পুত্র রামভদ্র, রামচন্দ্র, রামগোবিন্দ ও তিতু ২৫। রামচন্দ্রের পুত্র কেবলরাম, রামানন্দ, শ্রীরাম, রামহরি, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম ও পদ্মলোচন ২৬। রামানন্দের পুত্র কাশীনাথ, কৃপারাম ও রামজয় ২৭। রামজয়ের পুত্র দয়ারাম ও উদয়রাম ২৮। উদয়-পুত্র ভবানীচরণ ও কৃষ্ণজীবন (কালীচরণ) ২৯। ভবানীচরণ-সুত রামকৃষ্ণ, রাজরাজেশ্বর ও নিমাইচরণ ৩০। * এই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রথমতঃ

উপাধ্যায় হইল। অর্থাৎ তৎকালে কেবল জীবিকা-জন্য বেদের একদেশমাত্র অথবা ষড়ঙ্গবেদের কোন কোন বিষয় শিক্ষা দিয়া অধ্যাপনার চিহ্ন উপাধ্যায় উপাধি ধারণ করিতেন। এক্ষণে একেবারে বিদ্যার লোপে উপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য্য; পূর্ব্বে তাহা ছিল না। যথা—

একদেশন্তু বেদস্য বেদস্যাঙ্গানি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থম্ উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥ মনু।
বন্দ্যো বন্দ্যঘটীবংশে জাতঃ খ্যাতো ভগীরথঃ।
বভূবুস্তস্য সৎপুত্রাঃ পঞ্চ পঞ্চাননোপমাঃ॥ ১॥
জ্যেষ্ঠো মনোহরো ধীমান্ জিতামিত্রশ্চ মধ্যমঃ।
দেবানন্দস্তৃতীয়োঽভূচ্চতুর্থঃ শ্রীপতিঃ কৃতী।
আখ্যয়া পঞ্চমঃ শ্রীমানেতে পঞ্চ সহোদরাঃ॥ ২॥
জিতামিত্রস্য পুত্রৌ দ্বৌ খ্যাতৌ বন্দ্যঘটীকুলে।
বাণী শিগ্দারকো জ্যেষ্ঠোঽনুজঃ শ্রীরামনামকঃ॥ ৩॥

সমুদয় স্মৃতিগ্রন্থ ও অষ্টাদশ পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হয়। ইনি তৎসমসাময়িক লোকমধ্যে একজন অতি গণ্য মান্য লোক ছিলেন।

জ্যেষ্ঠস্য শিকদারস্য পুত্রাঃ ষড় ভুবি বিশ্রুতাঃ।
চণ্ডিদাসশ্চ মথুরানাথশ্চ হরিনাথকঃ।
ভবনাথশ্চ বিখ্যাতঃ শিবরামশ্চ জীবনঃ॥ ৪॥
মথুরানাথতো জাতাঃ পঞ্চ পুত্রাঃ কুলোজ্জ্বলাঃ।
প্রথমো রামচরণো গোপীনাথশ্চ মধ্যমঃ॥ ৫॥
তৃতীয়ঃ কৃষ্ণচরণঃ শিবকৃষ্ণশ্চতুর্থকঃ।
বল্লভঃ পঞ্চমশ্চৈতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৬॥
রঘুনাথো রামনাথো দ্বৌ কৃষ্ণচরণাত্মজৌ।
রঘুনাথস্য চত্বারস্তনুজা অভবন্ ভুবি॥ ৭॥
রামভদ্রো ভবেজ্জ্যায়ান রামচন্দ্রশ্চ মধ্যমঃ।
তৃতীয়ো রামগোবিন্দশ্চতুর্থস্তিতুসংজ্ঞকঃ॥ ৮॥
রামচন্দ্রসুতাঃ সপ্ত সপ্তর্ষিসমপ্রভাঃ।
জ্যেষ্ঠঃ কেবলরামশ্চ রামানন্দশ্চ মধ্যমঃ॥ ৯॥
তেষাং তৃতীয়ঃ শ্রীরামস্তুর্য্যো রামহরিঃ কৃতী।
রাধাকৃষ্ণঃ পঞ্চমশ্চ বলরামশ্চ ষষ্ঠকঃ।
পদ্মলোচননামা যঃ সপ্তমঃ সোঽত্র কীর্ত্তিতঃ॥ ১০॥
রামানন্দসুতা এতে কুলশীলসমন্বিতাঃ।
কাশীনাথ-কৃপারাম-বিজয়রামজয়াহ্বয়াঃ॥ ১১॥
বভূবতু রামজয়াদ্দয়োদয়াম্মহোদয়ৌ দ্বৌ তনয়ৌ দয়ান্বিতৌ।
শ্রীমান্ ভবানীচরণোঽগ্রজস্তয়োঃ শ্রীমান্ কনীয়ানপি কৃষ্ণজীবনঃ॥১২।
শ্রীরামকৃষ্ণঃ প্রথমো দ্বিতীয়ঃ শ্রীরাজরাজেশ্বরসংজ্ঞকশ্চ।
শ্রীমান্ নিনাইচরণস্তৃতীয়স্ত্রয়ো ভবানীচরণস্য পুত্রাঃ॥১৩॥ভবানীকস্য।

বং সাং রঘুরাম-(২৪)-বংশ।

রঘুরাম-সুত রামপ্রসাদ ২৫। বিদ্যাধর ও হৃদয়রাম ২৬। বিদ্যাধর-সুত শিবনাথ, শম্ভুনাথ, রামগোপাল ও দুলাল ২৭। রামগোপাল-সুত চন্দ্রমাধব, গুরুপ্রসাদ ও ভগবান্ ২৮। চন্দ্রমাধব-সুত ব্রজকিশোর, শ্রীরঙ্গচন্দ্র ও জয়চন্দ্র ২৯। ইহাঁরা কনকসার-গ্রামবাসী। ব্রজকিশোর-সুত আনন্দ, কিশোরী ও বিপিন ৩০ (মূলপুস্তক ৩৮৯ পৃষ্ঠ দেখ)।

রঘুরাম-সুত ঘনশ্যাম ২৫। তৎসুত বংশীবদন ও রামমাণিক্য ২৬। রামমাণিক্য-সুত কৃষ্ণকিশোর, রাধানাথ, ঈশ্বর, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ ও মাধবচন্দ্র ২৭। ইহাঁরা ফরিদপুর-নিবাসী। ভোলানাথ-সুত শ্যামাচরণ প্রভৃতি ২৮।

বংশীবদন (২৬)-সুত রামসুন্দর, লোকনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও হরচন্দ্র ২৭। লোকনাথ (২৭)-সুত দুর্গাচরণ, গিরিশ ও দ্বারকানাথ ২৮। ঈশ্বরচন্দ্র (২৭)-সুত হরিমোহন, শশিমোহন, অবিনাশ ও উপেন্দ্র ২৮। হরচন্দ্র (২৭)-সুত চন্দ্রকান্ত ২৮।

রঘুরাম-সুত রামপ্রসাদ (২৫)-পুত্র হৃদয়রাম ২৬। পুত্র রামচাঁদ, ভবানীশঙ্কর, রামকমল, হরিনাথ, দ্বারকানাথ ও দীননাথ ২৭। রামকমল-সুত হরকুমার, শ্রীদৈব, নবকুমার, ললিতমোহন, হরভূষণ, শিরোভূষণ, রত্নভূষণ ও ফণিভূষণ ২৮।

রঘুরাম-পুত্র শ্রীধর ২৫। তৎপুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ ২৬। তৎসুত রামরাম ২৭। তৎপুত্র গোকুলকৃষ্ণ ২৮। নন্দমোহন ও মোহিনীমোহন (গাউদিয়া) ২৯। যতীন্দ্র, রাজেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র ৩০।

বন্দ্য সাগরদিয়া।

রুদ্ররাম-প্রমুখ অভিরাম ২৫। তৎপুত্র রামরাম, মহাদেব, মধুসূদন, কালীচরণ, রঘুনাথ ও কামদেব ২৬। রামরাম-সন্তান কালীশঙ্কর, দুর্গাপ্রসাদ, কৃষ্ণকান্ত ও রাধানাথ ২৭। রাধানাথ-পুত্র বিশ্বনাথ, গুরুপ্রসাদ ও জগদ্বন্ধু ২৮। জগৎ-সুত কাশীচন্দ্র ২৯। গুরুপ্রসাদ (২৮)-সুত অমরচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ ২৯। গঙ্গানারায়ণ-সন্ততি ঈশান, ললিত ও কামিনীমোহন ৩০। ঈশান-সুত মাখনলাল ৩১ (মূলপুস্তক ৩৮৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

মুখোপাধ্যায়গণ প্রায়শঃ সকল কুলের প্রকৃতি, বন্দ্যাদি-বংশ পাল্‌টী নামে খ্যাত; সুতরাং পাল্‌টী-প্রকৃতির বর্ণন মুখবংশেই লিখিত হইল।

রামকেশব চক্রবর্ত্তীর (২৪) বংশ।

কেশব-সুত আনন্দীরাম, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, মণিরাম, চন্দ্রচূড়, শুকদেব, হরিনারায়ণ, বিষ্ণুরাম, রামদেব, গঙ্গারাম, রাজামণি, রামানন্দ, সূর্য্যদাস, নয়ন ও রাধাবল্লভ ২৫। আনন্দীরাম বিদ্যালঙ্কার-সুত রাধাগোবিন্দ, রামলোচন, শিবচন্দ্র, রামনাথ ও রামকৃষ্ণ ২৬। রাধাগোবিন্দ-সুত হরিনাথ ও বিশ্বনাথ ২৭। বিশ্বনাথ-সুত শ্রীনাথ ও কালীনাথ ২৮ (বংশ মূলপুস্তকের ৩৮৯ পৃষ্ঠে দেখ)। কালীনাথ-সুত কেদার, জগদ্বন্ধু, যদুনাথ, আশুতোষ ও নবীনচন্দ্র ২৯। নবীনচন্দ্র আহিরীটোলাবাসী। জগদ্বন্ধু-সুত কুমুদ, বিনোদ ও লালবিহারী বি. এ. ৩০। বিনোদ-সুত ফণিভূষণ ও বিভূতিভূষণ ৩১।

কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীনাথ ২৮। অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র ননীগোপাল ২৯।

কেশব-প্রপৌত্র হরিনাথ ২৭। বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভোলানাথ ২৮। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গোপাল ও মধুসূদন ২৯। গোপাল-সুত যদুনাথ ৩০।

কেশব চক্রবর্ত্তি-প্রমুখ আনন্দীরাম-পৌত্র বিশ্বনাথ-সুত কাশীনাথ-পুত্র যদুনাথ ২৯। পুত্র প্রমথ বা অধর, নারায়ণ, প্রভাস বা দাশরথি ৩০। প্রমথ বা অধর, ফুলিয়া শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র, নারায়ণ কৈলাস মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র।

কেশব(২৪)-প্রমুখ হরিনারায়ণ-বংশ।

কেশব চক্রবর্ত্তীর পুত্র হরিনারায়ণ ২৫। পুত্র সুধারাম, রূপরাম, শচীনন্দন, শ্যামসুন্দর, রত্নেশ্বর, নীলকণ্ঠ, রামরাম, গোকুলচন্দ্র, রামকান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র, গোপাল ও বলরাম ২৬। সুধারাম-সুত সদাশিব, রামলোচন, শিবপ্রসাদ, রামগোবিন্দ এবং কৃষ্ণগোবিন্দ ২৭। শিবপ্রসাদ-সুত কৃষ্ণচন্দ্র ২৮।

হরিনারায়ণ (২৫)-সুত শ্যামসুন্দর ২৬। তৎপুত্র পদ্মলোচন, নিধিরাম, হরগোবিন্দ, ভবানীশঙ্কর, শিবশঙ্কর এবং রামচন্দ্র ২৭। পদ্মলোচন-সুত জগন্নাথ, গদাধর এবং বংশীধর ২৮।

কেশব-পৌত্র রামলোচন(২৬)-বংশ।

আনন্দীরাম-সুত রামলোচন-পুত্র রামকানাই, কাশীনাথ,

জয়গোবিন্দ, শ্রীকান্ত ও শম্ভুনাথ ২৭। রামকানাই-সুত চন্দ্র ও উমাচরণ ২৮। উমাচরণ-সুত সীতানাথ ও লালমোহন ২৯।

কাশীনাথ (২৭)-সুত পীতাম্বর ২৮। পীতাম্বর-সুত দীননাথ ও মথুরানাথ ২৯ (ভঙ্গ)।

কেশব-প্রপৌত্র জয়গোবিন্দ ২৭। পুত্র ঈশ্বর ও বংশী ২৮। বংশী-পুত্র মদন, পূর্ণ, শ্যামাচরণ, পঞ্চানন ও অক্ষয় ২৯। ঈশ্বর-সুত বাণীকান্ত ২৯। তৎসুত নীলকান্ত ও চাঁদমোহন (ভঙ্গ) ৩০।

কেশব-প্রপৌত্র শ্রীকান্ত ২৭। তৎসুত রামমোহন ও ভুবন ২৮। ভুবন-সুত অম্বিকা ২৯। তৎসুত পরেশনাথ (ভঙ্গ) ৩০।

কেশব প্রপৌত্র শম্ভুনাথ ২৭। পুত্র জয়চন্দ্র ২৮। তৎসুত ঈশানচন্দ্র ২৯। তৎসুত বৈকুণ্ঠ ৩০। তৎপুত্র প্রমথ ৩১।

জাকুচ(৭)-প্রমুখ বৃদ্ধপ্রপৌত্র ঈশান। ইনিই বল্লাল-পূজিত বন্দ্যবংশের কুলীনপঞ্চকের একতম (পর্য্যায় ১১শ)।

গঙ্গাধর(৭)-প্রমুখ পহস-সুত বিঠো ও সুগণ (শকুনি নামে খ্যাত) ৯, শকুনি-সুত জাহ্লন ও মহেশ্বর ১০।

মকরন্দ সুভিক্ষ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ, সুতরাং ভট্টনারায়ণ হইতে ১০ম।

১০ম—জাহ্লন ১০ম—মহেশ্বর ১১শ—দেবল ১১শ—বামন ১০ম—ঈশান ১০ম—মকরন্দ	জাহ্লনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ। দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥ এই ছয়জন বন্দ্য বংশের প্রথম কুলীন। মূলপু. ২২৬ পৃ.।

ইহা দৃষ্টে ৩৮৭ পৃষ্ঠের দোষ সংশোধন কর। •

পর্য্যায়-সংখ্যার ইতর-বিশেষ।

যে যাহার বর লয়ে কুলে মান পায়।
কিবা পিতা, পিতামহ, সে তার পর্য্যায়॥ ১॥
কুলে বিভা ব্যবহারে এই আছে রীতি।
পর্য্যায়-সংখ্যা-লিখনে রাখে শুদ্ধনীতি॥ ২॥
রাঢ়ী কুলাচার্য্য ফেরফার নাহি জানে।
বন্দ্য হরি মিশ্র পুত্র-পৌত্র সম মানে॥ ৩॥
তাই হরি-পুত্র উদো পিতৃ-নামে লুপ্ত।
পৌত্র মাধু পিতামহ-বরে হল গুপ্ত॥ ৪॥
বাঙ্গাল ঘটক পুথি লেখে শুদ্ধ করে।
বরে সম হলেও পর্য্যায় স্বীয় ঘরে॥ ৫॥
পঞ্চাননের যুক্তি ত অতি পরিপাটী।
বঙ্গদেশী সারাবলী পর্য্যায়ে না কাটি॥ ৬॥
পাল্‌টী-প্রকৃতির ঘরে উচ্চ নীচ হয়।
দুই এক পুরুষ অধ উর্দ্ধে পরিচয়॥ ৭॥

জাহ্লনের বংশ নাই, মহেশ্বরে পাই।
দেবল-বংশেতে যোগী, প্রতিযোগী নাই॥
বামন হইল খর্ব্ব বর না চলিয়া।
কুলের গতিটী দেখ নয়ন মেলিয়া॥
হায় রে কুলের গতি, কি বলিব হায়।
ঈশানে ঈশান-কোণে নাহি দেখা যায়॥
মকরন্দে মকরন্দ প্রকাশ হইল।
মেঙ্গুড় ভেঙ্গুড় নে যে রূপক পাইল॥ সারাবলী।

আর্ত্তি-ক্ষেম্যাদি পর্য্যায়ে, বিপর্য্যায়ে কুল *।
অংশ-বংশ-পরিবর্ত্তে নহে হয় ভুল ॥ ৮॥ সারাবলী।

মুখটী-বংশের মূল

ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ-সুত শ্রীগর্ভ।

শ্রীহর্ষ (১)-পুত্র চারি, যথা—শ্রীগর্ভ (বা ধাঁধু), জন, লাল ও রাম (২)। ধাঁধু মুখটী-গ্রামবাসী। ধাঁধুর অধস্তন ১৩শ উৎসাহ মুখটী বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। জন ডিণ্ডীগ্রামবাসী। লাল সাহরীগ্রামী। রামের নিবাসস্থান রায়-গ্রাম। এই রায়গ্রাম বর্দ্ধমান জিলার সাতশৈকা পরগণার অন্তর্গত নাদনঘাটের দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (শ্রীগর্ভের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধনির্ণয় ২৭ পৃষ্ঠে ও ২২৭ পৃষ্ঠে দেখ।) উৎ-সাহের পুত্র-সংখ্যা চৌদ্দ। যথা—আহিত, অভ্যাগত, মহাদেব, কামদেব, চক্রপাণি, জয়দেব, ভবদেব, বলদেব, রত্নেশ্বর, গদাধর, পুরন্দর, লক্ষ্মীধর, রাম ও বামন (১৪শ)।

আহিত মুখোপাধ্যায়ের সহিত কুলীন ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতির পরিবর্ত্ত হইয়াছিল (সম্বন্ধনির্ণয় ২য় পরিশিষ্ট ৯০ পৃষ্ঠ দেখ)।

আহিত জ্যেষ্ঠ এবং কুলাংশে শ্রেষ্ঠ। আহিত-পুত্র উদ্ধর (বা উদ্ধব) † এবং সৌলিক (১৫শ)।

---

* সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
সপর্য্যায়ে কুলাভাবঃ বিপর্য্যায়ে কুলং ভবেৎ ॥ মেলমালা।

† সুতা চ বহুরূপস্য উধকেন বিবাহিতা।
ত্রিদেব-মধ্যদেবেন মহাদেবেন যঃ সমঃ ॥

মুখটী-বংশের কাক শ্রীহর্ষের অধস্তন ৬ষ্ঠ। তদীয় পুত্র ধাঁধু (বা সাধু), পৌত্র জলাশয়, প্রপৌত্র বাণেশ্বর, বৃদ্ধপ্রপৌত্র গুহ (বা গুই) অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মাধবাদি পাঁচজন, যথা—মাধবাচার্য্য, উমাপতি, নরহরি, বরাহ ও অশ্বিনী (পর্য্যায় ১১)। এই কয় ব্যক্তির মধ্যে মাধবাচার্য্যের পুত্র কোলাহল(১২) অর্থাৎ কোলাই সন্ন্যাসীর পুত্র উৎসাহ ও গরুড় মুখোপাধ্যায় (১৩) কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। অন্য চারিজনের সন্তান-মধ্যে কেহই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের সন্ততি-মধ্যে কৌলীন্য নাই। ঐ চারি ব্যক্তির সন্তানগণ মর্য্যাদার অভাবহেতু দেশান্তরী হইলেন। তাঁহাদিগের কিছু কিছু চিহ্ন চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট আদি পূর্ব্বাঞ্চলে আছে। তথাকার মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়গণ নামে মুখটী, কাজে কিছুই নহেন। তাঁহাদিগের আদান প্রদান সর্ব্বকুলেই হয়। তথাকার বন্দ্য, চট্ট, গাঙ্গ, ঘোষাল, কুন্দ, পুতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল আদি সবাই সমান। শ্রোত্রিয়ের নাম গন্ধও নাই। মাধবাচার্য্য সুত কোলাহলের অন্য তিন পুত্র দাক্রি, বিঠো ও গোপাল কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহাঁদিগের সন্তানগণ আদিবংশজ। তাঁহাদিগের সন্ততিগণ পঞ্চকোট, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে মধ্যশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন। মধ্যরাঢ়ে এবং পূর্ব্ববঙ্গে আদিবংশজ বলিয়া পরিচিত (সম্বন্ধনির্ণয় ৩০৫ পৃষ্ঠ দেখ)।

আহিত (১৪শ)-সুত উধ ও লৌলিক (১৫শ)। লৌলিক নবগুণহীন, সুতরাং অকুলীন। উধ-সুত শিরো ও বিকর্ত্তন

উচিতঙ্চ কিতশ্চট্টো দেবত্বমগমত্ততঃ।
বিকর্ত্তনশিরস্কৌ চ উধকস্য সুতাবুভৌ॥ ধ্রুবানন্দ।

(১৬শ)। শিরো-সুত রাম, নৃসিংহ ও দ্যাকর (১৭শ)। নৃসিংহ ফুলিয়া গ্রামবাসী। রাম স্বল্পফুলিয়া-গ্রামবাসী অর্থাৎ ছোট ফুলে [বদরিকা (বয়রা) গ্রামের নিকট ফুলিয়া-গ্রামের একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল, ঐ স্থানে] বাস করিতেন। দ্যাকর কাচনাবাসী. উহা কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া) নামে খ্যাত (সম্বন্ধনির্ণয় ৫৮১ পৃষ্ঠ দেখ)।

নৃসিংহ-সুত গর্ভেশ্বর (১৮শ)-পুত্র মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ (১৯শ)। মুরারি সুত-সংখ্যা আট। যথা—ভৈরব, শৌরি, বনমালী, অনিরুদ্ধ, মদন, মার্কণ্ডেয়, শ্রীনিবাস ও ব্যাস (২০শ)। অনিরুদ্ধ-সুত-সংখ্যার পরিমাণ আট। যথা—লক্ষ্মীধর, বরাহ, শুভঙ্কর, ধৃতিকর, নারায়ণ, হৃষীকেশ, গোবৰ্দ্ধন ও চাঁদ (২১শ)।

মুরারি ওঝার পৌত্র মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত (২১শ) বাঙ্গালা রামায়ণ-গ্রন্থকর্ত্তা। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় বনমালীর সহোদর মদনের অধস্তন ১০ম পুরুষ (৩০শ) (সম্বন্ধনির্ণয় ৫৯৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

মেলবন্ধনের কুলীন।

লক্ষ্মীধর হালদার (২১)-সুত মনোহর, দুর্গাবর, নরহরি, কমলাকর, কিনু ও লোকনাথ (২২শ)। মনোহর ফুলিয়া মেলের অধিনায়ক। দুর্গাবর বল্লভী মেলের প্রধান প্রকৃতি (সম্বন্ধনির্ণয় ২২৭, ৪১২ ও ৩৩৮ পৃষ্ঠ দেখ)। নরহরি, কমল, কিনু ও লোকনাথ বিনয়াদি সদ্গুণের অভাব-হেতু দোষ-সমীকরণে দোষ-ভাগ-বাহুল্য-নিবন্ধন কোন মেলেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই।

সুতরাং এই কয়েক ব্যক্তির সন্তানগণ অকুলীন বংশজ-মধ্যে পরিগণিত। যথা—

"লক্ষ্মীধরের সাত পো। পাঁচ পো নে হোতা থো॥
ছুগু মনু দুটী ভাই। যাহা লয়ে কুল গাই॥" মেলমালা।

মনোহরের (২২শ) পাঁচ পুত্র—গঙ্গানন্দ, সুষেণ, জগদানন্দ, বল্লভ ও পঞ্চানন (২৩শ)। গঙ্গানন্দের দুই পুত্র—রামাচার্য্য* ও

---

* ফুলকুলে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য (২৩)-প্রমুখ রামানন্দাচার্য্য (২৪)-বংশ।

রামাচার্য্য (২৪)-সুত ছয়, রাঘবেন্দ্র, কাশী।
গোপাল, বিশু, গোপী, পারু (২৫), বীরে দোষী॥
রাঘবের চারি সুত, জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ।
যাদবেন্দ্র, মহাদেব, মধ্যম শ্রীকণ্ঠ (২৬)॥
গোপাল (২৫)-পুত্র তিন, মহেশ, অচো, রাজ (২৬)।
কুলে খ্যাত মহেশ, পঞ্চানন, সম্রাজ্॥
তৎপুত্র মুরহর, একা তর্কবাগীশ (২৭)।
নবগুণে কৌলীন্যে ফুলকুলে ক্ষিতীশ॥
কাশী (২৫)-পুত্র চারি, হরি, রমা, জগ, রঘু (২৬)।
চারি সোদরের কেহ নহে কারো লঘু॥
হরি (২৬)-পুত্র মধু (২৭), খ্যাতি যে তর্কালঙ্কার।
কাশীর পৌত্র-হেতু কুলের অলঙ্কার॥
বিশুর (২৫) পুত্র গোবিন্দ (২৬) (রামাচার্য্য-পৌত্র)।
রাঢ়ী কুলাচার্য্যের লক্ষ্মীতে বর কুত্র॥
বর-গত-দশ্যা ধরি গোবিন্দের পর্য্যায়।
তাহে এক পর্য্যায় হীন কভু দেখা যায়॥
বাঙ্গাল কুলজ্ঞ সত্য সত্য লেখে বংশ।
কভু কারো বয়ে তারে না করে তদংশ॥

বাসুদেব (২৪শ) (সম্বন্ধনির্ণয় ৩৩৭ হইতে ৩৯৯ পৃষ্ঠ দেখ)।

রামাচার্য্য-সুত-সংখ্যা ছয়—রাঘবেন্দ্র, কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর, পার্ব্বতীদাস, গোপাল ও গোপীনাথ (২৪শ) (সম্বন্ধনির্ণয় ৩৪০ পৃষ্ঠের কারিকা দেখ)।

রাঘবেন্দ্রের পুত্র-সংখ্যা চারি—নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ, যাদবেন্দ্র ও মহাদেব (২৫শ)। (পাল্‌টী-প্রকৃতি-বিচারের কারিকাগুলি সম্বন্ধনির্ণয় ৩৪০ ও ৩৪১ পৃষ্ঠে দেখ।)

নীলকণ্ঠ ঠাকুর (২৫)-বংশ।

নীলকণ্ঠের সুত-সংখ্যা সাত—গঙ্গাধর, শ্রীধর, রঘুনাথ, বিষ্ণু, রতিকান্ত, রাধাকান্ত ও রামেশ্বর (২৬শ) (সম্বন্ধনির্ণয় ৩৪১ পৃষ্ঠ দেখ)।

গঙ্গাধরের পাঁচ পুত্র—রূপনারায়ণ, রামদেব, রামজীবন, রামভদ্র ও গোপীরমণ (২৭শ)।

তাই বলরাম (২৭)-পিতা গোবিন্দ ঠাকুর (২৬)।
লক্ষ্মীনাথ-বরে কুলে প্রশংস প্রচুর ॥
কিন্তু তাহা ধরি নিম্নে করে পরিচয়।
বিশুর পৌত্র কিংবা প্রপৌত্র সংশয় ॥
গোপীর (২৫) পুত্র দুই, গোবিন্দ আর কৃষ্ণ (২৬)।
গোবিন্দের বংশাভাব, ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ ॥
পার্ব্বতীর (২৫) পুত্র পঞ্চ, পিতৃদোষে দুষ্ট।
চন্দ্র, নারায়ণ, রমা, মাধব (২৬) কনিষ্ঠ ॥
মহাদেব তার জ্যেষ্ঠ, নারায়ণ ভঙ্গ।
গঙ্গানন্দের ছয় পৌত্রে কুলে বড় রঙ্গ ॥

গঙ্গাধর ঠাকুর সাগরদিয়া রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া কেশরকুনীভাব প্রাপ্ত হয়েন। নবদ্বীপাধিপতি রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে যাদবেন্দ্র ঠাকুরের কন্যা গ্রহণ করাইয়া কেশরভাবাক্রান্ত করান। রূপনারায়ণ-সন্ততিবর্গের জ্যেষ্ঠ শ্রীরাম নবদ্বীপাধিপতি রাঘব রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। এই স্থানে গঙ্গাধর ঠাকুরে সম্পূর্ণভাবে কেশরকুনী দোষ আক্ষেপ করে।

নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সমস্ত পুত্রই সমানরূপে মান্য, তথাপি বিষ্ণু ঠাকুরের পাল্‌টী প্রকৃতির সামঞ্জস্য হেতু গৌরব অধিক। তজ্জন্য অগ্রে তাঁহারই বংশের একদেশ সম্বন্ধনির্ণয়ে লেখা হইয়াছে। এথানে যথারীতি জ্যেষ্ঠানুক্রমে লেখা হইল।

জগদানন্দ (২২শ)-সুত অনন্ত, জ্ঞান ও রামভদ্র (২৩শ)। রামভদ্র-সুত যাদবেন্দ্র (২৪শ)। তৎসুত রাজেন্দ্র ও অচ্যুত (২৫শ)। রাজেন্দ্র-সুত রামেশ্বর, বাসু ও রঘু (২৬শ)। রঘু-সুত রামদেব (২৭শ)। তৎসুত নন্দকিশোর ও শুকদেব (২৮শ)। শুক-সুত রামচন্দ্র ও রামগোপাল (২৯শ)।

সুষেণ-পণ্ডিত-প্রকরণ

(সম্বন্ধনির্ণয় ৩৩৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

সুষেণ (২৩শ)-সুত শিবাচার্য্য, ভবানী ও কানাই ২৪। শিবাচার্য্য-সুত রত্নেশ্বর, গোপীশ্বর ও রামেশ্বর ২৫। রত্নেশ্বর-সুত শ্রীরাম, জানকীবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও মথুরেশ ২৬। শ্রীরাম-সুত চাঁদ ও কালা, পরশুরাম, সন্তোষ ও রামরাম ২৭। কালাচাঁদ-সুত গোরাচাঁদ ২৮। গোরাচাঁদ-সন্ততিগণ বর্দ্ধমান জিলার গলসী গ্রামে অবস্থিত।

পরশুরাম (২৭)-সুত কৃষ্ণজীবন ও রামকিশোর ২৮। কৃষ্ণজীবন সুত নীলকণ্ঠ ও নিধিরাম ২৯। ইহাঁরা অধিকারী আখ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধ, গুলাতগ্রামবাসী। নিধি(২৯)-সুত রাম ও শ্যাম ৩০, বেতড়াগড়ী গ্রামে বাস। শ্যাম-সুত নিত্যানন্দ, চৈতন্য ও অদ্বৈত ৩১।

জানকীবল্লভ (২৬)-সুত রঘুনন্দন ২৭ (ভঙ্গ)। তৎসুত চাঁদ, নারায়ণ, রামনাথ, মধু, শরণ ও জীবন ২৮। নারায়ণ-সুত রাজারাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম, রামানন্দ, দুর্গারাম, রামেশ্বর, আত্মারাম ও রামচন্দ্র ২৯। দুর্গারাম-সুত শ্যাম, দেবীরাম, কেবলরাম ও রামরুদ্র (পর্য্যায় ৩০)। বংশ অধিকাংশ রাঢ় দেশে; ধোপাপাড়া গ্রামেও (জিলা হুগলী) বসতি আছে।

চাঁদ (২৮)-সুত রামরাম, জগন্নাথ ও লক্ষ্মণ ২৯। রামনাথ-(২৮)-সুত শুকদেব, কৃষ্ণদেব, বেচারাম ও রামনিধি ২৯।

সুষেণপ্রমুখ শিবাচার্য্য (২৪)-বংশ।

গোপীশ্বর (২৫)-সুত রঘুনন্দন, রামকৃষ্ণ ও বীরেশ্বর ২৬। রঘু-সুত গোবিন্দ ও বিশ্বেশ্বর ২৭। গোবিন্দ-সুত গণেশ, পাঁচু, রূপনারায়ণ, সীতারাম, প্রাণবল্লভ, নিধিরাম, বাণেশ্বর, জানকী ও রাঘব ২৮ (স্বকৃতভঙ্গের পুত্র)। সীতারাম-সুত রামগোপাল (মাথাকাটা) ২৯। গণেশ-সুত চান্দু ২৯।

রামকৃষ্ণ (২৬)-সুত মহাদেব, বাসুদেব, শ্রীহরি ও মণিমাধব ২৭। মহাদেব-সুত রামচন্দ্র, হরিরাম ঠাকুর, রামনাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২৮। রামচন্দ্র-সুত রূপনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বলরাম, বাণেশ্বর, মাণিক, রমাকান্ত ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। লক্ষ্মীনাথ (২৮)-

সুত বীরসিংহ, সদাশিব, রামপ্রসাদ, ভোলানাথ, রামকান্ত, বিশ্বনাথ, মুকুট, কাশীনাথ ও কৃষ্ণপ্রসাদ ২৯। ইহাঁরা সকলেই ভঙ্গ। বীরসিংহ-সুত প্রাণনাথ ৩০।

সদাশিব (২৯)-সুত রামকৃষ্ণ, নিত্যানন্দ, রামসুন্দর, কালী-শঙ্কর, বিজয়কৃষ্ণ, গোকুল, রামতনু ও দুর্গাপ্রসাদ ৩০। রাম-কান্ত (২৯)-সুত বিশ্বনাথ ৩০, পৌত্র গোবিন্দ ৩১ (ভঙ্গ)।

গোপীশ্বর (২৫)-বংশ।

বাণেশ্বর (২৮)-সুত শ্যাম, দয়ারাম, নবকিশোর ও রামানন্দ ২৯ (স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র)। কৃষ্ণচন্দ্র (২৯)-সুত গোকুল এবং অক্রূর ৩০। রামনাথ (২৮)-সুত নারায়ণ ২৯।

বাসুদেব (২৭)-সুত পরমানন্দ ও রামশরণ ২৮। পরমানন্দ-(২৮)-সুত ভুবনেশ্বর ন্যায়বাগীশ ২৯। তৎসুত কৃপারাম, রামসর্ব্বস্ব ও দয়ারাম ৩০। রামশরণ (২৮)-সুত হরি ও গদাধর ২৯। হরি-সুত রামজীবন ৩০, অপবাদগ্রস্ত।

নিধিরাম (২৮)-সুত আত্মারাম ও দুর্গারাম ২৯। দুর্গারাম-সুত রামরাম, আনন্দীরাম, নরোত্তম ও রামসুন্দর ৩০। আত্মারাম (২৯)-সুত কাঁঠালগড়িয়া-বাসী।

বীরেশ্বর (২৬)-বংশ।

বীরেশ্বর (২৬)-সুত জনার্দ্দন ২৭। তৎসুত রামজীবন, রাম-রাম, রামভদ্র, অনন্তরাম, সীতারাম, আত্মারাম ও বিহারী ২৮। রামজীবন-সুত রঘুদেব রায়, রামদেব ন্যায়বাগীশ ও কৃষ্ণদেব ২৯।

রঘুরায় শিকদার (২৯)-সুত রামানন্দ, রামপ্রসাদ, বেণীচরণ

ও বিজয়রাম ৩০। রামদেব (২৯)-সুত শিবনারায়ণ এবং রাম-কানাই ৩০।

রামরাম (২৮)-সুত, তিতু, রঘুপতি, কৃষ্ণদেব, রামনিধি, মনোহর, রঘুদেব, ভুবন ও শেখর ২৯। তিতু (২৯)-সুত সদানন্দ, গঙ্গানারায়ণ, শঙ্কর, পীতাম্বর, হরি, নীলাম্বর, নারায়ণ, নিত্যানন্দ, পাঁচু, ব্রজকিশোর, জানকীরাম, সাফল্যরাম ও প্রাণরাম ৩০। রঘুপতি (২৯)-সুত দর্পনারায়ণ, শঙ্কর, অশোকরাম, শিশুরাম ও জগৎরাম ৩০। ইহাঁদিগের বংশ প্রায়শঃ বর্দ্ধমান জিলাতেই দেখা যায়।

কানাই ছোট্‌ঠাকুর (২৪)-প্রকরণ।

কানাই-সুত রামকান্ত ও নারায়ণ ২৫। রামকান্ত-সুত রাম ঠাকুর ২৬। তৎসুত বিশ্বেশ্বর ২৭। তৎসুত শ্যাম-কিশোর, কৃষ্ণানন্দ, বাণেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ২৮।

সুষেণপ্রমুখ বাণেশ্বর (২৮)-বংশ।

শ্যাম (২৯)-সুত রামনাথ,শ্রীরাম,রাজারাম ও রামানন্দ ৩০। বাণেশ্বর (২৮)-সুত পাঁচু ও রামশরণ ২৯। পাঁচু নির্ব্বংশ, রাম-শরণ ভঙ্গ।

কানাই ছোট্‌ঠাকুর-সুত নারায়ণ (২৫)-বংশ।

মুং নারায়ণ-সুত শ্রীবল্লভ, শ্রীরাম, মধু ও মথুরেশ ২৬। শ্রীবল্লভ-সুত মহাদেব, হরিদেব, যজ্ঞেশ্বর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ (ইনি ও মহাদেব ভঙ্গ) ২৭। মহাদেব-সুত জয়দেব, চাঁদ,

কৃষ্ণজীবন, নকড়ী-নামক মৃত্যুঞ্জয়, রামগোপাল, অনন্তরাম, পরশুরাম, রামকেশব ও গদাধর ২৮। জয়দেব-সুত মধু, গোপীরমণ এবং যদু ২৯। মধু-সুত কৃপারাম ৩০।

চাঁদ (২৮)-সুত ভুবনেশ্বর ন্যায়বাগীশ, অযোধ্যারাম বাচস্পতি, সিদ্ধেশ্বর, দয়ারাম ও রামরাম ২৯। ভুবনেশ্বর-সুত হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণচরণ, দুলাল, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণবল্লভ, শঙ্কর, বৈদ্যনাথ, শান্তিরাম, ভোলানাথ ও সাধুচরণ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি (পর্য্যায় ৩০)।

অযোধ্যারাম (২৯)-সুত, ব্রজ, রামপ্রসাদ, বলভদ্র, বিজয়রাম, মাণিক, শিব, রামশঙ্কর প্রভৃতি অষ্টাদশজন (পর্য্যায় ৩০)।

দয়ারাম (২৯)-সুত রামমোহন, রামদুলাল, জগন্নাথ, রামকান্ত, নীলমণি, বাঞ্ছারাম, সীতারাম ও নীলকণ্ঠ ৩০।

কানাই-প্রমুখ কৃষ্ণজীবন ২৮। ইহাঁর বাস ইটাগ্রাম, জিলা বর্দ্ধমান। তৎসুত উদয়রাম, শিবরাম, রামচরণ, শ্যামাচরণ, রাধাচরণ, আত্মারাম, তিলকরাম ও বলরাম ২৯। রামচরণ-সুত বাঞ্ছারাম প্রভৃতি ৩০।

নকড়ী (ইহাঁর অপর নাম মৃত্যুঞ্জয়)-সুত বিষ্ণু ২৯। বিষ্ণু-সুত রুক্মিণীকান্ত, রতিরাম, বিজয়রাম ও দীনবন্ধু প্রভৃতি ৩০। দীনবন্ধু-সুত রামরাম, সন্তোষ, দুর্য্যোধন, কৃষ্ণানন্দ ও বলরাম ৩১।

কানাই-প্রপৌত্র হরিদেব (২৭)-বংশ।

সুত রাজারাম, প্রাণবল্লভ, সীতারাম, জানকীরাম, যাদবেন্দ্র ও জগৎরাম ২৮। জানকী-সুত রামদেব, শুকদেব ও

শঙ্কর ২৯। রামদেব-সুত বলভদ্র প্রভৃতির খুলনা জিলার কলারোয়া গ্রামাদিতে বাস। যাদবেন্দ্র (২৮)-সন্তানগণ হুগ্লী জিলার গরিটী গ্রামাদিতে অবস্থান করেন।

কানাই ছোটঠাকুরের প্রপৌত্র যজ্ঞেশ্বর(২৭)-বংশ।

সুত সদাশিব ও আত্মারাম ২৮। সদাশিব-সুত রামানন্দ ও ভবানীচরণ ২৯। রামানন্দের সন্তানগণ বসুয়া গ্রামে অবস্থিতি করেন (জিলা হুগ্লী)। রামানন্দ-সুত রামকিশোর, রামকান্ত, রামপ্রসাদ, পীতাম্বর, প্রাণকৃষ্ণ ও কার্ত্তিক প্রভৃতি ৩০। ভবানী (২৯)-সুত মাণিকরাম ও রামকান্ত প্রভৃতি ৩০। আত্মারাম-(২৮)-সুত রামসন্তোষ ২৯। ইঁহার সন্তানগণ গুপ্তপল্লী-নিবাসী।

কানাইপ্রমুখ মুং গোবিন্দ (২৭)-বংশ।

সুত লক্ষ্মীকান্ত (ভঙ্গ), পরশুরাম (যবগ্রামী), পঞ্চানন, রামরাম, দুর্গারাম, রাধাকান্ত, দেবীরাম ও আনন্দরাম ২৮। লক্ষ্মীকান্ত-সুত দীনবন্ধু, কৃপারাম, সহায়রাম (বা সাহেবরাম), শ্যামসুন্দর ও বাবুরাম প্রভৃতি ২৯। দীনবন্ধু-সুত শঙ্কর ও রামগোপাল প্রভৃতি ৩০। ইহাঁরা বর্দ্ধমান জিলার মশাগ্রাম-বাসী। সহায়-সুত জগন্মোহন, নবীন, চন্দ্রমণি, নীলমণি ও রাসবিহারী ৩০।

রামরাম (২৮)-সুত কালীচরণ ও ব্রজরাম ২৯। ইহাঁরা নদীয়া জিলার আঁইশমালী-গ্রামনিবাসী। কালীচরণ-সুত দীনবন্ধু ও গদাধর ৩০। দীনবন্ধু-সুত শঙ্কর, ভক্তরাম, কাশীনাথ ও রামহরি প্রভৃতি ৩১। গদাধর (৩০)-সুত আনন্দরাম ৩১।

কানাই ছোট্‌ঠাকুর-প্রমুখ নারায়ণ-পুত্র

মথুরেশ (২৬)-বংশ।

অবসথি গঙ্গানন্দ চট্টের সহিত ইহাঁর পাল্‌টী-প্রকৃতি-ভাব। সুত রঘুনন্দন, রামনাথ ও সাতু ২৭। রঘুনন্দন সুত কৃষ্ণ ২৮। কৃষ্ণ সুত অযোধ্যারাম, আনন্দীরাম, রামলোচন, কালীপ্রসাদ, যুগল, কাশীনাথ ও হরিহর ২৯।

সাতু (২৭) সুত কৃষ্ণকিঙ্কর ও রাধাকৃষ্ণ ২৮। কৃষ্ণকিঙ্কর-সুত গোকুল ২৯।

অযোধ্যারাম (২৯)-সুত রাজকিশোর, রমাপ্রসাদ ও শিব-নারায়ণ ৩০। রাজকিশোর-সুত কেশবচন্দ্র ও তারাচন্দ্র প্রভৃতি ৩১।

আনন্দীরাম (২৯)-সুত চন্দ্রোদয় ৩০। কালীপ্রসাদ (২৯)-সুত শম্ভুচন্দ্র, কাশীনাথ ও দুর্গাপ্রসাদ ৩০। ইহাঁদিগের নিবাস উলাগ্রাম। শম্ভু-সুত বিধুজীবন, রামগতি, রামেন্দ্র, দর্পনারায়ণ ও দিগম্বর ৩১। রামগতি-সুত রামচরণ ও কালীদীন ৩২। কালীদীন-সুত মন্মথ, যতীন্দ্র ও গোকুল ৩৩। মন্মথ সুত ৩৪।

রামেন্দ্র-সুত গোপীমোহন ৩২। দর্পনারায়ণ-সুত অঘোরনাথ ৩২। তৎসুত শ্যামাচরণ ৩৩।

শিবাচার্য্য-প্রমুখ রমণ ঠাকুরের (২৭) বংশ

(সম্বন্ধনির্ণয়, ফুলিয়া মেল, ৩৩৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

হরিবংশ-সুত রমণ ও রাজবল্লভ ২৭ *। রমণের ছয় পুত্র।

হরিবংশপ্রশংসিত-দেবহরি-র্ভবসাগরতারক-পাদতরিঃ।
ভুবি ভার-বিহারক যোঽপি হরি-র্হরিবংশ-সুবংশক-নামধরিঃ॥

রাম বা কৃষ্ণজীবন ২৯। তৎসুত শ্রীগোপাল (৩০) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কেশরভাবাপন্ন; ১১৫৫ সালে বিবাহ হয় (অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তাবর্ণন দেখ)। শ্রীগোপাল-সহোদর জগন্নাথ ও কানাই ৩০ (হরধামবাসী, কেশরভাব)।

কৃষ্ণচন্দ্র (২৮)-সুত রামকান্ত, অনন্তরাম, শঙ্কর ও মৃত্যুঞ্জয় ২৯। রামকান্ত-সুত রমাবল্লভ ৩০। অনন্তরাম রাজা রঘুরাম-কন্যা-বিবাহী, কেশরভাবপ্রাপ্ত। ইহাঁর পুত্র চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (৩০) রায়-উপাধিপ্রাপ্ত, শিবনিবাস-বাসী।

রামকৃষ্ণ (২৮)-সুত নীলকণ্ঠ, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ, রামশম্ভু ও শ্যামচাঁদ (যবগ্রামী সাতশতী-বিবাহী, শিঙেরকোণ) ২৯। রঘুনাথ (২৯)-সুত তারিণীপ্রসাদ ৩০। বিশ্বনাথ (২৯)-সুত দে নাথ ৩০।

রমাবল্লভ (৩০)-সুত দুর্গাপ্রসাদ, রাজকিশোর ও কালী ৩১। কালীনাথ-সুত গঙ্গাগোবিন্দ, শ্যামাচরণ, অম্বিক, প্রসন্নচন্দ্র ও মধুসূদন ৩২।

মৃত্যুঞ্জয় (২৯)-সুত দয়ারাম, কালীপ্রসাদ, ভগবতীচ রামচন্দ্র ৩০। দয়ারাম-সুত পীতাম্বর ও জগন্মোহন ৩১।

রাজবল্লভ-প্রমুখ রুদ্রেন্দ্র (২৮)-বংশ।

রুদ্রেন্দ্র তর্কালঙ্কার ২৮। সুত রামানন্দ, রামকিশোর, রামসুন্দর, রাজকিশোর ও বীরেশ্বর ২৯। রামানন্দ (২৯)-সুত রামশরণ ও কালিদাস ৩০।

রামকিশোর (২৯)-সুত রামলোচন ও রাজীবলোচন ৩০।

রামকিশোরকে কেহ ভঙ্গ কহেন, কেহ বা মুলুকজুড়ী ও হাঙ্গুড়ী-গ্রামী সাতশতী কন্যা-বিবাহী কহেন।

রুদ্রেন্দ্র (২৮)-সুত রামজয়, রামরতন, কুড়ারাম ও বলরাম ২৯। রামজয়-সুত কানাইরাম, হরচন্দ্র, রামরাম ও শ্রীরাম ৩০। শ্রীরামের বংশ নদীয়া জিলার তালদহ নেটিরীতে ছিল। হুগ্লীর দেবানন্দপুরেও কিছু ছিল। হরচন্দ্র-সুত ঈশান, ঈশ্বর, ভগবান্, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র ও রামধন ৩১। ইহাঁরা বৰ্দ্ধমান জিলার লাড়ুগ্রাম-বাসী। লাড়ুগ্রামী সাতশতীগণের নিবাস এই স্থানে।

রামজয় (২৯)-সুত রামরাম ৩০। তৎসুত কালিদাস ও দিগম্বর ৩১ (নিবাস দেবানন্দপুর)।

রামসুন্দর (২৯)-প্রমুখ রামরতন ৩০। তৎসুত কৃষ্ণমোহন ও গোবিন্দ ৩১ (লাড়ুশোরগ্রাম)। রামসুন্দর-প্রমুখ বলরাম (৩০)-সুত ক্ষেত্রপাল ও রাজগোপাল ৩১।

রুদ্রেন্দ্র (২৮)-প্রমুখ ব্রজকিশোর-সুত সভাচাঁদ, রামলোচন, ফকিরচন্দ্র, কালীপ্রসাদ, আনন্দ, কৃষ্ণমোহন, নন্দকিশোর, রামকৃষ্ণ ও গোবিন্দ ৩১। সভাচাঁদ-সুত শিবপ্রসাদ, হরপ্রসাদ, হরিহর, কাশীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ ৩২। শিবপ্রসাদ-সুত নবকুমার ও রামেশ্বর ৩৩।

রুদ্রেন্দ্র-প্রমুখ বীরেশ্বর (২৯)-সুত শিবানন্দ ভৈরবচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩০।

শিবাচার্য্য-প্রমুখ রমণ (২৭)-বংশ।

রমণ-সুত ভুবনেশ্বর ২৮। কালীচরণ, গন্ধর্ব্ব, হাড়ো ও শ্রীগোপাল ২৯।

রমণ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র লক্ষ্মীকান্ত-সুত দুর্গাচরণ, জানকী-চরণ, রামচরণ, দেবীচরণ ও রামদুলাল ২৯। স্বস্থান-বাসী (অর্থাৎ উলায় রমণ)। দুর্গাচরণ-সুত পার্ব্বতীচরণ ও শম্ভুচরণ ৩০। পার্ব্বতীচরণ-সুত কৃষ্ণমোহন (শিঙেরকোণ-বাসী) ৩১।

জানকী (২৯)-সুত রামলোচন ৩০। তৎসুত চন্দ্রকান্ত, কৃষ্ণমোহন ও গোবিন্দমোহন ৩১। ত্রিবেণী-বাসী, পরে মেদিনী-পুর জিলার বাসুদেবপুরে বাস।

লক্ষ্মীকান্ত (২৮)-সুত দেবীচরণের পুত্র কমলাকান্ত, জয় [illegible] ও তারাচাঁদ ৩০ (শিঙেরকোণ-বাসী)। কমলাকান্ত-সুত মধু-সূদন ও মাধব ৩১।

লক্ষ্মীকান্ত (২৮) সুত দেবীচরণ-[illegible]ক্রষ্ণ-সুত বীরনারায়ণ, রাজনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ ও দেবনারায়ণ ৩১। বীরনারায়ণ-সুত ব্রজনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ৩২। জয়কৃষ্ণের (৩০) পুত্র রাজনারায়ণ-সুত জানকীবল্লভ ৩২ (খড়দহ-নিবাসী)।

রমণ ঠাকুরের (২৭) বংশ।

গোপাল ২৮। তৎসুত আমোরাম ২৯। রমণ ঠাকুরের [illegible] পুত্র সহস্ররামের (২৮) বংশ যথা—অযোধ্যারাম, বীরেশ্বর, [illegible]শেখর, রামকেশব, রামশঙ্কর, রামকিঙ্কর ও মুক্তারাম ২৯। অযোধ্যারাম-সুত প্রীতরাম, প্রভুরাম, ভরতরাম ও মণিরাম

৩০ নাড়াজোল-নিবাসী (মেদিনীপুর)। প্রীতরাম-সুত রামসদয়, রামমোহন, রামনয়ন, বৈদ্যনাথ ও রামহরি ৩১।

প্রভুরাম (ভঙ্গ, ৩০)-সুত রামলোচন, রাজীবলোচন, জগন্নাথ, রামমোহন ও গুরুপ্রসাদ ৩১।

ভরতরাম (৩০)-সুত রামধন, রামচন্দ্র ও রামতনু ৩১। মণিরাম (৩০)-সুত রামকানাই ৩১।

সহস্ররাম (২৮)-সুত বীরেশ্বর ২৯। তৎসুত পঞ্চানন, দুর্গারাম, রামকানাই, বলরাম, আনন্দীরাম ও রামতনু ৩০। পঞ্চানন (৩০)-সুত গুরুদাস ও কাশীনাথ ৩১। কাশী-সুত জগন্নারায়ণ, মহেশচন্দ্র ও মদনচন্দ্র ৩২।

সুষেণ-প্রপৌত্র রঘুবংশ-প্রকরণ।

রঘুবংশ (২৬) কিশোরগ্রামী শ্রীকৃষ্ণ রায়ের কন্যা-বিবাহী। তৎপুত্র চাঁদ রায়ের বংশাভাব।

সুষেণ-প্রপৌত্র যজ্ঞেশ্বর (২৬)-বংশ।

যজ্ঞেশ্বর-সুত মথুরেশ ও বলরাম ২৭। মথুর-সুত হৃদয়রাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম ২৮। কৃষ্ণরাম-সুত জনার্দ্দন ২৯। জনার্দ্দন-সুত নিধিরাম ও আত্মারাম ৩০। নিধি-সুত কামদেব ও রঘুনাথ ৩১। কামদেব-সুত পার্ব্বতীচরণ ৩২। আত্মারাম (৩০)-সুত রামচরণ, রামশঙ্কর, রামলোচন ও রামসুন্দর ৩১।

যজ্ঞেশ্বর-পুত্র বলরাম (২৭)-সুত কৃষ্ণদেব, রামগোবিন্দ, সন্তোষ ও শ্রীরাম ২৮। শ্রীরাম-সুত উদয়নারায়ণ ও রতিকান্ত

২৯। উদয়নারায়ণ-সুত কৃষ্ণজীবন ৩০। কৃষ্ণজীবন-সুত নীলকণ্ঠ (নির্ব্বংশ), শিতিকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ (নির্ব্বংশ), হরিজীবন, বিষ্ণুজীবন, কেশবজীবন, বৈকুণ্ঠজীবন ও গোবিন্দজীবন ৩১। গোবিন্দজীবন-সুত মহানন্দ ও রাধিকানন্দ ৩২। মহানন্দ-সুত হেমেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র, নরেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র ৩৩। বৈকুণ্ঠ (৩১)-সুত রামগোপাল, ব্রজগোপাল ও কৃষ্ণবিহারী ৩২। রামগোপাল-সুত বৈদ্যনাথ ও ননীগোপাল ৩৩। বৈদ্যনাথ-সুত বিহারীলাল ৩৪। উলানিবাসী। শিতিকণ্ঠ-সুত ভবহরি, রত্নমালাপতি ও শ্রীমান্ ৩২। ইহারা দেওয়ান মুখোপাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণজীবন (৩০)-সুত হরিজীবন ৩১। তৎসুত ঋষভদেব, মুকুন্দদেব ও রঘুদেব ৩২। মুকুন্দদেব-সুত রামকান্ত, কাশী ব্রজকিশোর ও রামকিশোর ৩৩।

রূপনারায়ণ (২৮)-সুত রামগোপাল, জয়রাম, বিজয়রাম জানকীরাম ও গোবিন্দ ২৯।

বলরাম (২৭)-সুত শুকদেব, দুর্গারাম, ভবানীচরণ ও মৃত্যু ২৮। শ্রীরাম (২৭)-সুত উদয়রাম ২৯। তৎসুত কৃষ্ণ প্রভৃতি ৩০।

সুরেণ-প্রমুখ শিবাচার্য্য-সুত রামেশ্বর-পুত্র রামদেব-(২৬)-বংশ।

রামদেব-পুত্র রাজারাম, বাণেশ্বর, জয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ ২৭। রাজারাম-সুত বিশ্বেশ্বর ২৮। তৎসুত রাধাকৃষ্ণ ও দর্পনারায়ণ ২৯। রাধাকৃষ্ণ-সুত কালীশঙ্কর ৩০। কালীশঙ্কর-সুত রামপ্রসাদ, গোবিন্দ, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু ৩১। রামপ্রসাদ-পুত্র ইন্দ্র ও মুকুন্দ ৩২। ইন্দ্র-পুত্র অজিত, সতীশ ও যোগেশ ৩৩।

অজিত-সুত দেবেন্দ্র, জ্যোতিশ্চন্দ্র, বিশ্বেশ্বর, গজেন্দ্র ও জিতেন্দ্র ৩৪। দেবেন্দ্রাদির পুত্রগণ পর্য্যায়-সংখ্যায় ৩৫।

সতীশ (৩৩)-সুত শশধর ও বিজয় ৩৪। যোগেশ (৩৩)-সুত নগেন্দ্র, নলিনীকান্ত, উপেন্দ্র ও অমূল্য ৩৪।

মুকুন্দ (৩২)-সুত শ্রীশ, নৃসিংহ ও বামনদাস ৩৩। শ্রীশ-সুত প্রফুল্ল প্রভৃতি ৩৪। নৃসিংহ (৩৩)-সুত মাণিক্য প্রভৃতি ৩৪।

গোবিন্দ (৩১)-সুত চন্দ্র ৩২। চন্দ্র-সুত আশু, শিবকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, কুমার ও হেম ৩৩। অপত্যাদিগের পর্য্যায় ৩৪।

বিষ্ণু (৩১)-সুত দ্বারিক ৩২। তৎসুত কালিদাস ৩৩ (পরিহাল মেলে গত, ভঙ্গ)।

কৃষ্ণ (৩১)-সুত কান্তনাথ ৩২ (অপুত্রক, কন্যাদ্বয় বংশজে প্রদত্ত)। ইঁহারা নদীয়া জিলার মেদিনীপুর-বাসী।

শিবাচার্য্য-সহোদর ভবানী-বংশ।

ভবানী ২৪। তৎসুত রামচন্দ্র, রামজীবন, রতি ও সুবুদ্ধি ২৫। রামচন্দ্র-সুত রূপরাম ও নারায়ণ ২৬। রূপরাম-সুত রামজীবন, রামনাথ, শিবরাম, রামদেব ও রামগোপাল ২৭।

ভবানীপ্রমুখ রামচন্দ্র-সুত নারায়ণ, তৎসুত যাদু ২৭। যাদু-সুত রামকৃষ্ণ, রামদেব, রামনাথ ও রামভদ্র ২৮।

ভবানীপ্রমুখ রামজীবন ২৫। তৎসুত রূপরায় ২৬ (হাড়ি অপবাদ)। তৎসুত গোবিন্দ ২৭।

ভবানীপ্রমুখ সুবুদ্ধি ২৫। তৎসুত শ্রীকৃষ্ণ, গন্ধর্ব্ব, চাঁদ, বিদ্যাধর, শ্রীহরি, শ্রীবল্লভ ও পুরুষোত্তম রায় ২৬। শ্রীকৃষ্ণ-সুত গণেশ ২৭। গণেশ সুত গঙ্গাধর ২৮।

গন্ধর্ব্ব-সুত রামরায়, মহাদেব, রামবল্লভ ও হরিবল্লভ ২৭। রামরায়-সুত রঘুদেব, শিবরাম (বংশাভাব), বিশ্বেশ্বর, গোপাল, গোবিন্দ ও কেশব ২৮।

মহাদেব ২৭। তৎসুত রামভদ্র ২৮। সুবুদ্ধি-সুত শ্রীহরি ২৬। শ্রীহরি-সুত রামভদ্র ও বিশ্বেশ্বর ২৭। সুবুদ্ধি-সুত পুরু-ষোত্তম ২৬। তৎসুত রামনাথ ২৭।

ফুলিয়া মেলের মূল

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য (২৩)-সুত রামানন্দাচার্য্য, বাসুদেব ও মথুরেশ ২৪। বাসু ও মথুরানাথ নিঃসন্তান। রামানন্দ আচার্য্য নামে খ্যাত; রামাচার্য্য(২৪)-সুত-সংখ্যা সাত। যথা—রাঘবেন্দ্র, গোপাল, কাশীশ্বর, বিশ্বেশ্বর, গোপীনাথ, পার্ব্বতীনাথ ও শঙ্কর ২৫। রাঘবেন্দ্র (২৫)-সুত যাদবেন্দ্র, মহাদেব, শ্রীকণ্ঠ ও নীলকণ্ঠ ২৬। যাদবেন্দ্র ঠাকুর কেশরভাবাপন্ন। ইনি নবদ্বীপা-ধিপতি মহারাজ গোবিন্দদেব রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। মহাদেব এবং শ্রীকণ্ঠ ঠাকুরদ্বয় অনপত্য অবস্থায় লোকান্তরিত হয়েন। নীলকণ্ঠ (২৬) সুত-সংখ্যা অষ্ট, সকলেই ঠাকুর নামে বিখ্যাত। যথা—গঙ্গাধর, রঘুনাথ, মুকুন্দ, শ্রীধর, বিষ্ণু, রতি-নাথ, রাধাকান্ত ও রামেশ্বর ২৭।

গঙ্গাধর (২৭)-সুত রূপনারায়ণ, রামজীবন, গোপীরমণ, রাম-ভদ্র, রামদেব (ইনি সোঁদারকুলে বিবাহ করেন; সন্দিগ্ধদোষ, পূর্ব্বগ্রামী অথবা চোংখণ্ডী সন্দেহস্থল), রামনারায়ণ ও রামকান্ত ২৮। গঙ্গাধর ঠাকুর কেশরভাবাপন্ন। রূপনারায়ণ নবদ্বীপাধি-পতি রাঘব রায়ের কন্যাকে সহধর্ম্মিণী করেন। রূপনারায়ণ

(২৮)-সুত শ্রীরাম, রামচন্দ্র, রুক্মিণীকান্ত ও বাণেশ্বর ২৯। শ্রীরাম-সুত জগদ্দুর্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও হরিবল্লভ ৩০। বাণেশ্বর-সুত কামদেব ৩০। তৎসুত দুলাল, রঘুরাম ও রামকান্ত প্রভৃতি ৩১।

রামজীবন (২৮)-সুত কৃষ্ণদেব ও রামরাম ২৯। কৃষ্ণদেব-(২৯) সুত নিধিরাম (ভঙ্গ), রামনারায়ণ ও দয়ারাম ৩০।

গঙ্গাধর-প্রমুখ গোপীরমণ ২৮। তৎসুত গোকুলচন্দ্র, শ্রীবল্লভ, রামচন্দ্র, রঘুপতি, গৌরীচরণ, কৃষ্ণরাম, মনোহর, শঙ্কর এবং আত্মারাম ২৯। গৌরীচরণ-সুত ব্রজকিশোর, হরেকৃষ্ণ, রামকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ এবং সীতারাম ৩০।

গঙ্গাধর (২৭)-প্রমুখ রামভদ্র (২৮)-পুত্র শুকদেব, জয়দেব ও হরিদেব ২৯। শেষদ্বয় রজনীকরী থাকে গত। হরিদেব-সুত নিমাই ৩০। তৎসুত শিবচন্দ্র প্রভৃতি ৩১। শুকদেব-(২৯)-সুত শ্যামসুন্দর, রামকান্ত ও হৃদয়রাম ৩০।

গঙ্গাধর (২৭)-প্রমুখ রামদেব ২৮। তৎসুত রামনারায়ণ, জগদীশ, রামগোপাল, ঘনশ্যাম, কিনু, শিবরাম ও আত্মারাম ২৯। আত্মারাম-সুত রামকিশোর ৩০। তৎপুত্র কালীশঙ্কর প্রভৃতি ৩১।

রামনারায়ণ (২৯)-সুত হরেকৃষ্ণ ও গোবিন্দ ৩০। গোবিন্দ ভঙ্গ এবং বংশাভাব। হরেকৃষ্ণ-সুত দুলাল ও যাদবেন্দ্র ৩১। দুলাল-সুত মাণিক্য (ভঙ্গ), মুক্তারাম ও রামমোহন ৩২। ইঁহারা হুগলী জিলার কেলেগড়ী গ্রামে অবস্থিত। হরেকৃষ্ণ-(৩০)-প্রমুখ যাদবেন্দ্র (৩১)-সুত রামলোচন, রামমোহন, পার্ব্বতীচরণ ও ভগবতীচরণ ৩২ (বর্দ্ধমান জিলার মূলগ্রামে অবস্থিত)।

নীলকণ্ঠ (২৬)-প্রমুখ রঘুনাথ ঠাকুর (২৭)-বংশ।

রঘুনাথ সুত রাধাবল্লভ (ভঙ্গ), রামনাথ, রত্নেশ্বর, মধুসূদন ও রামচন্দ্র ২৮। রাধাবল্লভ-সুত প্রাণনাথ ২৯। প্রাণনাথ-পুত্র হরেকৃষ্ণ (অপর নাম ভবানীচরণ) ৩০। তৎপুত্র উদয়চাঁদ, গঙ্গাধর, সভাচাঁদ, গদাধর, পাঁচু, রামরাম ও গৌরীকান্ত ৩১। ইঁহাদিগের নিবাস বিষ্ণুপুর, জিলা বাণকুণ্ডা।

রত্নেশ্বর (২৮)-পুত্র বিশ্বেশ্বর ও ঘনরাম ২৯। বিশ্বেশ্বর-সুত রামচন্দ্র, লালচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র প্রভৃতি ৩০।

রঘুনাথ (২৭) প্রমুখ রামচন্দ্র ২৮। তৎসুত হরিদেব, কামদেব, কৃষ্ণদেব ও যুগলকিশোর প্রভৃতি ২৯। কামদেব-সুত হরিরাম ও নৃসিংহ প্রভৃতি ৩০। নৃসিংহ-সুত হরেকৃষ্ণ ৩১ (নিবাস ডাঁইহাট মেটিরী, জিলা নদীয়া)।

নীলকণ্ঠ (২৬)-প্রমুখ শ্রীধর (২৭)-বংশ।

শ্রীধর-সুত রামকৃষ্ণ, রামনারায়ণ এবং বাণেশ্বর ২৮। রামকৃষ্ণ-সুত প্রাণবল্লভ, শুকদেব, নন্দরাম ও গোবিন্দরাম ২৯। প্রাণবল্লভ-সুত সুন্দররাম ও আনন্দীরাম ৩০ (ইনি নবদ্বীপাধিপতি রামজীবন রায়ের কন্যা-গ্রহণ-নিবন্ধন কেশর-ভাবী)।

নন্দরাম (২৯)-সুত মুলুকচাঁদ, লক্ষ্মীনারায়ণ, জগন্নাথ, ব্রজকিশোর ও নারায়ণ ৩০। নারায়ণ-সুত মাণিক, ছকুনামা হরিদেব, সীতারাম, গোবিন্দরাম ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩১। গোবিন্দরাম (২৯)-সুত রামনারায়ণ ৩০। হরিদেব (৩১)-সুত গোরাচাঁদ ও ভোলানাথ ৩২।

বাণেশ্বর (২৮)-সুত নকুনামক হরিদেব, কালুনামক কৃষ্ণদেব

ও ভুবন (খোঁড়া) ২৯। ভুবন-সুত দর্পনারায়ণ ও রামলোচন ৩০। নকুনামা হরিদেব-সুত রামচন্দ্র, দয়ারাম ও রাধাচরণ ৩০। কালুনামক কৃষ্ণদেব-সুত রামসুন্দর ৩০।

শ্রীধর-প্রপৌত্র সুন্দররাম ৩০। সুত তারিণীপ্রসাদ ও রামহরি ৩১। তারিণী-সুত গিরিজাপ্রসাদ, উমানাথ ও গৌরীনাথ ৩২। গিরিজাপ্রসাদ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্র রায়ের কন্যা মহাদেবীকে বিবাহ করেন। এই স্থানে কেশর-ভাব ও রাজ-দৌহিত্র নিবন্ধন রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। গিরিজা-সুত তারাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, বিষ্ণুপ্রসাদ, বিধুপ্রসাদ ও গোবিন্দপ্রসাদ ৩৩। তারাপ্রসাদ-সুত বাণীপ্রসাদ ৩৪। তৎসুত পূর্ণপ্রসাদ ৩৫। তৎসুত জ্যোতিঃপ্রসাদ, বিজয়প্রসাদ ও শিশিরপ্রসাদ ৩৬। নিবাস কৃষ্ণনগর।

শ্রীধর-পৌত্র শুকদেব ২৯। সুত মুলুকচাঁদ ৩০। সুত রামকানাই ৩১। সুত কমলাপ্রসাদ, শ্রীকান্ত ও নীলকান্ত ৩২। কমলাপ্রসাদ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্রী (ভৈরবচন্দ্রের তৃতীয় দুহিতা) নৃত্যকালী দেবীকে বিবাহ করেন। কমলাপ্রসাদ-সুত শ্যামানন্দ ও লক্ষ্মীকান্ত ৩৩। শ্যামানন্দ-সুত পীতাম্বর ৩৪। সুত জ্যোতির্ভূষণ ৩৫। সুত ইন্দুভূষণ, পৃথ্বীভূষণ ও শচীভূষণ ৩৬। নিবাস কৃষ্ণনগর।

শ্রীকান্ত ও নীলকান্ত (স্বভাব) ৩২। শ্রীকান্ত-সুত কালাচাঁদ, অম্বিকা ও উমানাথ ৩৩। কালাচাঁদ-সুত সীতানাথ ও রাধিকাপ্রসাদ ৩৪। অম্বিকা-সুত মতিলাল ৩৪। উমানাথ-সুত দীননাথ ও শিবচন্দ্র ৩৪। রাধিকা-সুত শরৎ, অধর ও নির্ম্মল ৩৫। নিবাস জয়রামপুর।

নীলকণ্ঠ (২৬)-প্রমুখ বিষ্ণু ঠাকুর (২৭)-বংশ।

বিষ্ণু সুত রামদেব ও নারায়ণ ২৮। রামদেব-সুত খেলারাম, শ্যামসুন্দর, সীতারাম, কৃষ্ণজীবন, কন্দর্প, পাঁচু ও রাজচন্দ্র ২৯। (শ্যামসুন্দর-বংশ সম্বন্ধনির্ণয় ৩১৯.৪৪৩ পৃষ্ঠে দেখ।)

সীতারাম (২৯)-সুত ব্রজকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র ও রামশঙ্কর ৩০। কৃষ্ণজীবন-সুত মধুসূদন (৪৪৪ পৃষ্ঠ), বাসুদেব, রামগোপাল, জয়গোপাল ও মদনগোপাল ৩০। বাসুদেব (৩০)-সুত রামচন্দ্র, শিবনারায়ণ ও বিজয়নারায়ণ ৩১। কন্দর্প (২৯)-সুত শ্রীকান্ত ৩০ (৪৪৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

নারায়ণ ঠাকুরের (২৮) বংশ।

পুত্র রামকান্ত, মুলুকচাঁদ ও নিমুনামক শঙ্কর ২৯। রামকান্ত-সুত রামসুন্দর, রামকিশোর ও রামকানাই ৩০। মুলুকচাঁদ (২৯)-সুত ইন্দ্রনারায়ণ, গোপাল ও মাণিক্য ৩০।

সীতারাম (২৯)-সুত সদাশিব ৩০। তৎসুত গোরাচাঁদ ৩১। তৎসুত ঈশ্বর ৩২।

রতি (২৭)-সুত বাণেশ্বর ২৮। তৎসুত রামরাম, সন্তোষ ও প্রাণবল্লভ২৯(বলাগড়ের নিকট ক্রোড়াগ্রামে কতক বংশ আছে)।

রাধাকান্ত ঠাকুর (কেশরভাবাক্রান্ত) (২৭)-বংশ।

ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাঘব রায়ের কন্যা বিবাহী। রাধাকান্ত-সুত চাঁদ ২৮। তৎপুত্র দুর্গারাম ও বিনোদরাম ২৯। দুর্গারাম-সুত নীলাম্বর ৩০।

রামেশ্বর ঠাকুর (২৭)-বংশ।

রামেশ্বর-সুত ষষ্ঠিদাস, শিবরাম, রত্নেশ্বর, তেকুনামক রামগোবিন্দ, বিশ্বেশ্বর, কানু, রামচন্দ্র ও রামশরণ ২৮। ষষ্ঠী-সুত নরোত্তম, রামচরণ ও শঙ্কর ২৯। নরোত্তম-সুত দয়ারাম, পদ্মলোচন, ত্রিলোচন, কৃষ্ণ ও আনন্দীরাম ৩০। শঙ্কর (২৯)-সুত রামকিশোর ও রামদুলাল ৩০।

শিবরাম (২৮)-সুত রাধাকৃষ্ণ, গোকুল ও গোপাল ২৯। গোপাল-সুত রামহরি, গদাধর ও নকু ৩০।

তেকুনামক রামগোবিন্দ (২৮)-সুত রামানন্দ, দুর্গাচরণ, দয়ারাম ও আত্মারাম ২৯।

বিশ্বেশ্বর (২৮)-সুত কেশব ২৯। তৎসুত লক্ষ্মণ ৩০।

রত্নেশ্বর (২৮)-সুত রামনাথ, শঙ্কর ও কাশীশ্বরনামক কালীচরণ ২৯। কালীচরণ-সুত দেবকীনন্দন, গৌরীচরণ, রামচরণ, শ্যামাচরণ ও ঘনশ্যাম ৩০। দেবকী-সুত প্রাণবল্লভ, যুগলকিশোর ও রামনিধি ৩১। গৌরীচরণ-সুত ভবানীচরণ ৩১। ঘনশ্যাম-সুত শ্রীকৃষ্ণদেব, কৃষ্ণকিঙ্কর ও কৃষ্ণরাম ৩১। রামচরণ (৩০)-সুত রামজয়, দুলাল ও বিজয়রাম ৩১। শ্যামাচরণ (৩০) সুত রামহরি, দুর্গারাম ও রামলোচন ৩১ (মণিরামপুর)।

রামচন্দ্র (২৮)-সুত নন্দকিশোর ২৯। তৎপুত্র ভোলানাথ, শঙ্কর ও রামশরণ ৩০।

গোপাল ঠাকুর-বংশীয় মুরহর তর্কবাগীশ(২৭)-বংশ

গোপালের পুত্র মহেশ, অচ্যুত ও রাজেন্দ্র ২৬। অচ্যুত-সুত রামদেব ২৭। মহেশ-পুত্র মুরহর তর্কবাগীশ ২৭। তৎসুত মথুরেশ, রামচন্দ্র, চন্দ্রচূড়, ষষ্ঠিদাস, রামকৃষ্ণ ও রঘুনাথ ২৮। মথুরেশ-সুত রত্নেশ্বর ২৯। তৎসুত কিনুনামা নন্দরাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ ও মুলুকচাঁদ ৩০।

রামকৃষ্ণ (২৮)-পুত্র অনন্তরাম, রামগোবিন্দ ও রামগোপাল ২৯ (কোপাগ্রাম-বাসী)। রামকৃষ্ণের (২৮) অপর-পুত্রগণ-মধ্যে নন্দ ও গোপী ২৯ প্রসিদ্ধ। গোপী-পুত্র রামদেব, নন্দকুমার, যদুনন্দন, রাধাবল্লভ, গোবিন্দরাম, রামনাথ, হরিবংশ, গোপী-নাথ ও ধরণীধর ৩০। নন্দকুমার-পুত্র ছকু, পাঁচু, হীরারাম, দুবরাজ ও দুলাল ৩১। যদুনন্দন (৩০)-সুত নিত্যানন্দ, ব্রজ, গঙ্গাধর ও রামনারায়ণ ৩১। রাধাবল্লভ (৩০)-সুত গোকুল ও চাঁদ ৩১। গোবিন্দ (৩০)-সুত রামকান্ত ও শ্রীকান্ত ৩১। রামনাথ (৩০) সুত বাঞ্ছারাম ও রামরাম ৩১। গোপীনাথ (৩০)-সুত বিজয়রাম ৩১।

রামচন্দ্র (২৮)-সুত দুর্গারাম, হরিদেব, রুদ্র ন্যায়বাগীশ, অযোধ্যারাম, শঙ্কর ও সীতারাম ২৯। দুর্গারাম (২৯)-সুত সদানন্দ ও অভয়রাম ৩০। হরিদেব-সুত নয়নানন্দ ও রুক্মিণী-কান্ত-নামক নিত্যানন্দ ৩০। অযোধ্যারাম (২৯)-সুত গোকুল ৩০। শঙ্কর (২৯)-সুত রাজেন্দ্র ৩০। সীতারাম (২৯)-সুত শ্রীকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ ৩০। ইহাঁরা মূলঘড় পরগণাবাসী, জিলা নদীয়া।

কাশীশ্বর ঠাকুর(২৫)-বংশ।

কাশী-সুত রামনাথ, জগদীশ ও হরিহর ২৬। রামনাথ-সুত মধুসূদন তর্কালঙ্কার ও বিষ্ণু ২৭ (সম্বন্ধনির্ণয় ৩৩৯ পৃষ্ঠ দেখ।) মধুসূদন-সুত জয়রাম, শিবরাম, রামভদ্র ও রামচরণ ২৮। জয়রাম-সুত রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ ২৯। রাম-নারায়ণ-সুত গৌরীচরণ, উদয়রাম, জিতু ও কৃষ্ণরাম ৩০।

শিবরাম ২৮। ইহাঁর তুল্য দাতা তৎকালে ফুলিয়া মেল-মধ্যে কেহ ছিল না। শিবরাম(২৮)-সুত রামগোবিন্দ, রাম-গোপাল, রামশরণ, কৃপারাম, রাজারাম ও বীরেশ্বর ২৯। রামগোবিন্দ-সুত নন্দকিশোর ৩০। রামগোপাল-সুত বলরাম ও ব্রজকিশোর ৩০। রামচরণ(২৮)-সুত রামরাম ন্যায়ালঙ্কার, সন্তোষ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯।

রামজীবন(২৮)-সুত রামনাথ, জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর ও লক্ষ্মণ ২৯। জগন্নাথ(২৯)-সুত অনন্ত, কেশব ও হরিহর ৩০। অনন্ত-সুত জগন্নাথ ও ভগবতী ৩১। জগন্নাথ-সুত রামনাথ, ইন্দ্রমণি, শ্রীরাম, দামোদর, কাশীশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ৩২।

কেশব(৩০)-সুত রামদেব, রামনাথ, বাসুদেব, রামগোপাল, রঘুনাথ, রাজারাম, বলরাম, রামরাম, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণরাম ৩১। রামদেব-সুত মধুসূদন, চাঁদ, দুর্গারাম ও রমাকান্ত ৩২। মধু-সুত রামানন্দ ও রামেশ্বর ৩৩। চাঁদ-সুত রতিকান্ত ৩৩। দুর্গারাম-সুত নিধিরাম ৩৩ (মূলঘড় পরগণা-বাসী)।

রঘুনাথ(৩১)-সুত গোবিন্দ, নন্দরাম, গদাধর, মুকুন্দ, রুদ্র, মনোহর ও মাণিক্য ৩২। রাজারাম(৩১)-সুত শঙ্কর, নন্দরাম, সাতুনামক কৃষ্ণচন্দ্র, ভুবন ও বিদ্যাধর ৩২। বলরাম(৩১)-সুত রামজীবন ও মনোহর ৩২। রামনাথ(৩১)-সুত রামনারায়ণ,

নন্দরাম, শিবরাম, জয়রাম, গোবিন্দরাম ও গঙ্গারাম ৩২। রামনারায়ণ(৩২)-সুত শ্রীরাম, নিধিরাম, আনন্দীরাম, বিষ্ণুরাম এবং কৃষ্ণরাম ৩৩। শ্রীরাম-সুত রামজয় এবং প্রাণবল্লভ ৩৪। নন্দ(৩২)-সুত সুচাঁদ ও গোবিন্দ ৩৩।

কেশব (৩০)-সুত বাসুদেব ৩১। তৎসুত রামশরণ, অযোধ্যা-রাম ও মনোহর (পীতমুণ্ডী চাঁদ রায়ের কন্যা বিবাহী) ৩২।

রামগোপাল (৩১)-সুত রঘুরাম, নীলকণ্ঠ এবং রামকান্ত ৩২। নীলকণ্ঠ পীতমুণ্ডী-বিবাহী।

কেশব (৩০)-প্রমুখ রামরাম ৩১। তৎসুত শ্যামরাম, রামকান্ত এবং পাঁচু ৩২। যশোহর জিলার সাগরদাঁড়ী ও নদীয়া জিলা মূলঘড় পরগণার বান-আঁচড়ায় বংশ আছে।

মুং ফুং বিশ্বেশ্বর (২৫)-বংশ।

তৎসুত গোবিন্দ ঠাকুর ২৬ *। পুত্র রুদ্র, জনার্দ্দন ও বলরাম ঠাকুর ২৭। রুদ্র ঠাকুর অশেষ-সদ্ভাবাপন্ন নবদ্বীপাধি-

---

* রঘু, লক্ষ্মী, গোপী, গৌরী, তুল্য যোগ পেয়ে।
বিশু ত নির্ম্মল ছিল জ্যোতির্যুক্ত হয়ে॥
সেইহেতু কুলবরে গোবিন্দের সঙ্গ।
সাগর-সঙ্গমে কুলে বাড়িল তরঙ্গ॥ মেলমালা।

লব্ধো বন্দ্যোহবতংসো ভবতি কুলবরঃ শ্রীরঘুর্লক্ষ্মীনাথো
গোপী গৌরী সুচট্টশ্চৈতলী তুল্যতাং জগ্মতুর্যৌ।
সোহয়ং বিশ্বেশ্বরোহভৌ মুখকুলকমলে ভাস্করঃ প্রাদুরাসীৎ
তস্মাদ্গোবিন্দনামা ভাতি কুলবরো নির্ম্মলো রাঢ়বঙ্গে॥

মেলপ্রকাশ।

পতি গোবিন্দদেব রায়ের * কন্যা বিবাহী। রুদ্র-সুত রামচন্দ্র, রাধাবল্লভ, শিবরাম ও রূপনারায়ণ ২৮। রামচন্দ্র-সুত রামকৃষ্ণ, কালীচরণ ও মহাদেব ২৯। রামকৃষ্ণ সুত দুলাল, আনন্দীরাম ও নিধিরাম ৩০। মহাদেব(২৯)-সুত রামশরণ তর্কবাগীশ ৩০। রূপনারায়ণ (২৮) সুত রামজীবন ২৯। তৎসুত কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর জিলার চেঁউটে পরগণায় প্রস্থিত, সুতরাং পীরালী-সংস্পৃষ্ট।

মুং ফুং বলরাম ঠাকুর(২৭)-বংশ।

ইহাঁর পাল্টী সাগরদিয়া বন্দ্য গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী ও রামদেব চক্রবর্ত্তী।

বলরাম ঠাকুরের পুত্র রঘুনন্দন, ভৃগুরাম, রামনারায়ণ ও জয়রাম ২৮।

মুং ফুং বলরামপ্রমুখ ভৃগুরাম(২৮)-বংশ।

ভৃগুরাম (২৮)-সুত কৃষ্ণরাম, অযোধ্যারাম, রামরাম, সুন্দররাম এবং গঙ্গারাম ২৯। কৃষ্ণরাম-সুত রামেন্দ্র, রামকান্ত, নন্দকিশোর, পদ্মলোচন, গৌরীচরণ, কৃপারাম (ভঙ্গ), মনোহর (বংশাভাব), উদয়চাঁদ বা রাধানাথ, তারিণীপ্রসাদ, গঙ্গা-

---

* গোবিন্দদেব রায় ভবানন্দ মজুমদারের পুত্র, রাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র-রায়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ-ভ্রাতা। গোবিন্দদেব গোটপাড়া ও দিগম্বর-পুরে রাজত্ব করিতেন। তদীয় বংশধরগণ ঐ দুই স্থানের জমীদার। রাজগোষ্ঠীর মধ্যে অতিমান্য। সম্বন্ধনির্ণয় ৪৪৪ পৃষ্ঠ দেখ।

প্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ ৩০। শেষ দুই প্রসাদ-বংশ পূর্ব্ববঙ্গে বিরাজিত। অযোধ্যানাথ(২৯)-সুত নিমাঞি ৩০। তৎপুত্র হরিনাথ ৩১।

রামরাম(২৯)-সুতগণ যশোহর জিলার চাক্কী বারাকপুর অঞ্চলে অবস্থিত। চাক্কীডাঙ্গাতেও কতক বিরাজিত। রাম-রাম(২৯)-পুত্র রামদেব, রাজচন্দ্র ও রামকিশোর ৩০।

সুন্দররাম ২৯। তৎপুত্র লোহারাম, বাঞ্ছারাম, রামকান্ত, ধনঞ্জয় ও কালীশঙ্কর ৩০। লোহারাম-সুত রামচন্দ্র, নবকুমার, কৃষ্ণলাল (ইহার বংশ নলডাঙ্গায়) এবং দুর্গারাম ৩১।

বাঞ্ছারাম(৩০)-সুত ভবানীশঙ্কর, শিবচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, শম্ভুচন্দ্র, গোপালচন্দ্র, গৌরীচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি ৩১। ভবানী(৩১)-সুত কালীচরণ ৩২। শিব(৩১)-সুত হরিশ্চন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র ৩২। হরিশ্চন্দ্র-সুত কালীপ্রাণ ৩৩। শম্ভুচন্দ্র(৩১)-সুত গিরিশচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র ৩২। গোপাল সুত রঘুচন্দ্র ৩৩। ঈশ্বরচন্দ্র(৩১)-সুত রামলাল ও কৃষ্ণলাল ৩২। কালীশঙ্কর (৩০)-পুত্র রামমোহন ৩১। তৎপুত্র রাধামোহন ৩২ (ভঙ্গ)।

কৃষ্ণরাম(২৯)-সুত রামেন্দ্র ৩০। তৎপুত্র গুরুপ্রসাদ প্রভৃতি ৩১। রামকান্ত(৩০)-সুত চণ্ডীচরণ, রাধানাথ, রামেশ্বর ও রামরত্ন প্রভৃতি ৩১। রামেশ্বর কেশরভাবাপন্ন। চণ্ডীচরণ (৩১) সুত ঈশানচন্দ্র প্রভৃতি ৩২।

কৃষ্ণরাম(২৯)-সুত নন্দকিশোর ৩০। তৎপুত্র শম্ভুচন্দ্র ৩১। তৎপুত্র গোলোকচন্দ্র (বংশাভাব) ও রাজচন্দ্র ৩২।

ভৃগুরাম(২৮)-পৌত্র পদ্মলোচন(৩০)-সুত জগচ্চন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র ৩১। ঈশ্বরচন্দ্র(৩১)-সুত ভূতনাথ প্রভৃতি পর্য্যায়

৩২। ভগবান্-সুত নৃসিংহ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩২। জগচ্চন্দ্র-সুত রামরাম, গোপালদাস, রাখালদাস ও রামদাস ৩২। রামদাস-সুত নবকিশোর ৩৩। গোপাল-সুত তারাপ্রসন্ন প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩।

কৃষ্ণরাম(২৯)-প্রমুখ গৌরীচরণ ৩০। তৎপুত্র দেবীচরণ, দুর্গাচরণ, রঘুনাথ, নীলমণি, অভয়াচরণ ও তারাচাঁদ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩১। তারাচাঁদ কেশরভাবাপন্ন। দেবীচরণ-সুত পঞ্চানন প্রভৃতি পর্য্যায় ৩২। তৎপুত্র গোপীনাথ ও রাধানাথ ৩৩।

কৃষ্ণরাম(২৯)-প্রমুখ কৃপারাম ৩০। তৎপুত্র কালিদাস প্রভৃতি পর্য্যায় ৩১। কালিদাস-পুত্র রাজচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ৩২।

কৃষ্ণরাম(২৯)-প্রমুখ উদয়চাঁদ ৩০। তৎপুত্র রাধানাথ ৩১। তৎপুত্র স্বরূপচন্দ্র ও মধুসূদন ৩২। স্বরূপ-সুত রাজকৃষ্ণ ৩৩। তৎপুত্র কান্তিচন্দ্র ৩৪।

দুর্গাচরণ(৩১)-সুত কাশীনাথ ৩২। তৎপুত্র হরিকুমার প্রভৃতি হালীসহরে অবস্থিত, পর্য্যায় ৩৩।

নীলমণি ৩১। তৎপুত্র লক্ষ্মণ ৩২। পুত্র বিপ্রদাস প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩। লক্ষ্মণ-সুত নিত্যানন্দ ৩৩। তারাচাঁদ ৩১। তৎপুত্র গিরিশ ৩২।

বলরামপ্রমুখ ভৃগুরামের(২৮) পুত্র সুন্দররাম(২৯)-বংশ।

সুন্দররাম(২৯)-সুত ধনঞ্জয় ও কালিদাস ৩০। তৎপুত্র দীননাথ ৩১। তৎসুত যদুগোপাল ৩২।

সুন্দররামপ্রমুখ ধনঞ্জয় (৩০)-বংশ।

পুত্র নন্দকুমার, পার্ব্বতীচরণ, কাশীনাথ, রঘুনাথ, প্রতাপনারায়ণ, চণ্ডীচরণ ও আনন্দচন্দ্র ৩১। নন্দকুমার-সুত দুর্গাচরণ, রাজনারায়ণ ও হর ৩২। নন্দকুমার ভঙ্গ, সুতরাং ইহাঁরা স্বকৃতভঙ্গের পুত্র।

পার্ব্বতীচরণ(৩১)-সুত মদন ও রামনারায়ণ ৩২। মদন-সুত হলধর ও চন্দ্র ৩৩। চন্দ্র সুত প্রসন্নকুমার ৩৪। রামনারায়ণ(৩২)-সুত কালীমোহন ৩৩।

কাশীনাথ(৩১)-সুত হরিশ্চন্দ্র, গঙ্গানারায়ণ, ঈশানচন্দ্র (ভঙ্গ), গিরিশচন্দ্র এবং তারিণীচরণ ৩২। হরিশ্চন্দ্র-সুত উমেশচন্দ্র প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩। গঙ্গানারায়ণ(৩২)-সুত কালী-প্রসন্ন ৩৩। তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ৩৪। ঈশান(৩২) সুত কালীধন ও শ্যামাধন ৩৩।

ধনঞ্জয়(৩০)-প্রমুখ রঘুনাথ ৩১। সুত পঞ্চানন ৩২। তৎপুত্র অক্ষয়কুমার ৩৩।

প্রতাপনারায়ণ(৩১) সুত দুর্গাপ্রসাদ (গৌরীশঙ্কর নামে খ্যাত) ও ঠাকুরদাস ৩২। ঠাকুরদাস-সুত হরনাথ ৩৩। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র তারিণীশঙ্কর, রামকিশোর এবং রামধন (কাণ্ডারী ভট্টাচার্য্য-দৌহিত্র, ধর্ম্মদহবাসী) ৩৪। পুত্র ব্রজনাথ ও রমেশচন্দ্র ৩৫। ব্রজ-সুত যদুনাথ ৩৬। যদু-সুত যোগেশ, হরিচরণ, সুরেশ ও প্রভাস ৩৭। রমেশ(৩৫)-সুত রাধিকানাথ ৩৬। তৎপুত্র অমৃতনাথ ও নৃসিংহদাস ৩৭। যোগেশ-সুত শিবদাসাদি পর্য্যায় ৩৮।

রামকান্ত(৩০) প্রমুখ চণ্ডীচরণ ৩১। সুত গোপীমোহন, রামতনু, পীতাম্বর ও রামরত্ন ৩২।

ধনঞ্জয়(৩০) পুত্র আনন্দচন্দ্র ৩১। সুত প্রাণকৃষ্ণ ও রামগোপাল ৩২। রামগোপাল-সুত হরমোহন প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩। ইহাঁরা সকলেই বলাগড়ীগ্রামে বিরাজ করিতেছেন।

মুং কুং বলরাম-পুত্র ভৃগুরাম-সুত গঙ্গারাম(২৯)বংশ।

গঙ্গারাম(২৯)-সুত রামকিশোর, যুগলকিশোর, রামদুলাল, নসীরাম, দর্পনারায়ণ, গোরাচাঁদ, রাধাকিশোর ও রাজীবলোচন ৩০। দর্পনারায়ণ ভঙ্গ। রামকিশোর-সুত গোবিন্দ ৩১। গোবিন্দ-সুত সুখময় প্রভৃতি পর্য্যায় ৩২।

যুগল (৩০) সুত রামচরণ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩১। রামচরণ-সুত জয়গোপাল ৩২। বিশ্বনাথ(৩১)-সুত দীননাথ ও জয়নারায়ণ, এই দুই ভাই ভঙ্গ, কালাচাঁদ ৩২ স্বপদে। জয়গোপাল (৩২)-সুত রামকৃষ্ণ প্রভৃতি পর্য্যায় ৩৩।

মুং ফুং বলরাম ঠাকুর-প্রমুখ জয়রাম (২৮)-বংশ।

বলরাম ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জয়রামের বহু পুত্র, তন্মধ্যে ছয়জন প্রসিদ্ধ ও তাঁহাদিগের বংশ আছে। যথা—সন্তোষ, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামকানাই ও নারায়ণ ২৯। সন্তোষ-সুত বৃন্দাবন, রাধামোহন ও ব্রজমোহন ৩০ (ইনি অনপত্য মৃত)। বৃন্দাবন-সুত রামলোচন, কালীনাথ ও শিবনাথ ৩১। রামলোচন-সুত যজ্ঞেশ্বর, রামদাস, কৃষ্ণদাস (ভঙ্গ), রামচরণ ও দিগম্বর ৩২। দিগম্বর-সুত বীরেশ্বর ৩৩, ইনি

শান্তিপুর-নিবাসী কৃষ্ণানন্দ রায়ের কন্যা বিবাহী, কেশরভাবাপন্ন। বীরেশ্বর-সুত মথুরানাথ ৩৪। সুত হরিগোপাল, বিনোদগোপাল ও পাঁচুগোপাল (মোহিতকালী) ৩৫।

বলরাম-সুত রামনারায়ণ ২৮। তৎপুত্র গরিবনামক বাণেশ্বর, বৈদ্যনাথ ও চণ্ডীচরণ ২৯। ইনি পীতমুণ্ডী-বিবাহী। বৈদ্যনাথ-সুত মনোহর ৩০।

গঙ্গারাম(২৯)-সুত রামপ্রসাদ ৩০। তৎপুত্র পঞ্চানন ও মৃত্যুঞ্জয় ৩১। পঞ্চানন-সুত দ্বারকানাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ ২৪ পরগণার টাকীনিবাসী, পর্যায় ৩২। মৃত্যুঞ্জয়-সুত অক্ষয়, কালীনাথ, উমাচরণ ও মহেন্দ্র ৩২। কালী হাবড়া, উমাচরণ ফরাসডাঙ্গা, অক্ষয় ও মহেন্দ্র অম্বিকা কালনা-নিবাসী।

বলরাম ঠাকুর(২৭)-প্রমুখ রঘুনন্দন (২৮)-বংশ।

পুত্র রামগোপাল, জগন্নাথ, দুর্গারাম ও নন্দরাম ২৯। রামগোপাল-সুত হটু, রামদুলাল, রামলোচন ও রামজীবন ৩০। হটু-পুত্র মাণিক, গদাধর, কাশী ও রামনৃসিংহ ৩১। জগন্নাথ (২৯)-সুত নৃসিংহ, আনন্দরাম, রামকৃষ্ণ, বিনোদরাম ও রামপ্রসাদ ৩০। নৃসিংহ-সুত রামলোচন, রামহরি ও রামসুন্দর ৩১। রামলোচন-সুত গুরুপ্রসাদ, বরিশাল জিলার কমলকাটী গ্রামে অবস্থিত, ভঙ্গ; ধর্ম্মনারায়ণ বাঘনাপাড়া-বাসী, ভঙ্গ; চণ্ডীপ্রসাদ ও ব্রজমোহন নরঙ্গপুরবাসী, ভঙ্গ; এবং রামধন, বৈদ্যনাথ ও রামদেব ৩২ স্বপদে, বলাগড়ীবাসী।

জগন্নাথ-সুত নৃসিংহের পুত্র রামহরি-সুত নন্দকুমার, ভৈরবচন্দ্র, গোলোকচন্দ্র, কমলাকান্ত, মুলুকচাঁদ, হরচন্দ্র ও

তারিণী ৩২। নন্দ-সুত ঈশ্বর, দেবনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ, মহিমচন্দ্র, দিগম্বর ও নীলাম্বর ৩৩। ঈশ্বর-সুত বেণী, ইনি বরাহনগর-নিবাসী। দেবনারায়ণ-সুত প্রিয়নাথ ৩৪। দিগম্বর-সুত কেদারনাথ ৩৪। নীলাম্বর-সুত অমৃতলাল ও হীরালাল ৩৪। ভৈরব-সুত আনন্দ, বদন, জগৎ, মহেশ, শ্রীনাথ ও বংশী, পর্য্যায় ৩৪।

রামহরি-সুত গোলোকচন্দ্র ৩২। তৎপুত্র প্যারীমোহন জঙ্গলবাদালবাসী, ভঙ্গ। রামহরি(৩০)-সুত মুলুকচাঁদ ৩১। তৎপুত্র শ্যামাচরণ, চন্দ্র ও পূর্ণ ৩২। রামহরি-সুত হরচন্দ্র ৩১। পুত্র প্রসন্ন ৩২। প্রসন্ন-সুত পঞ্চানন, জঙ্গলবাদাল-নিবাসী।

বলরাম প্রমুখ জগন্নাথ (২৯)-বংশ।

পুত্র আনন্দীরাম ৩০। তৎপুত্র রামশঙ্কর, রামনিধি, হরিনারায়ণ ও রামনারায়ণ ৩১। রামশঙ্কর-সুত কৃষ্ণপ্রসাদ, রামদুলাল, রামকুমার ও চণ্ডীচরণ ৩২। কৃষ্ণপ্রসাদ-সুত রূপনারায়ণ, রামধন, জয়নারায়ণ ও দেবনারায়ণ ৩৩। রূপ-নারায়ণ-সুত ঈশান ও মহেশ(শিঙেরকোণ-নিবাসী) এবং যদুনাথ, পর্য্যায় ৩৪। এই মহেশ কেশরভাবাপন্ন, শান্তিপুরের জমীদার শিবচন্দ্র রায়ের ভগিনী-বিবাহী। মহেশের পুত্র হরিদাস ৩৫ শান্তিপুর-নিবাসী। হরিদাস-সুত জ্যোতিঃপ্রসাদ ৩৬।

কৃষ্ণপ্রসাদ(৩২)-সুত রামধন ৩৩। তৎপুত্র মধু ৩৪। মধুসূদন-সুত ব্রজনাথ, দীননাথ ও রামনাথ ৩৫। কৃষ্ণপ্রসাদ (৩২)-সুত রামযাদু ও যদুনাথ ৩৩, শিঙেরকোণের সাতশতী

যবগ্রামী-দৌহিত্র। কৃষ্ণপ্রসাদ(৩২)-সুত দেবনারায়ণ। পুত্র কৈলাস, জগবন্ধু নীলমাধব ও নিত্যগোপাল ৩৩, শিঙের-কোণের যবগ্রামী-দৌহিত্র।

জগন্নাথ-প্রমুখ আনন্দীরাম-সুত রামনিধি (৩১)-বংশ।

রামনিধি-সুত রামধন, রামচন্দ্র ও সদাশিব ৩২। রামধন-সুত গৌর, কৃষ্ণ ও গোপী ৩৩।

আনন্দীরাম-সুত হরিনারায়ণ ৩১। নবকৃষ্ণ, তারাচাঁদ, শিব ও নন্দ ৩২।

জগন্নাথ-সুত রামকৃষ্ণ ৩০। তৎপুত্র শ্রীধর (ভঙ্গ), রামগোবিন্দ, পদ্মলোচন, রাধাগোপাল ও মুলুকচাঁদ ৩১। শ্রীধর স্বকৃতভঙ্গ। তৎপুত্র ফকীর, কালী ও ঈশান ৩২।

পদ্মলোচনের সুত-সংখ্যা অনেক, তন্মধ্যে পঞ্চদশ ব্যক্তির নাম পরিজ্ঞাত আছে। যথা—বিশ্বনাথ, নীলমণি, শিব, পঞ্চানন, গৌর, উদয়, ত্রিলোকনাথ, তারিণী, রাজকুমার, রাম, মদন, হরকুমার, কালী, কাশী ও ঈশ্বর ৩২। ইহাঁরা যশোহর জিলার জঙ্গলবাদাল-গ্রামবাসী।

গৌর-পুত্র গিরিশ, ভোলানাথ ও জনার্দ্দন ৩৩। ইহাঁরা বলরামের আবাসস্থান বলাগড়ী-গ্রামনিবাসী। গিরিশ-সুত হরি ৩৪। হরি-সুত চন্দ্রশেখর ও কিরণচন্দ্র ৩৫।

পদ্মলোচন-সুত উদয়চাঁদ-পুত্র মহিমাচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র ৩৩। মহিমাচন্দ্র-সুত যোগেন্দ্র ও হরি ৩৪। যোগেন্দ্র-সুত জ্ঞান, কনক ও ফণী ৩৫। উদয়-সুত গোপাল ৩৩। তৎসুত দেবেন্দ্র ৩৪।

জগন্নাথ-সুত রামকৃষ্ণ, তৎপুত্র রাধাগোপাল। পুত্র বেচারাম, গঙ্গাধর, গদাধর ও ব্রজকিশোর ৩৩। বেচারাম-সুত দেবনাথ ও মথুরানাথ ৩৪।

জগন্নাথ-প্রমুখ রামকৃষ্ণের পুত্র রাধাগোপাল (৩১)-সুত গঙ্গাধর ৩২। তৎপুত্র কালীনাথ ও পরেশ ৩৩।

পদ্মলোচন-সুত বিশ্বনাথ ৩২। তৎপুত্র নবগোপাল ৩৩। পদ্ম-সুত রাজকুমার ৩২। তৎপুত্র উমাচরণ ও খুদিরাম ৩৩। পদ্ম-সুত রামচাঁদ ৩২। সুত শ্যামাচরণ ৩৩। পদ্ম-সুত পঞ্চানন ৩২। সুত রাজনারায়ণ, বিশ্বম্ভর ও মোহনচাঁদ ৩৩। মোহন-সুত নীলকমল, মহাদেব, রসিক ও রামনৃসিংহ ৩৪।

জগন্নাথ-প্রমুখ রামপ্রসাদ(৩০)-বংশ।

রামপ্রসাদ-সুত ব্রজদুলাল (ইনি মেদিনীপুর জিলার পাথরা নিবাসী ঘোষাল-কন্যা-বিবাহে ভঙ্গ), পদ্মলোচন রাধামোহন ও রাজচন্দ্র ৩১। রামপ্রসাদ-পুত্র পদ্মলোচন-সুত ভৈরব ও গঙ্গানারায়ণ ৩২। ইহাঁরা হুগলী জিলার জনাইগ্রামনিবাসী।

জগন্নাথ-সুত বিনোদরাম ৩০। পুত্র ভবানীশঙ্কর ৩১। ভবানী-সুত বৈদ্যনাথ ও রাজনারায়ণ ৩২। বৈদ্যনাথ পুত্র বরদা, উমাচরণ, তারিণীচরণ, দুর্গাচরণ, মাধবচন্দ্র, নবীন (ইনি ভঙ্গ) ও শীতলচন্দ্র ৩৩। বরদা-সুত চন্দ্র ও নিবারণ ৩৪। চন্দ্র-সুত জিতেন্দ্র ৩৫। ইনি বলাগড়ী-নিবাসী। দুর্গাচরণ-সুত প্রবোধ ও চারুচন্দ্র ৩৪।

বলরাম ঠাকুর-প্রমুখ রঘুনন্দন-সুত দুর্গারাম(২৯)-বংশ।

দুর্গারাম-সুত রামচন্দ্র, রামশরণ, শ্যামসুন্দর ও রামপ্রসাদ ৩০। রামচন্দ্র-সুত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রামদুলাল, বিশ্বনাথ ও নীলমণি ৩১। রামদুলাল-সুত মৃত্যুঞ্জয়, হরি, সূর্য্য ও রাজনারায়ণ ৩২।

বিশ্বনাথ(৩১) সুত কালী, রামকমল, রামজয় ও রামপ্রাণ ৩২। বিশ্বনাথ-সুত কালীকুমারের পাঁচ পুত্র, যথা—অম্বিকাচরণ, শ্যামাচরণ, অন্নদাচরণ, হেমচন্দ্র ও তুলসীচরণ ৩৩। ইহাঁরা সকলেই কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর-নিবাসী।

বিশ্বনাথ-সুত রামকমলের পুত্র ভগবতী ও রামধন ৩৩। যশোহর জিলার প্রতাপকাটী। বিশ্বনাথ-সুত প্রাণবল্লভের পুত্র-সংখ্যা পাঁচ, যথা—নৃসিংহরাম, শরচ্চন্দ্র, রাধিকা, চন্দ্র ও শিবনাথ ৩৩। নিবাস বলাগড়। বিশ্বনাথ-সুত রামকমলের পুত্র-সংখ্যা ছয়, যথা—শ্রীশ, প্রহ্লাদ, হেম, রাজেন্দ্র, সত্যচরণ এবং যোগেন্দ্র ৩৩। প্রহ্লাদ ভঙ্গ।

বলরাম-প্রমুখ রঘুনন্দন-সুত দুর্গারাম-পুত্র রামশরণ(৩০)-বংশ।

রামশরণের পুত্র-সংখ্যা ছয়, যথা—রামানন্দ, কালী, রামরতন, পঞ্চানন, রামতনু ও রামধন ৩১। পঞ্চানন-সুত রঘুনাথ, মোহনচন্দ্র ও গঙ্গাধর ৩২। মোহন-পুত্র উমেশ ৩৩। মোহনের কন্যাভাব-হেতু স্বভদোষ। উমেশ-পুত্র নিবারণ ৩৪।

রামশরণ-সুত রামরতনের পুত্র রামগোপাল ৩২। রামগোপাল-সুত মধুসূদন ৩৩। তৎসুত সীতানাথ ৩৪।

রামশরণ-সুত কালীপ্রসাদের পুত্র কাশীনাথ ৩২। কাশী-সুত গিরিশ ৩৩। তৎপুত্র রমণ ও কৃষ্ণ, পর্য্যায় ৩৪। নিবাস যশোহর জিলার জঙ্গলবাদাল।

দুর্গারাম-সুত রামপ্রসাদ (৩০)-বংশ।

সুত-সঙ্খ্যা দশ, যথা—পার্ব্বতী, গুরুপ্রসাদ, শিব, তারিণী, দর্পনারায়ণ, জয়, অভয়, শঙ্কর, নরনারায়ণ ও জনমেজয় ৩১। গুরুপ্রসাদ-সুত ভগীরথ, লক্ষ্মীনাথ ও ধর্ম্মনারায়ণ ৩২। ভগীরথ-সুত অম্বিকা, দীননাথ ও জগৎ ৩৩। জগচ্চন্দ্র নলডাঙ্গার আথগুল-গোষ্ঠী-সম্ভূত ছাঁদড়া-নিবাসী অনঙ্গমোহন দেব রায়ের কন্যা-বিবাহে ভঙ্গ। ইনি স্বকৃতভঙ্গ, সুতরাং তৎপুত্রদ্বয় সতীশ ও সাধু, দুই পুরুষে, পর্য্যায় ৩৪। অম্বিকা-সুত রাজেন্দ্র, অবিনাশ ও উপেন্দ্র ৩৪। ইহাঁরা যশোহর জিলার জঙ্গলবাদাল-নিবাসী। ভগীরথ-সুত দীননাথ-পুত্র গণেশ ও অমর ৩৪।

গুরুপ্রসাদ-সুত ধর্ম্মনারায়ণ-পুত্র গোবিন্দ ৩৩। গোবিন্দ-সুত নবীন ও বামনদাস ৩৪। রামপ্রসাদ-সুত শিবপ্রসাদের পুত্রদ্বয় আনন্দ ও রাজনারায়ণ ৩২। রাজনারায়ণ-সুত অক্ষয়, গোপী ও রাম ৩৩।

বলরাম-সুত নারায়ণ (২৮)-বংশ।

নারায়ণ-সুত বৈদ্যনাথ, বাণেশ্বর ও চণ্ডীচরণ ২৯। বৈদ্য-

নাথ-সুত মনোহর, শ্যাম ও গোকুল ৩০। মনোহর-সুত রামকান্ত ও গোরাচাঁদ ৩১।

বৈদ্যনাথ-সুত শ্যামসুন্দর ৩০। তৎপুত্র রামলোচন ৩১। রামলোচন-সুত কৃষ্ণ, চন্দ্র, গোপী ও রামমোহন ৩২। রামমোহন-সুত মধু ও লক্ষ্মীনারায়ণ ৩৩। মধু-সুত শিবচন্দ্র ৩৪, ইনি মেদিনীপুর জিলার শ্রীবরাগ্রামবাসী শিমলায়ী সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় দৌহিত্র।

বৈদ্যনাথ-সুত গোকুল ৩০। সুত শম্ভু ও ভৈরব ৩১।

বলরাম-সুত জয়রাম (২৮)-বংশ।

সুত সন্তোষ, হরিনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র, রামকানাই, নরনারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ, এই ছয় পুত্র ২৯। সন্তোষ-সুত বৃন্দাবন ও রাধামোহন ৩০। রাধামোহন-সুত নন্দমোহন, রঘুনাথ, ফকির ও কৃষ্ণগোবিন্দ ৩১। ইহাঁরা বৰ্দ্ধমান জিলার গোপীপুর মেড়তলা-বাসী। কৃষ্ণগোবিন্দ ভঙ্গ। ফকির-সুত তারাচাঁদ ৩২। তৎপুত্র উমাকান্ত নদীয়া জিলার ধৰ্ম্মদহ বহিরগাছী গ্রামবাসী, পর্য্যায় ৩৩।

সন্তোষ-পুত্র বৃন্দাবন ৩০। তৎসুত রামলোচন, কালী ও শিব ৩১। রামলোচন-সুত যজ্ঞেশ্বর, রামদাস, রামচরণ, দিগম্বর ও কৃষ্ণদাস ৩২। কৃষ্ণদাস ভঙ্গ। বৃন্দাবন সুত কালীনাথের পুত্র বিশ্বনাথ ও জানকীনাথ ৩১। বৃন্দাবন-সুত শিবনাথের পুত্র শম্ভুনাথ ৩২। ইনি বৰ্দ্ধমান জিলায় অম্বিকা কালনার দক্ষিণ বাঁসাই-গ্রাম-নিবাসী। শম্ভু-সুত কৃষ্ণনাথ ৩৩।

যোগেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি অৰ্জ্জুন মিশ্র ও শিবাচার্য্যের

দৃষ্টান্তে কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই ; ইহা অর্জ্জুন মিশ্রাদির বৈবাহিক প্রমাণে লক্ষিত হয়।

অর্জ্জুন মিশ্রাদির সাতশতী-কন্যা-গ্রহণ-বিষয়ক প্রস্তাব।

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-নামক একখানি আধুনিক বাঙ্গালা পুস্তকে রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ মহর্ষির সপ্তশতী-ব্রাহ্মণ-কন্যা-গ্রহণ-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক দেখান হইয়াছে। উহা ঐ গ্রন্থকর্ত্তার রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া মাত্র। কারণ ঐ শ্লোকগুলি কোন্ গ্রন্থের বচন, কাহার রচিত, অথবা কোন্ মহাজন ধৃত, কিংবা কোন্ সময় হইতে জন-শ্রুতিপ্রচলিত ইত্যাদিবিষয়ক কোন কথার উল্লেখ নাই। সুতরাং উহা কোন কূটবুদ্ধি রাঢ়ী-বিদ্বেষী অর্ব্বাচীন বারেন্দ্র-বিরচিত উন্মত্ত-প্রলাপ-বাক্যমাত্র।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মহর্ষি শ্রীহর্ষের অধস্তন ২৪শ পুরুষ নিম্নে শিবাচার্য্য এবং অর্জ্জুন মিশ্র বিষ্ণু ও শিবের অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েন। সেই হেতু ভগবতীর প্রত্যাদেশ-ক্রমে মুলুকজুড়ী হৃষীকেশ রায় এবং পিতাড়ী কেশব রায়ের কন্যা গ্রহণ করেন। ঐ কন্যাদ্বয়ের একতরা স্বয়ং আদ্যা শক্তি দুর্গা, অন্যতরা স্বয়ং পদ্মাবতী অথবা সাক্ষাৎ শ্রী। এই দেবীদ্বয় পিতাড়ী ও মুলুকজুড়ী কেশব ও হৃষীকেশের ঘোরতর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সাতশতী ব্রাহ্মণকুলের মর্য্যাদা-সংস্থাপন-জন্য তাঁহাদিগের ঔরসে মানবীরূপে আবির্ভূতা হয়েন। অর্জ্জুন মিশ্র ও শিবাচার্য্য মর্ত্ত্যলোকেও ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন ;

তাঁহারা ভগবতী ও লক্ষ্মীর মনের ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূতা নিজ নিজ অর্দ্ধাঙ্গী দুর্গা ও লক্ষ্মীকে মর্ত্ত্যদেহের প্রকৃত উপযোগিনী জানিয়া ভার্য্যারূপে পরিগ্রহ করেন। তৎপূর্ব্বে রাঢ়ীয়-শ্রেণীতে সপ্তশতী-কন্যা বৈবাহিক-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হয় নাই। যদি ইতিপূর্ব্বে সপ্তশতী-গ্রহণ-হেতু কন্যাগণ রাঢ়ী-শ্রেণীতে সংশ্লিষ্ট হইত, তবে কেন তাদৃশ-দেবত্ব-সম্পন্ন শিবাচার্য্য ও অর্জ্জুন মিশ্র তাৎকালীন সমাজে পতিত থাকিবেন? সমাজের নিকট পুনঃ-সম্মান-লাভ-জন্য ও সাতশতীর গৌরব-সংস্থাপন-নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সস্ত্রীক ভারতীয় প্রধান প্রধান তীর্থ পর্য্যটন করিতে হয়। ইহাই তাঁহাদিগের সাতশতী-কন্যা-গ্রহণ-রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র তদীয় সারাবলীতে যে সকল সংস্কৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে ঐ সমুদয় কথা এবং রাঢ়ী-শ্রেণীদিগের বৈবাহিক প্রথার দোষ গুণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, যদি যাজ্ঞিক পঞ্চ মহর্ষি সাত-শতী-কন্যা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অধস্তন ২৪শ পুরুষ শিবাচার্য্য ও অর্জ্জুন মিশ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না।

বিবেচক পাঠকগণ শ্লোকগুলি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, পঞ্চমহর্ষির উক্তি, রাজার উত্তর এবং পঞ্চমহর্ষির প্রত্যুত্তরের সহিত বারেন্দ্রদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাক্যভঙ্গীর পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতি হয় না। অধিকন্তু ভট্টনারায়-

দাদি গুরুজন রাঢ়দেশে থাকিলেন। পিতৃবিদ্বেষী পুত্রগণ কান্যকুব্জপ্রদেশে স্থান না পাইয়া বঙ্গে আগমন করিলেন এবং পৃথক্ থাকিলেন; ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইলেন না। ইহা কি সম্ভব? তাদৃশ ব্যক্তিবর্গকে রাজা স্থান দিবেন কেন? বারেন্দ্রদিগের উল্লিখিত উন্মত্ত-প্রলাপ-বাক্যগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তে পঞ্চ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশমিতোঽশ্বযানৈঃ ॥ ১ ॥
গৌড়ং গতা মাগধবঙ্গ না বোঽপ্যযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্ত এব।
যদীচ্ছতাস্মাকম্ পঙ্ক্তিভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিম্ ॥ ২ ॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তে চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
বেদবেদাঙ্গবেত্তৄণাং পাপস্পর্শো ন মাদৃশাম্ ॥ ৩ ॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজা বয়ম্।
তদা মহান্ বিরোধোঽভূদিতি তেষাং পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥
যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্ব্বং কান্যকুব্জাধিপেন চ।
ব্রাহ্মণানাং বিরোধে তু সোঽপি নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৫ ॥
ততস্তেজস্বিনঃ ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূরনৃপান্তিকম্ ॥ ৬ ॥
তমোঽন্ধঃখার্ত্ত ইব তান্ প্রাতঃসূর্য্যনিভান্ দ্বিজান্।
অপ্রার্থিতাগতান্ দৃষ্ট্বা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৭ ॥
সসম্ভ্রমং তদোত্থায় পূজয়িত্বা যথাবিধি।
আসনেষূপবিষ্টেভ্যঃ পৃষ্ট্বা হ্যনাময়ং তদা ॥ ৮ ॥
বিনয়াবনতো ভূত্বাপৃচ্ছদ্রাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
পুনরাগমনং যদ্ধি মন্যে ভাগ্যোদয়ং মম ॥ ৯ ॥
তদত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
রাজ্ঞা তত্তাবিত্তং শ্রুত্বা ভট্টনারায়ণস্তদা ॥ ১০ ॥

অবোচৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেশানুচরিতঞ্চ যৎ।
তব যজ্ঞার্থমাগত্য স্বদেশে বস্তুমক্ষমাঃ ॥ ১১ ॥
কান্যকুব্জাধিপতিনা বয়ং সংপ্রেষিতাঃ পুরা।
ন কিঞ্চিৎ কুরুতে সোঽপি মত্বা ব্রাহ্মণকণ্টকম্ ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বাদিশূরঃ প্রোবাচ শ্রুতং সর্ব্বং ময়া প্রভো।
অধ্বক্লেশাপনয়নং কুরুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥
নিবেদয়িষ্যে সম্মন্ত্র্য যদুপায়ো ভবেদিহ।
ততো রাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে ॥ ১৪ ॥
গত্বা স ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলিরভাষত।
পবিত্রীকৃতমেতদ্ধি প্রাগাগত্য কুলং মম ॥ ১৫ ॥
কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতা সঙ্গতো মম।
শ্রুত্যধ্যয়নযোগাচ্চ দেশো যাতু পবিত্রতাম্ ॥ ১৬ ॥
গঙ্গায়া নাতিদূরেঽস্মিন্ প্রদেশে বহুধান্যকে।
বসন্তু বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ ॥ ১৭ ॥
উপায়তঃ কালতশ্চ বিষাদে শিথিলে তদা।
যদিচ্ছথ স্বদেশায় গমনং যাস্যথ ধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥
রুরুচে বিপ্রমুখ্যেভ্যো নৃপতেঃ সূনৃতং বচঃ।
স্থিতেষু তেষু বিপ্রেষু রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ ॥ ১৯ ॥
যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
ছন্দোগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্রবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্রমুখ্যেভ্য এব তে।
এতেষাং নিগড়স্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মে কীর্ত্তিরক্ষয়া।
কান্যকুব্জদ্বিজাগ্র্যাণাং বংশেঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া ॥ ২২ ॥
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতী-দ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ ॥ ২৩ ॥

নিবাসো রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃতা সুহৃজ্জনৈঃ।
সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ॥ ২৪ ॥
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরাৎ যথা।
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্॥ ২৫ ॥
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ।
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ॥ ২৬ ॥
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ।
নো ভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ॥ ২৭ ॥
অতোঽবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্ পাপমুপলক্ষিতাঃ॥ ২৮ ॥
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা।
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ॥ ২৯ ॥
বাচো নিশম্য নৃপতেরূচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্রভ্রাতৃভিঃ সহ॥ ৩০ ॥
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিঃ প্রাহ রাজধানীসমীপতঃ।
বরেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ॥ ৩১ ॥
গ্রামাংস্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্।
ততস্তে ঊষুস্তত্র পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ॥ ৩২ ॥
বৈমাত্রভ্রাতরস্তেষাং রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
মাতুলাশ্রয়বাসাচ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ॥ ৩৩ ॥
মাতুলৈরুপনীতাস্তু ছন্দোগা অভবন্ তথা।
সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ।
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ॥ ৩৪ ॥
সাপত্নবিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং নৈকত্র বাসো ন চ ভক্ষ্যভোজ্যম্
বিবাহমাসাদ্য তথা বিবর্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভির্ব্রহ্মসুতা যথর্ষয়ঃ॥ ৩৫ ॥

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যদিগের নিকট
নিম্নলিখিত কুলগ্রন্থ সকল সচরাচর দৃষ্ট হয়।

১। মহেশ-কৃত কুলপঞ্জিকা। সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত।

২। এড়ু মিশ্র-কৃত বংশাবলী-কারিকা (কুলার্ণব)। সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে লিখিত। গদ্য বিশদ নহে।

৩। বন্দ্য হরি মিশ্র-কৃত বংশাবলী। ইহা বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও বিমিশ্র বাঙ্গালা শ্লোক আছে। বাঙ্গালা শ্লোকগুলি অপকৃষ্ট।

৪। মুখ হরি মিশ্র-কৃত সারাবলী। ইহার অধিকাংশ সংস্কৃত পদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পদ্যও আছে।

৫। ধ্রুবানন্দ মিশ্র-কৃত মহাবংশাবলী। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পদ্য আছে।

৬। মিশ্রাচার্য্য-কৃত মিশ্রগ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহা হইতেই কুলগ্রন্থের নাম মিশ্রগ্রন্থ হইয়াছে।

৭। ধ্রুবানন্দ-মত-ব্যাখ্যা। শান্তিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হরিনদী-গ্রামনিবাসী গোপাল শর্ম্ম-কৃত। বাঙ্গালা পদ্য।

৮। ফুলিয়া-কুল-বর্ণন। বাঙ্গালা পদ্য।

৯। বাচস্পতি মিশ্র-কৃত কুলরমা। এই গ্রন্থখানির অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। শেষভাগের অল্পাংশ বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। বাঙ্গালা পদ্য উৎকৃষ্ট নহে।

১০। নদীয়া জিলার মহেশপুর-নিবাসী কুলচন্দ্র ঘটক-কৃত মহাবংশাবলী। ইহা বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত।

১১। সাঙ্কাভাঙ্গা-গ্রামনিবাসী রামহরি তর্কালঙ্কার-কৃত

মেলমালা। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে। সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গালা উত্তম।

১২। মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা। ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদ্য আছে এবং সর্ব্বজাতীয় প্রথা বর্ণিত হইয়াছে।

১৩। কুলার্ণব-কারিকা। শান্তিপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য রামগোপাল সার্ব্বভৌম প্রণীত। ইহা সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত। রচনার মাধুর্য্য ও পারিপাট্য আছে; ব্যাকরণদুষ্টও নহে।

এতদ্ব্যতীত কুলার্ণব, কুলচন্দ্রিকা, কুলদীপিকা প্রভৃতি আরও বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। কুলগ্রন্থের পরিচ্ছেদ-বিশেষে ঐগুলিই আবার বংশাবলী, সারাবলী, মেলমালা, দোষপ্রকাশ ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হয়, কিন্তু সেই বর্ণনের দ্বারা একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের ভিন্ন ভিন্ন নাম-নির্দ্দেশ হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গ ধরিয়া একটী সাধারণ নাম থাকে। তদনুসারে সারাবলী, মেলমালা, বংশাবলী ইত্যাদি-রূপে প্রধানতঃ গ্রন্থের নাম-নির্দ্দেশ হয়।

বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগের ব্যবহারে এবং তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল দৃষ্ট হয়।

১। আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন, বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণী-ভাগ ও কৌলীন্য-মর্য্যাদা-স্থাপন এবং তদানুষঙ্গিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, গ্রন্থেরও কোন নাম নাই। এই গ্রন্থ সাধারণতঃ কুলপঞ্জিকা

নামে বিখ্যাত, এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এক প্রকরণের সহিত অন্য প্রকরণের বিশেষ সামঞ্জস্য নাই। গ্রন্থের লেখাও ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, প্রথমে যখন গ্রন্থ আরম্ভ হয়, তখন যেপর্য্যন্ত ঘটনা হইয়াছিল, সেইপর্য্যন্ত এক ব্যক্তির লিখিত। পরবর্ত্তী ঘটনাসকল ক্রমশঃ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আরম্ভ-বাক্য* আছে, সমাপ্তি-বাক্য নাই। বারেন্দ্র-কুল-গ্রন্থের অধিকাংশ বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত। কেবল শান্তিপুর-নিবাসী কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি রসসাগর-কৃত কুলপঞ্জিকা পদ্যে বিরচিত। ইনি নবদ্বীপাধিপতি গিরিশচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন।

২। গাঞিমালা, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহা নামেমাত্র সংস্কৃত, ফলতঃ নিতান্ত অশুদ্ধ।

৩। ভাদুড়ি-কুল-ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা নিকৃষ্ট গদ্যে লিখিত, গ্রন্থকারের নাম নাই। কুলতত্ত্ব এবং পটীবন্ধ ইত্যাদির বিবরণ ইহাতে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সামঞ্জস্য নাই।

৪। কুলীনগণের অর্থাৎ মৈত্র প্রভৃতির বংশাবলী বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কবিতা আছে।

৫। শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলী। বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম নাই, প্রকৃত তথ্যও নির্দ্দিষ্ট নাই।

৬। ঢাকুর অর্থাৎ করণাদির গ্রন্থ। ঐরূপ।

৭। নিগূঢ়কল্প অর্থাৎ আঘাত, অবসাদ প্রভৃতি দোষের গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় নাই। বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত।

---

* প্রণম্য ভূদেবপদারবিন্দং ভক্ত্যা নতঃ প্রার্থিতকামপূরম্।
যদর্চ্চনাত্তীর্থফলং ন দূরং প্রবক্ষ্যতে সংকুলপঞ্জিকেয়ম্॥

আরম্ভবাক্য।

৮। কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি-কৃত বারেন্দ্র-বংশাবলী ও কুল-পঞ্জিকা। বাঙ্গালা পদ্যে বিরচিত। বিশুদ্ধ কুলগ্রন্থ।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত কতকগুলি পাতড়া আছে।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বিদ্বান্ ও অধ্যাপক ঘটক ও নিকষ-কুলীন-সভায় পঠিত ও বিচারিত হওয়ায় বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক হইয়াছে।

বারেন্দ্র-কুলে যতগুলি পাতড়া আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি-কৃত বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা ও বারেন্দ্র-বংশাবলী বিশেষ মান্য ও বিশুদ্ধ, উহা পদ্যে বিশদরূপে লিখিত।

১ম। এই সকল গ্রন্থের কোন স্থলে, যাজ্ঞিক পঞ্চ মহর্ষি যজ্ঞান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং তথায় কান্যকুব্জাধিপতিকর্ত্তৃক অবমানিত ও তাড়িত হইয়াছিলেন, সেই কারণে পুনর্ব্বার আদিশূরের নিকট প্রত্যাগত হইয়া সাতশতী-কন্যার পাণিগ্রহণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন এবং তদনুসারে রাজদত্ত আবাস ও গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সাতশতী-কন্যা গ্রহণপুরঃসর রাঢ়দেশে বাসনিবন্ধন রাঢ়ীয়-শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, আর তাঁহাদের পূর্ব্বপত্নীজ সন্তানগণ তথায় পবিত্র থাকিলেও, পিতৃবিদ্বেষ্টা ও কর্ত্তার পাপে পতিত হওয়ায় অপাঙ্ক্তেয় হইয়াছিলেন, তদ্ধেতুক তাঁহাদিগকে কালান্তে বরেন্দ্র-ভূমে আবাস গ্রহণ করিতে হয়।

২য়। মহর্ষি-পঞ্চক-সম্বন্ধে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা বেদ-নির্ণয়-স্থলে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। ৪৮৭ পৃষ্ঠ হইতে ৫০৫ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মূলগ্রন্থ দেখ।

৩য়। বারেন্দ্রগণ কহিতেছেন, অযাজ্য-যাজন-হেতু পঞ্চ

মহর্ষি পতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কান্যকুব্জাধিপতি-কর্তৃক অবমানিত ও তাড়িত হয়েন। এ কথাও সত্য নহে; তাহার প্রমাণ এই, আদিশূরের পত্নী কান্যকুব্জাধিপতির দুহিতা। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে কান্যকুব্জাধিপতি ক্ষত্রিয় ও আদিশূর বৈদ্য; কিন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধ ধরিলে আদিশূরকে ক্ষত্রিয় কহিতে হয়। কলিকালের ক্ষত্রিয়গণ ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত (অদ্বিজ), শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। শূদ্র-যাজন-নিবন্ধন পঞ্চ মহর্ষি পতিত। কিন্তু বিবেচক ব্যক্তিগণ কহেন, সমুদয় ক্ষত্রিয়মাত্র একছত্রী নৃপতিগণকে কন্যা-দানদ্বারা বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে নিতান্ত পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ বৈদ্য-গণের দ্বিজত্ব থাকায় কোন ক্ষত্রিয়ই তাঁহাদিগকে কন্যা দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। অদ্যাপি ক্ষত্রিয়গণ তিন জাতির কন্যা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। কান্যকুব্জাধিপতির বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভসম্ভূতা কন্যাই আদিশূরকে পত্নীত্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে বড় বড় নৃপগণের নানাজাতীয় পত্নী ও তদ্গর্ভসম্ভূত অপত্য দেখা যায়। এবং ঐ পত্নী ও সন্তানগণকে তাঁহারা অক্ষুণ্ণচিত্তে যথাক্রমে সহধর্ম্মিণী ও সন্ততিরূপে এবং পিণ্ডাধিকারিরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। অতএব কান্য-কুব্জাধিপতি সম্রাট্ আদিশূরকে অপাঙ্‌ক্তেয় কহিতে সমর্থ নহেন। কান্যকুব্জাধিপতি শব্দে কাশীর রাজাকে বুঝায়। ইনি সম্রাট্ নহেন। আদিশূরই সার্ব্বভৌম অর্থাৎ মহারাজ চক্রবর্ত্তী। তাঁহাকে তাঁহার অধীন রাজা সমাজচ্যুত করিতে কখনই সমর্থ নহেন। সুতরাং অযাজ্য-যাজন কথাটা অপ্রামা-

ণিক। আদিশূর বৈদ্যই হউন আর ক্ষত্রিয়ই হউন, দ্বিজসংজ্ঞায় অভিহিত। মূলগ্রন্থের ৫৩৩।৫৮৭ পৃষ্ঠ দেখ। পঞ্চ মহর্ষি যে এ দেশে বিবাহ করেন নাই, তাহা রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। কুলরমা গ্রন্থের উদ্ধৃত বচন দেখ।

শ্রীহর্ষাদির অধস্তন চতুর্ব্বিংশ পুরুষের পূর্ব্বে রাঢ়ী-শ্রেণীর দ্বিজ-মধ্যে সাতশতী-কন্যা যে পরিগৃহীত হয় নাই, তাহার প্রমাণ।

পিতাড়ী কেশবো বিপ্রঃ সচিবঃ করসংগ্রহে।
বঙ্গাধিপস্য রাজর্ষের্নবদ্বীপনিবাসিনঃ॥ ১॥
উবাচ সচিবঃ স্বীয়াং বংশসম্মানহীনতাম্।
তদাকর্ণ্য নৃপশ্রেষ্ঠো হ্যম্বষ্ঠকুলসম্ভবঃ॥ ২॥
জগাদ মাধবোঽমাত্যমবিদ্যা তত্র কারণম্।
মুলুকজুড়ী হৃষীকেশঃ শ্রুত্বা তন্নৃপমব্রবীৎ॥ ৩॥
কন্যাং দাতুং সমর্থাঃ স্যুশ্চেদ্রাঢ়ীসদ্দ্বিজন্মনে।
আভিজাত্যং তদাস্মাকং স্বীকুর্য্যুস্তে কুলীনজাঃ॥ ৪॥
পাদুকাবহনে নেয়াস্তর্হ্যস্মাকং কুলর্ষভাঃ।
কুলশ্রেষ্ঠোঽপি দৌহিত্রঃ শ্রোত্রিয়পাদসেবকঃ॥ ৫॥
এষা স্পর্দ্ধা শ্রোত্রিয়াণাং হৃদি জাগর্ত্তি সর্ব্বদা।
তস্মাত্তে প্রদদুঃ কন্যাঃ কুলীনেভ্যঃ সহর্ষকম্॥ ৬॥
সর্ব্বৈরপি শ্রুতং পূর্ব্বমস্মাকং পূর্ব্বপূরুষৈঃ।
চেষ্টিতং সর্ব্বথা দাতুং কান্যকুব্জায় কন্যকাঃ॥ ৭॥

নহি তে কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তেষাং দোষঃ কথং ভবেৎ ॥ ৮ ॥
সচিবাভ্যাং প্রতিজ্ঞাতং কন্যা দেয়া সুনিশ্চিতম্।
যেন তেন প্রকারেণ রাঢ়ীয়সন্ধিজন্মনে ॥ ৯ ॥
তেষাং বৈবাহিকে প্রাপ্যং মুদং সপ্তশতীয়কৈঃ।
দেহক্ষয়মহং কুর্য্যামথবা কার্য্যসাধনম্ ॥ ১০ ॥
শ্রোত্রসম্মানরক্ষার্থে প্রতিজ্ঞানে যথাবিধি।
সাধনব্যতিরেকেণ ফলং ন স্যাৎ মনোরথৈঃ ॥ ১১ ॥

* * * *

যোগেন কেশবোঽমাত্যঃ শক্তিমাদ্যাং সমাগমৎ।
সা তস্য চ মনো জ্ঞাত্বা তুষ্টা তস্মৈ বরং দদৌ ॥ ১৮ ॥
অহং ত্বৎকন্যকা ভূত্বা শিবাংশায়ার্জ্জুনায় বৈ।
পাণিগ্রহে ত্বয়া দেয়া পদ্মাবতীতি সংজ্ঞিতা ॥ ১৯ ॥
মুলুকজুড়ী হৃষীকেশঃ কন্যাং লেভে সরস্বতীম্।
বটুজাং তাং শিবাচার্য্যো দারত্বে স্বীকরিষ্যতি ॥ ২০ ॥
হরিঃ স্বয়ং শিবাচার্য্যো মিশ্রার্জ্জুনঃ স্বয়ং শিবঃ।
শক্তির্লক্ষ্মীশ্চ সম্ভূতা তয়োরিহ করগ্রহে ॥ ২১ ॥
শিবাচার্য্যার্জ্জুনাবেতৌ সর্ব্বং জানীত ঈদৃশম্।
মৎপ্রত্যাদেশতস্তাভ্যাং স্বীক্রিয়স্তে বটূদ্ভবাঃ ॥ ২২ ॥
রাঢ়ীয়কান্যকুব্জেষু জনশ্রুতিরিতীরিতা।
দেবত্বমনয়োর্যস্মাৎ তস্মাদ্দোষো ন জায়তে ॥ ২৩ ॥
এতেষাং যৌনসম্পর্কাৎ শ্রোত্রং প্রাপুর্বটূদ্ভিজাঃ।
মন্ত্রিণোঃ সাধনং দৃষ্ট্বা মুদং লেভে তদা নৃপঃ ॥ ২৪ ॥

---

* ১২ হইতে ১৭ পর্য্যন্ত শ্লোক নাই।

তথা সচ্ছ্রোত্রিয়া যেঽপি রাঢ়ীয়াঃ সিদ্ধসংজ্ঞকাঃ।
সাধুং ন কথয়ামাসুঃ সপ্তশতীবিবাহকম্ ॥ ২৫ ॥
তস্মাত্তেষাঞ্চ দৌহিত্রাঃ কুলীনা দ্বিজকুঞ্জরাঃ।
শিবাচার্য্যাদিসংসর্গং তত্যজুর্বিষবত্তদা ॥ ২৬ ॥
পঞ্চগোত্রেষু রাঢ়ীয়ো বিবাহঃ শুদ্ধ ইষ্যতে।
তদিতরৈঃ সহ ত্যাজ্যস্তত্রাশ্রৌতং হি কারণম্ ॥ ২৭ ॥ *
শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎসাঃ সাবর্ণির্ভরদ্বাজকঃ।
এভির্বৈবাহিকঃ শুদ্ধঃ শ্রৌতহীনে মলীমসঃ ॥ ২৮ ॥
পরাশরঃ পিতাড়ী হি হারিতকো মুলুক্‌জুড়ী।
গৌতমে যবগ্রামীয়াঃ কাঞ্জী সন্দিগ্ধকাশ্যপঃ ॥ ২৯ ॥
কৌণ্ডিন্যঃ কাটনী চৈব অশ্রৌতা বটবঃ স্মৃতাঃ।
এবামন্নগ্রহেণৈব পাতিত্যং সংপ্রজায়তে ॥ ৩০ ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র-ধৃত কুলরমার বচন। স্থলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, যশোহরের ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ ঘটকচূড়ামণি বংশী-বদন কুলাচার্য্য-প্রদত্ত।

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পিণ্ডদোষ-বর্ণন।

সাগরদিয়া রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ কুলীন। কৌলীন্য-মর্য্যাদায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবেন বলিয়া ৺পুরুষোত্তম-দর্শন ছল করিয়া তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে লইয়া

---

* পাঠান্তর। কান্যকুব্জেষু মৈথুক্যং রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সংজ্ঞকৈঃ।
তদিতরৈর্বিবাহস্তু সামাজিকো ন লিখ্যতে ॥ গোষ্ঠীকথা।

যান। প্রত্যাগমন-সময়ে জ্যেষ্ঠকে দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন করাইয়া পীড়িত করেন। পরে তাঁহাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া পথিমধ্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া রামেশ্বরের মৃত্যুসংবাদ প্রচার ও শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করেন। শ্রাদ্ধদিবসে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী নিজ শ্বশুরালয় ডাঁইহাট মেটিরীর ঘাটে আগমন করিবামাত্র পাটুনী রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে চিনিতে পারিয়া রামেশ্বরের শ্বশুর ও পুত্রগণকে সংবাদ দিল। তাঁহারা শ্রাদ্ধকার্য্য হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী তখনও কহিলেন যে, দাদা ভূত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। সকলে সাবধান! সাবধান! রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ভ্রাতার কুক্রিয়া ও অসদভিপ্রায় সকলের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন। তৎকালীন নবদ্বীপাধিপতি রাঘব রায়ের গুপ্তচরগণ এই ব্যাপারের আদ্যোপান্ত তাঁহাকে পরিজ্ঞাত করাইল। তিনি কোপান্বিত হইয়া, রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে শাসন করিতে হইবে, এই কথা বলিয়া তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। *

---

* রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলাচার্য্যগণ রাঢ়ী-শ্রেণীর মধ্যে যখন যে দোষ দেখিয়াছেন, তাহা অকুতোভয়ে সমাজ-বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পিণ্ডদোষ-কারিকা উদ্ধৃত করা গেল।

রাঘব আর রামকৃষ্ণ, রাম,(১) রমাকান্ত।
চারি ভাই চক্রবর্ত্তী, কুলেতে দুর্দ্দান্ত॥
রামেশ্বর বিয়ে করে মেটেরী-নগর।
জাহ্নবী-তটেতে গ্রাম, দুসারি সহর॥

---

(১) রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

নবদ্বীপ-নরপতির হয় অধিকার।
পণ্ডিত-নামেতে রায় পেটা জমীদার ॥
পালধি-বংশেতে সেই শ্রোত্রিয়-প্রধান।
তার কন্যা বিয়ে করে ঐ মতিমান্ ॥
সেই অংশে পুত্র তার হল কয়জন।
পিতৃ-সেবা করে তারা, অতি বিচক্ষণ ॥
রাম-সহোদর রমা, কুল হরিবংশ (১)।
উদামে বিশ্রামে তার আছিল প্রশংস ॥
শ্রীকৃষ্ণ রমার সুত, ডিণ্ডিক (২)-বিচারে।
না জানি করিল বিয়ে রায়ী-গাঁই-ঘরে।
তদবধি রমা আইসে মেটেরী-নগর।
দেখিতে ভ্রাতার ভাব, বৃদ্ধ রামেশ্বর ॥
রামেশ্বরে বিশ্রামেতে নাহি হয় কুল।
সর্ব্বদা ভাবেন রাম, হইয়া আকুল ॥
রমার পশ্চাতে কুল না হয় উচিত।
কোথা বা হইবে কুল, না হয় নিশ্চিত ॥
রমার হল ইচ্ছা, তথা বড়কে পশ্চাৎ।
ফেলিয়া করিবে রমা কুলেতে আঘাত ॥
রমার প্রধান পুত্র কুলে হল খাট।
সেইকালে রমা বুদ্ধি পাকায় উৎকট ॥
দাদারে কহিল রমা, কি কর বসিয়া।
জগন্নাথ দেখে আসি চল দুই ভায়া ॥
পূর্ব্বদেশে বাস করি, গঙ্গা পাওয়া ভার।
চাঁদ-মুখ দেখে আসি, জন্ম নাহি আর ॥

(১) হরিবংশ ঠাকুরের সহিত রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুল।
(২) ডিংসাই।

ইহা বলি রমা, রামে সঙ্গে করি নিল।
ক্রমে ক্রমে পথ বয়ে গেল নীলাচলে গেল॥
দরশন করি তথা হইতে প্রত্যাগত।
প্রসাদী চিঁড়ার আট্‌কে সঙ্গে নিলা কত॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় খণ্ডন।
যেমন মনের গতি, সেইমত হন॥
একের মনের গতি অন্যেরে মজাতে।
না জানে অধম, তার কি হবে পশ্চাতে॥
পথিমধ্যে বৃদ্ধ রামে হল মহাপীড়া।
অতিসার হল, তার হেতু ঐ চিঁড়া॥
রামেশ্বরে উঠিবারে শক্তি আর নাই।
রমা ভাবে, এ সময়ে দাদা ছাড়ি যাই॥
প্রত্যূষে উঠিল রমা, রাম আছে শুয়ে।
মালায় তণ্ডুল জল দাদার পাশে থুয়ে॥
সঙ্গীর সহিত রমা করিল প্রস্থান।
ক্ষণ-পরে রামেশ্বর চেতনা যে পান॥
চারি দিকে দৃষ্টি করে, কোথা গেল ভাই।
করুণস্বরেতে ডাকে, রমাই রমাই॥
ক্রমে ক্রমে বহু ডাক দিলা রামেশ্বর।
কা কস্য পরিবেদনা, কে দেয় উত্তর॥
প্রহরেক হল বেলা গগনমণ্ডলে।
রামেশ্বরের দৃষ্টি পড়ে তণ্ডুল আর জলে॥
মনে ভাবে, রমা মোরে অন্ন জল দিয়া।
সেথোর সহিত ভাই গিয়াছে চলিয়া॥
পূর্ব্ব হতে জানে রাম রমার চরিত্র।
কিছুতে না হয় তার অন্তর পবিত্র॥

বিশ্রামেতে কুল বাকি আছয়ে আমার।
কি জানি, রমাই বা কি করে ব্যবহার ॥
বোধ হয় কহিবেক, দাদা লোকান্তর।
মম বরে হবে কুল, তোরা শ্রাদ্ধ কর ॥
রমার পুত্রের আছে রাঘী-গাঁই বিয়া।
মোর কন্যা দান করাইবে তারে দিয়া ॥
সকল পুত্রের মোর করিবেক নাশ।
এই ভাব রমা মনে করেছে নির্য্যাস ॥
ইহা ভাবি রামেশ্বর করি লাঠি-ভর।
ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগত মেটেরী-নগর ॥
শ্রাদ্ধদিনে দাঁইহাটে হল অধিষ্ঠান।
মেটেরী-নগরে দেখে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান ॥
বৃষভ-দাহন-স্থলে উঠিতেছে ধূম।
কোলাহল-শব্দ তথা, বড় ধামধূম ॥
ঘাটের মাঝিরে রাম জিজ্ঞাসা করিল।
ও পারে দেখি যে, ওটা কি কার্য্য ঘটিল ? ॥
মাঝি বলে মহাশয়, আমি ভাবি তাই।
আপনি না হও ঐ রায়ের জামাই ॥
রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী আপনারি নাম।
আপনার হয় শ্রাদ্ধ, ঐ ত ধূমধাম ॥
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, নাহি হয় স্থির।
আপনাকে দেখিতেছি জীবিত-শরীর ॥
শ্রাদ্ধ-কথা শুনি রাম অজ্ঞান হইলা।
মুখে জল দিয়া মাঝি চেতন করিলা ॥
চেতনান্তে বলে, মোরে শীঘ্র কর পার।
রাম রাম শব্দ করে মাঝি অনিবার ॥

ইতিপূর্ব্বে এক দিন রাজবাটীতে কুলীন-শ্রোত্রিয়ের সভায় চারি সমাজের অধিপতি রাজা রাঘব রায় মাল্য-চন্দন-দান-কালে সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য এই সভায় কাহার গলে মাল্য দান করা যায়? তদুত্তরে রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "আমার এই গোদা পায়ে মাল্য-চন্দন দেওয়া কর্ত্তব্য,"

ইতস্ততঃ করি মাঝি করিলেক পার।
কহিলা মাঝিরে রাম ভ্রাতার ব্যাভার॥
পার করি রামেশ্বরে সঙ্গেতে করিয়া।
পৌঁছাইয়া দিলা মাঝি রায়-বাড়ী নিয়া॥
মহাবুদ্ধি রামেশ্বরের অব্যর্থ সন্ধান।
রমার মনেরে রাম দেখে বিদ্যমান॥
রামেরে দেখিয়ে রমার মনে হল ভয়।
ভূত হয়ে এল দাদা, সবাকারে কয়॥
ইহা বলি রমাকান্ত হইল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়া সকল লোক হল হতজ্ঞান॥
রামেশ্বরে সকলেতে জিজ্ঞাসা করিলা।
আদি অন্ত চক্রবর্ত্তী সকল কহিলা॥
শুনিয়া সভার লোক করে হায় হায়।
এইমত ভাই যেন কারো নাহি হয়॥
পিণ্ড পেয়ে রামেশ্বর হইল দূষিত।
কোথায় হইবে কুল, সর্ব্বদা ভাবিত॥
বিষ্ণু-সুত গোবিন্দের সহ কুল হয়।
সেই হেতু রামেশ্বর কুলে বেঁচে রয়॥
নিশ্রামে গোবিন্দ পেয়ে পিণ্ড-দোষ ঘোচে।
হরি ন্যায়ালঙ্কার তাহা কারিকায় রচে॥ মেলমালা।

নতুবা অন্য যোগ্য পাত্র দেখি না। মহারাজ রমাকান্তের এইরূপ স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? তাঁহারা কহিলেন, এখানে প্রধান গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয়গণ উপস্থিত থাকিতে অহঙ্কৃত কুলীনের গোদা পায়ে মাল্য চন্দন দিতে হইবে না। শ্রোত্রিয়গণই মাল্য-চন্দনের অধিকারী। গোষ্ঠীপতি সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়গণ কহিলেন, এরূপ সঙ্কটস্থলে কুলীন শ্রোত্রিয় কেহই মাল্য-চন্দন লইবেন না। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, উভয়ের মর্য্যাদা-রক্ষা-জন্য ৺নারায়ণ ঠাকুরে মাল্য-চন্দন অর্পণ করা উচিত। তদবধি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণে মাল্য-চন্দন সমর্পিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু রমাকান্তের অন্তিমকালে তাঁহাকে কেশরভাবাক্রান্ত করা হয়, ইহাই তাঁহার শাস্তি। •

• নবদ্বীপাধিপতি কেশরকুলী রাজা রাঘব রায় কর্ত্তৃক রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুলে কেশরদোষাক্ষেপ।

শ্রাদ্ধ-কথা শুনিলেন নবদ্বীপ-রাজা।
আজ্ঞা দিলা, রমারে করিতে হবে সোজা॥
পরেতে শুনহ, তাহা কিরূপেতে ফলে।
রমারে সাধয়ে গঙ্গা মুমূর্ষু-কালে॥
ফুলিয়া-গ্রামের নীচে জাহ্নবীর তীরে।
আঘাটার তলে আনি রাখিল তাহারে॥
রাজার ইঙ্গিত ছিল, দেখিবে রমায়।
সংবাদ দিলেক দূত রাজার সভায়।
রাজা বলে, আন মম ভগিনীর কন্যা।
রমা-সহ বিয়া দিয়া তারে করি ধন্যা॥

যাদবেন্দ্র মুখ তার পিতৃব্য-জামাই।
রমাকান্ত বিনা তার যোগ্য লোক নাই॥
ভ্রাতা তার নীলকণ্ঠ, রমা-সহ কুল।
সেই কুলে আনে রাজা কেশরের মূল॥
যাদবেন্দ্র-সুতা, আর সঙ্গে শত ঢাক।
অমাত্য-সহিত তথা যান মহাভাগ॥
রমাকান্ত-সন্নিধানে রাজা অধিষ্ঠান।
বলিলেন, কন্যা, অদ্য বিয়া বিদ্যমান॥
যাদবেন্দ্র-সমতুল্য কুলীন না পাই।
তুমি আছ, আনি তাহে দিলেন গোসাঞি॥
ভাগিনীর ভাগ্য মম কহিতে না পারি।
রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর হইবে সে নারী॥
উদ্যোগ হয়েছে সব, ক্রটি কিছু নাই।
অদ্য তুমি হবে মোর ভাগিনী-জামাই॥
যেমত করেছ কার্য্য, পাবে তার ফল।
ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, না হবে বিফল॥
জগন্নাথ গেলে তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই লয়ে।
সেই ফলে তব পুত্রে দেখে তব বিয়ে॥
অদ্যাপিও এই কথা জনশ্রুতি চলে।
দেখাব বাপের বিয়া বলে রাগের কালে॥
ইহা বলি মহারাজ বিয়া আরম্ভিল।
ফুলিয়া-সমাজ-মধ্যে সংবাদ করিল॥
রমাকান্তের বিয়া শুনি অবাক্ হইয়া।
ফুলিয়ার সকল লোক যায় পলাইয়া॥
পেয়ে অস্তে রমাকান্তে রাজা নহে স্থির।
রমা-কুল নাশে রাজা অন্তরে মিহির॥

রাজা বলে, এই কন্যা বিয়া কর রমা ।
রমা সে কন্যারে বলে পুনঃ পুনঃ মা, মা ॥
রাজা বলে, এই বিয়ার এই মন্ত্র হয় ।
বিবাহটী বুঝি লও কুলীন-সভায় ॥
কোথা গেল সেই রাজা, কোথা গেল রমা ।
ঘোষণা রহিল মাত্র বিয়ার মন্ত্র মা, মা ॥
শতসংখ্য ঢাক বাজে সভাটা বেড়িয়া ।
কোথা মন্ত্র, কোথা তন্ত্র, কোথা কার বিয়া ॥
ক্ষণপরে রমাকান্তে করে অন্তর্জলি ।
গঙ্গালাভ হল তার, প্রস্তুত সকলি ॥
সপুত্রাদি জ্ঞাতিগণে চিতা সাজাইয়া ।
সংকার করিল তারে বেদ-মন্ত্র দিয়া ॥
পরে সবে চলি গেলা যে যাহার বাসে ।
পূর্ব্বদেশী ঘটকেতে শুনিল বিশেষে ॥
বলাৎকার করি তারা হেতুটী লিখিল ।
কেশর-আক্ষেপমাত্র কুলেতে হইল ॥
হেথা রাজা নিজদেশী ঘটক ডাকাইয়া ।
কেশরের ভাব কুলে দিলা লেখাইয়া ॥
ক্রমে ক্রমে এই কথা প্রচার হইল ।
কেশরের ভাব কুলে ডাকিয়া উঠিল ॥
কেহ বলে এই বা রাগ, আর রাগ ছিল ।
রাজবাড়ী পূর্ব্বে এক সভা হয়েছিল ॥
চন্দন-বিলাসে আজ্ঞা রাজা দিয়াছিল ।
আমার গোদেতে দেহ, রমা বলেছিল ॥
এই কোপে রমাকান্তে কেশর করিল ।
পরোক্ষে সম্বন্ধ, পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইল ॥ মেলমালা ।

মেলবন্ধন-জন্য

দেবীবর ঘটকের নির্দ্দোষিতার কারিকা-বর্ণন।

পূর্ব্বেতে জন্মিল দোষ, পরে দেবীবর।
মেলিরূপ দীপদানে উজলিল ঘর॥
মানেরে জানিতে গেলে, তারতম্য চাই।
তারতম্য না থাকিলে মানামান নাই॥
কুলের পুস্তক যত দোষ ব্যাপি ছিল।
একঠাই করি দেবী দেখাইয়া দিল॥
স্মৃতিদুষ্ট, অন্যপূর্ব্বা, বিপর্য্যয়, ধাঁদা।
পরিবেত্তা, ছায়া, কায়া, ডিণ্ডি, পিণ্ডি, নাঁদা॥
শত শত পাতে দেবী, পাতি পাতি করি।
আনিলেন সমুদায় একযোগ করি॥
সমান সমান লোকে থাক দিল পরে।
একের দোষেতে পাছে অন্যে পড়ি মরে॥
হেন কথা করে দেবী প্রকারে প্রচার।
দোষ নাহি যার কুলে, কুল নাহি তার॥
গুণের আশ্রয় দোষ, জানিবে নিশ্চয়।
প্রতিযোগী না থাকিলে, কে বা কোথা রয়?॥
সুখ-দুঃখ জড়াজড়ি, বিবাহ অভাব।
বেদের নিয়ম-মত দেখাইল ভাব॥
মিহির তিমির-নাশে প্রতিযোগী হয়।
বিপর্য্যয়ে টোটে কুল, কুলাচার্য্যে কয়॥
কিন্তু বিচারিয়া দেবী, ভাগ সাজাইল।
যার যেই অধিকার, দেখাইয়া দিল॥
হেন উপকার যদি দেবী না করিত।
কুলীনের কুলীনত্ব কিছু না থাকিত॥

এই সব দেখাইয়া, মানের জীবন।
যে জন করিল দান, দোষী সে কেমন ? ॥
দেবীবরে ভাবে দোষ, করে অপকার।
দ্বিজত্বে পঙ্ক পায়, সে দোষ কাহার ? ॥
কালের গতিক, সব কার্য্যে টানি আনে।
দেবী-তুল্য লোক আর হবে না ভুবনে ॥
সমাজের অধিপতি রাঘব সুমতি।
শাসন করে প্রজা, নবদ্বীপাধিপতি ॥
তাঁর অধিকারে শান্তিডাঙ্গা গ্রামবরে।
কুলকথা রচে রামহরি ন্যায়ালঙ্কারে ॥ মেলমালা।

দেবীবরের অভ্যুদয়-সময়।

নিত্যানন্দের দুই পুত্র, গঙ্গা আর বাঁরু।
মাধব (চট্টোপাধ্যায়) গঙ্গার পতি, সর্ব্বশাস্ত্র-গুরু ॥
যে কালে বাঁরুর কন্যা পারু লয়ে যায়।
সেই বেলা লোকে দেখে দেবীর উদয় ॥
বন্দ্যবংশে অংশে তার হৈল আবির্ভাব।
সঙ্কেত বাঁড়ুরী মূল, অতিপ্রাদুর্ভাব ॥
সঙ্কেত দুর্ব্বলী-তনয়, লোকে পরিচয়।
তাঁর অধস্তন পঞ্চমে দেবী মহাশয় ॥ মেলমালা।

দেবীবর-কর্তৃক

কেশরকুনী-প্রভৃতি কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের মর্য্যাদা-রক্ষা।

কষ্টশ্রোত্রিয়ে মেল বাঁধি করে সমন্বয়।
তাই কষ্টশ্রোত্রিয়দলে কেশরীর জয় ॥ গোষ্ঠীকথা।

ফুলিয়া মেলের দল-নির্ণয়ের কারিকা।

রূপেতে বিরূপ রূপ দল বিষ্ণু রতি।
পিণ্ডেতে পীড়িত দল বলরাম অতি॥
বাঁরেতে বিষম ব্যস্ত শ্রীধরের দল।
পর্য্যা'হীন মধুসূদন করে টলমল॥
শ্রীমণ্ডখানী দোষ মুরহরের দল।
রায়ী-দোষে রমণ প্রভৃতি হইল চঞ্চল॥
শ্রীমন্ত চট্টের দোষ রামেশ্বরের মাথে।
কাশ্যপকাঞ্জারী দোষ দল রঘুনাথে॥
অষ্টদলে অষ্ট ভাগ পঙ্কজে পূর্ণিত।
মধ্যমণি বলরাম দলেতে বেষ্টিত॥ গোষ্ঠীকথা।

খড়দহ মেল।

মহাদেব-প্রকরণ—বিশ্বেশ্বর(১৫)-বংশ।

(প্রথম পরিশিষ্ট ৪৬ পৃষ্ঠ ও মূলপুস্তক ৩৯৬ পৃষ্ঠ দেখ।)

মহাদেব-সুত বিশ্বেশ্বর ও ঈশ্বর ১৫শ। এই বিশ্বেশ্বর শ্রীমদ্ভাগবতের গোপালতাপনী-নামক একখানি টীকা লেখেন। ঐ টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিশ্বেশ্বর-সুত গঙ্গাধর, বৈকুণ্ঠ, গোপী ও ভব, পর্য্যায় ১৬শ। গঙ্গাধর-সুত উমাপতি ১৭শ। তৎপুত্র মকরন্দ, নীল, রঘু এবং শৌরীশ ১৮শ।

বৈকুণ্ঠ-সুত বাটু ১৭। তৎপুত্র পরমেশ্বর ১৮। তৎপুত্র সূর্য্য ১৯। সূর্য্য-সুত মনোহর ২০। সুত বলভদ্র ২১। পৌত্র ভবানন্দ ২২। ভবানন্দ-সুত গঙ্গানন্দ ও গোবিন্দ ২৩।

গঙ্গানন্দ-সুত রাঘব, জয়কৃষ্ণ ও রাধাবল্লভ ২৪। রাধাবল্লভ-সুত নীলকণ্ঠ ও রাজারাম ২৫। জয়কৃষ্ণ-সুত যদু ও মাধু ২৫।

বিশ্বেশ্বরপ্রমুখ ভব-সুত সুযোধন ও পশুপতি ১৭। পশুপতি-সুত ধৃত ও কৃষ্ণ ১৮। কৃষ্ণ-সুত মহেশ্বর ১৯। তৎপুত্র হরি, বল ও বাসু (বা বসু)। বলদেব-বংশ বালী ও মালাধর-খানী মেল-গত। বাসু-বংশ সর্ব্বানন্দী মেল-গত। পর্য্যায় ২০।

খড়দহ মেলের মূল*

হরি (২০)-সুত দিগম্বর,যোগেশ্বর ও কামদেব(২১)।

যোগেশ্বর-সুত মুকুন্দ, শঙ্কর (শঙ্কর পিপ্‌লাই-দৌহিত্র), জানকীনাথ, ত্রিবিক্রম, কমলানাথ, শত্রুঘ্ন ও রুক্মিণীকান্ত।

---

* দেবীবর পুঁতিল মেল নামক তরু।
ছত্রিশ শাখায় ভিন্ন, কুশ পুষ্প (খড়দা ও ফুলে) গুরু ॥ ১ ॥
বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরাই, পণ্ডিতাদি।
দোষ-প্রদর্শনে সবে সর্ব্ব-প্রতিবাদী ॥ ২ ॥
কিন্তু যে যার বাধ্য, সে নহে প্রতিদ্বন্দ্বী।
ফুলের বল্লভী, খড়দহে সর্ব্বানন্দী ॥ ৩ ॥
সুরাই-বাধ্য সকলি, পণ্ডিতে বাঙ্গাল।
আর বালী-আদি যে যাহার প্রতিপাল ॥ ৪ ॥
বাধ্য-বাধক-মিশ্রণে কুল হয় নষ্ট।
মেল-গত বংশধরে না হোক সে শিষ্ট ॥ ৫ ॥
শরগাছের জোড়ে যে মূল রাখা ভার।
বহু জলে বর্ণমাত্র, দুগ্ধ থাকে সার? ॥ ৬ ॥ মেলপ্রকাশ।

পর্য্যায় ২২শ। খড়দহ মেলের পাল্‌টী ও প্রকৃতি অতি বিস্তৃত, এজন্য অগ্রে উহার একদেশমাত্র দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেলগুলি লিখিত হইল।

শঙ্করের বংশের একদেশ এখানে দেখান গেল, তদ্দ্বারা শঙ্করের ধারা গণনা করিলে মুখ-বংশের অধস্তন পুরুষ-সংখ্যা কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায়। অন্য ধারায় ৩৫।৩৬ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

শঙ্কর-সুত নয়ন ২৩। রামভদ্র ২৪। কৃষ্ণবল্লভ ও গোপীবল্লভ ২৫। কৃষ্ণ-সুত মধুসূদন, রামনারায়ণ ও রঘুনন্দন ২৬। এই রামনারায়ণের বিবাহে কাশ্যপকাঞ্জারী সাতশতী রাঢ়ীয় সমাজে পরিগৃহীত হয়। পাল্‌টী প্রকৃতি ১৮ ঘর সংশ্রয়-দোষে দুষ্ট, সুতরাং মধুসূদন ও রঘুনন্দনের সন্ততিগণও কাশ্যপ-কাঞ্জারী-দোষ-দুষ্ট। মধুসূদন-সুত গঙ্গাধর, যাদু এবং রামচন্দ্র ২৭। গঙ্গাধর-সুত রূপনারায়ণ, সন্তোষ ও রামজীবন ২৮। রূপনারায়ণ-সুত রামশরণ ২৯। রামশরণ-পুত্র রামসুন্দর, রাম-লোচন ও নন্দদুলাল ৩০। রামসুন্দর সুত বিশ্বনাথ, গোপীনাথ, ভোলানাথ, রাধানাথ, আনন্দনাথ, ঈশ্বর, কালাচাঁদ ও গোবিন্দ এই আটজন, পর্য্যায় ৩১। গোবিন্দ সুত বিহারী, ইনি সাতশতী কাটানী-বিবাহী, বুড়োন পরগণা সাতক্ষীরার প্রাণনাথ চৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহীতা, পর্য্যায় ৩২। বিহারী-সুত উপেন্দ্র, রামলাল ও দেবেন্দ্র ৩৩। উপেন্দ্র-সুত কেশব, কিশোরী ও কৃষ্ণ ৩৪। বিহারীর দৌহিত্র বেগের গাঙ্গুলি, নাম মতিলাল।

(৩১) কালাচাঁদ-সুত উমাচরণ ও হরিচরণ ৩২। উমাচরণ-সুত রাজেন্দ্র ৩৩। ইহাঁর পুত্রগণের নাম অজ্ঞাত, পর্য্যায় ৩৪।

খড়দহ মেলের কৃষ্ণবল্লভ ও গোপীজনবল্লভের সন্তানের অধিকাংশই প্রায় হালিসহরের খাসবাড়ীতে অবস্থান করেন। বিহারীর সন্তানগণ চুঁচুড়া-নিবাসী।

মুং ফুং বল্লভী মেল

দুর্গাবর পণ্ডিতের (২২) বাস্তু ও বংশ শান্তিপুরে।

দুর্গাবর ২২। তৎসুত শ্রীনিবাস ও মহাদেব ২৩। শ্রীনিবাস-সুত রামচন্দ্র, অমর, যাদব ও রঘু ২৪। রামচন্দ্র-সুত রামনাথ মজুমদার ও গোপাল মজুমদার ২৫। রামনাথ-সুত গোপীকান্ত ও মুকুট রায় ২৬। গোপীকান্ত-সুত রঘুনাথ ও জানকীনাথ ২৭। রঘুনাথ-সুত প্রাণনাথ, নৃসিংহ ও গদাধর ২৮। প্রাণনাথ-সুত রামনাথ, বামদেব, মহাদেব, রাজেন্দ্র, রামগোবিন্দ, রামরুদ্র ও নন্দরাম ২৯।

মহাদেব ২৯। তৎসুত জয়রাম শান্তিপুর-নিবাসী, পর্য্যায় ৩০। জয়রাম-সুত কালীচরণ প্রভৃতি ৩১। রাজেন্দ্র-সুত রামরাম, রামভদ্র ও রামজীবন ৩০। রামভদ্র সুত বলরাম, কেবলরাম, রামচন্দ্র, বেচারাম, নন্দকিশোর, শঙ্কর, প্রসাদ, প্রতাপরাম, সুন্দর ও আনন্দীরাম প্রভৃতি ৩১। রামগোবিন্দ-সুত নন্দদুলাল ও ব্রজকিশোর প্রভৃতি ৩০।

নৃসিংহ-সুত নিমাঞি ২৯। নিমাঞি-সুত নারায়ণ ৩০। জানকীনাথ-সুত বলরাম, বাণেশ্বর, কানু ও নিধিরাম ২৮। বলরাম-সুত শ্যামসুন্দর, হটুনাম মুকুন্দ, শিবরাম, গৌরীরাম ও রুদ্র ২৯।

মহাদেব(২৩)-সুত জিতুরাম রায় ও চন্দ্রশেখর রায় ২৪। তৎসুত সন্তোষ রায় চৌধুরী ২৫। সন্তোষ রায়-সুত শিবনারায়ণ রায় ২৬। বর্দ্ধমান জিলার কুলীন গ্রাম ও গোবরা গ্রাম।

রামগোবিন্দ-সুত ব্রজকিশোর ৩০। তৎপুত্র রাজকিশোর ৩১। তৎসুত ত্রিলোক ৩২। তৎপুত্র অমরনাথ ৩৩। পুত্র মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র ও নরেন্দ্র ৩৪। ফণীন্দ্র-সুত বামনদাস ও তুলসীদাস ৩৫। শান্তিপুরে দুর্গাবরের বাস্তবাটী।

মুং ফুং বল্লভী মুকুট-রায়ী (২৬)।

মুকুট রায়-সুত মোহন রায়, গোবিন্দ রায় ও মদন রায় ২৭। মোহন রায়-সুত মাণিক রায়, শ্রীমন্ত রায়, হরিশ্চন্দ্র রায় ও ভাগ্যবন্ত রায় ২৮। জানকীনাথ-সুত গোপাল মজুমদার। তৎসুত নারায়ণ, মথুরানাথ, হরি ন্যায়ালঙ্কার ও মধুসূদন ২৮। নারায়ণ-সুত গোপী সার্ব্বভৌম ২৯। গোপী সুত মহাদেব, শিব-রাম, গোবিন্দ, রামভদ্র ও রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি ৩০।

মথুরা সুত রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকান্ত ২৯। শ্রীকৃষ্ণ সুত রত্নেশ্বর ৩০। রত্নেশ্বর সুত রমাকান্তনামক নন্দরাম, ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম, দেবীরাম ও বিষ্ণুরাম ৩১। রমাকান্ত সুত কাশীনাথ, শ্যামসুন্দর ও জগন্নাথ ৩২। কাশীনাথ সুত হরিনাথ, ব্রজনাথ, রামহরি ও পদ্মলোচন প্রভৃতি ৩৩। ঘনশ্যাম-সুত রাঘব তর্ক-বাগীশ ৩২। রাঘব-সুত কৃষ্ণকান্ত ন্যায়বাগীশ, শ্রীকান্ত ন্যায়া-লঙ্কার, রামদাস ও শিবচন্দ্র প্রভৃতি ৩৩। বর্দ্ধমান জিলার সিঙী গ্রামে।

হরি ন্যায়ালঙ্কার (২৮)-সুত কৃষ্ণবল্লভ ন্যায়বাগীশ ২৯। তৎসুত যাদব বিদ্যালঙ্কার ৩০।

রামভদ্র (৩০)-সুত চন্দ্রশেখর ও মনোহর ৩১। চন্দ্রশেখর-সুত ইন্দ্রনারায়ণ, রূপনারায়ণ ও গদাধর ৩২। ইন্দ্রনারায়ণ সুত রাজকিশোর ও বিশ্বনাথ ৩৩।

(৩০) মহাদেব সুত রাজবল্লভ ৩১। পুত্র হরিশচন্দ্র ৩২। সুত যদুনাথ ৩৩। পুত্র তারাচাঁদ, নৃসিংহ, জগৎ, বৃন্দাবন, গঙ্গাপ্রসাদ, মহেশ, গোলোক ও আর একজন নাম অজ্ঞাত, পর্য্যায় ৩৪। তারাচাঁদ সুত উপেন্দ্র, প্রসন্ন, কৈলাস ও রাধাকিশোর ৩৫। কৈলাস-সুত গিরিজা ৩৬। শান্তিপুর, দুর্গাবরের বাস্তবাটী।

(৩৪) নৃসিংহ-সুত ঈশান ৩ । সুত দুর্গানন্দ ৩৬। দাসু ও নারায়ণ ৩৭। শান্তিপুর, দুর্গাবরের বাস্তবাটী।

(৩৪) মহেশ-সুত গিরিশচন্দ্র ৩৫। পুত্র গৌরীশ ৩৬। সুত মহিম, সুরেন্দ্র ও পরেশ ৩৭। দুর্গাবরের বাস্তবাটী। (৩৪) জগৎ-পুত্র মহেন্দ্র ৩৫। দুর্গাবরের বাস্তবাটী।

(৩০) রত্নেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার-পুত্র ব্রজকিশোর ৩১। পৌত্র রামমোহন ৩২। প্রপৌত্র রাধানাথ, জনার্দ্দন, মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয় ও সর্ব্বচন্দ্র ৩৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র নিমাইচাঁদ ৩৪। অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র ৩৫। শান্তিপুর।

(৩৩) রাধানাথ-সহোদর জনার্দ্দন। পুত্র কৃষ্ণবিহারী, বঙ্কু-বিহারী ও ভুবন ৩৪। ইহাঁদিগের পুত্রের পর্য্যায় ৩৫।

(৩৩) মৃত্যুঞ্জয়-পুত্র জয় ও রামচন্দ্র ৩৪। রামচন্দ্র-সুত প্রিয়নাথ ও অমুল্য ৩৫। প্রিয়নাথ-সুত পর্য্যায় ৩৫। শান্তিপুর।

সহস্ররাম ২৯। কালীচরণ-সুত কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। সন্তোষ-সুত গৌরীকিশোর, রামহরি, রামজয় ও রামপ্রসাদ ২৯। রামানন্দ-সুত জগন্নাথ ২৯। রাজেন্দ্র-সুত পূর্ণানন্দ, সদানন্দ, ব্রজানন্দ এবং পরমানন্দ ২৯। বর্দ্ধমান জিলার কাইগ্রাম।

রামশরণ (২৭)-সুত দুলাল ২৮। রামগোবিন্দ-সুত রামনারায়ণ, বিষ্ণুরাম, রাজারাম, লক্ষ্মীকান্ত, সীতারাম, রামকিশোর, রামচরণ, পঞ্চানন ও রামগোপাল ২৮। রামকিশোর-সুত সদাশিব প্রভৃতি ২৯। তৎসুত রাধাকৃষ্ণ ৩০। রাজারাম-সুত রামকান্ত ব্রহ্মচারী ২৯।

লক্ষ্মীকান্ত (২৮)-সুত হরি বিদ্যাবাগীশ, রামকান্ত ও কালাচাঁদ ২৯। রামকান্ত-সুত সীতারাম ও রামচরণ ৩০। তৎসুত দুর্গারাম ৩১। অন্য বংশ পরে দেখ।

সাবর্ণ চৌধুরী ও আমাটের গাঙ্গুলির মহিমা-কীর্ত্তন উপলক্ষে বংশজের কথা।

গাঙ্গ-বংশে কুলপতি, কুলপতি-সম।
আমাটে বসতি, দানে জ্ঞানে নিরুপম ॥ ১ ॥
চারি সহোদরের জ্যেষ্ঠ, নাম গোমন্ত।
অল্পায়ু, নিরপত্য, মধু আর শ্রীমন্ত ॥ ২ ॥
কুলপতি-সুত চারি, বিদ্যায় গরিষ্ঠ।
শিশু, শম্বু (শম্বুক) দু ভাই, দানেও সুপ্রতিষ্ঠ ॥ ৩ ॥
হাস্য গাঙ্গ প্রতিগ্রাহী-সুত অগ্রদানী।
প্রভাকর বীরভূঞি, না ছিল সুজ্ঞানী ॥ ৪ ॥

শম্বূক গোসাঞি, ভাগবতে পরিচিত।
গাঙ্গুলির আমাটে, বিশেষ সুবিখ্যাত ॥ ৫ ॥
আমাটে যতদূর, ততদূর বীরভূঞি।
অজয়-গঙ্গা-সন্ধি, তীর্থাবাস নিমাঞি ॥ ৬ ॥
আমাটে প্রদেশ, ভূকণ্টক তার অংশ।
নবদ্বীপের তৃতীয়, আবাস গাঙ্গ-বংশ ॥ ৭ ॥
শিশু-সুত পঞ্চ, আয়ু বিনা অনপত্য।
তাই সে চারি পুত্র বৃথাজন্ম, অসত্য ॥ ৮ ॥
আয়ু-সুত হলধর, গদাধর পৌত্র।
পরমায়ু আয়ু-নামে জান সে প্রপৌত্র ॥ ৯ ॥
পরমজ হলায়ুধ, শ্রেষ্ঠ পুত্র পঞ্চ।
শ্রীকণ্ঠ, কুল, মুরারি, বিদ্যার প্রপঞ্চ ॥ ১০ ॥
হল-সুত চিরায়ু, আর পাঁচ সহোদর।
তাদের সমাজ-মধ্যে মহাসমাদর ॥ ১১ ॥
চিরায়ুজ গণ, বাটু, বল, বিনায়ক।
বল নিহ্নো নামে খ্যাত, শিব তার দত্তক ॥ ১২ ॥
বিনায়জ শিব, আর সহোদর অষ্ট।
জীয়ো জ্যেষ্ঠ, শিব মধ্য, তাহে আমাটে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩ ॥
অবরজ নাম শুন, শূলী, শম্ভু, ব্যাস।
কেশব, মাধব, পদ্ম, ছোট পরিহাস ॥ ১৪ ॥
শিব-সন্ততির সংখ্যা রুদ্র-পরিমিত।
পুরাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, বিরিঞ্চি-বিনিন্দিত ॥ ১৫ ॥
পুরাই-সুত-মধ্যে ভৈরব যে সুশীল।
নিতু, গৌরী, বায়ু ভিন্ন সবাই দুঃশীল ॥ ১৬ ॥

তাই তাদের বংশ না করে যে বর্ণন।
আমাটের নামে যে মিত্রামিত্রে তর্পণ॥ ১৭॥
ভৈরব-সুত চারি, সবাই বিদ্যাবন্ত।
শ্রীধর যশস্বী, বিজ্ঞ, কুলেতে শ্রীমন্ত॥ ১৮॥
সৌজন্যে বলভদ্র নিজে কৌলীন্য পায়।
জগৎকুটুম্বী শিব, মহিমা যে ধরায়॥ ১৯॥
তাই তার সুতগণ সমাজে প্রামাণ্য।
ক্রমে অধস্তনে হল আমাটে অধন্য॥ ২০॥
শিবের সপ্তম নিম্ন গাঙ্গুলির রগো।
বেগে বটব্যাল-কন্যা লয়ে হোলো মেগো॥ ২১॥
তার সন্ততি আমাটে হারা যে কেবুলি।
বটব্যাল-দৌহিত্র, খ্যাত বেগের গাঙ্গুলি॥ ২২॥
ক্রমে আমাটে গাঙ্গুলি হল ছিন্ন ভিন্ন।
খড়দহে গাঙ্গচতুষ্টয়ে বেগে প্রামাণ্য॥ ২৩॥
নিম্নকুলে কেহ যায়, কুলেতে মালিন্য।
মূল হল সুবিদ্যা, বিনয়, সৌজন্য॥ ২৪॥
জীয়ো প্রভৃতি সপ্তক, না পেয়ে মর্য্যাদা।
দেশত্যাগী, সঙ্গহীন, চিন্তাকুল তদা॥ ২৫॥
নির্ব্বেদে জীয়ো হল চির-কাশীবাসী।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য যে দেখে, দণ্ডী অন্তেবাসী॥ ২৬॥
জীয়ো-শিষ্য-প্রশিষ্য যতেক নারায়ণ।
তা দেখি মানসিংহের ভক্তি অগণন॥ ২৭॥
তাই মানসিংহ তাঁর অতিশয় ভক্ত।
তাঁর দীক্ষা শিক্ষায় ত্রিতাপে অনাসক্ত॥ ২৮॥

গুরুর আশীষে শিষ্য মানবে, সিংহ।
ভারত-জয়ী হল, সে রাজা মানসিংহ ॥ ২৯ ॥
কি কাজে গুরুর তোষ? ইঙ্গিতে শুনি।
তব ভ্রাতৃ-অন্বেষণ কর যাদুমণি ॥ ৩০ ॥
মানসিংহ গুরুপুত্রে করে অন্বেষণ।
কালীঘাটে দেখা, নাম লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ৩১ ॥
শিষ্ট, শান্ত, সুবুদ্ধি, তেজীয়ান্ অতি।
বালক হলেও বিজ্ঞ, আছিল সুনীতি ॥ ৩২ ॥
রাজা জিজ্ঞাসিল, ভাই! মাতৃচরণ কই?।
চরণামৃত দেও, গুরু-ঋণ-মুক্ত হই ॥ ৩৩ ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ কহে, মাতৃ-আজ্ঞা শুন।
মর্য্যাদা-হীন জীবনে নাহি কাজ পুনঃ ॥ ৩৪ ॥
নৃপ বলেন, প্রতিজ্ঞা মম জান স্থির।
গুরুর আদেশ-রক্ষায় আছে এ শরীর ॥ ৩৫ ॥
আজি হতে তব ইচ্ছা, যত লও ভূমি।
কুলীনে ধরুক ছাতা, অন্নদাতা তুমি ॥ ৩৬ ॥
পিত্রাদেশ আছে এই, কুল কর চূর্ণ।
তাঁহার মানস তাহে হবে পরিপূর্ণ ॥ ৩৭ ॥
কুল-শিরোমণি জামাতৃত্বে ভঙ্গে গণ্য।
স্বকৃত পাপে নিস্তেজ, ভুগুভ, অধন্য ॥ ৩৮ ॥
ভবানন্দ-সহচর, কাননগু-ভার।
ইচ্ছামত তব রাজ্য হবে যে বিস্তার ॥ ৩৯ ॥
উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, দ্বিজভক্ত এক।
লক্ষ্মীর সন্ধানে, ক্লেশ সে পায় কতেক ॥ ৪০ ॥

ক্ষুদ্র ভূমিপ বটে, দেব দ্বিজে সুমতি।
মানসিংহের আজ্ঞায় রাজস্বে নিষ্কৃতি॥ ৪১॥
গঙ্গাবাসে স্থান নাহি, চাহি যে নিষ্কর।
পিতৃযজ্ঞে ভূস্বামীর পূজা শ্রেষ্ঠতর॥ ৪২॥
তথাস্তু বলি তারে মহাশয় কয়।
তদবধি নারায়ণ-সন্ততি মহাশয়॥ ৪৩॥
লক্ষ্মীর অতুল বিত্ত, রায়-চৌধুরী খ্যাতি।
কন্যাদানে কুল নাশে, কুলের দুর্গতি॥ ৪৪॥
কুম্ভ-মাটী মত কুলীন, উঠিয়া মাথায়।
পদতলে দলিত, মানহীন ধরায়॥ ৪৫॥
ভাগিনেয় উপানন্দহ এই স্পর্দ্ধায়।
শ্রেষ্ঠকুল চূর্ণ করে অবলীলায়॥ ৪৬॥
কুলীনের মাতামহ হয় কুলপতি।
কুল ভেঙেও তবু গোষ্ঠীপতির খ্যাতি॥ ৪৭॥
লক্ষ্মীর আরাধ্যা কালী, যাহে স্থিরা মতি।
অদূরে বড়িশা, তথা করিলা বসতি॥ ৪৮॥
কতকাল কালীঘাটে কালিকার স্থিতি।
লক্ষ্মীনাথে কুলভঙ্গে সাবর্ণের মতি॥ ৪৯॥
লক্ষ্মীর আজ্ঞা সবে করে শিরে ধারণ।
এথা মারণ, উচ্চাটন, আর বশীকরণ॥ ৫০॥
কালীঘাট, কালী হ'ল, চৌধুরী-সম্পত্তি।
হালদার পূজক, এই ত তার বৃত্তি॥ ৫১॥
ক্রমে জ্ঞাতিকুটুম্বে দেয় যতেক বৃত্ত।
কুলীন-কুলনাশে সবে হল প্রবৃত্ত॥ ৫২॥

মানসিংহ যদা যায় পুনঃ কাশীবাসে।
কহে গুরু আজ্ঞা সিদ্ধ, (বা) গুরু অভিলাষে ॥ ৫৩ ॥
জানুক না জানুক অস্ত্রের কেহ বিদ্যা।
সৈন্যের রক্ষণে পটু, চৌধুরী অনবদ্যা ॥ ৫৪ ॥
ভূসম্পত্তি যায়, তার নাম তালুকদার।
জমীঁদার চৌধুরী, হাজারীতে হাজার ॥ ৫৫ ॥
এইরূপ করগ্রাহী মাত্র যে চৌধুরী।
সৈন্যাধ্যক্ষ, রসদ্‌-দাতা, যাহে বাহাদুরী ॥ ৫৬ ॥
নলডাঙ্গার আখণ্ডল, রাজস্বগ্রাহী।
কন্যাদানে কুল ভাঙ্গে, তবু প্রতিগ্রাহী ॥ ৫৭ ॥
সাবর্ণের প্রতিজ্ঞা আখণ্ডল-সমান।
তত্র কুলীন হয় কুম্ভ-মাটী-প্রমাণ ॥ ৫৮ ॥
রমার সন্ততি যত, বাঁধনাপাড়ায়।
কুলীনের দর্প চূর্ণ করে এক তাড়ায় ॥ ৫৯ ॥
কাশ্যপে শোভাকর, দেবীবর ছাঁটা।
বংশজ, বিদ্যা ব্রাহ্মণো চারিদিক্ আঁটা ॥ ৬০ ॥
দুর্গার চরণ স্মরি ভণে কৃষ্ণহরি।
দ্বিজ শক্তিপুরে পায়ে গুরু-পাদ-তরি ॥ ৬১ ॥
শাকে সিন্ধু রস রস চন্দ্রক গণিতা।
পাটুলীর চাটুতির আদেশে ভণিতা ॥ ৬২ ॥ *

সারাবলীর অন্তর্গত মেলমালা।

---

* সাবর্ণ-চৌধুরী-বংশের পরিচয়।
শিব-সহোদর জীয়ো, রাখি শিশু পুত্র।
সংসার-সাগর হতে উঠায় বহিত্র॥

প্রসব হইয়া পুত্র, প্রসূতির কাল।
হইল,(১) দ্বিজের ঘটে বিষম জঞ্জাল॥
লুকাইয়া চলি যায় বার পর্নী পুর।
পরিব্রাজ-ধর্ম্ম তথ করিল প্রচুর॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু, প্রতিপদ-চাঁদ।
পশ্চাৎ দেখিবে, এটা কুল-ভাঙ্গা ফাঁদ॥
ক্রমশঃ দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল।
পিতৃ-অনুদ্দেশ-হেতু বিপদ্ ঘটিল॥
উপনয়-কাল তার ছাড়াইয়া যায়।
হেন কালে সমাচার শুন মহাশয়!॥
মানসিংহ মহারাজ, কাশীতে আছিল।
জীয়োর নিকটে তিঁহ উপদিষ্ট হল॥
রাজারে কহিল দ্বিজ, শুন বাপধন।
করিতেছ শুনি, তুমি বঙ্গেতে গমন॥
মম পুত্রে গিয়া তুমি ঠিকানা করিবা।
সেই কার্য্য করি বাপ, মোরে বাঁচাইবা॥
বঙ্গেতে আসিয়া রাজা, সে কার্য্য করিল।
প্রথমতঃ ঐ কার্য্য, পশ্চাৎ সকল॥
পাটুলীতে হয় শুভ্রমণি জমীদার।
তাহাকে ডাকায়ে রাজা, কহে সমাচার॥
রাজাজ্ঞা-মতেতে সেই, ঠিকানা করিল।
শুরু-বাক্য ঐক্য করি, ঠিকানা হইল॥

(১) প্রসূতি সেই সদ্যপ্রসূত বালকের প্রতিপালন-ভার জগদীশ্বরে অর্পণ করিয়া, এই কবিতাটী একটী গলিত পত্রে লিখিয়া, বালকের হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া, স্বর্গারোহণ করেন :—

"কাকঃ কৃষ্ণঃ কৃতো যেন, হংসশ্চ ধবলীকৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন, তেন রক্ষা ভবিষ্যতি॥"

তার পর রাজা, গুরুপুত্র-দরশন।
করিয়া, হইল অতি আনন্দিত-মন॥
শূদ্রমণি মহাশয়, করজোড় করি।
দেখেন, রাজার মনে আনন্দ-লহরী॥
রাজা বলে, ওহে তুমি যে কার্য্য করিলা।
তার পরিতোষ তুমি, লহ এইবেলা॥
মহাশয় কহিলেন, আপন কৃপায়।
অভাব নাহিক কিছু, এই বাঞ্ছা হয়॥
ঈশ্বরীর তীরে মম তরণী ভিড়ান।
নিজ দেহ নিজ স্থানে পায় যেন স্থান॥
মধ্যে মধ্যে আছে মম গমনাগমন।
দুই চারি দিন করি, নীরে যে ভ্রমণ॥
তথাস্তু বলিয়া রাজা, তাহাই যে করিল।
গঙ্গার পশ্চিম তটে বহু স্থান দিল॥
অদ্যাপি পাটুলীর রাজ্যাধিকার কয়।
বেন্দা ফোঁড়া জমীদার, ঐ মহাশয়॥
তার পর রাজা কহে, বালকের জন্য।
দেখ এক জমিদারী, যার কর শূন্য॥
বড়িশা আদি নানা পর্গণা স্থির হল।
শিবশক্তির অদূরে, বড়িশায় বসিল॥
যেইমত গল্প শুনি, সেইমত গাই।
সত্য মিথ্যা যাহা হউক, এইমত পাই॥
তার পর গুরুপুত্র উপনীত হল।
সমাদৃত জমীদার, বিবাহ করিল॥
কন্যা হলে জমীদার, কুল ভঙ্গ করে।
বহু-বৃত্তি দান করে, কুলীনের ঘরে॥

বংশজ-পরিচয়ে সন্দিগ্ধ-দোষ ধর্ত্তব্য নহে।

আমাটের অন্তর্গত পর্গণা ইন্দ্রাণী।
শিবের আট হাট,* বার শিব সর্ব্বাণী ॥ ১ ॥
শিবের প্রতাপে, দানে জ্ঞাতি অতি শুদ্ধ।
আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী, তার আছিল প্রারব্ধ ॥ ২ ॥
ভ্রাতৃগণ স্থানভ্রষ্ট, নব-পরিচয়।
আমাটে কাশীতুল্য শিব-সম্পত্তি কয় ॥ ৩ ॥
জ্ঞাতির পরিচয়, গাঙ্গুলির আমাটে।
শিবের দোহাই বিনা, আমাটে না খাটে ॥ ৪ ॥
বেগের গাঙ্গুলি বাদে সবাই আমাটে।
জীবাপত্য শিব নামে পরিচয় আঁটে ॥ ৫ ॥
এইরূপে বংশজ যত দেয় পরিচয়।
প্রখ্যাত নাম যা পূর্ব্বপুরুষের হয় ॥ ৬ ॥
মুখকুলে দিবাকর (দ্যাকর)-সন্ততি যতেক।
কহে, রামনৃসিং পূর্ব্বপুরুষ বটেক ॥ ৭ ॥
তথা বন্দ্যো দাশু, চট্টে রমাই, শ্রীকর।
ঘোষালে পশো, পরিচয়ে তৎপর ॥ ৮ ॥
বাসে যথাযথ কুলে, কাঁটা খনে বলে।
আমাটে, কলিকাতা, বন্দ্যোরো আথণ্ডলে ॥ ৯ ॥

অদ্যাবধি সেই ঘরে আছয়ে প্রতিজ্ঞা।
নৈকষা করিবে ভঙ্গ, পূর্ব্বাপর আজ্ঞা ॥

সারাবলীর অন্তর্গত মেলমালা।

* আট হাট যথা—(১) দাঁই হাট, (২) পাতাই হাট, (৩) আকাই (আক) হাট, (৪) বিকি হাট, (৫) ঘোষ হাট, (৬) পান্নু হাট, (৭) আতু হাট ও (৮) মণ্ডল হাট।

চারি মেলে কন্যাদ, গোষ্ঠীপ চতুর্দ্ধুরী।
রায়, সৌভাগ্য-লক্ষণ, রৈ-শব্দ-মাধুরী ॥ ১০ ॥
পঞ্চানন মুলো ভণে, এ ত নূতন নহে।
বার্হস্পত্য ভরদ্বাজে কে ঔতথ্য কহে? ॥ ১১ ॥

মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, সিঙী-নিবাসী সর্ব্বানন্দী মেলের নপাড়ী বন্দ্য বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত।

মুং ফুং বল্লভী

দুর্গাবর পণ্ডিতের (২২) পুত্র শ্রীনিবাসের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রাণনাথ-সুত রামদেবের (২৯) বংশ।

রামদেব-সুত বিশ্বেশ্বর, শ্রীধর ও রামরাম ৩০। বিশ্বেশ্বর-সুত বেচারাম ৩১। বেচারাম-পুত্র নিমানন্দ ও দুর্গাপ্রসাদ ৩২। নিমানন্দ-সুত রামধন ও কালীপ্রসাদ ৩৩ (ভঙ্গ), নিমানন্দ রণ্ডদোষে দূষিত।

প্রাণনাথ ২৮। পুত্র রাজবল্লভের (২৯)-সুত রামরাম, রামভদ্র (ভঙ্গ) ও জীবন ৩০।

প্রাণনাথের পুত্র মহাদেব ২৯। পৌত্র রাধাকান্ত ৩০। প্রাণনাথের পুত্র নন্দরাম পঞ্চাননের (২৯) পুত্র রূপনারায়ণ, জয়গোপাল (ভঙ্গ) ও রাম ৩০। রূপ-সুত ভবানী (ভঙ্গ), দীনবন্ধু ও শিবশঙ্কর ৩১। দীনবন্ধু-সুত পদ্মলোচন ৩২। রূপ-সুত শিবশঙ্কর, তৎসুত হরিশ্চন্দ্র ৩২।

দুর্গাবরের পুত্র শ্রীনিবাসের ধারায় গোপী-সুত রঘুনাথের

দ্বিতীয় পুত্র নৃসিংহ ২৮। পুত্র ঘনশ্যাম, নিমাই, দিগম্বর ও কৃষ্ণবল্লভ ২৯। ঘনশ্যাম-সুত বল্লভীকান্ত, শ্রীকান্ত ও উমাকান্ত ৩০। নিবাস রিষড়া, শ্রীরামপুরের নিকট। বল্লভীকান্তের সুতগণ শিবপুর-বাসী। নাম—কমলাকান্ত, রামচন্দ্র, দুর্গাদাস, হরপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ ৩১।

রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র গঙ্গাধর ২৮। সুত অযোধ্যারাম, লক্ষ্মণ, হরিদেব ও কৃষ্ণদেব ২৯। হরিদেব-সুত ষষ্ঠিদাস ও কালীচরণ ৩০। কালীচরণ-সুত বংশীধর ৩১। বংশীধর-সুত মহেশচন্দ্র ৩২, শান্তিপুর-বাসী।

দুর্গাবরের দ্বিতীয় পুত্র মহাদেবের বংশ।—মহাদেবকে কোন পুস্তকে মাধব নামেও নির্দ্দেশ করে। মহাদেব বা মাধব-সুত গোবিন্দ ও বিশ্বনাথ ২৪। গোবিন্দ-সুত রামেশ্বর (ভঙ্গ) ও রত্নেশ্বর ২৫।

রাম-ফুলিয়া বা স্বল্প-ফুলিয়া মেল

(মূলপুস্তক ২৭ এবং ২২৭ পৃষ্ঠ [মুখটী-বংশ] দেখ)।

নৃসিংহ ধ্যাকর-সহোদর রাম রাম-ফুলিয়া অর্থাৎ ফুলিয়ার নিকটে ছোটখাট একখানি গ্রাম লইয়া বাস করেন। তদবধি তদীয় সন্ততিবর্গ রামফুলিয়া নামে খ্যাত। অতিক্ষুদ্রার্থে রাম শব্দের ব্যবহার আছে; যথা—রামকুটীর, রামটেমী ইত্যাদি।

শ্রীহর্ষ হইতে রামের পর্য্যায় ১৭। সুযোধন (সুযো) ১৮। তৎপুত্র জয়পতি, লক্ষ্মীপতি, নিধিপতি, উষাপতি, নিশাপতি ও কাহ্ন বা কানাই ১৯। কানাই-বংশের কুলপতিকে লইয়া মাধাই

মেল হয়। লক্ষ্মীপতি-সুত কিনু ও দিগম্বর ২০। দিগম্বর-সুত ধনপতি মিশ্র, পরাশর, গোপীনাথ ও পৃথ্বীধর ২১। ধনপতি-সুত গোবিন্দ মিশ্র, হরি মিশ্র, মধু, মাধব ও বিষ্ণুদাস ২২। হরি মিশ্র-সুত দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণানন্দ, ভবানন্দ ও দেবানন্দ ২৩। দৈবকীনন্দন-সুত যদু, শ্রীকর, কেশব, জগদীশ ও অনন্ত ২৪।

কৃষ্ণানন্দ-সুত শিবানন্দ ও কাশী ২৪। ভবানন্দ-সুত শ্রীকান্ত, শ্রীবৎস, শ্রীনিধি, শ্রীপতি, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীধর, শ্রীনাথ ও শ্রীগর্ভ ২৪। শ্রীবৎস-সুত জয়কৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ ২৫। জয়-কৃষ্ণ-সুত মনোহর, শিবদেব, রঘুদেব ও কৃষ্ণদেব ২৬। মনো-হর-সুত সন্তোষ ২৭। তৎপুত্র রামরাম ২৮, রিষড়াগ্রামবাসী।

শিবদেব-সুত রামনাথ, রাধানাথ, শান্তিনাথ এবং জগন্নাথ ২৭। রাধানাথ-সুত শ্যাম ও বৈষ্ণবচরণ ২৮। কৃষ্ণদেব-সুত রামগোপাল পঞ্চানন ২৭। তৎপুত্র দুর্গারাম, বিশ্বনাথ, রাম-কান্ত, কালীচরণ ও পরীক্ষিৎ ২৮।

শ্রীকান্ত-সুত গঙ্গারাম ২৫। গঙ্গা-সুত কানুদাস, শ্যামদাস, মোহনদাস ও সুদাস ২৬। কানুদাস-সুত করুণাময় ২৭। তৎপুত্র রমাকান্ত, হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার, মহাদেব, গোপী এবং হরেকৃষ্ণ ২৮।

শ্রীনিধির (২৪) গুড়-দোষ। পুত্র চণ্ডিদাস, অচ্যুত ও দুর্গা-দাস আগমবাগীশ ২৫। চণ্ডিদাস-সুত জগন্নাথ ও বলরাম ২৬। দুর্গাদাস আগমবাগীশ-সুত কমলাকান্ত, বাসুদেব, শ্যামদাস ও শ্রীকৃষ্ণ ২৬। শ্যাম-সুত জানকীরাম, মাণিকরাম, রামজীবন, রামচরণ ও রামরাম ২৭। রামরাম-সুত অনন্তরাম, রামকৃষ্ণ

ও রামদেব ২৮। রামকৃষ্ণ-সুত কৃপারাম ও রামরুদ্র ২৯। রামরুদ্র-সুত দেবনাথ ও রমানাথ ৩০। মাণিকরাম-সুত ভাগবত ও রঘু প্রভৃতি ২৮।

অচ্যুত (২৫)-সুত হরানন্দ ২৬। তৎপুত্র রমাকান্ত ও রামরাম ২৭। রমাকান্ত-সুত গদাধর ২৮। গদা সুত রামানন্দ ২৯। রামানন্দের বংশ বুড়ারগ্রামে আছে, বুড়ারগ্রাম বর্দ্ধমান জিলায়। দুর্গাদাস আগমবাগীশ-বংশ নবদ্বীপের তেঘরীতে বাস।

শ্রীধর (২৪)-সুত বেদগর্ভ ও মহেশ ২৫। মহেশ-সুত জয়রাম, মোহন চক্রবর্ত্তী ও জগৎরাম ২৬। জয়রাম সুত ধরণীধর, করুণাময়, গোবর্দ্ধন, ভৃগুরাম ও ভুবন ২৭। ধরণী-সুত রামভদ্র ও রামগোপাল ২৮। রামভদ্র-সুত পঞ্চানন ও শঙ্কর ২৯ (ভঙ্গ)। পঞ্চানন-সুত কুটিলরাম, রামানন্দ ও লোচন ৩০। ইঁহারা চন্দ্রকোণাবাসী, জিলা মেদিনীপুর।

ধরণীধর (২৭) পুত্র রামগোপাল ২৮। পুত্র রামনারায়ণ ও বাসুদেব ২৯। রামনারায়ণ-সুত রামগোপাল, কমলাকান্ত ও রাজীবলোচন ৩০। রাজীবলোচন-সুত রামানন্দ, পুরুষানন্দ, সর্ব্বানন্দ, অমৃতানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও শ্রীকান্ত ৩১।

কমলাকান্ত (৩০)-সুত রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, নীলমোহন, ভুবনমোহন, মদনমোহন ও রাধামোহন ৩১। রামমোহন-সুত রামধন ৩২। কৃষ্ণমোহন-সুত রামচরণ ৩২। নিবাস গেলে, জিলা বাঁকুড়া।

রাম-ফুলিয়া জয়পতি (১৯)-বংশ।

জয়-সুত গদাধর ঘটকাচার্য্য, কেশব ও বাণ ২০। গদাধর-সুত গোপাল ঘটক ও বিকর্ত্তন ২১। গোপাল ঘটক হইতে গোপাল-ঘটকী মেল।

গোপাল ঘটক-সুত মাধব, চাঁদ ও শ্রীকর পণ্ডিত ২২। মাধব হইতে মাধাই মেল। চাঁদকে রামচন্দ্রও কহে, তথাপি ইঁহাদ্বারা যে মেল হয়, তাহার নাম চাঁদাই। শ্রীকর পণ্ডিত হইতে সুরাই মেলের এক ভাগ, ঐ ভাগকে শ্রীকরী বলে।

শ্রীকর-পুত্র চক্রপাণি মজুমদার, গরুড়, দৈবকী, দৈত্যারি ও পরমানন্দ ২৩। চক্রপাণি-সুত লক্ষ্মীকান্ত, রামকান্ত এবং শ্রীকান্ত ২৪। লক্ষ্মীকান্ত-সুত মদন রায় ২৫, ইনি নৃসিংহ মদন রায় নামে বিখ্যাত। মদন-সুত গঙ্গাধর, মহাদেব ও রামদেব ২৬। গঙ্গাধর-সুত প্রাণবল্লভ এবং রামজীবন ২৭। প্রাণবল্লভ-সুত পরশুরাম ২৮। তৎপুত্র কিনু বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর প্রভৃতি ২৯। ভাণ্ডারহাট-নিবাসী, জিলা বর্দ্ধমান।

রামজীবন-সুত সন্তোষ ২৮। তৎপুত্র পুরুষোত্তম, বামদেব, রামদেব, রামরাম, রমাকান্ত এবং গোবিন্দ ২৯। হুগলী জিলার পোঁটরাগ্রামবাসী (সিমলাগড় রেল-ষ্টেশনের নিকট)। মহাদেব ২৬। তৎসুত নিমাক্রি ও বিষ্ণু ২৭।

মাধব (২২)-সুত সুরানন্দ ২৩। সুরানন্দ হইতে মাধাই মেল পুষ্ট হয়। বন্দ্য মহেশ্বর ও চট্ট নারায়ণ এই মেলের পাল্‌টী। সুরানন্দ-সুত রাঘব ২৪। রাঘব-সুত কুমুদ ২৫। তৎপুত্র হরিদেব ও গোপীকান্ত ২৬। হরি-সুত রামনারায়ণ ২৭। তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও যদু ২৮। কৃষ্ণবল্লভ-সুত পুরুষোত্তম ২৯।

গোপীকান্ত-সুত নৃসিংহ, মহেশ, রামকৃষ্ণ, শিবরাম এবং মদনচাঁদ ২৭।

মাধবনামা মাধাই-বংশের একজন প্রধান ব্যক্তি। ইনি রংপুর জিলার কুণ্ডী পর্গণার জমীদার।

"গোপাল ঘটকের কুল নির্ম্মল ছিল।
পুত্রের কারণে সে হতস্পর্শ হইল॥" মেলমালা।

রাম-ফুলিয়া বংশে গদাধর-পুত্র বিকর্ত্তনের বিদ্যাধরী মেল।

বিকর্ত্তন (২১)-সুত শ্রীহর্ষ ও সনাতন ২২। শ্রীহর্ষ নিধি-নামে বিখ্যাত। তৎপুত্র ধ্রুবানন্দ ও বল্লভ ২৩। বল্লভ-সুত রাঘব, ভবানীদাস, নারায়ণ ও নরসিংহ ২৪। ভবানীদাস-সুত কবিভূষণ ২৫ প্রভৃতি আট জন। ধ্রুবানন্দ-সুত জনার্দ্দন ও দেবিদাস ২৪। জনার্দ্দন-সুত মধু, হৃষীকেশ, গঙ্গানন্দ, চণ্ডিদাস ও কমল ২৫। মধু-সুত রাজীব, বিনোদ, জয় ও গোসাঞিদাস ২৬। রাজীব-সুত বলরাম ২৭। জয়-সুত কাশীনাথ ২৭। গোসাঞিদাস-সুত নারায়ণ, গোবিন্দ এবং রামজীবন ২৭। হৃষীকেশ-সুত মহেশ ও গঙ্গাহরি ২৬। মহেশ-সুত রামকৃষ্ণ ২৭।

ধনপতি-সুত গোবিন্দ মিশ্রের (২২) বংশ।

গোবিন্দ মিশ্র-সুত বিদ্যানন্দ শিকদার, যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র, সনাতন এবং ত্রৈলোক্যনাথ ২৩। যজ্ঞেশ্বর হইতে খড়দহ মেলের যজ্ঞেশ্বরী ভাগ নির্ণীত হয়।

যজ্ঞেশ্বর-সুত লক্ষ্মীকান্ত ফৌজদার, জানকীনাথ, রমানাথ ও বিশ্বনাথ ২৪। জানকী অনপত্য মৃত। লক্ষ্মী-সুত রামভদ্র ২৫। রমানাথ-সুত পুরুষোত্তম, ভুবন এবং দুর্গাদাস ২৬। দুর্গাদাস কেশর-ভাবাপন্ন। পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণ কুলে অকৃতী। ভুবন ও বিশ্বনাথ অনপত্য মৃত।

বিদ্যানন্দ শিকদার (২৩) কেশরকুনী বিবাহী। সুত রঘু, শিব, চাঁদ, নারায়ণ ও শঙ্কর ২৪। রঘু-সুত রতিকান্ত ও গৌরীকান্ত ২৫। রতিকান্ত বল্লভী-মেলে গত।

মেল বল্লভী রতিকান্তের (২৫) বংশ।

রতি-সুত হরিচরণ, কৃষ্ণচরণ, মোহনচরণ ও শ্যামচরণ ২৬। হরিচরণ-সুত কাশী ও বিশ্বেশ্বর ২৭। কাশীশ্বর-সুত রামচরণ ২৮। তৎপুত্র ব্রজরাম ও সহস্ররাম ২৯। বিশ্বেশ্বর-সুত রাজেন্দ্র ও পঞ্চানন ২৮। পঞ্চানন-সুত রামগোপাল বিদ্যালঙ্কার, রামভদ্র, লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ২৯। লক্ষ্মীকান্ত-সুত উদয়রাম ৩০। কৃষ্ণচরণ-সুত অভিরাম, নন্দরাম (অনপত্য মৃত), নন্দকিশোর ও জানকীনাথ ২৭। অভিরাম-সুত রামচরণ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য ও বিষ্ণুচরণ স্মার্ত্তসিদ্ধান্ত ২৮। রামচরণ-সুত দুর্গারাম সার্ব্বভৌম, হরি তর্কালঙ্কার ও মহাদেব ভট্টাচার্য্য ২৯। দুর্গারাম-সুত কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি ৩০। বিষ্ণুচরণ-সুত জয়রাম ২৯। নন্দকিশোর-সুত চামু ও সীতারাম ২৮। রামরাম-সুত রামজীবন তর্কালঙ্কার, রঘুবীর বিদ্যালঙ্কার এবং রাঘব ২৯। গুপ্তিপাড়ার নিকট সাতগেছে গ্রামে রতিকান্তের বংশ আছে।

গোবিন্দ-সুত বিদ্যানন্দ-শিকদার-সহোদর ত্রৈলোক্য (২৩)-বংশ।

ত্রৈলোক্য-সুত অভিরাম ২৪। তৎপুত্র দেবিদাস ২৫। তৎপুত্র কামদেব ২৬। তৎপুত্র জয়রাম ২৭। তৎপুত্র ভগীরথ ২৮। তৎপুত্র রাধাকান্ত অধিকারী (একাক্ষ) ২৯। বর্দ্ধমান জিলার (এক্ষণে বীরভূম) আ্রদপুরে এই বংশের বাস।

বিদ্যানন্দ-সুত চাঁদ শিকদার (২৪)-বংশ।

সুত দুর্লভ, জয়রাম এবং রামকৃষ্ণ ২৫। জয়রাম চন্দ্রপতি-মেল-গত।

বিদ্যানন্দের অপর সুত শঙ্কর ২৪। তৎপুত্র রত্নেশ্বর ২৫। সুত নারায়ণ ও কৃষ্ণবল্লভ ২৬।

হরি মিশ্র (হরিরাম নামে প্রসিদ্ধ), পর্য্যায় ২১। পুত্র রামগোপাল বাচস্পতি ২২। তৎপুত্র শ্রীনাথ ২৩। তৎসুত রঘু কার্ফর্ম্মা ২৪। রঘু কার্ফর্ম্মা-সুত বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং নারায়ণ ২৫। বর্দ্ধমান জিলার কুচুট্ কালেশ্বর গ্রামের অধিবাসী।

কাঁচনার মুখুটী দ্যাকর (১৭)-বংশ।

দ্যাকর-সুত চক (চক্রপাণি), হল, নীল ও সারঙ্গ ১৮। সারঙ্গ-সুত কবি, ধর্ম্ম, বিজ (বিজয়) ও ব্রহ্ম ১৯। কবি-সুত মধু, পুরুষোত্তম, ভূ (ভূধর), ধবল, কবিবর, বিদ (বিদ্যাধর), শ্রীপতি এবং সুরেশ্বর ২০।

ধর্ম্ম-সুত রুদ্র, পুরারি, কৃষ্ণায়ুঃ, মাধব, ছকড়ি, বনমালী,

উমাপতি, জয়পতি ও কুবের ২০। পুরারি হইতে ছায়া-নরেন্দ্রী মেল হয়।

ছায়ানরেন্দ্রী মেল।

পুরারি-সুত কংসারি ও গোবিন্দ ২১। কংসারি-সুত মাধব, রাঘব, মধু, মুরারি এবং নারায়ণ ২২। মাধব-সুত বল্লভ ২৩; ইনি চাঁদাই-মেল-গত।

বিজ-সুত বিষ্ণু, মাধব, ভরত ও অর্জ্জুন মিশ্র ২০। বিজয়ের অপভ্রংশ বিজ। অর্জ্জুন মিশ্রের তুল্য বিদ্বান্ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তি এখন আর দেখা যায় না (মূলপুস্তক ৫৪৭ হইতে ৫৫০ পৃষ্ঠ দেখ)। বিষ্ণু-সুত উদয় এবং প্রজাপতি ২১। প্রজাপতি সুত দামোদর ২২। তৎপুত্র গদাধর ২৩। গদ-সুত বিদ্যানন্দ এবং রূপচন্দ্র ২৪। বিদ্যানন্দ-সুত শিব এবং শঙ্কর ২৫। শঙ্কর-সুত পরশুরাম ২৬, বীরভূম-নিবাসী।

কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্রের বংশ।

অর্জ্জুন-সুত বাণেশ্বর ঘটক, বাসুদেব, ব্যাস এবং জনমেজয় ২১। বাণেশ্বর ছায়া-নরেন্দ্রী-মেল-গত। ইনি শেষে সুরাই মেলের তিন বাণের একতম বলিয়া পরিগণিত হয়েন। মূল-পুস্তক ৪১৮ পৃষ্ঠ দেখ। বাসু-সুত রঘুনন্দন ২২। জনমেজয়-সুত ষষ্ঠীদাস ২২। ষষ্ঠী-সুত শ্রীরাম ও শতানন্দ ২৩। শতানন্দ-সুত গোপীনাথ, গৌরীদাস এবং রামনাথ ২৪। গৌরীদাসের মালাধরখানী-মেল-প্রাপ্তি। গৌরী-সুত রঘুনাথ ২৫।

অনিরুদ্ধ-পুত্র লক্ষ্মীধর হালদার-সহোদর বরাহের বংশ। পর্য্যায় ২১।

বরাহ-সুত বলরাম ও চন্দ্রপতি অধিকারী ২২। চন্দ্রপতি হইতে স্বনামপ্রসিদ্ধ চন্দ্রপতি মেল।

চন্দ্রপতি মেল।—চন্দ্র সুত বিষ্ণুদাস, গোপীনাথ (ভঙ্গ), মাধব ও বেদগর্ভ ২৩। গোপীনাথ-সুত যদু, পুরাই, বৈদ্যনাথ, বলাই, যাদব, বিশ্বনাথ ও ধরাধর ২৪। যাদব-সুত গৌরীকান্ত ২৫। তৎপুত্র রামচন্দ্র, জয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ ২৬। জয়কৃষ্ণ-সুত রঘুরাম সিদ্ধান্ত ২৭। রঘুরাম-সুত কামদেব ন্যায়বাগীশ ২৮। ইনি সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী মেলে কন্যাদান করেন। ইঁহার সহোদর সন্তোষ তর্কালঙ্কার ও পরমানন্দ বিদ্যাভূষণ ২৮। কামদেব-সুত বিষ্ণুদেব ন্যায়বাচস্পতি, শিশুরাম ও বেচারাম ২৯। বিষ্ণুদেব-সুত গদাধর ৩০। ইঁহারা কালনার নিকটবর্ত্তী ধাত্রীগ্রামে বাস করেন। নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামেও দুই চারি ঘর চন্দ্রপতি মেল দৃষ্ট হয়। বীরভূমি অঞ্চলে অধিক পরিমাণে চন্দ্রপতি মেলের কুলীন আছেন।

মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাস পণ্ডিত (২১)।

(১ম পরিশিষ্ট ৪৮ পৃষ্ঠ দেখ।)

বনমালীর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাস, মাধব, শান্তি, শ্রীকণ্ঠ ও বল ২১। মৃত্যুঞ্জয়-সুত মালাধর খাঁ ২২। ইনি মালাধরখানী মেলের প্রধান প্রকৃতি।

কৃত্তিবাসের সময় মেলবন্ধন হয়। তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের সহিত

পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে কন্যার আদান প্রদান হইত (২য় পরিশিষ্ট ৮৬ হইতে ৯০ পৃষ্ঠ দেখ)।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥

কৃত্তিবাসী ভাষা রামায়ণ।

(মূলপুস্তক ২২৭ এবং ২৬৫ পৃষ্ঠ দেখ।)

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মনোহর ও দুর্গাবর পণ্ডিতের পিতৃব্য-সম্বন্ধের ব্যক্তি হইলেও তিনি তাঁহাদিগের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। এমন কি, তিনি মনোহরের পুত্র গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য অপেক্ষাও অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনি সম্পর্কে মনোহর ও দুর্গাবরাদির শ্রেষ্ঠ হইলেও মেলবন্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক নহেন, পরবর্ত্তী ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সন্ততি-মধ্যে এরূপ উচ্চ নীচ সম্পর্কে সমবয়স্কতা অথবা ন্যূনবয়স্কতা বিরল নহে।

মুং আঁড়িয়া বিকর্ত্তন-বংশ। পর্য্যায় ২১।

বিকর্ত্তনের দুই পুত্র, হরিনারায়ণ ও জনার্দ্দন ২২। এই আঁড়িয়া গ্রাম নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী। আঁড়িয়ার নিকটে ঘোলুয়া নামে আর একখানি গ্রাম আছে। আঁড়িয়া গ্রামে জ্যেষ্ঠ নারায়ণের বাস, ঘোলুয়া গ্রামটী তাঁহার অধিকৃত স্থান নিবন্ধন আঁড়িয়া-ঘোলো বা বড়-ঘোলো, কনিষ্ঠ জনার্দ্দনের (জনোর) বাস নিবন্ধন ছোট-ঘোলো নাম হয়। কুলাচার্য্যের গ্রন্থে ছোট-ঘোলো গ্রামও আঁড়িয়া নামে খ্যাত। হরিনারায়ণ (২২)-সুত ধৃত, ধন, নীলকণ্ঠ ও জগন্নাথ ২৩। ধন-সুত কৌতুক, রুদ্র ও প্রভাকর ২৪। রুদ্র-সুত উদ্ধরণ পণ্ডিত ও সদাশিব ২৫।

উদ্ধারণের নাম উধ। উধ-সুত দৈবকীনন্দন পণ্ডিত ২৬। ইনি পণ্ডিতরত্নী-মেলের প্রধান নায়ক। ইহাঁর সময়ে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, দাতা, কৃতী এবং পরমৈশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। দেবকীনন্দন রাজাবিশেষ।

পণ্ডিতরত্নী-মেল-নায়ক দৈবকীনন্দন(২৬)-বংশ।

সুত রঘুনাথ, রামনাথ চক্রবর্ত্তী, ত্রৈলোক্যনাথ এবং লোকনাথ ২৭। ইহাঁদিগের উপাধি শিকদার। রঘু-সুত হৃদয়ানন্দাচার্য্য, রাঘব, যদু এবং দুর্লভ ২৮। হৃদয়-সুত নৃসিংহরাম, মহেশ এবং পাঁচু ২৯। নৃসিংহ-সুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৩০।

রামনাথ চক্রবর্ত্তি(২৭)-সুত বিশ্বেশ্বর ও মধু ২৮। বিশ্বেশ্বর-সুত শ্রীবল্লভ, নীলকণ্ঠ, শিবেশ্বর, কাশীশ্বর, রত্নেশ্বর, গোপীশ্বর, ভুবনেশ্বর, শঙ্কর এবং গদাধর ২৯। শ্রীবল্লভ(২৯)-সুত মাধব, লক্ষ্মীকান্ত, মহাদেব, রামকান্ত ও রাধাকান্ত (ইনি ভঙ্গ) ৩০। রত্নেশ্বর-সুত ছকু, অযোধ্যারাম, রণরাম, সদাশিব, রামনাথ ও বলরাম (ভঙ্গ) ৩০। ছকু-সুত কৃপারাম ও জীবন ৩১। অযোধ্যারাম-সুত রামরাম, কুবের ও গোবিন্দ ৩১।

বলরাম(৩০)-সুত শম্ভুরাম, আনন্দীরাম, নিধিরাম, সাফল্যরাম, আত্মারাম, পার্ব্বতীচরণ, রামনিধি, ভবানীচরণ ও বৈদ্যনাথ ৩১। আত্মারাম-সুত ভবানী ৩২ প্রভৃতি মেদিনীপুর জিলায় বাসুদেবপুরের পোড়ারি (কষ্ট-শ্রোত্রিয়)-দৌহিত্র। ভবানীর মাতামহের নাম শিরোমণি চক্রবর্ত্তী।

আত্মারাম (৩১)-সহোদর শম্ভুরাম ৩১। সুত রণরাম, রামপ্রসাদ, কৃষ্ণচরণ, গুরুপ্রসাদ এবং গুরুচরণ ৩২। ইহাঁরা

বর্দ্ধমান জিলার কালনার অন্তর্গত হাসনহাটীর ঘটক-দৌহিত্র। এই ঘটকদিগের মধ্যে বিদ্বান্‌বর্গ ভারতী উপাধি পাইতেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা আদি-বংশজ থনের চাটুতি শ্রীকর-সন্তান।

বাঙ্গালপাশী মেল।

দৈবকীনন্দন-সুত রামনাথ ২৭। রামনাথ-সুত কার্ত্তিক পণ্ডিত ২৮। তৎপুত্র গঙ্গানারায়ণ ২৯। ইনি বাঙ্গালপাশী মেলের প্রধান প্রকৃতি।

রত্নেশ্বর ২৯। সুত রামরাম ৩০। তৎপুত্র গোপাল ও চাঁদ ৩১। গোপাল-সুত ব্রজকিশোর এবং যুগল ৩২।

মাধব (৩০)-সুত রামরুদ্র, রামগোবিন্দ, রামচন্দ্র ও গঙ্গেশ (ভঙ্গ) ৩১।

লক্ষ্মীকান্ত (৩০)-সুত আত্মারাম এবং বালকরাম (৩১) প্রভৃতি দশ ভ্রাতার শ্রীরামপুরে নিবসতি। নাম যথা - রাজারাম, বীরেশ্বর, রামদেব, সীতারাম, হটুলক্ষ্মী, ধর্ম্মদাস, রামরাম ও রামজীবন ৩১। রাধাকান্ত (৩০)-সুত রামদুলাল প্রভৃতি ৩১।

গোপীশ্বর (২৯)-সুত দীনবন্ধু ৩১। শঙ্কর (২৯)-সুত কালীচরণ সিদ্ধান্ত, গৌরীচরণ, কৃষ্ণচরণ, দুর্গারাম এবং গোপাল ৩০। কালীচরণ(৩০)-সুত রামনাথ বিদ্যালঙ্কার, সহস্ররাম, রামদুলাল, কৃষ্ণচন্দ্র, কানাই ও নিমাই ৩১।

কাশীশ্বর(২৯)-সুত নারায়ণ ও ঘনশ্যাম ৩০। ঘনশ্যাম-সুত বলরাম, জয়পতি, গোপাল, দয়ারাম ও মুক্তারাম ৩১। ঘনশ্যাম-সুত যাদব, শোভারাম, কৃষ্ণরাম ও জগৎরাম ৩১।

আহিত-সুত উধ এবং লৌলিক-প্রকরণ।

পর্য্যায় ১৫। ৪৬।৪৭ পৃষ্ঠ দেখ।

লৌলিক (১৫)-সুত সর্ব্বজ্ঞ (অথবা সর্ব্বাঙ্গ) ১৬। সর্ব্ব-সুত আপ,রাঘব,মাধব,বাণ,জন, আন, চুলো (নিজ-নামে এক গ্রাম*

* লৌলিক-পৌত্র চুলো কৌলীন্যাভাবে বিদেশী হয়েন। পরে বাঁকুড়ার রাজার নিকট হইতে নিজবাসের জন্য একখানি গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হয়েন। উহা তাঁহার নিজস্ব। সে স্থানে খাদ্য-সুখ অথবা বাস-সুখ কিছুই ছিল না সত্য, তথাপি তিনি নিজের মনস্তুষ্টির জন্য ঐ গ্রামে একটী হাট বসাইলেন; কিন্তু তথায় ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা, কাহারও বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে উহা চুলো অর্থাৎ আকা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীগণের কেহ কোন সময়ে তথায় নীত হইয়া দেবরের এবং ছোট জায়ার অসুবিধা দেখিয়া কহিয়াছিলেন, যদি কাহারও কপাল ভাঙ্গিয়া থাকে, সেই যেন চুলোয় আসে। তদবধি সকল লোকেই অসুবিধা দেখিলেই অভদ্রজনক ব্যাপারে "চুলোয় যা" অর্থাৎ "মনস্তাপে পুড়িয়া মর্" বলে।

লৌলিক কুলীন বড়, শোভাঞ্জন-মত।
পৌত্র চুলো, নির্ব্বেদে সে বাঁকুড়ায় গত॥
নিষ্কর-স্থান-লাভে বসায় এক হাট।
ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ কৈ, শুধু ঠাট বাট॥
ভ্রাতৃজায়া বড় দুঃখে কহে যমালয়।
যার মন্দভাগ্য, সে যায় যেন চুলায়॥ মেলমালা।

চুলো মুখোপাধ্যায়ের সন্তানগণই চুলোর মুখুটী বলিয়া খ্যাত। উহা-দিগের সহিত যাহাদিগের পালটী প্রকৃতি-ভাব হইয়াছিল, তাহারা 'চুলোর গেল' বলিয়া তাহাদিগের একটী সাঙ্কেতিক নাম আছে। ঐ সকল ব্যক্তিকে গেলের মুখুটীও বলে। চুলো স্থানটীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'গেলে' হইয়াছে। এই স্থানটী বিষ্ণুপুর রাজগ্রামের নিকটবর্ত্তী।

হয়) এবং পশু * ১৭। মাধব-সুত শ্রীধর এবং শুক্রি (শুহ) ১৮। শুক্রি-সুত হিঙ্গন এবং কবি ১৯। কবি-সুত কাহ্ন, বিহ্ন, হাড়, দুঃখ এবং শুঙ্গো ২০। এই শুঙ্গো হইতে মেল-বন্ধনকালে শুঙ্গো-সর্ব্বানন্দী মেল হয়।

কাহ্ন-সুত গোপী, গঙ্গাধর ও পীতাম্বর ২১।

বিহ্ন-সুত মুরারি, ডোখল ও গদ ২১। মুরারি-সুত সিদ্ধেশ্বর, বলাই, উদ্ধব, উষাপতি এবং নিশাপতি ২২।

হাড় (২১)-সুত মনোহর, আদিত্য ও কান্দো ২২। মনোহর-সুত লখ (লক্ষ্মণ), নিধিরাম ও পশুপতি ২৩। আদিত্য (২২)-সুত রাম ও শঙ্কর ২৩।

শুঙ্গো-সর্ব্বানন্দী মেল।

শুঙ্গো-সুত কান্দ, নন্দন, শিব, আভ, লখ, আধ, বিভু, সিদ্ধেশ্বর, পুচ্ছ, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বুড়ন, কোক, ধোক, স্তোক ও শ্রীপতি ২১, এই ষোলজন।

শ্রীপতির পুত্র কৃষ্ণ, পদ্ম, গর্ভ ও নারায়ণ ২২। কৃষ্ণ-পুত্র বাণীনাথ রায়, হরিচরণ রায় ও গোবিন্দ রায় ২৩। বাণী-নাথ রায়-সুত রণজিৎ রায় ২৪। রণজিৎ-সুত রসিক রায় ২৫। রসিক-সুত রামদেব রায় ও রামচন্দ্র রায় ২৬। রামদেব-সুত ছকুরাম রায় ২৭। ছকু-সুত রামগোপাল, নারায়ণ ও পরাণ

* সর্ব্বাঙ্গ-সুত পশুকে কোন কোন পুঁথিতে 'পরমেশ্বর' এইরূপও লেখে। তিনি পড়ুয়া গ্রামে বাস করেন, তজ্জন্য তাঁহার সন্তানগণ পড়ুয়ার মুখুটী। এই পড়ুয়া গ্রাম এক্ষণে পাঁড়ুই নামে খ্যাত। ঐ স্থান বীরভূম জিলার অন্তর্গত।

রায় ২৮, কোকুদ-গ্রাম-বাসী। রামগোপাল-সুত বলরাম ও শত্রুঘ্ন ২৯। বলরাম-সুত গৌরমোহন, মথুরামোহন ও কৃষ্ণমোহন ৩০।

রামগোপাল সুত শত্রুঘ্ন পুত্র শিবপ্রসাদ ৩০। নিবাস রামজীবনপুর, জিলা মেদিনীপুর।

রসিক রায় (২৫) প্রমুখ রামচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র ২৭। শিব সুত ধর্ম্মদাস ২৮। ধর্ম্মদাস-সুত কৃষ্ণকান্ত রায়, মাণিক রায়, রামধন রায়, রামচরণ রায় ও শম্ভুচন্দ্র রায় ২৯। জিলা বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া।

নৃসিংহ (১৭)-পৌত্র গর্ভেশ্বর ১৯। তৎপুত্র দুর্গা ২০। পুত্র গণপতি, নিশাপতি, বিশ্বনাথ (বিশো) ও সঙ্কেত ২১। এইখানে চাঁদাই মেল আরম্ভ।

চাঁদাই মেল।

গণপতি-সুত শ্রীপতি ২২। সুত গোপাল ও দুর্গাদাস ২৩। গোপাল-সুত নরহরি ২৪। নরহরি-সুত জগদীশ ২৫। জগদীশ-সুত রঘুনাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২৬। লক্ষ্মী-সুত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৭। তৎপুত্র চন্দ্রশেখর তর্কালঙ্কার ২৮। চন্দ্রশেখর-সুত নন্দকিশোর ভট্টাচার্য্য ২৯। নন্দ-সুত রামশরণ, রামচরণ, রামনাথ ও রামবীর ৩০। রামচরণ-সুত রামপ্রসাদ সার্ব্বভৌম, বলরাম তর্কবাগীশ ও রামরাম তর্কপঞ্চানন ৩১। রামবীর-সুত ত্রিলোকরাম সরস্বতী, প্রভুরাম ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন তর্কালঙ্কার, বলরাম বাচস্পতি, রামদুলাল ভট্টাচার্য্য এবং রামজীবন ন্যায়ালঙ্কার ৩১।

পণ্ডিতরত্নীর শ্রীবল্লভ (২৯)-বংশ।

শ্রীবল্লভ-সুত মাধব, মহাদেব, লক্ষ্মীকান্ত, রামকান্ত ও রাধাকান্ত (ভঙ্গ), পর্য্যায় ৩০। মেদিনীপুরের পাথরা গ্রামে রাধাকান্তের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন; সকলেই ভঙ্গ। পাথরার মজুমদারগণ কলিকাতার ঘোষাল পশুপতি-সন্তান।

শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবের পুত্র রামগোবিন্দ, গঙ্গেশ (ভঙ্গ), রামভদ্র ও রামচন্দ্র ৩১। রামগোবিন্দ-সুত কালীচরণ ও শ্যামাচরণ ৩২, মুর্শিদাবাদ জিলার নন্দনপুর-বাসী।

মাধবের (৩০) তৃতীয় পুত্র রামভদ্র-সুত রামপ্রসাদ, কানাই ও সাতু ৩২। রামপ্রসাদ-সুত কালীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও রামনিধি ৩৩। কালীশঙ্কর-সুত রামমোহন ৩৪। রামপ্রসাদের পুত্র রামনিধির পুত্র নিমাই ৩৪, নিবাস চন্দ্রকোণা, জিলা মেদিনীপুর। কানাই (৩২)-সুত রামধন, মুক্তারাম (ভঙ্গ) ও প্রাণকৃষ্ণ ৩৩, নিবাস হুগলী জিলার খানাকুল কৃষ্ণনগর।

মুক্তারাম-সুত ভগবান্ ও কেনারাম ৩৪।

খড়দহ মেল।

"আদৌ খড়দ', ফুলিয়া শেষঃ"—এই কথা বলে কেন? তাহার কারণ এই—খড়দা মেলের প্রকৃতি যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বর পণ্ডিতের সহিত ফুলিয়া ও বল্লভী মেলের প্রকৃতি যথাক্রমে মনোহর ও দুর্গাবর পণ্ডিতের সম্পর্ক-বিচার করিলে দেখা যায় যে, যোগেশ্বরাদি ভ্রাতৃত্রয় ফুলিয়া ও বল্লভীর প্রকৃতি মনোহর ও দুর্গাবরের পিতৃব্য-সম্বন্ধের ব্যক্তি। সুতরাং

"আদৌ খড়দা।" এই কথা কহিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কহেন—"আদৌ ফুলিয়া, খড়দা শেষঃ।

ফুলিয়া খড়দা নাস্তি বিশেষঃ॥"

তাঁহারা নিম্নলিখিত কারিকা আশ্রয় করিয়া ফুলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব দেখান। যথা—

"গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলীনের সার।

যাঁহা হতে মেলকুল হইল উদ্ধার॥" ধ্রুবানন্দ।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মনোহরের পুত্র, সুতরাং যোগেশ্বরাদির সহিত উভয়ের যথাক্রমে খুল্ল-পিতামহ ও পৌত্র-সম্বন্ধ। কিন্তু তৎকালে ভট্টাচার্য্য উপাধি সামান্য বিদ্যায় হইত না। যে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সদাচার ও সন্নীতি শিক্ষা দিতে সমর্থ হইতেন, সেই ব্যক্তিই "ভট্টাচার্য্য" এই অত্যুচ্চ সম্মানচিহ্ন পাইতেন। আরও দেখা যাইতেছে যে, সকল মেলের কুলীনগণই রামাচার্য্যকে সহায় করিয়া মেলগত দোষসমূহ পরিপাক করেন। সুতরাং ফুলিয়ার প্রাধান্য অগ্রে দেওয়া হইয়া থাকে। ফুলিয়া মেলের প্রকৃতিতে মদ্যপানাদি দোষ ছিল না এবং বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যাদির প্রতি বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়াই, খড়দা ব্যতীত সকল কুলীনেই ফুলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"ছত্রিশ মেলের কুলীন যত।

ফুলে খড়দার যে অনুগত॥

সবে দেয় মুখো গঙ্গানন্দের দোহায়।

কুলীনমাত্র জয়ী রামাচার্য্য করি সহায়॥"

মেলমালার অন্তর্গত সারাবলী।

খড়দহ মেলের বংশাবলীর কিয়দংশ (সম্বন্ধনির্ণয়) মূল-পুস্তকের ৩৯৬ হইতে ৩৯৮ পৃষ্ঠ এবং এই পুস্তকের ১১০ হইতে ১১৩ পৃষ্ঠে দেখ।

"যোগেশ্বরের সুত সাত।
পুত্রপদে শঙ্কর, জানকীনাথ॥" ধ্রুবানন্দ।

এতদনুসারে মুকুন্দের অগ্রে শঙ্করের বংশ লেখাই উচিত, তদ্ধেতু আমরা শঙ্করকেই অগ্রে দিয়াছি। তথাপি মুকুন্দের জন্মজ্যেষ্ঠতা-হেতু এখানে তাঁহার বংশ-বর্ণনের সূত্রপাত করা অত্যাবশ্যক ছিল, কিন্তু তদীয় কতিপয় সন্ততির নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াও ধারাবাহিক বংশাবলী না পাইয়া, সূত্রপাত করিয়াই মৌনাবলম্বন করিতে হইল।

যোগেশ্বর-প্রমুখ মুকুন্দ (২২)-বংশ।

মুকুন্দ-সুত জগদীশ, ভুবন, হৃদয় ও লক্ষ্মীকান্ত, পর্য্যায় ২৩। মুকুন্দের সন্ততিগণের অধিকাংশই ভঙ্গ; সুতরাং তাঁহারা ছত্রভঙ্গপ্রায় কে কোথা আছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তথাপি এইমাত্র জানা যায় যে, বীরভূম, বাঁকুড়া ও ফরিদপুর জিলার স্থানে স্থানে দুই চারি ঘর একত্র ছিলেন। এক্ষণে সে সকল স্থানেও বিরলপ্রচার, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

যোগেশ্বর-প্রমুখ শঙ্কর (২২)-বংশ।

শঙ্কর-সুত-সংখ্যা পাঁচ—কুমুদানন্দ, সুরানন্দ, রাঘবানন্দ, নয়নানন্দ এবং পূর্ণানন্দ ২৩।

কুমুদানন্দের বংশধরগণের কে কোথা বিরাজ করিতেছেন, তাহার বিশেষ ঠিকানা লেখা নাই। তথাপি এইমাত্র জানা যায় যে, গঙ্গাতীরের ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের কোন কোন স্থানে দুই এক ঘর দেখা যায়। মূর্খতা-নিবন্ধন কেহ ঠিক পর্য্যায় কহিতে সমর্থ নহেন। অপিতু বংশজভাবাপন্ন ভঙ্গ বলিয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের বিশেষ সংবাদও রাখেন না। কুমুদ, সুরানন্দ ও রাঘবানন্দের সন্তানগণের দুই চারি ঘর মেলান্তরে নিকষ আছেন। প্রসঙ্গাধীন সেই সেই মেলে তাঁহাদের নামোল্লেখ হইবে।

প্রসঙ্গতঃ কহিতে হইল যে—

নয়ন পূর্ণানন্দ আওয়াল ভাগে।
এ দুয়ের বংশ খড়দহে পূর্ণমাত্রায় জাগে॥ মেলপ্রকাশ।

যোগেশ্বর-প্রমুখ শঙ্কর-পুত্র নয়নানন্দ (২৩)-বংশ।

নয়ন-সুত শিবরাম এবং রামভদ্র ২৪। রামভদ্র-সুত কৃষ্ণবল্লভ এবং গোপীজনবল্লভ ২৫। কৃষ্ণ-সুত মধুসূদন, রাজেন্দ্র, রামনারায়ণ, প্রাণবল্লভ ও রঘুনন্দন ২৬। মধু-সুত গঙ্গাধর, রামচন্দ্র, বামদেব এবং যাদবেন্দ্র ২৭। গঙ্গাধর-বংশের একদেশ ১১২ পৃষ্ঠে দেখ। কুমারহট্টের অধিবাসী—খাসবাড়ী।

রামচন্দ্র-সুত নন্দরাম, সন্তোষরাম, কালীচরণ (ভঙ্গ), গোবিন্দ, রামপ্রসাদ এবং রামজীবন ২৮। নন্দরাম-সুত সন্তোষ ও রামরাম ২৯। রামরাম অনপত্য মৃত। কালীচরণ-সুত বলরাম ২৯। সুন্দররাম এবং রামকিঙ্করাদি আর সাতজন

বিভিন্নমাতৃক এবং বিভিন্নস্থানস্থ। গোবিন্দ ও রামজীবন দীর্ঘাঙ্গী (দীঘাড়ী)-কন্যা-বিবাহী, বর্দ্ধমান জিলায় বাস।

মধু-সুত গঙ্গাধর (২৭)-প্রমুখ রামজীবন ও সন্তোষ এই দুই সহোদর ভঙ্গ, রূপরাম পিতৃপদে অধিষ্ঠিত, পর্য্যায় ২৮।

শঙ্কর-প্রমুখ মধু-সুত সন্তোষের (২৭) পুত্র মনোহর,দেবনাথ, বিজয়রাম, দয়ারাম, দুলাল, অনন্তরাম, কৃষ্ণচন্দ্র, জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর, গৌরাঙ্গচাঁদ এবং যশোদানন্দন ২৮। রূপরাম-সুত রামশরণ ২৯। ইহঁাদিগের বংশ যশোহর ও ঢাকা জিলায় ছিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থিত আছে। জ্ঞাতিগণ-মধ্যে কেহ কাহাকেও ধারাবাহিক পরিচয়ের সুশৃঙ্খলা দ্বারা আবদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু শঙ্করের প্রশংসা-বাক্যটী সকল জ্ঞাতিরই কণ্ঠস্থ আছে। যথা—

"যোগেশ্বর সুত শঙ্কর-সম শঙ্কর-শর্ম্মা।
লোকরঞ্জন, বুধজনমান্য, সৎকবি, কৃতকর্ম্মা॥"

মেলপ্রকাশ।

যোগেশ্বরপ্রমুখ শঙ্করের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামনারায়ণের (২৬) বংশ।

খড়দহ কাশ্যপকাঞ্জারী থাক।

(মূলপুস্তক ৩৯৮ পৃষ্ঠ দেখ।)

রামনারায়ণ বর্দ্ধমান জিলার ক্ষীরী কোতলপুরের কাশ্যপকাঞ্জারী বৃন্দাবন রায়ের কন্যা-বিবাহী,কাশ্যপকাঞ্জারী-দোষ-দুষ্ট। কোন কোন পুস্তকে এই বৃন্দাবন রায়কে শ্রীরামপুর-নিবাসীও বলিয়া উল্লেখ করে। রামনারায়ণের দশটী পুত্র। ইহাঁরা

সকলেই মহামহোপাধ্যায় ও দিক্‌পালসদৃশ প্রতাপান্বিত, সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়রূপ অষ্ট আধারে অষ্ট দিকে অষ্ট শক্তিতে আকৃষ্ট। সেই দশ দিক্‌পালের নাম এই—যদুচাঁদ, রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, লক্ষ্মীকান্ত, রাজারাম, রাধাকান্ত, মুকুন্দ, সীতারাম, দুর্গাচরণ ও কৃষ্ণদেব ২৭। যদুচাঁদ ভঙ্গ। যদুচাঁদ স্বকৃতভঙ্গ-নিবন্ধন বহুপত্নীক, সুতরাং তদীয় ঔরসে বহু পুত্রের জন্ম হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ১৮ জন বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা—নন্দরাম, কালীচরণ, নীলকণ্ঠ, দুর্গারাম, রামরাম, হৃদয়রাম, সিদ্ধেশ্বর, সন্তোষ, রামশরণ, তিলকরাম, দাতারাম, গৌরীচরণ, রতিকান্ত, কৃপারাম, কৃষ্ণরাম রামদুলাল, রামকিশোর ও সদাশিব ২৮।

কালীচরণ-সুত রামানন্দ, শিবরাম ও শঙ্কর ২৯। নন্দরাম-সুত অযোধ্যারাম, মনোহর, মুক্তারাম, নিমাঞি, বৈদ্যনাথ ও গদাধর ২৯। সিদ্ধেশ্বর-সুত রূপ, তারাচাঁদ, যুগল, দুলাল ও রামচন্দ্র প্রভৃতি বহু পুত্র ২৯। নীলকণ্ঠ-সুত আনন্দীরাম ২৯। কৃষ্ণরাম সুত দেবীচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ২৯।

রামনারায়ণ (২৬) প্রমুখ বিশ্বেশ্বর-সুত রামকিশোর মুখোপাধ্যায় ২৮। নদীয়া জিলার গোঠপাড়া-নিবাসী কেশর-গ্রামী রাজা রামদেব রায়ের কন্যা-বিবাহী। কেশরগ্রামী রামদেব রায়ের কন্যা-গ্রহণ-হেতু কেশরভাবাক্রান্ত। সুত—আত্মারাম, গৌরীচরণ, গঙ্গারাম, আনন্দীরাম, সদাশিব, রামকান্ত এবং রামদেব ২৯।

রামনারায়ণের পর্য্যায় ২৬। পুত্র বিশ্বেশ্বর ২৭। তৎপুত্র আত্মারাম ২৮। সুত কামদেব, রামলোচন এবং হরিবংশ ২৯। (হরিবংশ ভঙ্গ।)

আনন্দীরাম ২৯। সুত মহাদেব প্রভৃতি অনেক, পর্য্যায় ৩০। হড়সিদ্ধান্তী-দোষে দূষিত।

বিশ্বেশ্বর-সুত গঙ্গারাম (ভঙ্গ), পর্য্যায় ২৮। রামনারায়ণ-সুত লক্ষ্মীকান্ত ২৭। সুত শ্যামসুন্দর (ভঙ্গ) ও রামচরণ প্রভৃতি সাত জন ২৮। শ্যাম-সুত শঙ্কর, ভবানী, গোবিন্দ, রামলোচন, পীতাম্বর, বলরাম, রামজীবন, জগন্নাথ, কিশোর, হরিগোপাল, প্রসাদ ও নিমাঞি ২৯।

রামচরণ (২৮)-সুত সীতারাম (ভঙ্গ) ২৯। তৎপুত্র শঙ্করাদি আটজন ৩০। শঙ্কর-সুত রামকানাই ৩১।

যদুচাঁদ (২৭)-সুত রামনাথ ২৮। সুত রামগোপাল ২৯। তৎপুত্র শম্ভু ৩০। শম্ভু-সুত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ, রামতনু ভাগবতভূষণ, নীলকমল ও নীলমাধব বিদ্যাভূষণ ৩১। রঘুনাথ (৩১)-সুত রামগোপাল (ভঙ্গ), রামশরণ, রামগোবিন্দ (ভঙ্গ), রামচন্দ্র, রঘুরাম ও রূপরাম ৩২। রামগোপাল (৩২)-সুত নিধিরাম (ভঙ্গ) ৩৩। রামগোবিন্দ সুত হরিনারায়ণ ৩৩। বেড়াগড়ী গ্রাম, জিলা হুগলী।

রামগোপাল (৩২)-সুত রামরাম, রামজীবন, আত্মারাম ও জয়রাম ৩৩। ইহাঁরা স্বভাবে আছেন। নিধিরাম ভঙ্গ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

রঘুনন্দন-প্রমুখ রামচন্দ্র-সুত খেলারাম প্রভৃতি অনেক, পর্য্যায় ৩৩। রঘুনন্দন-প্রমুখ বিষ্ণুরাম-সুত নসীরাম, শিবরাম, দুর্গারাম, মাণিকরাম ও মনোহর (ভঙ্গ) ৩৩। মনোহর-সুত সার্থকরাম ৩৪। রঘুনন্দন-প্রমুখ রূপরাম ৩৩। রূপরাম-সুত রামরাম, গোকুল, রাজবল্লভ (ভঙ্গ), বিশ্বনাথ ও তিতু ৩৪।

ইহাঁদিগের বংশাবলী হালীসহরের খাসবাড়ী গ্রামে বিরাজ করিতেছেন।

নয়ন (২৩)-পৌত্র গোপীজনবল্লভ (২৫)-বংশাবলী।

গোপীজনবল্লভ-সুত রঘু এবং নরোত্তম ২৬। নরোত্তম-সুত মহাদেব ও রূপরাম ২৭। মহাদেব-সুত শ্যাম ও রামরাম ২৮। রূপরাম-সুত আনন্দীরাম, তিলক, বিনোদ, রামানন্দ, ভবানী, হরিরাম, তিতু, রামনাথ, ষষ্ঠিদাস ও শিবশঙ্কর প্রভৃতি ২৮।

রঘুদেব, কালীচরণ প্রভৃতি কয়েক জন, পর্য্যায় ২৮। বিনোদ-সুত হরিরাম প্রভৃতি দশ জন, পর্য্যায় ২৯।

নয়ন-সুত শিবরাম (২৪)-বংশাবলী।

সুত রূপনারায়ণ ও জগদ্দুর্লভ ২৫। রূপনারায়ণ-সুত অনন্ত, গোপাল (ভগ্ন) ও কেশব ২৬। অনন্ত-সুত বিশু, কাশী ও রামনাথ ২৭। রামনাথ-সুত মুকুন্দ প্রভৃতি অনেক-জন, পর্য্যায় ২৮।

রূপনারায়ণ ও জগদ্দুর্লভ উভয়েই নবদ্বীপাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ রায়ের কন্যা-গ্রহণে কেশরকুনীভাব-প্রাপ্ত।

জগদ্দুর্লভ (২৫)-সুত রঘু, রাঘব, রামেশ্বর ও যাদু ২৬। রামেশ্বর-সুত কৃষ্ণদেব ২৭। নদীয়া জিলার মোল্লাবেলে গ্রামে অবস্থিত, কেশরভাবাপন্ন।

যোগেশ্বর (২২)-প্রমুখ পূর্ণানন্দ (২৩)-বংশ।

পূর্ণানন্দ-সুত শ্রীরাম ও গোবিন্দ ২৪। শ্রীরাম-সুত মথুরেশ (ভঙ্গ), মধুসূদন (রূপ-কূপে মগ্ন), মহাদেব (ইহাঁর অপর নাম চাঁদ), কৃষ্ণকিঙ্কর ও রামচন্দ্র, পর্য্যায় ২৫। কৃষ্ণ-সুত চন্দ্র ২৬। তৎসুত বিহারী ২৭। তৎপুত্র যামিনী ও চণ্ডী ২৮।

"রূপকূপে ত্রয়ো মগ্নাঃ ষড় দগ্ধা দগ্ধমন্দিরে।" মেলমালা।

মথুরেশ-সুত রঘু, রত্নেশ্বর, কন্দর্প, বাসু, কৃষ্ণজীবন, নিধিরাম, অযোধ্যারাম, কেশব ও সাতু ২৬।

পূর্ণানন্দ-প্রমুখ মধুসূদন (২৫)-বংশ।

মধু-সুত আত্মারাম ২৬। সুত শ্রীহরি, ভৃগুরাম, দর্পনারায়ণ (ভঙ্গ) ও হরেকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ২৭। ভৃগুরামের বংশ বাঁশবেড়িয়া গ্রামে অবস্থিত, পর্য্যায় ২৭। শ্রীহরি-সুত রামহরি, রামলোচন এবং ব্রজরাম প্রভৃতি, অথবা ব্রজকৃষ্ণ ২৮। ব্রজ-সুত রামচন্দ্র ২৯। সুত কেদার ৩০। তৎপুত্র নীলমণি, প্রাণনাথ ও রামগোপাল ৩১। নীলমণি-সুত বৈদ্যনাথ ৩২। পুত্র প্রফুল্ল ৩৩। প্রাণনাথ-সুত দ্বিজেন্দ্র, যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্র ৩২। দ্বিজেন্দ্র-সুত জগৎপতি ৩৩। রামগোপাল-পুত্র জিতেন্দ্র ৩২। ইহাঁদিগের নিবাস নদীয়া জিলার ধর্ম্মদহ।

হরেকৃষ্ণ তর্কবাগীশের সুত রামশঙ্কর, নন্দদুলাল বা নন্দকুমার, রামদুলাল ও শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৮। ইহাঁদিগের বংশ ধর্ম্মদহ গ্রামে বিরাজিত। রামশঙ্করের উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ, তৎসহোদর নন্দদুলাল বা নন্দকুমারের উপাধি ন্যায়বাচস্পতি। রামশঙ্করের পুত্র শিবানন্দ ২৯। পৌত্র কালিদাস, পর্য্যায় ৩০, পারিহাল মেলে গত। প্রপৌত্র

প্রসন্নকুমার ও শশিভূষণ ৩১। প্রসন্ন-সুত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ., বি. এল্. এবং শৈলেশনাথ ৩২। শশি-সুত বিধুভূষণ ৩২, রংপুর জিলার ভুষভাণ্ডার-নিবাসী।

নন্দকুমারের পুত্র রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, পর্য্যায় ২৯। পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও তারাচাঁদ ৩০। পৌত্র দ্বারকানাথ, হরিনাথ ও মহেন্দ্র-নারায়ণ; অন্যপক্ষে যদুনাথ। ইহাঁরা পূর্ণচন্দ্রের পুত্র, পর্য্যায় ৩১। তারাচাঁদ-সুত রমেশ ৩১। রমেশ ও যদুনাথের বংশাভাব। দ্বারকানাথ-সুত তিনকড়ি ও প্রমথনাথ ৩২। হরিনাথের অপর নাম হেমচন্দ্র, তৎসুত শিবচন্দ্র ৩২। মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম রজনীকান্ত, শ্যামাপদ ও নির্ম্মলচন্দ্র ৩২। মহেন্দ্র-নারায়ণ রংপুর জিলার চন্দনপাটে বিবাহে মাধাই-মেল-প্রাপ্ত।

হরেকৃষ্ণের অপর পুত্রের নাম শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ২৮। শিবচন্দ্র-সুত রাধানাথ ২৯। পৌত্র কৃষ্ণধন ৩০, প্রপৌত্র নীলমাধব ৩১। বৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বি. এ., বি. এল্. এবং ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্. এ., বি. এল্., পর্য্যায় ৩২। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র চন্দ্র-সুত চিরঞ্জীব, ক্ষিতি-সুত নাম অজ্ঞাত, পর্য্যায় ৩৩। নীলমাধব হইতে পারিহাল-মেল-প্রাপ্তি। ইহাঁরা ধর্ম্মদহে বিরাজিত।

ধর্ম্মদহ-নিবাসী নীলমণি, প্রাণনাথ, গোপাল, বিহারী এবং দিনাজপুর জিলার যবনপুরের দ্বারকানাথ-সুত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ণানন্দের বংশসম্ভূত।

দর্পনারায়ণ (ভঙ্গ) ২৭। সুত দয়ারাম, রামনাথ, হরি-নারায়ণ, গৌরহরি, নন্দকিশোর, গোপীনাথ এবং রামনিধি প্রভৃতি ২৮।

আত্মারাম-সহোদর কাশীশ্বর (২৬)-বংশ।

কাশী-সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, রামশরণ, পদ্মলোচন, কানু, লক্ষ্মণ (কেশরকুনী), যাদু ও মধু (ভঙ্গ) এবং নন্দরাম (অনপত্য মৃত) ২৭।

পূর্ণানন্দ-প্রমুখ শ্রীরাম-পুত্র মহাদেব, যাঁহার অপর নাম চাঁদ, তাঁহার বংশাবলী।—পুত্র বল্লভ ২৬। তৎসুত রুদ্র, কৃষ্ণদেব, রামজীবন (ভঙ্গ), রঘুদেব এবং বলরাম (ভঙ্গ) ২৭। কৃষ্ণদেব-সুত প্রাণবল্লভ ২৮। তৎপুত্র রামগোপাল, নিমাঞি, গোপীনাথ, দুলাল, সুন্দর, গঙ্গারাম, লোচন, রাজীব, জয়দেব ও নসীরাম ২৯। মাধবকাটীতে বাস, জিলা বরিশাল।

রুদ্র-সুত বিশু, কৃশ ও কেশব ২৮। রামজীবন-সুত শ্রীধর, নিধি, কেশব, নন্দু, রামপ্রসাদ, শঙ্কর, শ্যাম, খেলারাম ও সন্তোষ ২৮। রঘুদেব-সুত রামরাম ও রামচরণ ২৮। মুলঘড় পরগণায় ইহাঁদিগের বংশাবলী বিরাজিত। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা।

পূর্ণানন্দ-সুত গোবিন্দ (২৪)-বংশ।

গোবিন্দের কেশর আক্ষেপ, সুতরাং কেশরকুনী-ভাব। সুত রামেশ্বর ২৫। পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র, রঘুরাম ও রাজারাম ২৬। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রামনারায়ণ, শিবরাম, হরিরাম, রামকান্ত, রূপরাম, রঘুরাম, নৃসিংহ ও চন্দ্রচূড় প্রভৃতি আরও কয়েক-জন ২৭। রঘুরাম (২৬)-সুত গোকুল, রামভদ্র ও রামরাম ২৭। রাজারাম (২৬)-সুত শিবরাম ২৭ (মোল্লাবেলে নিবাসী)।

জানকীনাথ (২২)-বংশ।

সুত অনন্ত, রামভদ্র, বলভদ্র ও ভবানীপ্রসাদ ২৩। অনন্ত-সুত রাজীব সর্ব্বানন্দী-মেলে গত, পর্য্যায় ২৪।

অনন্ত-প্রমুখ রাজীব-সুত কালিদাস, হৃষীকেশ, শিবরাম এবং রামনাথ বিদ্যালঙ্কার ২৫। কালিদাস-সুত মহাদেব, রঘুদেব, কৃষ্ণদেব, রামদেব ও রামেশ্বর ২৬। মহাদেব-সুত রাধাবল্লভ, যাত, কার্ত্তিক, রামদাস, রামনারায়ণ, রূপনারায়ণ, রামকৃষ্ণ ও লক্ষ্মণ ২৭।

রাধাবল্লভ-সুত গঙ্গারাম (ভঙ্গ), কানুরাম, হৃদয়রাম, বলরাম, লক্ষ্মীকান্ত, দুর্গারাম ও মনোহর ন্যায়ালঙ্কার(ভঙ্গ) ২৮। গঙ্গারাম (ভঙ্গ), তৎপুত্র (স্বকৃতভঙ্গের পুত্র অর্থাৎ দুই পুরুষে) প্রাণনাথ ও কেবলরাম ২৯।

প্রাণনাথ-সুত জগন্মোহন, রামধন, শিবপ্রসাদ, নীলকমল, হলধর, দুর্গাচরণ ও মধুসূদন ৩০। নীলকমল-সুত রামগোপাল (চারি পুরুষে) ৩১। সেরগড়ের অন্তর্গত নারায়ণপুরে বাস।

লক্ষ্মীকান্ত-সুত রামজয় ২৯। মনোহর ন্যায়ালঙ্কার সুত অভয়াচরণ, রামলোচন তর্কালঙ্কার ও রামনিধি তর্কপঞ্চানন (২ পুরুষে) ২৯। অভয়াচরণ-সুত রামদাস (৩ পুরুষে) ৩০। রামদাস-সুত ভৈরব (৪ পুরুষে) ৩১।

রামলোচন তর্কালঙ্কার ২৯। সুত রামতনু, রামধন ও মুক্তারাম (৩ পুরুষে) ৩০। রামতনু-সুত কাশীনাথ, চণ্ডীচরণ ও নন্দকুমার (৪ পুরুষে) ৩১।

মনোহর-প্রমুখ রামনিধি সুত গুরুপ্রসাদ (৩ পুরুষে) ৩০।

ইহাঁর সন্ততিগণ মণ্ডলঘাট পরগণার নারায়ণপুরে বিরাজ করিতেছেন।

জানকী-প্রমুখ অনন্ত-পুত্র রাজীব (২৪)-বংশ।

দ্বিতীয় পুত্র হৃষীকেশ (২৫)-সুত রামজীবন ও কানুরাম। কানুর * বংশ বেলঘরিয়া গ্রামে বিরাজিত, পর্য্যায় ২৬। রামজীবন-পুত্র রামরঘু, রামচন্দ্র, রামশরণ (ভঙ্গ) ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি আর আট জন ২৭। রামশরণ-সুত সীতারাম প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৮।

জানকীনাথের দ্বিতীয় পুত্র রামভদ্র ২৩। রামভদ্র-সুত গোবিন্দ, গোপাল, লক্ষ্মীকান্ত, বিশ্বেশ্বর, নারায়ণ, চন্দ্রচূড় ও যাদবেন্দ্র ২৪। গোবিন্দ ও বিশ্বেশ্বর কেশরভাবাপন্ন। রামভদ্রের তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মীকান্ত ২৪। তৎপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও কৃষ্ণজীবন ২৫। কৃষ্ণজীবন-সুত কিঙ্কর, হরেকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, অযোধ্যারাম, গতিকৃষ্ণ, জগন্নাথ ও মনোহর ২৬। কৃষ্ণজীবনের (২৫) ৪র্থ পুত্র অযোধ্যারাম (২৬)-সুত, বাণেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর ও কালীচরণ ২৭। বাণেশ্বর-সুত রামানন্দ ও নাগারাম ২৮। রামানন্দ-সুত কৃষ্ণকান্ত ২৯। তৎসুত সুদর্শন, রামধন, শ্রীনাথ, ভোলানাথ ও রামচাঁদ ৩০। বাণেশ্বরের (২৭) দ্বিতীয় পুত্র নাগারাম ২৮। সুত গঙ্গানারায়ণ, উমেশচন্দ্র (সাং শান্তিপুর), ক্ষেত্রপাল (সাং শর, বর্দ্ধমান জিলা), পর্য্যায় ২৯।

---

* অনন্ত-প্রমুখ হৃষীকেশ-পুত্র কানু বা কানু ২৬। ইনি কানু-নামেই প্রসিদ্ধ।

জানকীনাথের (২২) বৃদ্ধপ্রপৌত্র অযোধ্যারামের বংশের একদেশমাত্র।—অযোধ্যারাম ২৬। সুত সর্ব্বেশ্বর ২৭। তৎপুত্র কমলাকান্ত ২৮। পৌত্র মাণিকচাঁদ ২৯। প্রপৌত্র মধুসূদন ৩০। বৃদ্ধপ্রপৌত্র ভোলানাথ ৩১। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র বিশ্বেশ্বর, দেবেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ৩২। ইহাঁরাও শান্তিপুর-নিবাসী, চৈতল-সংসৃষ্ট।

রামভদ্র-প্রমুখ গোবিন্দ-সুত রত্নেশ্বর ২৬। রামভদ্র প্রমুখ নারায়ণ-সুত শিবরাম ও জনার্দ্দন ২৬। শিবরাম সুত বিশ্বেশ্বর ২৭। গোবিন্দ-সুত জগদ্দুর্লভ ও বিষ্ণুরাম (ভঙ্গ) ২৭। জগদ্দুর্লভ-সুত রামচন্দ্র, নকু, রামকান্ত, রামগোপাল, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ, রঘুরাম, রামশরণ, পঞ্চানন, কেশব ও রামানন্দ ২৮। কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ-সুত কন্দর্প ও মাণিকরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি অনেক ব্যক্তি ২৯। কন্দর্প সুত গৌরীকান্ত ৩০। বর্দ্ধমান জিলার অকালপৌষ গ্রামে ও শান্তিপুরে বিবাহ হেতু ঐ দুই স্থানে ইহাঁর বংশ বিস্তৃত হইয়াছে।

রামকান্ত-সুত সর্ব্বানন্দী মেলে আদান-প্রদান-হেতু সর্ব্বানন্দী মেল-প্রাপ্ত। ইহার নাম শিবকিঙ্কর বা কিঙ্কর, পর্য্যায় ২৯।

বিষ্ণুরাম ২৭। তৎপুত্র ষষ্ঠিদাস, কৃষ্ণদেব, শুকদেব, রামনাথ ও ধনঞ্জয় ২৮, ইনি বর্দ্ধমান জিলার বড়োয়াঁ গ্রামের অধিবাসী। বিষ্ণুরাম ভঙ্গ, কাঁটোয়ার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণার আমুল-গ্রাম-নিবাসী, সর্ব্বানন্দী-মেলে গত। বিষ্ণু-পুত্র রামনাথ-সুত জানকীরাম ২৯। তৎপুত্র সাফল্যরাম ৩০।

রামভদ্র-প্রমুখ লক্ষ্মীকান্ত ২৪। সুত কৃষ্ণজীবন ২৫। তৎপুত্র অযোধ্যারাম ২৬। তৎসুত বাণেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর ও

কালীচরণ ২৭, মহিন্তা (কষ্টশ্রোত্রিয়)-কন্যা-বিবাহী, বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর ও পলাশডাঙ্গায় বাস।

ফুলিয়া-প্রকরণ।

নৃসিংহ-প্রকরণম্।—নৃসিংহ-সুতা মুরারি-সূর্য্য-গোবিন্দকাঃ। মুরারি-সুতা অনিরুদ্ধ-গৌরী-বনমালি-ভৈরব-মার্কণ্ডেয়-মদন-নিরাস-ব্যাসকাঃ। অনিরুদ্ধ-সুতা লক্ষ্মীধরহালদার-বরাহ-ধৃতিকর-শুভঙ্কর-নারায়ণ-হৃষীকেশ-গোবর্দ্ধনকাঃ। লক্ষ্মীধর-সুতা মনোহর-তিলাগ্নি-দুর্গাবর-নরোত্তম-কমল-লোকনাথ-হলধর-কিরণাঃ। মনোহরপণ্ডিত-সুতাঃ সুসেন-জগদানন্দ-গঙ্গানন্দ-ভট্টাচার্য্য-পঞ্চানন-বল্লভকাঃ। সুসেনপণ্ডিতস্যোচিতো বং বৈদ্যনাথ প্রং গং বংশধরজঃ, লভ্যো বং হিরণ্যো গং বাসুজঃ, উচিতশ্চং উদয়ঃ চৈ বলায়িজঃ, মার্জ্জনে সাধুঃ, সুসেনস্য সুতাঃ শিবাচার্য্য-ভবানী-গোবিন্দ-কানায়িকাঃ। শিবাচার্য্যস্য পিতৃ-বরেণ চং উদয়স্য কন্যা-বিবাহঃ, ততঃ সাতশতী-মুলুকজুড়ী-বিবাহঃ, ততঃ পিতৃব্য-গঙ্গানন্দভট্টাচার্য্যস্য বরেণ বং শ্রীনাথস্য কন্যা-বিবাহঃ, অত্র ধন্দ-দোষঃ, আর্ত্তিঃ গাং কেশব-নীলকণ্ঠজঃ ইতি কেচিদ্বদন্তি, ততো লভ্যো বং আনায়ি গাং হিরণ্যজঃ মুং বিং কাশীশ্বরো রমানাথস্য পশ্চাৎ, অত্র হেতুঃ উচিতশ্চং শঙ্কর চৈং উদয়জঃ, ক্ষেমো বং রামো বং যদুনাথঃ শ্রীনাথজৌ, তৎসুতা গোপীশ্বর-রত্নেশ্বর-রামেশ্বরকাঃ, এতে চং উদয়স্য দৌহিত্রাঃ। রামেশ্বরস্যোচিত্যং দুর্গাদাস আং বং জগন্নাথ-কুশৈঃ, ভ্রাতৃ-গোপীশ্বর-রত্নেশ্বর-জ্ঞাতিভ্রাতৃ-গোপীনাথ-যোগে, অত্র নারায়ণদাসী-ভাবঃ, মুং গোপীশ্বরস্য নারায়ণদাস-চৌধুরিণঃ কং

বিং, অত্র পানদোষঃ, এবং চং চৈং রামচন্দ্র-গোবিন্দয়োর্যোগে পশ্চাৎ বং সাং দুর্গাদাস-দৌহিত্রী-কন্যা গঙ্গানাম্নী চং বিশ্বেশ্বরেণ বলানাম্নিকা পশ্চাদ্ আনীতা, তস্যাং মৃতায়াং চং বিশ্বেশ্বরপুত্রৈঃ শ্রাদ্ধং কৃতং, তেন হেতুনা অত্র কুলে রজনীকরীচ্ছন্নঃ, তৎসুতা হরিবংশ-রঘুবংশ-যজ্ঞেশ্বর-রামদেবকাঃ। হরিবংশস্যোচিতো বং রাঘব আং সাং, ততঃ সাতশতী নালসী-বিবাহঃ লাড়ুগ্রামে, তত উচিতো রমাকান্ত-জ্ঞাতিভ্রাতৃ-নীলকণ্ঠস্য পশ্চাৎ আং, অত্র কানুঘোষলী-মাধবরায়ি-সম্পর্কঃ, ততস্তৎকন্যা বং শ্রীকৃষ্ণ-তর্কালঙ্কারেণ বিবহিতা। পুত্র-রাজবল্লভস্য পশ্চাৎ সাং রামকান্তজঃ, অত্র রায়িগ্রামি-সম্পর্কঃ। বং শ্রীকৃষ্ণ-তর্কালঙ্কারেণ সন্দিগ্ধ-রায়িগাঞি-বিবাহঃ, তেন ব্যস্তীভূত্বা মুং রাজবল্লভায় কন্যাং দত্বা তস্য ভগিনীং বিবাহঃ কৃতঃ, এতৎ শ্রুত্বা বং রমাকান্ত পুত্রবর-স্বীকারো ন কৃতঃ, পুনর্বরং রমাকান্তস্য আষাঢ়ুক্ষেত্রে স্বয়ংবর-সভায়াং কন্যাদ্বয়প্রং, অতএব হরিবংশকুলে বিপর্য্যয়ঃ পুত্রেঽপি, পশ্চাৎ রায়িগাঞি-পরিবেত্তৃ-দোষস্য সূচনং, তৎসুতৌ রমণ-রাজ-বল্লভৌ। রমণস্যোচিতো বং রঘুদেবো বং কামদেব আং প্রং ভ্রাতৃ-রাজবল্লভ-যোগে, অত্র পিণ্ড-দোষঃ; সাং রামেশ্বর-চক্রবর্ত্তিজৌ, তৎসুতা ভুবন-লক্ষ্মীকান্ত-গোপাল-সহস্ররাম গোবিন্দাঃ। ভবস্য পিতৃবরেণ বং রঘুদেবস্য কং বিং, উচিতো বং রাধাকান্তঃ সাং রঘুদেবজঃ, বং সীতারামঃ প্রং পুত্র-কালীচরণ-বরেণ আং সাং কামদেবজঃ, তৎসুতৌ কালীচরণ-গন্ধর্ব্বৌ। কালীচরণস্য পিতৃবরেণ বং সীতারামস্য কং বিং, তত উচিতো বং যাদবেন্দ্রঃ, তৎপুত্রাঃ সীতারাম-রামকান্ত-বরাভ্যাং প্রং। ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

বিষ্ণুর প্রশংসা।

নীলের তনয়, বিষ্ণু-নাম হয়,
বিষ্ণু সমান যে কুলে।
কুলের সাগর, মার্জ্জিত-কেশর,
জয়ী হৈল পুণ্য-বলে॥
হরি-বরে লক্ষ্মীনাথ বীরভদ্রে যায়।
ঘুচিল কুলের দায়, বীরভদ্রী পায়॥
রাঘবেন্দ্র-সুত, কেশর-ভূষিত (দূষিত),
যাদবেন্দ্র-কুলবরে।
ষষ্ঠিদাস-সুতা, রূপ-গুণ-যুতা,
বলাৎকার করি হরে॥
গোপীনাথ-সুত, কৃষ্ণ-গুণ-যুত,
সেই ষষ্ঠিদাস লৈয়া।
অপর ঠাকুর, নীলকণ্ঠবর,
কুল করে যোগ দিয়া॥
তাঁহার তনয়, বিষ্ণু-নাম হয়,
বিষ্ণু-সমান যে কুলে।
কুলের সাগর, মার্জ্জিত-কেশর,
জয়ী হৈল পুণ্য-বলে॥

খড়দহ মেলের বিশেষ বিবরণ।

গড়গড়ি, পিপ্‌লাই, সুখনালী, বারুইহাটী, মধু, নাধা, ও রায় ঘোষে খড়দহ মেলের উৎপত্তি।

(১) কামদেব-সুতাঃ সপ্ত, দামোদর-সুতাবুভৌ।
যোগেশ্বর-সুতাঃ সর্ব্বে, মধু-যোগেন ঘূর্ণিতাঃ॥ ১॥
অবসথিকুলে স্থিতি, চট্ট সত্যবান্।
সবাই শুভাই পুত্র, কর অবধান॥ ২॥
শ্রীরাম, পরমানন্দ ডিঙ্গী জনো-বংশ।
প্রতাপ তনয় দিয়া কুল করে ধ্বংস॥ ৩॥
মুকুন্দ সবাই পুত্রে করি কন্যাদান।
গর্জ্জিয়া বলয়ে কিছু, শুনি সত্যবান্॥ ৪॥
বিভাকর চট্টবর, লয়ে জ্ঞাতি-ভাই।
তার দৃষ্টি নয়নের পরিবর্ত্ত গাই॥ ৫॥
শুনিয়া নীরব হইল রাজ্ঞ অবসথী।
ঘটকে গাইল মেল, হইল পদ্ধতি॥ ৬॥
(২) প্রকৃতি গরিষ্ঠ-কুল, মুখ যোগেশ্বর।
দিনে দিনে বাড়ে শৌর্য্য কুলে পরাপর॥ ৭॥
আর্ত্তি মধ্যাংশ, ক্ষেমা পরিপাটী কুল।
দুই বাঁটে ধরে ছাতি সুমেরুর মূল॥ ৮॥
অবশেষে করি কর্ম্ম মধু চট্ট লৈয়া।
পলায় সপক্ষগণ তরঙ্গ দেখিয়া॥ ৯॥
গড়গড়ি সঙ্গে লয়ে পিপ্‌লাই দোষ।
সকল মার্জ্জিত করে বাড়াইল রোষ॥ ১০॥
(৩) শুভাই-তনয় মধু, পিতামহের দোষে।
যোগেশ্বরের ক্ষেমা ভবে কর্ম্ম-অবশেষে॥ ১১॥
মধু পেয়ে ভরদ্বাজ মুনি হল অন্ধ।
খড়দহ বলে মেল ঘটকে করে শব্দ॥ ১২॥

(৪) পদ্ধতি করিল মেল, যোগেশ্বর হয়।
সেই অনুসারে ফুলে অবশেষে কয়॥ ১৩॥
আর যত মেল দেখ নামে উৎপত্তি।
ভুবনের সার দুই কেবল পদ্ধতি॥ ১৪॥
খড়দহ-কারণ মধু, ডিঙী-দোষে গুণ।
ইহাতে আইল যে বা, একে একে শুন॥ ১৫॥
(৫) মধু-শিরে যোগরাজ প্রথম লিখন।
পর্য্যায় সমান তবে করে যে গণন॥ ১৬॥
সুন্দর পাইল আগে দর্ভ-যোগ দিয়া।
মুকুন্দ, বিক্রম দুই পিতৃপদে লৈয়া॥ ১৭॥
কামদেব-সুত আগে শ্রীধর পণ্ডিত।
কিছু তার বাসু-সুত হিরণ্য-ভূষিত॥ ১৮॥
অনিরুদ্ধ, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীমধুসূদন।
দামোদর-সুত দুই তাহাতে মিলন॥ ১৯॥
লোহাই-তনয় হৃদয়, বাণী করে সঙ্গ।
শ্রীধর পণ্ডিতবরে বাড়ায় তরঙ্গ॥ ২০॥
শ্রীগর্ভ বন্দ্যজ-সার, সবাই-নন্দন।
শঙ্কর-পণ্ডিত-সঙ্গে হইল মিলন॥ ২১॥
(৬) মধুর বিভাগ মেল হয় পাঁচ ঘর।
মধুভাবে (১) আগে লেখে, তায় যজ্ঞেশ্বর (২)॥ ২২॥
পঙ্কানর্থী (৩), বৈদ্যনাথী (৪), সিদ্ধান্ত (৫)-গণ।
যার যাতে উৎপত্তি, মন দিয়া শুন॥ ২৩॥
আগে মধু-ভাবে দেখ নয়ন, পূর্ণানন্দ।
প্রবল কুলীন সার, জগতের বন্দ্য॥ ২৪॥

পিতৃ-পিতামহ-কুলে নাহি দেখি লোক।
ভাবিত হইল, মুখে বাড়াইল শোক ॥ ২৫ ॥
শ্রীধরে হিরণ্য বন্দ্য কিছু পায় সন্ধি।
ভাবিয়া বুঝিয়া মেল হৈল খাদক-বন্দী ॥ ২৬ ॥
(৭) নয়ন, পূর্ণানন্দ মিলে আওয়ল ভাগে যার।
অতএব হরিকৃষ্ণ কর হে স্বীকার ॥ ২৭ ॥
ইদানীং কাশ্যপ-কাঞ্জারী হয় তায়।
তথাপি আগল ভাগ ঘটকেতে গায় ॥ ২৮ ॥
হৃদয় শ্রীধর-সুত, দেখিয়া নয়ন।
সমভাবে করে কর্ম্ম, চট্টজ ভুবন ॥ ২৯ ॥
বন্দ্যোর পশ্চাৎ আনে, হইয়া চঞ্চল।
হৃদয়ে হৃদয় পাইয়া, কুলীন প্রবল ॥ ৩০ ॥
(৮) ভাস্কর-তনয় তিন, ভগী-সুত তিন।
ভুবন, শ্রীপতি গাঙ্গে কিছু হয় ক্ষীণ ॥ ৩১ ॥
হৃদয়ে শ্রীরাম বন্দ্য ক্ষেম্য-ভাব যার।
ঘটকেতে আরো ভাব কিছু কয় তার ॥ ৩২ ॥
চাঁদবল্লভ, কৃষ্ণদাস হৃদয়-তনয়।
রামনাথ-চট্ট-সঙ্গে কিছু কিছু কয় ॥ ৩৩ ॥
শ্রীমস্তথানী-দোষ পেয়ে, নিজ-নামে ডাকে।
বাণী-সঙ্গে কৃষ্ণদাস বিপর্য্যায় ঠেকে ॥ ৩৪ ॥
ত্রিদোষ বলিয়া থাক তার পর দেখি।
আপনি জড়িত বায় পণ্ডিত জানকী ॥ ৩৫ ॥
ত্রিদোষ পাইলে, কোথা কার আছে ত্রাণ।
এক স্থানে তিন দোষ না হয় সংস্থান ॥ ৩৬ ॥

দুই দোষে পাইল কি বা জানকী পণ্ডিত।
বিপর্য্যায় দোষের প্রায় হইল মূর্চ্ছিত ॥ ৩৭ ॥
(৯) ত্রিদোষের কথা ভাই, শুন মন দিয়া।
ঘটকেন্দ্র-সুতে কয়, মহিমা ভাবিয়া ॥ ৩৮ ॥
লোহাই-তনয় বাণী, কাঁটাদিয়া-রাজ।
অপন্নয়ে যার সুত নীল, জগন্নাথ ॥ ৩৯ ॥
ঘোষাল ভুবন-সুত, জগাই ভাঁড়ারি।
উদ্বাহ না করি তারে, সারমাত্র চুরি ॥ ৪০ ॥
(১০) অতঃপর শুন কিছু বিশেষ নিগূঢ়।
দেবরাজ-সুত মিতু, বিবাহ যে গুড় ॥ ৪১ ॥
রামভদ্র বিশো-সুতে তার কন্যা-দান।
পর্য্যায় করেন কোথা, বিশ্বনাথ পান ॥ ৪২ ॥
ব্যস্তমতি অবসথী, বাণী বন্দ্যো ভেট।
বাণী-পর্য্যায়-জানকীপণ্ডিত-মাথা-হেঁট ॥ ৪৩ ॥
(১১) তার পর গুণানন্দের দোষ শুন কই।
অচ্যুত-বংশজ অবসথী চট্ট সেই ॥ ৪৪ ॥
হৃদয় লোহাই-সুত, তার সুত রাম।
নিরূপণ কৈল, তারে দিবে কন্যা-দান ॥ ৪৫ ॥
কর্ম্ম চ্যুত হয়ে, সে গেল দরবার।
সুসিদ্ধ হইয়া, দেশে এল পুনর্ব্বার ॥ ৪৬ ॥
অদত্তা দেখিল কন্যা ঘরে বিপরীত।
হৃদয় আনিয়া বন্দ্য, করিল ত্বরিত ॥ ৪৭ ॥
(১২) অতঃপর শুন কিছু যোগেশের গতি।
প্রথমে দীঘাড়ী-সুতা-গ্রহণ দুর্ম্মতি ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বে পিতার আঠা, নাহি তায় গালি।
স্বকর্ম্মে মধুর ভাগ, ঘটকেতে বলি ॥ ৪৯ ॥
সুন্দর-তনয় মধু পাইল যখন।
মধু মীর-কদম্বেতে হইল মিলন ॥ ৫০ ॥
রঘু-বন্দ্য-সুতা সপ্ত রসের সুন্দরী।
মীর-কদম্ব-পালিতা হল ভূরি ভূরি ॥ ৫১ ॥
দীঘাড়ী কদম্ব পেয়ে, কাঁপে থরথরি।
মধু-যোগে স্থির হয় ভাগ যজ্ঞেশ্বরী ॥ ৫২ ॥
(১৩) অবসথি-কুলে স্থিতি, চট্ট ভগবান্।
প্রথমে দীঘাড়ী-বিয়ে, যজ্ঞেশ্বরী পান ॥ ৫৩ ॥
পরেতে পণ্ডিত মিত্র, ধন্ধ-সঙ্গে তবে।
রঘুনন্দন বন্দ্য পেয়ে যজ্ঞেশ্বরী ভাবে ॥ ৫৪ ॥
অবশেষে বাণীনাথ, কামাই-নন্দন।
রজনীকরীর দোষে হইল মিলন ॥ ৫৫ ॥
পঞ্চানন্দী পাঁচ দোষ, কুলে মহাধ্যান।
এক ঠাঁই পাঁচ দোষ, না হয় মিলন ॥ ৫৬ ॥
সন্দিগ্ধ কাঞ্জিবিল্লী, রজনী ঘটক।
তার সুত বাণী মুখ, পরিণয়-সুখ ॥ ৫৭ ॥
বিষ্ণুদ্বয়ের কথা কই, শুন তার হেতু।
সুন্দরজ এক বিষ্ণু, কুলজের কেতু ॥ ৫৮ ॥
শ্রোত্রিয় বিষ্ণুর কন্যা বিষ্ণু বন্দ্যো দান।
এই হেতু দুই বিষ্ণু কুলাচার্য্যে গান ॥ ৫৯ ॥
কেহ বলে, কাশ্যপেতে চট্ট পঞ্চানন।
সংশয়-শ্রোত্রিয়-কন্যা তাহাতে মিলন ॥ ৬০ ॥

কেহ বলে, পূর্ব্বদানে শৃগাল-সভায়।
তার বংশের তনয়ে কেহ কেহ গায় ॥ ৬১ ॥
তার সুতা করে বিভা পণ্ডিত পূরাই।
আচার্য্যশেখর-সুতা উদ্বাহ মনাই ॥ ৬২ ॥
সন্দিগ্ধ-শ্রোত্রিয় সেই, জেনো সর্ব্বমতে।
এইহেতু পিণ্ড তারে দেন ভগীরথে ॥ ৬৩ ॥
পূরোনাথে আগে দেখ চট্ট পঞ্চানন।
পশ্চাৎ মনাই লয়ে, উভয়-মিলন ॥ ৬৪ ॥
এখন রজনী বর্ত্তে পূরো-মনো-বংশ।
বুঝিয়া দেখহ ভাব, রজনীর অংশ ॥ ৬৫ ॥

(১৪) রজনীতে রত্ন, গোপী, ঠাকুর কানাই।
চৈতলে নিবাস, বংশ তার পর গাই ॥ ৬৬ ॥
ইদানীং বন্দ্য-রাজ পাঠক-সন্তান।
যজ্ঞেশ্বরী-সম ভাব রজনীতে পান ॥ ৬৭ ॥
মৃত্যুঞ্জয়-মুখ-বংশ বড়ই প্রবন্ধ।
রজনী-প্রধান চট্ট শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬৮ ॥

(১৫) বংশধর-সুত বৈদ্যনাথ গুণমতি।
পিতৃ-দোষে পিণ্ডভাবে কুলে অবসথী ॥ ৬৯ ॥
দিনেশ, কুলেশ চট্ট চৈতল-প্রধান।
নিজপুত্র কৃষ্ণদাসে করে পিণ্ডদান ॥ ৭০ ॥
হরি-মিশ্র-সুত কৃষ্ণ, কান্তি-সুতা-পতি।
দিনকর-সুতা, কৃষ্ণ তার অব্যাহতি ॥ ৭১ ॥
বংশধর-সুত কৃষ্ণ, রণ্ড-দোষ ছিল।
তিন কৃষ্ণে জড়াজড়ি একবারে হল ॥ ৭২ ॥

পুনর্ব্বার বংশ হরি, কুল অকস্মাৎ।
উদয়কৃষ্ণ-বর তায়, শুনি বজ্রাঘাত ॥ ৭৩ ॥
(১৬) তার পর দিনকর চৈতল-সমাজে।
না বুঝিয়া করে কর্ম্ম, সহপিও মজে ॥ ৭৪ ॥
এইহেতু বৈদ্যনাথ আনায় ত্বরিত।
মদে মত্ত হয়ে এল শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত ॥ ৭৫ ॥
তাহাতে পাইল মধু, বন্দ্যজ সারথি।
এইহেতু হল ভাগ শুদ্ধ বৈদ্যনাথী ॥ ৭৬ ॥
কেহ বলে, হরি-সুত বন্দ্য পুনর্ব্বার।
তাহার পশ্চাৎ দাশো (দাশু) বন্দ্য বলাৎকার ॥ ৭৭ ॥
শ্রীকণ্ঠ, গোপাল দ্বয় এই ভাবে মজে।
ভবানী, গোবিন্দরাম আনে ফুল্লরাজে ॥ ৭৮ ॥
ইদানীং রজনী-দুষ্ট আনে কতজন।
রজনীর বাধ্য ভাগ, ঘটকেতে কন ॥ ৭৯ ॥
(১৭) সিদ্ধান্তবাগীশ এক হড়-বংশ শূর।
লোহাই-সুতে সুতা দিয়া, ডাকিল প্রচুর ॥ ৮০ ॥
কামদেব-সুত মধুসূদন আচার্য্য।
নিজ-বংশে চূড়ামণি, বড়ই মাৎসর্য্য ॥ ৮১ ॥
মধু সুতে সুতা দিব, করি অনুমান।
নরাই আনিতে, লোক দিল আগুয়ান ॥ ৮২ ॥
(১৮) হেথা কৃষ্ণানন্দ-সুতা, হড় বাগীশের ঘরে।
অদত্তা আছিল কন্যা, থাকে অন্তঃপুরে ॥ ৮৩ ॥
মধু-সুতা আনে মধু-সুতের গণন।
লোকমুখে শুনি ভট্ট হর্ষান্বিত-মন ॥ ৮৪ ॥

বলে ছলে নরহরি, আনি গৃহান্তর।
বন্দ্য-সুতা দিল দান, লোক-অগোচর ॥ ৮৫ ॥
রাত্রি-শেষে পলাইল চট্ট নরহরি।
উপনীত হইল গিয়া আচার্য্যের পুরী ॥ ৮৬ ॥
আচার্য্য দিলেন সুতা তারে বিধিমতে।
জানিল বিশেষ, হড় ডাকে ঘটকেতে ॥ ৮৭ ॥
(প্রকৃতি) দুর্গাদাস বড়, সর্ব্বকাল আছে দড়।
যে পায় প্রকৃতি-সঙ্গ, সেই হয় বড় ॥ ৮৮ ॥

(১৯) প্রকৃতি-কারণ ভাগ হইল বৈদ্যনাথা।
সিদ্ধান্ত হইল তথা হড়ের খ্যেয়াতি ॥ ৮৯ ॥
ইহাতে আনিল যে বা একে একে গণ।
কেশব সবাই-সুত, তার দোষ শুন ॥ ৯০ ॥
জগ-ঘোষে দুষ্ট সেই বন্দ্য-শিরোমণি।
এইহেতু আনে জীয়ো, পরাভব মানি ॥ ৯১ ॥
ত্রিদোষ লক্ষ্মণ রায় গুণানন্দ-ভাগে।
দেখিয়া, পরম মেলে ইহাতেই লাগে ॥ ৯২ ॥
ঝিয়া-বাদে অনন্ত চট্ট বড়ই সুজন।
লজ্জা পেয়ে নরহরি, পশ্চাৎ গমন ॥ ৯৩ ॥
বলে ছলে চণ্ডিদাস, সন্তোষের পাকে।
পরেতে বাসুর সঙ্গ, কুলাচার্য্য ডাকে ॥ ৯৪ ॥
পুনর্জ্জ্যেষ্ঠভাগ তার, বৃথামাত্র কথা।
মধু-বিভাগ মেল-প্রকৃতিতে গাঁথা ॥ ৯৫ ॥

(২০) হরি মিশ্রের কথা তবে শুন এইক্ষণ।
ফুলিয়া-বংশেতে হরির জন্ম অকারণ ॥ ৯৬ ॥

এক দোষ নহে, হরির তিন দোষে পার।
রণ্ড, পিণ্ড আদি করি, শেষে বলাৎকার॥ ৯৭॥
অবশেষে কর্ম্ম-দোষে দামো-সঙ্গ-ছলে।
সর্ব্বানন্দ-বাধা মেল, কুলাচার্য্য বলে॥ ৯৮॥
দিনেশ-তনয় জগো, দৈবকী হরি-সুত।
ভাগ্য-ফলে এই মেলে বাড়াইল যূথ॥ ৯৯॥
ভবানন্দ হরি-সুত, বড়ই অধম।
বিবাহ কুৎসিত তার, পরেতে বিষম॥ ১০০॥
সত্যবানের দুই পুত্র, সবাই, শুভাই।
মুকুন্দে সবাই-সুতে বিবাহ ডিঙীসাঁই॥ ১০১॥
রায়ের দোষে পর্য্যায়ে ঠেকিল সত্যবান্।
সেইকালে যোগেশ্বর মধু চট্ট পান॥ ১০২॥

সারাবলী—মেলমালা।

ভ্রম-সংশোধন।

শ্রীচৈতন্য-দেবের গোত্র-বিষয়ে মত-ভেদ।

তিনি বাৎস্য-বংশাবতংস, সাম-বেদী।

অনেকের সংস্কার আছে যে, শ্রীচৈতন্য-দেবের মর্ত্ত্য হইতে তিরোধান-হেতু সাম-বেদী ভরদ্বাজ-গোত্র পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলের একবারে অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। এক্ষণে যে সকল প্রমাণ-প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি আদৌ ভরদ্বাজ-গোত্র-সম্ভূত নহেন। এ বিষয়ে দুইটী বিশিষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। প্রথম, মুরারি-গুপ্ত-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত মহাকাব্যে যাহা উল্লিখিত আছে, তাহা এই।

নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী তস্য জন্মনা হর্ষিতঃ।
স জগামাশ্রমং তূর্ণং জামাতুঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ২৩ ॥
জগন্নাথং সমাহূয় শচীং সম্বোধয়ন্ সুধীঃ।
দৌহিত্রজন্মকালজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥
অয়ে পুরুষসিংহোঽয়ং জাতঃ শ্রেষ্ঠে বৃহস্পতৌ।
অসৌ সর্ব্বস্য লোকস্য পাতা নিত্যং ভবিষ্যতি ॥২৫॥
সুশীলঃ সর্ব্বধর্ম্মাণামাশ্রয়ো ন্যাসিনাং বরঃ।
প্রীতিদঃ সর্ব্বভূতানাং পূর্ণামৃতকরো যথা ॥ ২৬ ॥
সমুদ্ধর্ত্তা সদৈবায়ং পিতৃমাতৃকুলদ্বয়ম্।
এবমুক্তে দ্বিজে তস্মিন্ সর্ব্বে প্রমুদিতা জনাঃ ॥ ২৭ ॥
মাতা হর্ষমতীবাপ শ্রুত্বা তৎ পিতৃভাষিতম্।
বাৎসল্যশ্চকার পুত্রস্য জাতকর্ম্মমহোৎসবম্ ॥ ২৮ ॥
তাম্বূলং চন্দনং মাল্যং গন্ধং প্রাদাৎ দ্বিজাতয়ে।
ক্রমেণোত্থানকর্ম্মাণি মঙ্গলানি চকার সঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি মুরারিগুপ্তবিরচিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে
প্রথমপ্রক্রমে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

শ্রীহট্টদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের
পিতৃপৈতামহিক বাসস্থান-বিষয়ে সন্দেহাভাব।

ইহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য কবি জয়ানন্দের কাব্য উদ্ধৃত হইল। যথা—

শ্রীহট্টদেশে অনাচার, দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকা-চুরি, অনাবৃষ্টি, মড়ক লাগিল ॥

উচ্ছন্ন হইল দেশ, অরিষ্ট দেখিয়া।
নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, মিশ্র পুরন্দর।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল সত্বর॥
কোন্ দেশে রহিব, সবার অনুমান।
এদেশে না পাব রক্ষা, চল অন্য স্থান॥
মোসবার বসতি যোগ্য গঙ্গার কূলে।
নন্দ যেন ছাড়িলেন উৎপাতে গোকুলে॥
পূর্ব্বে মোরে কহিয়াছিলা এক যতিরাজ।
এদেশ ছাড়িয়া, যাহ নদীয়া সমাজ॥
অনাচার-দেশেতে বসত যোগ্য নহে।
শ্রীহট্টে উত্তম লোক তিলার্দ্ধ না রহে॥
কৃষ্ণ-আর্ত্তি-রতি-মতি-সমাজে বসতি।
তীর্থপূত, জ্ঞানযুত, জিতেন্দ্রিয়, যতি॥
গঙ্গা, বৈষ্ণব, মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
অল্প ভাগ্যে নহে লোক এ সবে প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নান করিব, বসিব নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-নিবাস আর কিবা জপ তপে॥
দিব্যদোলা চড়ি মিশ্র সবান্ধবে আসি।
গঙ্গা নবদ্বীপ দেখি প্রেমানন্দে ভাসি॥
ভূমি-স্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে।
নানাবর্ণের লোক বসে জাহ্নবীর কূলে॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-কমল।
জয়ানন্দানন্দে গায় প্রভুর মঙ্গল॥

শচীদেবীর সন্তান-সংখ্যার পরিচয়।

শচীগর্ভে অষ্ট কন্যা যথাকালে হৈল।
দৈব-নির্ব্বন্ধে দিন কত কাল গেল॥
জগন্নাথ মিশ্র হৈল মিশ্র পুরন্দর।
সৎকবি, পণ্ডিত, মহাতার্কিক, সুন্দর॥
উগ্র তপ দেখি সর্ব্বলোকে চমৎকার।
স্নান, সন্ধ্যা, নিত্যশ্রাদ্ধ, ভূদেব-আচার॥
বলি, হোম, জপ, যজ্ঞ, পূজা ধূপ-দীপে।
শ্রীভাগবত পাঠ করেন গোবিন্দ-সমীপে॥
আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ-নাম।
দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥
নিরবধি ডাকা-চুরি, অনিষ্ট দেখিয়া।
নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইয়া॥
তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়া কৌতুকে।
বিশ্বরূপ-দশ-কর্ম্ম করি একে একে॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি-প্রাণ লয়॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পৈতৃক-বসতির স্থান-সন্নিবেশ।

"শ্রীহট্টদেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্ব্বসুখময় স্থান, ক্ষিতি-অনুপাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী, উত্তরদিকেতে গোমতী।
পশ্চিমে ঢোলসমুদ্র, দক্ষিণে করাতি॥
জয়পুরে শত শত ব্রাহ্মণের ঘর।
দিব্যমূর্ত্তি, মহাবিদ্যা, মহাধনেশ্বর॥

কবির মহাকুল, মহাবংশ-প্রসূত।
দিগ্বিজয়ী, নিজ দর্শন-ব্যাখ্যা-চতুর্মুখ॥
হেন বংশে জগন্নাথ মিশ্রের উৎপত্তি।
শচী বিভা দিল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
বাসুদেব চক্রবর্ত্তী জন্মিলা শ্রীহট্টে।
শচী জগন্নাথ নাম ধরিলা নিকটে॥" ৫।২।৫—৬।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষের বংশাবলীর পরিচয়।

১। "আসীৎ শ্রীহট্টমধ্যস্থো মিশ্রো মধুকরাভিধঃ।
পাশ্চাত্যবৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
বরেণ্যৈশ্চৈব তেনেহ কিয়দ্ভূমিকরোৎকরা।
বরগঙ্গেতি যো দেশঃ সুজনৈঃ পরিগীয়তে॥
তস্য মধ্যেহেকপুত্রো হিত্বা দেশন্তু পৈতৃকম্।
শ্রীমদুপেন্দ্রমিশ্রাখ্যঃ প্রধানং স্থানমাগমৎ॥
কৈলাস-সন্নিধানে তু গুপ্তবৃন্দাবনং মহৎ।
ইক্ষুনাম্নী তস্য পূর্ব্বে কালিন্দীসদৃশী নদী॥
বৃদ্ধগোপেশ্বরস্তত্র দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
কৈলাসস্যোত্তরে কুণ্ডং গুপ্তং পরমশোভনম্॥
আস্তেঽমৃতাখ্যং লোকৈস্তৎ কদাচিদপি দৃশ্যতে।
বভূবুঃ সপ্ত পুত্রাশ্চ তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ॥
ধীমন্তং স্বসুতং বীক্ষ্য জগন্নাথং গুণার্ণবম্।
কাতন্ত্রাদীনি শাস্ত্রাণি পাঠয়ামাস স দ্বিজঃ॥
আবেশং তস্য তত্রৈব দৃষ্ট্বা মিশ্রঃ প্রতাপবান্।
প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে॥" ১ম সর্গ।

২। "নিশম্য গুণরূপাণি শ্রীলবৈদিকসত্তমঃ।
নীলাম্বরো দ্বিজবরো দ্রষ্টুং তং প্রযযৌ মুদা॥
দৃষ্ট্বা তং নরশার্দ্দূলং চক্রবর্ত্তী স্বধর্ম্মরাট্।
অস্মৈ কন্যাং প্রদাস্যামি সুশীলায় মহাত্মনে॥
ইতি নিশ্চিত্য মনসা স গত্বা নিজনিকেতনম্।
ভার্য্যায়ৈ কথয়ামাস মনসা যৎ কৃতন্তু তৎ॥
প্রাজাপত্যবিধানেন জগন্নাথায় ধীমতে।
শুভে দিনে প্রদদৌ তু শচীং স্বীয়সুতাং বরাম্॥
কৃত্বা পাণিগ্রহং শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ।
জগন্নাথোঽবসৎ প্রীত্যা কান্তয়া শৌর্য্যয়া বৃতঃ॥"
চৈতন্যোদয়াবলী, ২য় সর্গ।

পাশ্চাত্য বৈদিক বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ উভয়েই উৎকল হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীহট্টে বাস করিবার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় ছিলেন? এ সম্বন্ধে কবি জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

"চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্ব পুরুষ আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালায়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥
সেই বংশে পরম বৈষ্ণব, কমললোচন তাঁর নাম।
পূর্ব্বজন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি তাঁর ঘরে করিল বিশ্রাম॥"
৪৮।২।১।

ইহাদ্বারা জানা গেল যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলের যাজপুরে বাস করিতেন। তদ্দেশীয় ভ্রমরনামক

রাজার ভয়ে সেই স্থান হইতে তাঁহারা শ্রীহট্টদেশে পলায়ন করেন।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবেই ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণের অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। যথা—

"যো হি গৌরাঙ্গরূপেণ তারয়ামাস পাতকাৎ।
যন্নামকীর্ত্তনাল্লোকাঃ পৃথিব্যাং সাধকোত্তমাঃ॥
ভবন্তি যস্য কর্ম্মাণি অত্যাশ্চর্য্যাণি ভূতলে।
তস্য সন্ন্যাসনাদেব ভরদ্বাজো ন বিদ্যতে॥"

বৈদিককুলপঞ্জিকা।

এরূপ স্থলে চৈতন্যের জ্ঞাতিবংশের অস্তিত্বেও ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। বাৎস্যগোত্র বলিয়াই ভাগবতগণের বিশেষ প্রত্যয় আছে।

শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র যেরূপ বংশাবলী দিয়াছেন, তাহা এই—

মধুকর মিশ্র
- উপেন্দ্র মিশ্র
  - কংসারি
  - পরমানন্দ
  - জগন্নাথ
    - বিশ্বরূপ
    - বিশ্বম্ভর (চৈতন্যদেব)
  - সর্ব্বেশ্বর
  - পদ্মনাভ
  - জনার্দ্দন
  - ত্রিলোকনাথ

শ্রীহট্টে ঢাকার দক্ষিণে চৈতন্যের জ্ঞাতিবংশীয় যে সকল ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহাদের বৎস গোত্র ও পঞ্চ প্রবর;

যথা—ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলপঞ্জিকায় যেরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—১০০২ শকে সমাগত চারি ব্রাহ্মণের অন্যতম—১ জিতামিত্র মিশ্র, তৎপুত্র ২ মাধব, তৎপুত্র ৩ কন্দর্প, তৎপুত্র ৪ অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ৫ বিশ্বপতি, তৎপুত্র ৬ ভর্গদেব, তৎপুত্র ৭ কার্ত্তিক, তৎপুত্র ৮ দর্পহারী, তৎপুত্র ৯ শিবরাম, তৎপুত্র ১০ রমাপতি, তৎপুত্র ১১ জগন্নাথ। জগন্নাথের দুই পুত্র, বিশ্বরূপ ও নিমাই (গৌরাঙ্গ, বংশাভাব)।

এইখানেই বিশেষ সন্দেহ জন্মে। যথা—জিতামিত্র মিশ্র হইতে জগন্নাথ মিশ্র অধস্তন দশম পুরুষের ব্যক্তি। এই দশ পুরুষমধ্যে কোন ব্যক্তিরই দ্বিতীয় পুত্র জন্মে নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা।

গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ-রচিত চৈতন্যচরিতেও ঠিক এইরূপ বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কথাগুলি এই—

যতো জিতামিত্রস্তথাত্মজা ইহ
কামেশ-রামেশ-রমেশ-মাধবাঃ।
আদ্যত্রয়াণাং তনয়ো ন বিদ্যতে ;
কন্দর্পকং পুত্রমবাপ মাধবঃ ॥ ১ ॥
তস্যানিরুদ্ধাহ্বয়নন্দনোঽজনি
ততঃ সুতো বিশ্বপতীতি বিশ্রুতঃ।
বভূব ভর্গাভিধসন্ততিস্ততঃ
প্রকীর্ত্তিতস্তস্য সুতশ্চ কার্ত্তিকঃ ॥ ২ ॥
শ্রীদর্পহারী তনয়োঽভবত্ততঃ
স চ প্রপেদে শিবরামনন্দনম্।

শিবস্য পুত্রো বিদিতো রমাপতি-
স্ততো জগন্নাথসমাহ্বয়দ্বিজঃ ॥ ৩ ॥
শ্রীবিষ্ণুদাসেত্যভিধস্য ধর্ম্মিণো
রথীতরস্যাজমুখীং সহোদরাম্।
শচীতি নাম্নীং প্রিয়মেব সুপ্রিয়া
যতির্জগন্নাথ ইবাগ্রহীৎ স চ ॥ ৪ ॥
ততঃ শচীগর্ভসমুদ্ভবাবুভৌ
যশোনিধানাবতিভাববোধকৌ।
অপূর্ব্বরূপোঽপ্রতিমোঽপি পূর্ব্বজঃ
শ্রীবিশ্বরূপেত্যভিধানধারকঃ ॥ ৫ ॥
বাল্যকালে বিহায়ৈব সর্ব্বান্ বিষ্ণুপরায়ণঃ।
সন্ন্যাসমুত্তমং মত্বা ধ্রুববৎ কাননং যযৌ ॥ ৬ ॥
শচী চ ক্লিষ্টচিত্তাপি চৈতন্যাশাবশাদ্গৃহে।
গত্যন্তরবিহীনা সা নীতিজ্ঞাসীৎ সুনীতিবৎ ॥ ৭ ॥
হরিনামপ্রচারায় কলিবধাস্ত্রকর্ম্মণে।
পূর্ণিমায়াং শকাব্দেঽব্ধিবিয়দ্বেদবিধৌ ভবে ॥ ৮ ॥
ফাল্গুনে ফাল্গুনীযোগে গোগ্রহে রজনীমুখে।
শ্রীশচ্যা গর্ভদুগ্ধাব্ধেগৌরচন্দ্রোদয়োঽভবৎ ॥ ৯ ॥
গোপীশো গৌরচন্দ্রঃ কলুষবিগলিতোঽসৌ কলেঃ কালরূপঃ
সংসারেঽসারসারে স্মরশরশমনঃ সারসন্ন্যাসিশিষ্টঃ।
ইতীব শাঠ্যেন শঠৈঃ শঠঃ শিরোবিরাগরাগৈরভিরঞ্জিতাকৃতিঃ
শাকে শশাঙ্কানলবেদচন্দ্রমে বিহায় গেহং প্রজগাম কাননম্॥১০॥
গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ-বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত।

বল্লভী মেল।

দুর্গাবর (২২)-সুত শ্রীনিবাস ২৩। পৌত্র রামচন্দ্র ২৪। প্রপৌত্র গোপাল মজুমদার ২৫। বৃদ্ধপ্রপৌত্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ২৬। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গোপী সার্ব্বভৌম ২৭। গোপী সার্ব্বভৌম-সুত তিন; যথা—শিবরাম সিদ্ধান্তবাচস্পতি, রামভদ্র সিদ্ধান্ত ও গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ ২৮। রামভদ্র-সুত বৈদ্যনাথ ও নারায়ণ ২৯। নারায়ণ-সুত পাঁচ; যথা—রত্নেশ্বর, চন্দ্রচূড়, রামরাম, জয়দেব ও মনোহর ৩০। রত্নেশ্বর-সুত পাঁচ; হরিদেব, কৃষ্ণদেব, রামকিশোর, ব্রজকিশোর ও আনন্দীরাম তর্কালঙ্কার ৩১। হরিদেব-সুত রাধামোহন (ষষ্ঠিদাস) ৩২। রাধামোহন-সুত শম্ভুনাথ ৩৩। শম্ভু-সুত মনোহর (রামমোহন) ৩৪। মনোহর-সুত কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় ৩৫। তৎপুত্র রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৬। পূর্ব্বে বাদকুল্যা-বাসী ছিলেন, এক্ষণে শান্তিপুর-বাসী।

আনন্দীরাম তর্কালঙ্কারের (৩১) চারি পুত্র; যথা—রামলোচন, নবকুমার, রামমোহন ও তারিণীচরণ ৩২। রামলোচন-সুত তিন; রামপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ ৩৩। নবকুমার-সুত গোবিন্দচন্দ্র এবং মথুরামোহন ৩৩। মথুরামোহন-সুত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৪। ইহাঁরা বরাহনগর-নিবাসী। শম্ভু মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইদানীন্তন ইংরাজী ভাষার সংবাদপত্রের লেখকদিগের অগ্রণী, দুর্গাবর পণ্ডিতের অধস্তন বংশের রত্ন, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকগণের ইংরাজী লিখন-শিক্ষার গুরু এবং বঙ্গদেশের ভূষণস্বরূপ ছিলেন।

দুর্গাবর-প্রপৌত্র গোপাল মজুমদার-প্রমুখ মধু-সুত বিশ্বেশ্বরের (২৭) বংশের একদেশ।

বিশ্বেশ্বর (২৭)-সুত রামগোবিন্দ ও জয়দেব ২৮। রামগোবিন্দের সুত-সংখ্যা সাত; যথা—রামদেব, রামানন্দ, রামকেশব, রামসন্তোষ, ব্রজদেব, পরমানন্দ ও সদানন্দ ২৮। রামদেব-সুত রাধাকৃষ্ণ, রামশঙ্কর ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। রামশঙ্কর-সুত রামরাম ৩০। রাধাকৃষ্ণ-সুত রামপ্রসাদ ৩০। তৎপুত্র রামকমল ৩১। তৎপুত্র নীলরতন ৩২।

রামানন্দ (২৮)-সুত রামকৃষ্ণ ২৯। তৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয় ৩০। তৎসুত কৃষ্ণহরি ও গৌরহরি ৩১। কৃষ্ণহরি-সুত পুণ্ডরীকাক্ষ ৩২। তৎপুত্র জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতি ৩৩।

রামকেশব (২৮) সুত কালাচাঁদ ও রামসুন্দর ২৯। রামসুন্দর-সুত গৌরমোহন ৩০। তৎসুত যাদব ৩১। যাদব-পুত্র বিপিন ৩২। বিপিন-সুত গোপাল প্রভৃতি ৩৩।

রামসন্তোষ (২৮)-সুত ইন্দ্রনারায়ণ, নরনারায়ণ ও হরিনারায়ণ ২৯। ইন্দ্র-পুত্র চন্দ্রমোহন ৩০। পৌত্র কার্ত্তিক মুখোপাধ্যায় ৩১।

ব্রজদেব (২৮)-সুত অনেক, তন্মধ্যে দশজনের নাম প্রসিদ্ধ—রামশঙ্কর, গঙ্গারাম, রামকানাই, রামকুমার, হরেকৃষ্ণ, কালিদাস, হরিরাম, প্রভুরাম, কৃষ্ণানন্দ ও রামহরি ২৯।

পরমানন্দ(২৮)-সুত প্রাণকৃষ্ণ, গোকুল, হরিশঙ্কর ও শিব ২৯। হরিশঙ্কর সুত রামমোহন ও কালাচাঁদ ৩০।

দুর্গাবর পণ্ডিত-প্রমুখ রামচন্দ্রের ধারায় গোপাল মজুমদার-বংশের একদেশ

(মূলপুস্তক ৪১২ ও ১ম পরিশিষ্ট ১১৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

গোপাল মজুমদারের পর্য্যায় ২৫। তাঁহার চারি পুত্র; হরি ন্যায়ালঙ্কার, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, মথুরেশ ও মধু ২৬। হরি-সুত বিষ্ণুরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ ২৭। শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র যাদবেন্দ্র ২৮। পৌত্র রামকান্ত ২৯। প্রপৌত্র গৌরীচরণ ৩০। বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রামরতন ও কালীপ্রসাদ ৩১। রামরতন-সুত পার্ব্বতীচরণ ও রাধানাথ ৩২। রাধানাথ নিঃসন্তান। পার্ব্বতী (ভঙ্গ)-সুত রামকৃষ্ণ, প্রসন্ন, গিরিশ, শ্যাম ও অম্বিকা প্রভৃতি ৩৩। রামকৃষ্ণ-সুত মহেন্দ্র ৩৪।

কালীপ্রসাদ-সুত রমানাথ ও দীননাথ ৩২। দীননাথ ধন বিজয় বংশের রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। রামসুন্দরের পুত্রের নাম চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা পটোলডাঙ্গা-বাসী। কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান পানিহাটী গ্রাম। দীননাথের সহধর্ম্মিণীর নাম লক্ষ্মীমণি দেবী, ইনি দেওয়ান অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। দীন-সুত দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র ৩৩। উপেন্দ্র-সুত বীরেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর ৩৪। রামরতন-প্রপৌত্র মহেন্দ্র ও কালীপ্রসাদ-প্রপৌত্র বীরেশ্বরাদি পরস্পর তুল্যসম্বন্ধ।

রামনাথ-বংশ।

গোপাল মজুমদারের সহোদর রামনাথের (২৫) ধারার এক-দেশ যথা—রামনাথ-পুত্র গোপী রায় ও মুকুট রায় ২৬। গোপী-সুত রঘু ও জানকীনাথ ২৭। রঘু-সুত প্রাণনাথ (প্রিয়নাথ),

নরদেব, রামগোবিন্দ ও নন্দরাম ২৮। প্রাণনাথ-পুত্র রামদেব ২৯। তৎসুত বিশ্বেশ্বর ৩০ (১১৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

জানকীর পর্য্যায় ২৭। জানকীনাথের পুত্র বলরাম, বাণেশ্বর, কানু ও নিধি ২৮। বাণেশ্বর-সুত মনসুখ ও দয়ারাম ২৯। মনসুখ-পুত্র ভরত, সদাশিব, হরিহর ও রামচন্দ্র ৩০।

বিশ্বেশ্বরের পর্য্যায় ৩০। বিশ্বেশ্বর-সুত ব্রজ ও গদাধর ৩১। ব্রজ-সুত কালী ও রামকুমার ৩২। কালী-সুত লক্ষ্মীনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও জগন্মোহন (জগু) ৩৩। লক্ষ্মীনারায়ণ (৩৩)-পুত্র বেচারাম ৩৪।

জয়নারায়ণের (৩৩) পুত্র হারাণ ও দ্বারিক ৩৪। হারাণ-পুত্র গোপাল ও তুলসী ৩৫। গোপাল-পুত্র নন্দলাল ৩৬।

জগন্মোহনের (৩৩) পুত্র ক্ষেত্র ৩৪। ক্ষেত্র সুত অন্নদা ৩৫।

দ্বারিকানাথ (৩৪) দেওয়ান অভয়াচরণের সহোদর তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা যোগমায়াকে বিবাহ করেন। যোগমায়ার গর্ভে তাঁহার সাত পুত্র জন্মে। যথা—শরৎ, হেম, নরেশ, পূর্ণ, ইন্দ্র, কিরণ ও অতুল, পর্য্যায় ৩৫। শরচ্চন্দ্রের পুত্র প্রফুল্ল ও নির্ম্মল ৩৬।

মুং ফুং বল্লভী, গদাধর-বংশ

(১১৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

গোপী-রায়-প্রমুখ জানকীনাথের ধারায় গদাধর ৩১। গদাধর-সুত রামকান্ত, হারাধন ও আনন্দ ৩২। আনন্দ-সুত নীলমণি, হারাণ ও ঈশ্বর ৩৩। নীলমণি-সুত কৃষ্ণনাথ ৩৪। হারাণ-সুত অন্নদা ৩৪। অন্নদা সুত ব্রজেন্দ্র, কিশোরী,

সিদ্ধেশ্বর ও হরি ৩৫। ব্রজেন্দ্র-সুত মন্মথ ও কানাই ৩৬। সিদ্ধেশ্বর-সুত পার্ব্বতী ও ভগবতী ৩৬।

ঈশ্বর (৩৩)-সুত ক্ষেত্র ৩৪। ইহাঁদিগের নিবাসস্থান কাদিহাটী গ্রাম (কলিকাতার পার্শ্বস্থ দমদমার নিকটবর্ত্তী)।

বল্লভী মেলের এই সকল মুখোপাধ্যায়গণ দাশুবংশের বন্দ্য নপাড়ী সবাই-বংশের গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চট্ট ধন বিজয়ের সহিত পালটী-প্রকৃতি-ভাব।

এখানে বন্দ্য নপাড়ী গৌরীকান্তের ধারার একদেশ দেখান গেল (মূলপুস্তক ৩৯৩ পৃষ্ঠ ও ১ম পরিশিষ্ট ১৮।২১ পৃষ্ঠ দেখ)।

বন্দ্য গোবিন্দের (২২) পুত্র কৃপারাম ২৩, পৌত্র গঙ্গা-নারায়ণ ২৪, প্রপৌত্র জগচ্চন্দ্র ২৫। তৎসুত উমেশ, তারিণী ও পার্ব্বতী ২৬। উমেশ-সুত শচীন্দ্র (কৃষ্ণ), চারু ও প্রহ্লাদ ২৭। দীননাথ মুখোপাধ্যায় দৌহিত্র।

বন্দ্য নপাড়ী গৌরীকান্ত (পর্য্যায় ২০)।

রূপনারায়ণের (২১) ধারা (১৮ এবং ২১ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুত্র বিশ্বনাথ ২২। পৌত্র রামশরণ ২৩। প্রপৌত্র কৃষ্ণদেব ২৪। বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামসুন্দর ও হরসুন্দর ২৫। রামসুন্দরের পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অতি আনন্দের সহিত স্বামীর জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পূর্ণযৌবন ছিল, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই।

রামসুন্দরের পাঁচ পুত্র, যথা—ফকীরচাঁদ, রামরতন, রাধামাধব, বীরভদ্র এবং গৌরীচরণ ২৬। রাধামাধব-সুত নবকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, শম্ভুকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণ ২৭। এই শিবকৃষ্ণ

বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার মধ্যে একজন প্রবল-পরাক্রান্ত ও বিলাসী বাবু ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ অপুত্রক,কন্যাদ্বয়ের পিতা। অনঙ্গমোহিনী জ্যেষ্ঠা, মাতঙ্গিনী কনিষ্ঠা। পানিহাটী-নিবাসী শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় অনঙ্গমোহিনীর স্বামী। অনঙ্গমোহিনীর দুই পুত্র, প্রিয়নাথ ও ননীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ননীমোহন তদীয় খুল্ল-মাতামহ শিবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র বলিয়া পরিচিত। শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতৃ-দৌহিত্রের দত্তকতা সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রের বিধি এই,যাহাকে দত্তক গ্রহণ করা যায়, তাহার জননীর সহিত অনূঢ়াবস্থায় গ্রহীতৃ-পিতার বিবাহের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

গৌরীচরণের(২৬) দুই পত্নী; প্রথমার নাম হরসুন্দরী। ইনি প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী পিতাড়ীর কন্যা। দুর্গাচরণ পিতুড়ী (পিতাড়ী) অপুত্রক ছিলেন। তন্নিবন্ধন্ তদীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ নিজ ভাগিনেয় বিশ্বনাথ মতিলালকে (মহিস্তাকে) দেন। কলিকাতা বহু-বাজারের মতিলালগণ দুর্গাচরণ পিতুড়ীর ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন। বহুবাজারের যে বাটীতে দুর্গাচরণের সিংহবাহিনী ঠাকুরাণী, গোপীনাথ জীউ কৃষ্ণমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠিত আছেন, ঐ বাটী গৌরীচরণ-পুত্র দেওয়ান অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৭) দৌহিত্র-দ্বয়ের বাসস্থান রূপে প্রদত্ত হয়।

গৌরীচরণের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম দিগম্বরী। ইঁহার গর্ভ-জাত পুত্রগণের নাম নিমাই, কৃষ্ণ, গোপাল, মধুসূদন ও দ্বারিক ২৭। নিমাই পুত্র গিরিশ ২৮। তৎপুত্র শ্রীশ ও শরৎ ২৯।

গোপাল (২৭)-সুত যোগেন্দ্র ২৮। তৎপুত্র নৃপেন্দ্র ২৯। অভয়াচরণ (২৭) সুত ভগবতীচরণ ও পার্ব্বতীচরণ ২৮।

ভগবতী-সুত অম্বিকাচরণ, রাধিকাচরণ ও কালীচরণ ২৯। অম্বিকা-সুত বিমলাচরণ ৩০। রাধিকা-সুত সারদাচরণ ৩০। কালীচরণ-সুত অন্নদাচরণ ৩০।

খড়দহ মেল।

মুখুটী কামদেব পণ্ডিত(২১)-প্রকরণ। *

(৩৯৭ এবং ৪১২ পৃষ্ঠ মূলপুস্তক দেখ।)

কামদেব-সুত শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদন আচার্য্য, ভাস্কর, ভরত, বাণীনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, সুধাকর এবং সুনন্দ এই একাদশ ব্যক্তি। সকলেই পণ্ডিত নামে বিখ্যাত (পর্য্যায় ২২)। শ্রীধর(২২)-সুত পুরাই, হৃদয়, জগদীশ, লোকনাথ, যদুনাথ, জগন্নাথ ও রতিনাথ ২৩।

---

* কামদেবসুতাঃ সপ্ত, দামোদরসুতাবুভৌ।
যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে মধুদোষেণ দূষিতাঃ॥ মেলমালা।

মধু চট্টের সহিত যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বরের আদান প্রদান হয়। সেইজন্য খড়দহ মেলে মধুদোষ কহে। প্রবাদ আছে, কামদেব পণ্ডিত শ্রাদ্ধকালেও মধু না দিয়া গুড় দিতেন; মধুর নাম গন্ধও করিতেন না।

কামদেবস্য সর্ব্বদ্বারিকত্বাৎ আদ্যন্তরসবর্জ্জিতং, আর্ত্তিক্ষেমৌ রহিতৌ মধ্যাংশমাত্রং যোগাধীনং; কামস্তু স্বয়ং মেলাপ্রাপ্তত্বাৎ বং সাং দামোদরমিশ্রেণ সহ যোগেশ্বরস্য সম্বন্ধস্বরূপত্বং, কামদেবস্য ভ্রাতৃযোগত্বাৎ যোগেশ্বরস্য পৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়েণ কামদেবাৎ পরো নাস্তীতি কুলব্যবস্থা। সারাবলী।

শ্রীধর-প্রমুখ পুরাই(২৩)-বংশ।

পুরাই-স্থত অচ্যুত, রূপরাজ, সুষেণ, রাঘব, ষষ্ঠিদাস এবং বৈদ্যনাথ ২৪। সুষেণ(২৪)-স্থত পরশুরাম ২৫। তৎপুত্র রাজেন্দ্র ২৬। রাজেন্দ্র-স্থত রামভদ্র, সিদ্ধেশ্বর, অনন্তরাম, রামশরণ, বিশ্বেশ্বর, অযোধ্যারাম, রামরাম এবং বাসুদেব ২৭। রামভদ্র-স্থত কৃষ্ণদেব ন্যায়লঙ্কার ও কিঙ্কর তর্কবাগীশ ২৮। কৃষ্ণদেব ন্যায়ালঙ্কার-স্থত হরিরাম (বংশাভাব), জয়রাম, মনোরাম ও বাঞ্ছারাম ২৯। হরিরাম-স্থত রমাপতি ও জগদীশ অপুত্রক।

সিদ্ধেশ্বর(২৭)-স্থত রামজীবন, তেকু, সাতু ও রামদেব ২৮। রামদেব-স্থত শঙ্করাদি অনেক, কিন্তু ইহাঁদিগের কোন ব্যক্তিরই কুল নাই। পর্য্যায় ২৯।

রামশরণ(২৭)-স্থত রামকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও দয়ারাম ২৮। রামকান্ত-স্থত রামনারায়ণ (চাঁদপাড়ায় ভঙ্গ), গোকুল (স্বপদে স্থিত, গোপীকান্ত (ভাটপাড়ায় ভঙ্গ), উদয়নারায়ণ (বাসবাটীতে ভঙ্গ), রামচন্দ্র (স্বপদে স্থিত), পর্য্যায় ২৯।

অনন্তরাম(২৭)-স্থত রামনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও নয়ন ২৮। কৃষ্ণচন্দ্র-স্থত রামানন্দ বীরভদ্রী দোষ-প্রাপ্ত, বামনঘাটায় অবস্থিত।

রামশরণ-স্থত লক্ষ্মীকান্তের (২৮) বংশাবলী।—লক্ষ্মীকান্ত-স্থত গঙ্গারাম ও গোরাচাঁদ (ইনি ভঙ্গ) ২৯।

পরশুরাম ২৫। পুত্র রামরাম ২৬। তৎস্থত নৃসিংহ, বৈষ্ণব ও বৈদ্যনাথ ২৭।

পরশুরাম-পৌত্র অযোধ্যারাম ২৭। সুত সীতারাম, সন্তোষ, বারাণসী ও দয়ারাম (ভঙ্গ) ২৮।

পরশুরাম-প্রমুখ বিশ্বেশ্বর(২৭)-সুত নকু ও তিকু (ভঙ্গ), রুদ্র ও মহাদেব (স্বপদে স্থিত) ২৮।

পরশুরাম-প্রমুখ বাসুদেব ২৭। সুত গদাধর, বিদ্যাধর, ভরত ও শত্রুঘ্ন ২৮। গদাধর-সুত হরিনাথ, ভোলানাথ ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি অনেক, পর্য্যায় ২৯। বিদ্যাধর-সুত বলরাম প্রভৃতি অনেক ২৯। ভরত-সুত কালীচরণ, জগন্নাথ ও মাণিক প্রভৃতি কয়েকজন ২৯।

রূপরাজ(২৪)-সুত গোপাল ২৫। তৎপুত্র দুর্গাদাস (ভঙ্গ), মহেশ, নারায়ণ এবং গোবিন্দ ২৬। গোবিন্দ-সুত কৃষ্ণকিঙ্কর, রতিকান্ত, জগন্নাথ, নীলকণ্ঠ, হরিহর, কৃষ্ণ, মধু, শ্রীরাম, কানুরাম, সুবল, মুরারি, মুকুন্দ ও শুকদেব ২৭।

রতিনাথ(২৩)-সুত রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, রাধাকৃষ্ণ ন্যায়-বাগীশ, গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রমাকান্ত সার্ব্বভৌম ও গোপীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ ২৪ (ইনি প্রতিগ্রহ-দোষ-দুষ্ট, অপিচ ইঁহার বংশাভাব)। রাধাকৃষ্ণ-সুত জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণকেশব, পর্য্যায় ২৫। জগদীশ (২৫) সুত জগদানন্দ ২৬। রামকৃষ্ণ-সুত শ্যামসুন্দর প্রভৃতি ২৬।

রামকান্ত (২৮)-পুত্র বৃন্দাবন ২৯। তৎপুত্র যদুনন্দন ও কুলদানন্দন প্রভৃতি, পর্য্যায় ৩০। রাধাকৃষ্ণের (২৪) পুত্র রামকৃষ্ণ ও নন্দনন্দন ২৫।

নীলকণ্ঠ(২৭)-সুত হরেকৃষ্ণ ২৮। তৎপুত্র আত্মারাম ও কৃষ্ণপ্রসাদ ২৯।

দুর্গাদাস(২৪)-সুত মধুসূদন ২৫। সুত রামশরণ অধিকারী, ছত্রিশ জাতি শিষ্যত্ব নিবন্ধন হেয় (সন্দেহ)। ইহাঁর নিবাস হুগলী জিলার বেড়ালা গ্রাম। তিলকরাম-সুত সাহেবরাম ও বিজয়রাম; ইনি ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী বৈঁচিতে অবস্থিত ছিলেন।

পুরাই-সুত অচ্যুত (২৪)-প্রকরণ।—অচ্যুত ছায়ানরেন্দ্রী-মেল-প্রাপ্ত। অচ্যুত-সুত জয়রাম ২৫। তৎপুত্র দুর্গাবর ২৬।

কামদেব-পুত্র শ্রীধর-প্রমুখ হৃদয়(২৩)-বংশ।

হৃদয়-সুত চাঁদ, বল্লভ ও কৃষ্ণদাস ২৪। বল্লভ-সুত গৌরীদাস (দোষাশ্রিত) এবং বাণী ২৫। গৌরী সুত রামানন্দ ২৬। বাণী-সুত বীরেশ্বর ও রামভদ্রেশ্বর ২৬। রামভদ্রেশ্বর-সুত রামেরাম, রামশরণ, সন্তোষ, নারায়ণ, শ্যামসুন্দর, রূপনারায়ণ, কালীচরণ ও বিষ্ণুরাম ২৭। শ্যামসুন্দর-সুত গঙ্গাধর (বা গদাধর), শিবনারায়ণ ও শুকদেব প্রভৃতি ২৮। গদাধর-সুত রামকান্ত ২৯। তৎসুত হরিরাম (ভঙ্গ) ৩০।

রামভদ্রেশ্বর-পুত্র নারায়ণ ২৭। পুত্র রামরাম, দয়ারাম এবং রঘুরাম প্রভৃতি ২৮। নারায়ণ-সহোদর শ্যামসুন্দর-সুত পদ্মলোচন, শ্রীরাম, আনন্দীরাম, বিজয়রাম, রঘুরাম ও রামকান্ত (ভঙ্গ) ২৮। নারায়ণ-সহোদর রূপনারায়ণ-সুত ধর্ম্মদাস, রামচরণ ও গৌরীচরণ প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৮। নারায়ণ-সহোদর কালীচরণ-সুত সহস্ররাম, নিধিরাম ও বিজয়রাম প্রভৃতি ২৮। নারায়ণ-সহোদর বিষ্ণুরাম-সুত গঙ্গাধর, দুলাল, শঙ্কর, কৃপারাম ও নানিরাম প্রভৃতি ২৮।

[বাণী-প্রমুখ বীরেশ্বর-সুত রাজারামের (২৭) বংশ —বীরেশ্বর

প্রথমে ভূমিহার-ব্রাহ্মণ-রাজকন্যা বিবাহ করিয়া দুষ্ট হয়েন। পরে সেই পত্নী পরিত্যাগ করিয়া, আদান প্রদান দ্বারা কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হয়েন।]

বীরেশ্বরের পুত্র রাজারাম ২৭। তৎপুত্র নন্দরাম, রতিরাম (ভঙ্গ), দুর্গারাম, রামকৃষ্ণ, ছকু (ভঙ্গ), শ্যামসুন্দর, দয়ারাম ও বিনোদ ২৮। নন্দরাম-সুত রামরাম (বিবাহ-দোষ-দুষ্ট) ও অযোধ্যারাম ২৯।

রাজারাম (২৭)-পুত্র রতিরাম (ভঙ্গ) (২৮)-সুত রামচরণ, জগৎ, রামকিশোর, আত্মারাম, বৃন্দাবন, ধরণী ও জগন্মোহন ২৯। রাজারাম-সুত নন্দরাম-সহোদর দুর্গারাম (২৮)-সুত রাম-দুলাল ও প্রেমনারায়ণ ২৯।

রামভদ্রেশ্বর-সুত শ্যামসুন্দর ২৭। পুত্র রামকৃষ্ণ ২৮। তৎপুত্র আনন্দীরাম, দর্পনারায়ণ ও বাঞ্ছারাম ২৯।

রাজারাম-সুত ছকু (ভঙ্গ) ২৮। পুত্র ব্রজরাম, রাঘু, রাধাকান্ত, ধনিরাম ও মাণিকরাম ২৯। রাজারাম (২৭)-সুত দয়ারাম ২৮। পুত্র শোভারাম প্রভৃতি ২৯।

হৃদয়(২৩)-সুত চাঁদ ২৪। চাঁদ-সুত কাশীশ্বর, রামেশ্বর, রত্নেশ্বর, রামনারায়ণ ও রামানন্দ ২৫। কাশী-সুত গোপাল কবিভূষণ, বিষ্ণুদেব, শিবদেব ও রামেশ্বর (ভঙ্গ) ২৬। রামেশ্বর-সুত রামদেব, বীরেশ্বর, জয়রাম, শ্যাম, রামরাম, রাধাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, বলরাম ও ব্রজকিশোর ২৭। রামদেব-পুত্র নিমাঞি, সীতারাম, বিনোদ, রামচন্দ্র, গোবিন্দ ও রামশঙ্কর ২৮।

খড়দহে লক্ষ্মীকান্ত(২৮)-প্রমুখ দুর্গাদাসী।

লক্ষ্মীকান্ত ২৮। সুত দুর্গাদাস, দয়ারাম, শ্যাম, রামচন্দ্র, হরেকৃষ্ণ, সন্তোষ, শঙ্কর ও রামচরণ ২৯। দুর্গাদাস-সুত ব্রজকিশোর, হরিনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ প্রভৃতি ৩০। রামরাম-(২৮)-সুত চণ্ডীচরণ ২৯।

রামানন্দ(২৫)-সুত জনার্দ্দন (ভঙ্গ), সুত সাতু (বিবাহদোষদুষ্ট) ২৭। জনার্দ্দন সুত নীলকণ্ঠ, অভিরাম ও রামভদ্র ২৮। নীলকণ্ঠ-সুত রামরাম, কৃষ্ণহরি ও হরিনারায়ণ ২৯। কৃষ্ণহরি-সুত কৃষ্ণরাম ৩০। অভিরাম(২৮)-সুত শঙ্কর, রামরাম, আত্মারাম, কৃপারাম ও শ্যামসুন্দর ২৯।

হৃদয়(২৩)-প্রমুখ চাঁদ(২৪)-সুত সাতু ২৫। সুত অনন্তরাম, ঘনশ্যাম ও বধির বাণেশ্বর ২৬। ঘনশ্যাম-সুত রামচন্দ্র ২৭। তৎসুত উদয়চাঁদ, কালীঘাটের হালদারদিগের বাটীতে ভঙ্গ।

কাশী(২৫) সুত গোপাল কবিভূষণ (২৬)-সুত রাজারাম, গোপীকান্ত, মুকুন্দ, কানুরাম, যদুনাথ ও নন্দরাম ২৭। রাজারাম(২৭)-সুত সীতারাম, রামদেব, বলরাম ও জয়রাম ২৮। সীতারাম-সুত রামকৃষ্ণ, রঘু ও বিনোদ ২৯।

রামানন্দ(২৫) সুত রামনারায়ণ, রাঘব এবং রামকান্ত ২৬।

গোপীকান্ত(২৭)-সুত কৃষ্ণরাম, কালীচরণ ও সন্তোষ (ইনি বাণী-মেল প্রাপ্ত) ২৮। সন্তোষ সুত ধর্ম্মদাস ২৯ (হানাডাক)। কৃষ্ণরাম(২৮)-সুত দুলাল ২৯। কালীচরণ (২৮)-সুত গোকুল ২৯।

মুকুন্দ(২৭) সুত মধু, সন্তোষ ও হটু ২৮। মধু সুত মনোহর ২৯।

কাহুরাম(২৭)-সুত পরশুরাম ও শ্রীরাম ২৮। পরশুরাম-সুত রামরাম, রামচন্দ্র, গোবিন্দ, রামবল্লভ, শঙ্কর ও শিবকৃষ্ণ প্রভৃতি ২৯। নন্দ(২৭)-সুত শঙ্কর ও কৃষ্ণজীবন ২৮।

বিষ্ণুদেব(২৬) সুত পুরুষোত্তম, কিঙ্কর ও শিবপ্রসাদ ২৭। পুরুষোত্তম-সুত লালকিশোর (দুষ্ট) ২৮। কিঙ্কর(২৭)-সুত রাজকিশোর ও গোরাচাঁদ প্রভৃতি (কেশরভাবপ্রাপ্ত) ২৮। রামেশ্বর (২৬) ভঙ্গ, ইহাঁর সুত কালা যদু ২৭। যদু-সুত কৃষ্ণদেব ও সাফল্যরাম ২৮।

হৃদয়-প্রমুখ চাঁদ(২৪)-বংশ।

চাঁদ(২৪)-সুত রামেশ্বর ২৫। তৎসুত রামগোবিন্দ, বিশু ও গঙ্গাধর ২৬। রামগোবিন্দ-সুত হরি, রাম ও যদু ২৭। যদু-সুত শ্রীরাম ২৮, কলুজাতি অপবাদ।

চাঁদ-পুত্র গঙ্গাধর ২৫। সুত মধুসূদন ২৬। তৎপুত্র রামনাথ, রামভদ্র, রামশরণ ও মুরলীধর (বিষ্ণুপুরে মহিন্তাকন্যা-বিবাহী) ২৭। রামনাথ-সুত লুহিচন্দ্র ২৮। লুহি-সুত রাধাকান্ত ও রমাকান্ত ২৯ (বীরভদ্রী-কন্যা-বিবাহী)।

চাঁদ-সুত রত্নেশ্বর(২৫) সুত ভুবন, রাজেন্দ্র ও রুদ্রেশ্বর ২৬। ভুবন-সুত রামদেব, মহাদেব, রঘুদেব, যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার, রঘুনন্দন, রঘুনাথ ও রমণ ২৭। রামদেব(২৭)-সুত প্রাণবল্লভ ২৮। তৎপুত্র রামশরণ ২৯। রঘুনন্দন(২৭)-সুত শ্রীরাম এবং রূপনারায়ণ প্রভৃতি ২৮, বড়া বন্দিপুরের নিকটবর্ত্তী সদীপুর-নিবাসী। যদুনন্দন(২৭)-সুত জগন্নাথ, রমাকান্ত, বলরাম (ভঙ্গ), কাহ্নাই ও শঙ্কর তর্কালঙ্কার ২৮।

রাজেন্দ্র(২৬)-সুত হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার ও সদাশিব বিদ্যাবাগীশ ২৭। হরিদেব-সুত দুলাল তর্কালঙ্কার, রামানন্দ ও ব্রজরাম প্রভৃতি ২৮। সদাশিব(২৭)-সুত রামরাম, শ্রীরাম ও রামকৃষ্ণ ২৮।

রুদ্রেশ্বর (২৬) ভূমিহার-ব্রাহ্মণ রাজকন্যা-বিবাহী। সুত রামবল্লভ ও রাধাকান্ত ২৭। রামবল্লভ-সুত গৌরীকান্ত ২৮, বাণী-শিকদারী, কেশরভাবাপন্ন। তৎপুত্র রামানন্দ, মথুরানাথ সিদ্ধান্ত ও পরমানন্দ (ইনি ভঙ্গ) ২৯। মথুরানাথ সিদ্ধান্ত (২৯)-সুত রমাই, রাজীব ও রূপনারায়ণ (রূপাই) ৩০।

রামজীবন (২৭)-সুত হৃদয়ের (২৮) পুত্র রামভদ্র ও বিশ্বেশ্বর ২৯। তৎসুত রামজীবন, লক্ষ্মণ, যাদবেন্দ্র, মাধব ও শ্রীরাম ৩০। শ্রীরাম সুত নীলকণ্ঠ (দোষী) ও জনার্দ্দন ৩১। নীলকণ্ঠ-সুত চাঁদ, নন্দরাম (উভয় ভ্রাতাই ভঙ্গ; শেষ ব্যক্তি হুগলী জিলার পাঁচড়া গ্রামে ভঙ্গ), রামবল্লভ, রামকিশোর ও বিজয়রাম ৩২। চাঁদ(৩২)-সুত শিবচরণ, জগন্নাথ ও বলরাম ৩৩। নন্দরাম(৩২)-সুত আনন্দীরাম ও গালবেঁকা কৃপারাম তর্কবাগীশ ৩৩।

যাদবেন্দ্র (৩০)-সুত গৌরীরাম, মহেশ্বর, অযোধ্যারাম ও রঘুবংশ ৩১। গৌরীরাম-সুত রামচন্দ্র, আত্মারাম এবং অন্যান্য কয়েকজন ৩২। রামচন্দ্র-সুত নিমাত্রি ও নিতাই ৩৩। আত্মারাম-সুত রামকিশোর, শ্রীকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও জগৎরাম ৩৩। অযোধ্যারাম (৩১)-সুত অনিরুদ্ধ ৩২। রঘুবংশ (৩১) সুত রামশরণ, বেচারাম ও শঙ্কর ৩২।

মাধব (বীরভদ্রী-দোষ-দুষ্ট) (৩০)-পুত্র কাহ্ন ও রতি ৩১।

শ্রীরাম(৩০)-সুত মুরহর, প্রাণবল্লভ, রামচরণ ও রাধাবল্লভ ৩১। প্রাণবল্লভ-সুত রাঘবল্লভ ৩২।

কামদেব-সুত মধুসূদন আচার্য্য-বংশ।

মধু(২২)-পুত্র সন্তোষ ও অনন্ত ২৩। অনন্ত-সুত শ্রীকান্ত, বিদ্যানন্দ রায় ও ভবানী ২৪। শ্রীকান্ত-সুত রতিকান্ত, রাধাকান্ত, রামভদ্র, রামচন্দ্র, গৌরীকান্ত ও শ্রীমুখ ২৫। রতিকান্ত-সুত মথুরেশ, যদু ও রঘু ২৬। মথুরেশ-সুত দয়াল, সুবুদ্ধিরায়, গোপীরমণ, কৃষ্ণদেব, মাধব, রামজীবন, নন্দদুলাল, লক্ষ্মীকান্ত এবং রামকেশব ২৭। গোপীরমণ-সুত রামকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ, রামজীবন ও রামশরণ ২৮। রামগোবিন্দ-সুত কালীচরণ তর্কপঞ্চানন ও রুদ্রেশ্বর ২৯। কালী-সুত রামরাম, রামানন্দ, ব্রজরাম, জগৎরাম, প্রাণবল্লভ ও গদাধর ৩০।

রামকৃষ্ণ(২৮)-সুত রামনাথ, রামদেব, রামভদ্র, রামনারায়ণ, কৃপারাম ও শিশুরাম ২৯। রামনাথ-সুত রামেশ্বর ৩০। রামেশ্বর-সুত রামচন্দ্র ৩১।

দয়াল (সুবুদ্ধিরায়)(২৭)-সুত বাসুদেব ও রামগোপাল ২৮। বাসুদেব-সুত রমাকান্ত, অনন্তরাম ও মহেশ ২৯। রামগোপাল-সুত জয়দেব ন্যায়ালঙ্কার ২৯। জয়দেব-সুত দোকড়ী, হরিদেব তর্কালঙ্কার, দেবীচরণ ও গঙ্গারাম ৩০।

রতিকান্ত(২৫)-সুত রামজীবন ২৬। তৎসুত অযোধ্যারাম, রামকিঙ্কর, নিমাঞি, খেলারাম ও সাফল্যরাম ২৭। অযোধ্যারাম-সুত কৃপারাম ২৮।

কৃষ্ণদেব(২৭)-সুত রামচন্দ্র, অযোধ্যারাম ও সহস্ররাম ২৮।

মাধব(২৭)-সুত নন্দকিশোর, কেবলরাম, পুরুষোত্তম, নারায়ণ ও সন্তোষ ২৮। লক্ষ্মীকান্ত(২৭)-সুত রামবল্লভ, কেবলরাম ও মাণিকরাম ২৮। রামবল্লভ-সুত সদানন্দ, পদ্মলোচন ও রামলোচন ২৯। সদানন্দ-সুত ব্রজরাম ৩০। পদ্মলোচন-সুত হরিবংশ ৩০। রামলোচনের বিবাহ-দোষ, কৈবর্ত্তব্রাহ্মণজাতীয়া-কন্যা-বিবাহী ইতি কেচিৎ বদন্তি। কেবলরাম ২৮। তৎসুত মানিরাম ২৯।

রামশরণ(২৮)-সুত ভদ্রেশ্বর ও ঘনশ্যাম ২৯। ভদ্র-সুত গোকুল তর্কালঙ্কার ও যুগলকৃষ্ণ ৩০। ঘনশ্যাম-সুত রামকিশোর, ব্রজকিশোর, শঙ্কর, জগন্নাথ, দর্পনারায়ণ ও কৃষ্ণরাম ৩০। রামভদ্র(২৯)-সুত রামেশ্বর, রাঘব, কেশব, রামবল্লভ, যাদবেন্দ্র ও গঙ্গাধর ৩০। রামেশ্বর-সুত বিশু, নন্দরাম, কৃষ্ণ, চাঁদ, জয়দেব, রূপরাম, পাঁচু, বাসু, জনার্দ্দন ও রাধাকান্ত ৩১। বিশু (বিশ্বেশ্বর)-সুত রামদেব ৩২। তৎপুত্র পূর্ণানন্দ, জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও রসিক-নামা রামানন্দ ৩৩। রাঘব(৩০)-সুত ছকু, রামগোপাল, চাঁদ ও রামজীবন ৩১।

মথুরেশ(২৬)-সুত মহাদেব, রামজীবন, কালীচরণ, কার্ত্তিক, যদুচাঁদ ও লক্ষ্মীকান্ত ২৭। মহাদেব(২৭)-সুত রামকৃষ্ণ, কিনু ও রাধাকান্ত ২৮।

রামজীবন(২৭)-সুত নারায়ণ, হৃদয়রাম ও দেবীরাম ২৮। নারায়ণ-সুত নন্দকুমার, হরপ্রসাদ, প্রভুরাম ও সদাশিব ২৯। সদাশিব-সুত রাম ও মাণিক প্রভৃতি ৩০। হৃদয়-সুত রামহরি, দুলাল, দেবীপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ ২৯।

মথুরেশ(২৬)-সুত কালীচরণ(২৭)-সুত বিজয়রাম ও গঙ্গা-

প্রসাদ ২৮। গঙ্গাপ্রসাদ-সুত কৃষ্ণ ও জগন্নাথ ২৯। কৃষ্ণ-সুত রামকান্ত ৩০।

রতিকান্ত(২৬)-পুত্র যদুচাঁদ(২৭)-সুত শিবপ্রসাদ, হরিরাম ও গঙ্গাধর ২৮।

রামভদ্র(২৫)-সুত যদুর বিবাহ-দোষ। যদু(২৬)-সুত মুকুন্দ, কৃষ্ণ, হরানন্দ ও জানকী ২৭।

রামচন্দ্র(২৫)-সুত কাশীশ্বর, গোপাল ও গোবিন্দ ২৬। গোবিন্দ-সুত রামবল্লভ, কৃষ্ণরাম ও রামনারায়ণ ২৭। রামবল্লভ-সুত বিষ্ণুরাম, রূপরাম, রামকান্ত, কিশোর ও রাধাকান্ত ২৮। রামনারায়ণ-সুত রঘুনাথ ও নিধিরাম ২৮।

কাশীশ্বর(২৬)-সুত বিশ্বনাথ, মুকুন্দ, বাণেশ্বর, রমাবল্লভ, জয়রাম, খেলারাম ও রাজারাম ২৭। বিশ্বনাথ-সুত রামরাম, রামচরণ, রামজীবন, রামকান্ত ও রামনাথ ২৮। খেলারাম-সুত কন্দর্প, সন্তোষ ও প্রাণবল্লভ ২৮। কন্দর্প-সুত নিধিরাম ২৯। সন্তোষ-সুত রামপ্রসাদ ও মনোহর ২৯। মুকুন্দ পঞ্চানন (২৭)-সুত রামজীবন ও রামরাম ২৮।

গোপাল(২৬)-সুত রুদ্র, জয়দেব, মহাদেব, নারায়ণ ও জনার্দ্দন ২৭। মহাদেব-সুত শ্যাম, রাম ও গোকুল ২৮। রুদ্র বাচস্পতি-সুত রঘুরাম ২৮। জয়দেব(২৭)-সুত বিনোদরাম বিদ্যাবাগীশ ২৮। নারায়ণ-সুত নন্দরাম, কন্দর্প ও রামকান্ত ২৮। জনার্দ্দন-সুত শিবরাম, অযোধ্যারাম, রামানন্দ ও দুলাল ২৮।

শ্রীমুখ (২৫)-সুত সূর্য্যদাস ও লোচন ২৬। সূর্য্য-সুত রাধাকৃষ্ণ, মাধব, কালিদাস, মৃত্যুঞ্জয়, মহাদেব, প্রাণকৃষ্ণ, রাজু

ও রামদেব ২৭। লোচন-সুত কুশাই, কিঙ্কর, পদ্মনাভ ও কন্দর্প ২৭।

শ্রীকান্ত (২৪)-সুত গৌরীকান্ত ২৫। তৎপুত্র কিনু প্রভৃতি ২৬।

রাজারাম (২৭)-সুত ছকুবা রায়, নিমু রায়, শুকদেব ও রামপ্রসাদ ২৮।

বিদ্যানন্দ (২৪)-সুত রূপ, মদন ও রামনাথ ২৫। মদন-সুত শ্রীরাম, ভূপতি রায়, রামরাম, যাদবেন্দ্র ও রাজারাম ২৬। রামনাথ-সুত শ্রীকৃষ্ণ, জগদ্বল্লভ, রাজবল্লভ, রঘু ও রুদ্র ২৬।

ভবানী রায় (২৪)-সুত রামনারায়ণ, নরসিংহ ও রামকৃষ্ণ ২৫।

মুকুটরায় (সন্তোষ) (২৩)-সুত রামকান্ত, রাজীব ও চণ্ডিদাস ২৪। রাজীবের হড়-বিবাহ-হেতু ধর্ম্ম চট্টের দলে গত।

রামকান্ত-সুত গোবিন্দ, গোপীবল্লভ, * রামচন্দ্র, মদনগোপাল, রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, কাশীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দকিশোর ২৫। গোবিন্দ-সুত রাধাবল্লভ ও রামনারায়ণ ২৬। রাধাবল্লভ-সুত হৃদয়রাম, জানকীরাম, রুদ্র, রামদেব, চামুনামা রাজবল্লভ, কালীচরণ, কন্দর্প, বলরাম, রাজারাম, শরণ, মৃত্যুঞ্জয় ও কানু ২৭। রাজবল্লভ-সুত কৃষ্ণশরণ, রামচরণ, জগন্নাথ, রামজীবন, আত্মারাম, নকড়ী, দুলাল, তিলক, মহাভারত, যুগল, কৃষ্ণদেব ও রামকৃষ্ণ ২৮। কৃষ্ণশরণ-সুত জয়কৃষ্ণ ২৯।

রাজেন্দ্র (২৩)-সুত রামপ্রসাদ, রামকিশোর, বলরাম, হরিনারায়ণ ও আনন্দরাম ২৪। রামপ্রসাদ-সুত রামসুন্দর ও

---

* গোপীবল্লভের ধারা মূলপুস্তক ৫১১ পৃষ্ঠে দেখ।

ফুড়ারাম ২৫। রামকিশোর-সুত জগৎরাম ; ইহাঁর অপর নাম রামচন্দ্র ২৫।

রামচন্দ্র(২৫)-সুত রঘুরাম সার্ব্বভৌম, গঙ্গাধর ও পরশুরাম ২৬। রঘুরাম-সুত নন্দরাম ও নীলকণ্ঠ ২৭। গঙ্গাধর-সুত জয়দেব, বাসুদেব, নিধিরাম ও জয়কৃষ্ণ ২৭। রাজারাম-সুত সুরনারায়ণ ও রামরাম ২৮। সুরনারায়ণ-সুত অনন্তরাম ও কেশবরাম ২৯।

পরশুরাম (২৬)-সুত রামদেব, জয়দেব, কৃষ্ণদেব, দুর্য্যোধন ও হরিদেব ২৭। রামদেব-সুত রামচরণ, কৃপারাম, কিশোর, দয়ারাম, সুধীরাম ও রামকান্ত ২৮। জয়দেব-সুত কৃষ্ণরাম, বলরাম, হৃদয়, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, আনন্দীরাম, জগন্নাথ, রাম-গোপাল, দেবনাথ, গোপীনাথ ও গোকুল ২৮। কৃষ্ণদেব (২৭)-সুত কালীচরণ, রামশঙ্কর, রামসুন্দর, জগন্নাথ ও সাফল্য-রাম ২৮।

রামেশ্বর (২৫)-সুত জগদ্দুর্লভ ও প্রাণবল্লভ ২৬। প্রাণ-বল্লভ-সুত সদাশিব, রামভদ্র, কুঞ্জবিহারী, রামদেব, নন্দদুলাল, মনোসুখ ও নিধিরাম ২৭। রামদেব-সুত রামানন্দ ২৮। তৎসুত কালীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ২৯।

সদাশিব-সুত রামপ্রসাদ, মুরলী, রামসুন্দর, রামকিশোর, অশোকরাম (মুক্তারাম নামে বিখ্যাত), রামশঙ্কর, বাঞ্ছারাম ও লালবিহারী ২৮। রামকিশোর-সুত মহাদেব, কৃষ্ণদেব, রামশরণ, রাজারাম ও জয়দেব ২৯। কৃষ্ণদেব-সুত সাতু, রামগোপাল ও আনন্দীরাম ৩০। আনন্দীরাম-সুত রামবল্লভ, রামসুন্দর, রামপ্রসাদ, রামশরণ ও রামনৃসিংহ ৩১। রামবল্লভ-

সুত মনোহর ৩২। রামসুন্দর (৩১)-সুত গঙ্গারাম ৩২। রামশরণ (৩১) সুত কৃপারাম, রামনাথ, রামকান্ত, রামকানু, রামতনু, রামলোচন, রামদুলাল, দয়ারাম ও শিবরাম ৩২। রামনৃসিংহ (৩১)-সুত রামনারায়ণ ও রামহরি ৩২।

কালীশ্বরের (২৬) বিবাহ দোষ। তৎপুত্র জয়রাম, রামরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও রাধাকান্ত ২৭। জয়রাম-সুত মুকুন্দ, মহেশ্বর ও রামনিধি ২৮।

গোপাল (গোপীবল্লভ) (২৬)-সুত মুনিরাম, অযোধ্যারাম, ঘনশ্যাম, হরিচরণ, রাজেন্দ্র, রাজারাম ও নকড়ী ২৭। ঘনশ্যাম-সুত রঘুদেব, রামদেব ও কালীচরণ ২৮। রঘুদেব-সুত বিষ্ণুরাম ও কিঙ্কর ২৯। কিঙ্কর-সুত বাঞ্ছারাম ৩০।

হরিচরণ-সুত নীলকণ্ঠ ২৮। তৎপুত্র রামগোপাল ২৯। নকড়ী-সুত রামনাথ, আত্মারাম ও রামগোপাল ২৮। আত্মারাম-সুত রামকানু ২৯। রামদেব-সুত হটু কালীশঙ্কর ৩০। কালী-সুত রামপ্রসাদ প্রভৃতি ৩১।

কামদেব-প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়-প্রকরণ।

কামদেব (২১)-সুত মৃত্যুঞ্জয় ২২। তৎপুত্র জানকীনাথ, জগদানন্দ ও শ্রীরাম ২৩। শ্রীরাম-সুত রামনাথ, মথুরানাথ, রাজীবলোচন ও জনার্দ্দন ২৪। মথুরা-সুত চাঁদ ২৫। চাঁদ-সুত দেবিদাস, অনন্ত ও ভগবতী ২৬। ভগবতী-সুত রামশরণ ও রামজীবন ২৭। রামশরণ-সুত হরিদেব ও আত্মারাম ২৮। রামজীবন-সুত কালীশঙ্কর, রামশঙ্কর, রামকেশব ও রামহরি ২৮।

অনন্ত (২৬)-সুত রাধাকান্ত, শুকদেব, হরিদেব ও চামু ২৭। রাধাকান্ত-সুত রামকান্ত, রামচরণ, বীরেশ্বর ও সীতারাম ২৮। শুকদেব-সুত রসিক ২৮।

দেবিদাস-সুত রাঘবেন্দ্র,রামনাথ ও রামরাম তর্কালঙ্কার ২৭।

জানকী (২৩)-সুত গোপাল ২৪। তৎপুত্র কাশীশ্বর, রাঘবেন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর ও রত্নেশ্বর ২৫। কাশীশ্বর (২৫)-সুত কমল তপস্বী ২৬। তৎপুত্র রামরাম ও কৃষ্ণরাম ২৭। রাঘবেন্দ্র-সুত শ্রীকৃষ্ণ, রমাকান্ত ও কৃষ্ণদেব ২৬। কৃষ্ণদেব-সুত রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার ও গঙ্গাধর ২৭। যজ্ঞেশ্বর-সুত রামেশ্বর ২৬।

রাজীব(২৪)-সুত রঘুনন্দন২৫। ইহাঁর সন্তানগণ কুশদহ পরগণা অর্থাৎ খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে হড়সিদ্ধান্তী-দোষ-দুষ্ট।

কামদেব-সুত ভরত-বংশ।

ভরত (২২)-সুত রমানাথ, গোপীনাথ ও গুণানন্দ ২৩। রমানাথ-সুত কালাচাঁদ, রূপরাম ও গঙ্গারাম ২৪। কালাচাঁদ-সুত জয়কৃষ্ণ, রুক্মিণীকান্ত, গোবিন্দ, ভবানী ও কৃষ্ণজীবন ২৫। জয়কৃষ্ণ-সুত রামভদ্র, রামজীবন ও রামগোপাল ২৬। রামভদ্র-সুত ভেকু, নরোত্তম ও গজেন্দ্র ২৭। রামজীবন-সুত বলরাম, রাঘব, জগদ্বল্লভ, রামশরণ, রামদেব, কাশীরাম, ভুবন, বিশ্বেশ্বর, লক্ষ্মণ, সীতারাম, নীলকণ্ঠ, অনন্তরাম, প্রাণবল্লভ, কালীচরণ ও রামকৃষ্ণ ২৭।

বলরাম-সুত মাধব, মহাদেব, যুবরাজ, গোপাল, গৌরীচরণ ও যাদব ২৮। মাধব-সুত পাঁচু ২৯। মহাদেব-সুত পরমানন্দ ২৯। কাশীরাম (২৭)-সুত সদাশিব ও বিষ্ণুরাম ২৮।

রুক্মিণীকান্ত (২৫)-সুত রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল, নারায়ণ, যাদব, ভুবন, রাজারাম, রঘুরাম, রামদেব ও ঘনশ্যাম ২৬। রামেশ্বর-সুত মুনিরাম, কাশী, বনরাম, কুশাই, শরণ ও গোপীশ্বর ২৭। মুনিরাম-সুত শ্যামসুন্দর, যাদবেন্দ্র, কালীচরণ, শুকদেব, সিদ্ধেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর ও নিধিরাম ২৮।

শ্রীকৃষ্ণ (২৬)-সুত লক্ষ্মণ ২৭। তৎসুত বিশ্বনাথ ২৮। তৎপুত্র ভোলানাথ ২৯।

গোবিন্দের (২৫) বিবাহ-দোষ। তৎপুত্র বাসুদেব ২৬। তৎপুত্র লক্ষ্মণ, অনন্তরাম, নন্দরাম ও বিষ্ণুরাম ২৭।

শ্যামসুন্দর (২৮)-সুত গোকুল ও নসীরাম ২৯। যাদবেন্দ্র (২৮)-সুত জগন্নাথ ও কুড়ারাম ২৯। কালীচরণ (২৮)-সুত দুর্গারাম ২৯। শুকদেব (২৮)-সুত নারায়ণ ২৯। সিদ্ধেশ্বর (২৮)-সুত রূপনারায়ণ ২৯।

কামদেব-সুত ভাস্কর-প্রকরণ।

ভাস্কর (২২)-সুত বল্লভ, গৌরী ও রামভদ্র ২৩। বল্লভ-সুত চৈতন্যদাস নস্কর ২৪। তৎপুত্র হরিচরণ, গোবিন্দ ও রামজীবন ২৫। হরিচরণ-সুত যাদব ২৬। তৎসুত রামদেব, রামগোপাল, রামকৃষ্ণ ও রামকেশব ২৭। রামদেব-সুত রামবল্লভ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণরাম, রামজীবন ও রামচন্দ্র ২৮। রামচন্দ্র-সুত শঙ্কর ২৯। কৃষ্ণরাম-সুত রামকান্ত ও রমাকান্ত ২৯।

গোবিন্দ (২৫)-সুত রাজীব ২৬।

বাসুদেব-প্রকরণ।

বাসু (২৪)-সুত পৃথ্বীধর ও পরাশর ২৫। পৃথ্বীধর-সুত শ্রীকান্ত, দেবরাজ, মুরারি, নীলকণ্ঠ ও মাধব ২৬। দেবরাজ-সুত কাশীনাথ, রামনাথ, সুধাকর, ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়, পুষ্করাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষ ও জনমেজয় ২৭। পুষ্করাক্ষ-সুত যদুনাথ, রঘুনাথ ও বাণীনাথ ২৮। রঘুনাথ-সুত রাজীব ২৯। তৎপুত্র গোপাল, মধু ও রাঘবেন্দ্র ৩০।

যদুনাথ-সুত রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, কৃষ্ণ ও শিব ২৯। শিব-সুত রাজেন্দ্র ৩০। তৎপুত্র রামচন্দ্র, কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌম, সদাশিব তর্কালঙ্কার ও হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার ৩১। সদাশিব-সুত রামজীবন ৩২।

বাণীনাথ (২৮)-সুত রাঘব, হরিরাম, কৃষ্ণমোহন ও মদন-মোহন ২৯। মদন-সুত বিনোদবিহারী অধিকারী ৩০। তৎপুত্র নিমাঞি, চৈতন্য ও দুলাল ৩১। নিমাঞি-সুত বিশ্বম্ভর ৩২।

মদন (২৯)-সুত জয়কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গোপীকান্ত, কানু, বিজয়রাম, তেকড়ী ও রাজবল্লভ ৩০। ইহাঁরা মদনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র। গোপীকান্ত-সুত গিরিধর, শ্যামচাঁদ, কন্দর্প ও মণি-রাম ৩১। গিরিধর-সুত কৃষ্ণকিঙ্কর, পাঁচু, মধু ও নিধিরাম ৩২।

জয়কৃষ্ণ (৩০)-সুত সুবল ৩১।

রামচন্দ্র (৩০)-সুত দেবিদাস ও গণেশ ৩১।

কামদেব-প্রকরণ।

কামদেব (২১)-সুত সুনন্দ ২২। তৎপুত্র রাঘব ও লোচন ২৩। লোচন-সুত শ্রীবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণশরণ ২৪। কৃষ্ণশরণ-সুত রামজীবন ২৫। তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ২৬। বারাকপুরের নিকট বড়া বন্দীপুর-গ্রাম-নিবাসী। এখানেও কেশরগ্রামীর বাস ছিল।

কেশরগ্রামী বা কিশোরকোণী বংশের একদেশ।

সিংহভূম, বরাহভূম, বীরভূম ও পঞ্চকোটাদি প্রদেশের অনেক স্থলেই ভট্টনারায়ণ-সন্তানের আধিক্য দেখা যায়। তন্মধ্যে কেশরগ্রামীদিগের সংখ্যা অল্প নহে। কেশরগ্রামীমাত্রই নীপান্বয়সম্ভূত। নীপের সহোদর-সংখ্যা ষোড়শ। আদিবরাহ জ্যেষ্ঠ, রাম দ্বিতীয়, নীপ তৃতীয়। কেশরগ্রামীদিগের কেহই নীপান্বয় বলিয়া সচরাচর পরিচয় দেন না। তাঁহারা পরিচয়-স্থলে মহর্ষি ভট্টনারায়ণের নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু নীপের অধস্তন একাদশ পুরুষের পরবর্ত্তী কামদেবের পুত্র-চতুষ্টয় চারি পৃথক্ স্থানে বাস করেন, ইহার কতক প্রমাণ ক্ষিতীশবংশাবলীতে আছে। উলা-নিবাসী ৺ বামনদাস বাবুর সভাসদ্ চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য-সংগৃহীত কেশরিং-বংশের তালিকায় লেখা আছে যে, কামদেবের চারি পুত্র-মধ্যে বিশ্বনাথ জ্যেষ্ঠ, শম্ভুনাথ মধ্যম, হরনাথ তৃতীয় ও বৈকুণ্ঠনাথ কনিষ্ঠ।

বিশ্বনাথ ঢাকা জিলার সন্নিহিত বিক্রমপুর-বাসী, অর্থাৎ ঠাকদি প্রভৃতি বহুল পরগণার ভূম্যধিকারী এবং নবদ্বীপ-

প্রদেশের অধিপতি। শম্ভুনাথ পঞ্চকোট প্রদেশে অবস্থান করেন। হয়নাথের বংশধরগণ সিংহভূমি ও মল্লভূমি প্রদেশের অধিনায়ক। বৈকুণ্ঠনাথের বংশীয়েরা বীরভূম্যাদি প্রদেশের অধিবাসী এবং নানাবিধ-ব্যবসায়োপলক্ষে নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী ও বর্দ্ধমানাদি প্রদেশে অবস্থিত।

পূর্ব্বকালে মল্লভূম প্রদেশ বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছিল। যে সকল কেশরগ্রামী ভবানন্দ, সুবুদ্ধি, জগদীশ ও হরিবল্লভের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা রাম সমাদ্দারের বংশীয়। যাঁহারা ভট্টনারায়ণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের কেহ হলায়ুধ-সন্তান, কেহ হরিহরের সন্ততি, কেহ কন্দর্পের বংশীয়, কেহ বা বিশ্বম্ভরের অধস্তন-ধারা; কেহ নরহরিকে মূলপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ বা তারাপতিকে পূর্ব্বপুরুষ গণনা করিয়া থাকেন। প্রিয়ঙ্কর ও ধর্ম্মাঙ্গদের নাম প্রায় শ্রবণ করা যায় না। তদ্দ্বারা ইহা অনুমান করা যায় যে, নীপ হইতে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ মধ্যে প্রিয়ঙ্কর ও ধর্ম্মাঙ্গদ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। নচেৎ বৈকুণ্ঠপর্য্যন্ত নাম নির্দ্দেশ করে, কিন্তু প্রিয়ঙ্কর ও ধর্ম্মাঙ্গদের নামের বিন্দুবিসর্গও দেখা যায় না।

উলা-গ্রামের কেশরগ্রামীদিগের অধিকাংশ ভট্টাচার্য্য বলিয়া উল্লিখিত, অনেকেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁ-দিগের এক শাখা আসামে ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণ-নগরের রাজদৌহিত্র-বংশের চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-সন্তান (চৈতন্য) কৃষ্ণনাথ রায় এই ঘরে বিবাহ করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রমোহন তর্কালঙ্কার এইবংশীয়। ইহাঁর পিতার

নাম নীলকমল শিরোমণি ভট্টাচার্য্য। ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। তদীয় জ্ঞাতি শ্রীধর ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান।

বর্দ্ধমান জিলার কালনা সবডিবিজনের অন্তর্গত মাচ্ছর (মাত্তীশ্বর) ময়নাগড় গ্রামদ্বয়ে অনেকগুলি কেশরগ্রামী আছেন। তাঁহারা কহেন যে, কৃষ্ণনগরের রাজগোষ্ঠীবর্গ তাঁহাদিগের জ্ঞাতি বটেন, কিন্তু রাম সমাদ্দারের অনেক ঊর্দ্ধতন পুরুষের সহিত পরম্পর বিচ্ছিন্ন।

চব্বিশ পরগণার নিবাঁধই দত্তপুকুর অঞ্চলে যে সকল কেশর-সন্তান আছেন, তাঁহারাও নদীয়ার রাজগোষ্ঠির জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু রাম সমাদ্দার অথবা তদীয় অধস্তন ব্যক্তির সন্তানরূপে পরিচিত হইতে সমর্থ নহেন। তাঁহারা কহেন যে, বিশ্বনাথ যখন এদেশে আগমন করেন নাই, তাহার বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা কুলক্রিয়ায় ও পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ ঐপ্রদেশের অধিবাসী ভট্টাচার্য্য ও রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হুগলী জিলার ত্রিবেণী অঞ্চলের কেশরসন্ততিগণ কহেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নিবাঁধই দত্তপুকুরের অধিবাসী।

নদীয়া জিলার শান্তিপুরের কেশরকোণীবর্গ কহেন, তাঁহা-দিগের পূর্ব্বপুরুষবর্গ প্রথমে নিবাঁধই দত্তপুকুরে অবস্থান করিতেন, তৎপরে হুগলী জিলার বংশবাটী-গ্রামের অধিবাসী হইয়া কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন। তথা হইতে গুপ্ত-পল্লীতে কিয়ৎকাল অবস্থানানন্তর শান্তিপুরে আগমন করেন। শান্তিপুরের কেশরকোণীর আদিপুরুষ চাঁদ রায়। তদীয় অভীষ্ট-দেবতা গৌরহরিকে মস্তকে সংস্থাপনপূর্ব্বক দত্তপুকুরাদি স্থল হইতে নানা স্থানে অবস্থানানন্তর পরিশেষে শান্তিপুরে

অধিষ্ঠিত হয়েন। এই কথা দ্বারা ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে, শান্তিপুরের কেশরকোণীবর্গ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পরবর্ত্তী কালে শান্তিপুরে অবস্থিত। শান্তিপুরের কেশরিবর্গের নিকট হইতে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার একদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

চাঁদ রায় মূলপুরুষ ১। ইহাঁর উপাধি বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য। তৎপুত্র রামগোপাল রায় সার্ব্বভৌম ২। পৌত্র রামকান্ত রায়, ইহাঁরও উপাধি বাচস্পতি ৩। রামকান্ত রায়ের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। যথা—রামলোচন, রামনৃসিংহ, কৃষ্ণানন্দ, নিত্যানন্দ* ও রামহরি ৪। কন্যা—যশোদা † ও ত্রিপুরাসুন্দরী ৪।

---

* রামকান্ত রায়ের পৌত্রী, নিত্যানন্দের কন্যার নাম হরসুন্দরী দেবী। ইহাঁর স্বামীর নাম হরেকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার; ইনি শান্তিপুরের চৈতল মহেশসন্তান। হরেকৃষ্ণের পুত্রের নাম নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, পৌত্র গোবিন্দ চট্ট, প্রপৌত্র শ্রীরাম ও আশুতোষ। শ্রীরামের পুত্রগণের জ্যেষ্ঠের নাম দাশরথি চট্টোপাধ্যায়।

† চৈতল জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

রামকান্ত রায়ের কন্যা যশোদা দেবীর ধারায় দৌহিত্র-বংশের পরিচয় এখানে লেখা গেল। যথা—কন্যা—রামমণি দেবী, ইনি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, উলার জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী। জয়নারায়ণ রমণ-ঠাকুর-সন্তান। জয়নারায়ণ ও রামমণি দেবীর পুত্র রামনৃসিংহ, রামকুমার ও মধুসূদন এবং কন্যা কৃষ্ণমণি দেবী। রামনৃসিংহ অপুত্রক। রামকুমারের পুত্রের নাম রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রাজকৃষ্ণ। রামগোপাল-সুত রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; তৎপুত্র অবিনাশ, মুনীন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, নগেন্দ্রচন্দ্র এবং নন্দলাল। রাজকৃষ্ণ-সুত কালীপ্রসন্ন, বিহারী ও হরিনাথ। বিহারীলালের পুত্রের নাম অমূল্য।

রামলোচন রায়ের দুই পুত্র ও এক কন্যা। যথা—গোলোক ও চন্দ্রভূষণ ৫। কন্যা—কমলা দেবী ৫ *। গোলোকের তিন পুত্র—রতন, তারণ ও শ্রীরাম ৬। রতন-সুত বীরেশ্বর ৭। পৌত্র ব্রজগোপাল রায় ৮। তারণ অনপত্য মৃত। শ্রীরামের কন্যার নাম কালী দেবী ৭।

রামলোচনের পুত্র চন্দ্রভূষণের সন্ততি-মধ্যে একমাত্র দুর্গা দেবীর নাম দৃষ্ট হয়। ইহাঁর স্বামীর নাম ভৈরব মুখোপাধ্যায়, নিবাস ফুলিয়া (দুর্গা দেবীর পর্য্যায় ৬)।

রামনৃসিংহ রায়ের (৪) পাঁচ পুত্র। যথা—রামধন, নবীনচন্দ্র, গঙ্গাধর, গোবর্দ্ধন ও মধুসূদন, পর্য্যায় ৫। এই পাঁচ সহোদরের মধ্যে গোবর্দ্ধন ও মধুসূদনের এক একটী পুত্র জন্মে, সেই দুইয়ের নাম যথাক্রমে রামযাদু ও শ্রীগোপাল, পর্য্যায় ৬। কিন্তু ইহাঁরা নিঃসন্তান।

কৃষ্ণানন্দের (৪) চারি পুত্র ও এক কন্যা। যথা—রামচন্দ্র,† শ্যামচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র ৫। কন্যা—অন্নদা দেবী ৫।

রামচন্দ্রের (৫) পুত্রত্রয়ের নাম রঘুনন্দন, হরমোহন ও রাজচন্দ্র ৬। রঘুনন্দন-সুত ঈশানচন্দ্র ৭। তৎপুত্র শরচ্চন্দ্র ও

---

* কমলা দেবীর (৫) পুত্র শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ যদু চট্টোপাধ্যায়। অন্নদা দেবীর (৫) স্বামীর নাম দিগম্বর মুখোপাধ্যায়, ইনি ফুলিয়া মেল বলরাম-ঠাকুর-সন্তান। পুত্র বীরেশ্বর, পৌত্র মথুরানাথ, প্রপৌত্র হরিগোপাল, বিনোদগোপাল ও পাঁচুগোপাল।

† রামচন্দ্রের কন্যা সারদা দেবী, শশিমুখী ও মাধবী দেবী। যথাক্রমে কলিকাতার বাগবাজারের মুখোপাধ্যায়, গুপ্তিপাড়ার চট্টোপাধ্যায় এবং উলার মুখোপাধ্যায়-কুলে প্রদত্তা হন।

সুরেন্দ্রচন্দ্র ৮। রাজা শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র বিষ্ণু-ঠাকুর-সন্তান শ্যামাধব রায় ঈশানচন্দ্রের কন্যার পাণিপীড়ন করেন। শ্যামাধবের পিতার নাম অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি রাজ-জামাতা, বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠাংশ শ্যামের ধারা।

শরচ্চন্দ্র (৮)-সুত ক্ষিতীশ, শ্রীশ, সুধীর, কীর্ত্তীশ এবং পৃথ্বীশ ৯। সুরেন্দ্রচন্দ্রের এক পুত্রের নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র ৯।

হরমোহন (৬)-সুত ব্রজলাল ৭। তৎপুত্র চারুচন্দ্র ৮।

রাজচন্দ্র (৬)-সুত ঈশ্বরচন্দ্র, পরমেশ্বর ও শ্রীমান্‌চন্দ্র ৭। ঈশ্বর-সুত যতীশচন্দ্র ৮। তৎপুত্র রাজেন্দ্র ও কিরণচন্দ্র ৯ পরমেশ্বর-সুত সুশীল ৮। শ্রীমান্ অপুত্রক মৃত।

শ্যামচন্দ্র রায়ের (৫) পুত্র শিবচন্দ্র ও কালাচাঁদ ৬। ইহাঁরা উভয়েই অপুত্রক মৃত। কন্যা—সৌরমণি (ডাকনাম সয়ামণি বা সৈয়েমণি) ও জয়কালী দেবী ৬। সৌরমণির স্বামীর নাম চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। উলার বাবুদিগের শরীক, অর্থাৎ ফুলিয়া-মেলের যাদবেন্দ্র-ঠাকুর-বংশ, ভঙ্গ। জয়কালী দেবীর স্বামীর নাম মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি বলরাম ঠাকুরের সন্তান, ফুলিয়া মেল। ইহাঁর পুত্রের নাম হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৌত্রের নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দচন্দ্রের (৫) ধারায় উমেশচন্দ্র (বিখ্যাত মতি বাবু), ভগবান্‌চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ৬। কন্যা প্রসন্নময়ী; ইহাঁর স্বামীর নাম সিদ্ধিদেব মুখোপাধ্যায়। নিবাস হরধাম, নিঃসন্তান। উমেশ-পুত্র ধরেন্দ্রকুমার, পিতার জীবন-কালেই শৈশবাবস্থায় মৃত। ভগবান্‌চন্দ্রের (৬) পুত্র হরিদাস ও শরচ্চন্দ্র রায় ৭।

হরিদাস-সুত রামদাস ও ললিতমোহন ৮। শরচ্চন্দ্র-সুত প্রবোধচন্দ্র ৮।

চট্ট চৈতল মহেশ-সন্তান হরেকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, রামমোহন ও ভোলানাথ। রামমোহন চট্টোপাধ্যায় নিত্যানন্দ রায়ের কন্যা হরসুন্দরীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণিপীড়ন করেন। এই বিবাহে রামমোহন তদীয় পিতা হরেকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-কর্তৃক উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়েন। কিন্তু হরেকৃষ্ণের অন্তিমকালে হরসুন্দরীর (অর্থাৎ পুত্রবধূর) শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া রামমোহনকে কাছে আসিতে আর বাধা দেন নাই। রামমোহন-সুত নীলমণি, তৎপুত্র গোবিন্দ, পৌত্র শ্রীরাম ও আশু। (ইহা দৃষ্টে ২০৩ পৃষ্ঠের টীকার ২য় পঙ্‌ক্তির 'ইহাঁর স্বামীর' পরিবর্ত্তে 'শ্বশুর' এবং ৩য় পঙ্‌ক্তির 'হরেকৃষ্ণের' পরিবর্ত্তে 'রামমোহনের' পাঠ কর।) রামচন্দ্রের পুত্র মাধবচন্দ্র, পৌত্র শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের কন্যাদ্বয়ের নাম মনোমোহিনী ও অন্নদা। মনোমোহিনীর স্বামী রাখাল মুখোপাধ্যায়, পুত্র রামকৃষ্ণ এবং বৈদ্যনাথ। অন্নদার স্বামী লালমোহন বিদ্যানিধি, পুত্র বিশ্বেশ্বরাদি পঞ্চ। ভোলানাথের পুত্রের নাম তারিণীচরণ। ইহাঁর কন্যার নাম নৃত্যকালী দেবী।

হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম উমাসুন্দরী দেবী। ইহাঁর স্বামীর নাম রামজয় মুখোপাধ্যায়, নিবাস জনাই। ইহাঁরা ফুলিয়া মেলের কৃষ্ণ-ঠাকুর-সন্তান। হরেকৃষ্ণের দৌহিত্রের নাম রামধন। তৎসুত নসীরাম, রাজারাম ও হীরালাল। মূলপুস্তক ৪৪৫ পৃষ্ঠ দেখ।

হরেকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম গোকুল চট্টোপাধ্যায়। পুত্র গৌরী, পৌত্র গঙ্গাধর, প্রপৌত্র শ্যাম, বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামচন্দ্র ও ঈশান। ঈশান-সুত বিশ্বেশ্বরাদি পঞ্চ।

২০৪ পৃষ্ঠের অষ্টাদশ পঙ্‌ক্তিতে যে যদু চট্টোপাধ্যায়ের নাম আছে, তাঁহার পুত্রের নাম উমাচরণ (চরণ) ও মহাদেব (ময়); ইহাঁরা পাটুলী চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান। চরণের পুত্রের নাম পিনাকী ও বিশু (মৃত)। পিনাকি-সুত শরৎ, নিবারণ ও অতুল প্রভৃতি পাঁচ। ময়-পুত্র দীনদয়াল (মৃত), কালী, হরি ও বসন্ত।

মাচ্ছর ময়নাগড়ীর কেশরি-গণের সহিত
শান্তিপুরের কেশরীদিগের জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধ।

গৌরচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র লক্ষ্মীনারায়ণের (১) পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক ২। ইহাঁর পাঁচ পুত্র, যথা—নন্দরাম, গোপাল, চূড়ামণি, কুমার ও শ্যামাচরণ ৩। নন্দরাম-সুত গদাধর ৪। গদাধর-সুত উদ্ধব এবং ঈশ্বর ৫। উদ্ধব-সুত প্রাণকৃষ্ণ ৬। তৎপুত্র গোরাচাঁদ ৭। শান্তিপুরের উমেশচন্দ্র রায় (বিখ্যাত মতি বাবু) উদ্ধব মল্লিকের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক জ্ঞাতিগণের অধিকৃত পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাঁদিগের কুলীন দৌহিত্রগণ ঐসকল ভূমি তাঁহাদিগের জীবিকা-বৃত্তি বলিয়া প্রমাণ দেওয়াতে মতি বাবু পরাস্ত হয়েন। বর্দ্ধমানপ্রদেশের অনেক কুলীনসন্তান ইহাঁদিগের দৌহিত্র ও বৃত্তিভোগী।

মাচ্ছরের মল্লিকগণ একান্ত বিষয়াসক্ত ছিলেন, তদ্ধেতু শাস্ত্রচর্চ্চার কোনরূপ সূত্রে আবদ্ধ হয়েন নাই। কিন্তু তদ্বিপরীত, ময়নাগড়ের মল্লিকেরা বিষয়চিন্তায় তাদৃশ আসক্ত ছিলেন না, অপিচ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র শ্যামাচরণের ধারা (ময়নাগড়ী গ্রামের কেশরগ্রামী বংশ)।

শ্যামাচরণের দুই পুত্র, রঘুনন্দন ও গোপীনাথ ৪। রঘুনন্দন-সুত রামধন ও ভৈরব ৫। রামধনের পুত্র মতিলাল ৬। পৌত্র কালিদাস ৭। ভৈরব-পুত্র রাখালদাস ৬। তৎপুত্র ভূতনাথ ৭।

গোপীনাথ (৪)-সুত প্রাণলাল মল্লিক ৫। পৌত্র ঋষিভূষণ মল্লিক ৬। এক্ষণে বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্য লুপ্তপ্রায়।

যশোহর ও ফরিদপুর অঞ্চলে যে সকল কেশরগ্রামী আছেন, তাঁহারা নদীয়া-রাজের নিকট-জ্ঞাতি না হইলেও নবদ্বীপাধিপতিরই দায়াদ ব্যতীত অন্যবংশসমুদ্ভূত নহেন। ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাপিণ্ড্যভাব ছিল, ইহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাঁহারা উহার প্রামাণ্য-সংস্থাপনজন্য কোঁড়কদীর পূর্ব্বাধিবাসী পঞ্চকোটের কাশীপুরস্থ কালিদাস সার্ব্বভৌম-লিখিত তালিকাপ্রদর্শনদ্বারা শান্তিপুর, মাচ্ছর, ময়নাগড়, বাহাদুরপুর, বাদকুল্লা, গোবাটা, পাটিকাবাড়ী এবং চৌরাশী পরগণায় কেশরীদিগের পরস্পর নিকটসম্বন্ধ খ্যাপন করেন।

দূরতর-সম্বন্ধে সিংহভূম, বরাহভূম্যাদি প্রদেশের কেশরিগণও

এক মূল হইতে প্রসূত, ইহাও অনায়াসে উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা করেন। যথা—কেশরি-বংশের মূলপুরুষ ভট্টনারায়ণ-পুত্র নীপ। নীপান্বয়ের অধস্তন দ্বাদশ কামদেব (১২) এতদ্দেশ-নিবাসী। (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪৫২ পৃষ্ঠ দেখ।) ইহাঁর চতুর্থ পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ ১৩। তাঁহার সাত পুত্র, যথা—কৃষ্ণকান্ত, হরিদেব, ত্রিবিক্রম, মধুসূদন, বনমালী, নরহরি ও শ্রীধর ১৪।

কৃষ্ণকান্ত সিংহভূমের অধিপতি, হরিদেব শিখরভূমির রাজা, ত্রিবিক্রমের নিবাস বরাহভূম, মল্লভূমি মধুসূদনের অধিকৃত, বনমালীর সন্তানগন চোরাণী পরগনার অধিবাসী, ফরিদপুর প্রদেশে নরহরির সন্তানগণ বিরাজিত, শ্রীধরের সন্ততিগণ বিদ্যা-বত্তাদিহেতু নানা স্থানে অবস্থান করেন; তাঁহাদিগেরই একতম নির্বাধই দত্তপুকুরের অধিবাসী। ইহাঁর নাম রামচন্দ্র; ইহাঁর অপর ভ্রাতৃত্রয়ের নাম শিবচন্দ্র, বিষ্ণুচন্দ্র ও ত্রিলোকচন্দ্র ১৫।

রামচন্দ্রের পুত্রসংখ্যা চারি, যথা—রঘুনন্দন, নন্দনন্দন, যদুনন্দন ও রাধিকানন্দন ১৬।

রঘুনন্দন-সুত কৃষ্ণকিঙ্কর, রামকিঙ্কর, তারাকিঙ্কর, কালী-কিঙ্কর ও দুর্গাকিঙ্কর ১৭।

তারাকিঙ্কর-সুত গোপাল, ভূপাল ও মহীপাল ১৮।

গোপাল-সুত শ্রীপতি, ভূপতি, উমাপতি, সতীপতি ও ক্ষিতিপতি ১৯।

ক্ষিতিপতির পুত্রসংখ্যা ষোল, কিন্তু তন্মধ্যে চারি ব্যক্তির নাম প্রসিদ্ধ। যথা—রাধামোহন, ব্রজমোহন, কৃষ্ণমোহন ও মদনমোহন ২০।

মদনমোহন-সুত দীনবন্ধু, জগদ্বন্ধু ও বিশ্ববন্ধু ২১

বিশ্ববন্ধু-সুত রামনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, রূপনারায়ণ, হরিনারায়ণ ও নরনারায়ণ ২২।

হরিনারায়ণের সুতসংখ্যা বার। যথা—সুচাঁদ, নিমচাঁদ, যদুচাঁদ, কার্ত্তিকচাঁদ, প্রেমচাঁদ, অৰ্দ্ধচাঁদ, পূর্ণচাঁদ, নিতাইচাঁদ, গৌরচাঁদ, কালাচাঁদ, গোকুলচাঁদ ও বলাইচাঁদ ২৩।

এই দ্বাদশ চাঁদের গৌরচাঁদকে নির্বাধই দত্তপুকুরের কেশরিগণ মূলপুরুষ স্বীকার করিয়া পরিচয় দেন। শান্তিপুর, ময়নাগড়, মাচ্ছর প্রভৃতি স্থানের কেশরিগণ গৌরচাঁদেরই অধস্তন-বংশীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছেন।

শান্তিপুরের জমীদারগণ যে চাঁদ রায়কে তাঁহাদিগের মূলপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করেন, সম্ভবতঃ তিনিও ঐ দ্বাদশ চাঁদের একতম চাঁদ। মাচ্ছর, ময়নাগড়ের কেশরিগণও শান্তিপুরের কেশরিগণের নিকট জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দেন। শান্তিপুরের কাঁসারিপাড়ার রায়গণও এই জমীদারদিগের সাপিণ্ড্যজ্ঞাতি।

গৌরচাঁদ ব্যতীত সহোদর-সংখ্যা একাদশ চাঁদ, সুতরাং চাঁদ-সংখ্যা দ্বাদশ। উহার এক চাঁদ শান্তিপুরের জমীদার। তিনি এক মহাপুরুষের নিকট উপদিষ্ট হইয়া শাক্ত হয়েন এবং বাঘআঁচড়ার বাগ্‌দেবীর আরাধনার সুব্যবস্থা করেন। ঐ পীঠস্থানে এক সন্ন্যাসীর বীরাচারে সন্দিগ্ধ হইয়া অভিশপ্ত হয়েন। সে অভিসম্পাত এই—নির্ব্বংশ অথবা নির্দ্ধন, এই উভয়ের একতর স্বীকার। জমীদার চাঁদ নির্দ্ধন হওয়া অপেক্ষা নিঃসন্তান থাকা বরং শ্রেয়ঃকল্প জ্ঞানে তাহাই স্বীকার করেন ও প্রিয়তম ভ্রাতা গৌরচাঁদের সন্তানকামনা করেন; এবং মৃত্যুকালে গৌরচাঁদকেই সমুদায় সম্পত্তি দান করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

চন্দ্রপতি মুখ (অধিকারী, ২২)-প্রমুখ চন্দ্রপতি বা চন্দ্রশেখরী মেল।

(১৩৬ পৃষ্ঠ দেখ।)

মুখুটী-বংশের বরাহ-সুত চন্দ্রপতি অধিকারীই চন্দ্রশেখরী মেলের মূলপ্রকৃতি। কাশী কালেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ধাত্রীগ্রাম-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রদত্ত বংশাবলী এখানে অবিকল মুদ্রিত করা গেল। পাটুলী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস ঘটক-প্রদত্ত তালিকা অনুসারে ১৩৬ পৃষ্ঠে চন্দ্রপতি মেলের যে তালিকা দেওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত এই তালিকার কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ হইলেও আমরা উহা পরিবর্ত্ত করিতে পারিলাম না; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নিজবংশ-সম্বন্ধে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই পরিশুদ্ধ জ্ঞানে এখানে মুদ্রিত করিলাম।

জয়কৃষ্ণ ২৬। পুত্র রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত, এবং অন্য দুই ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত ২৭। রামভদ্র-সুত কামদেব ন্যায়বাগীশ, সন্তোষ ও পরমানন্দ ২৮। কামদেব-সুত বিষ্ণুদেব বাচস্পতি ও শিবরাম তর্কভূষণ ২৯। বিষ্ণুদেব-সুত রামমাণিক বিদ্যালঙ্কার, গঙ্গেশ চিন্তামণি, রামজয়, রমানাথ ও গোপাল ৩০। মাণিক সুত বীরেশ্বর ৩১। তৎপুত্র দামোদর ও নিশানাথ ৩২। দামোদর-সুত ষষ্ঠিদাস ও চন্দ্রশেখর ৩৩। গঙ্গেশ-পুত্র নীলমণি (অপুত্রক) ও রামজয় ৩১। রামজয়-সুত রাধানাথ ও হরিশ্চন্দ্র ৩১। রাধানাথ-সুত রাজকুমার, রূপনারায়ণ, মতিলাল ও কালীকৃষ্ণ ৩২। মতিলাল-সুত গোপালকৃষ্ণ ৩৩। কালীকৃষ্ণ-সুত

নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও বেচারাম ৩৩। হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক। গোপাল(৩০)-পুত্র প্রসন্ন ৩১।

রমানাথ-সুত যাদবেন্দ্র, কমললোচন ও অপর ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত ৩১। যাদবেন্দ্রের চারি পুত্র—কালীচরণ, উমাচরণ, কান্তিচন্দ্র ও বিধুভূষণ ৩২। কালীচরণ-সুত আশুতোষ ও অতুলকৃষ্ণ ৩৩। কমল-সুত কৈলাস ৩২।

শিশুরাম তর্কভূষণ-সুত ভবনাথ তর্কপঞ্চানন, ধর্ম্মনাথ শিরোমণি, গোরাচাঁদ, আনন্দচন্দ্র ও রামতারক ভট্টাচার্য্য ৩০। ভবনাথ-সুত ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম, জনার্দ্দন তর্কবাগীশ, হরিহর চূড়ামণি ও হরচন্দ্র ৩১। ঘনশ্যাম সুত প্রসন্ন ও মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ৩২। প্রসন্নচন্দ্রের দুই পুত্র, কীর্ত্তিচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র ৩৩। কীর্ত্তি-সুত চারুচন্দ্র ও অন্নদাপ্রসাদ ৩৪। মহেন্দ্র সুত গিরিজাপ্রসাদ ও গৌরীপ্রসাদ ৩৪। কৈলাসচন্দ্রের পাঁচ পুত্র—রাজবল্লভ, মুকুন্দবল্লভ, আশুতোষ, সদানন্দ ও নিত্যানন্দ ৩৩। রাজবল্লভের পুত্র যজ্ঞপতি ৩৪।

ধর্ম্মনাথের পুত্র কালীকুমার, কালিদাস ও কালীপ্রসন্ন ৩১। কালীকুমার-সুত শশিশেখর, কেদারনাথ, পরেশনাথ, দ্বারকানাথ ও তারাপদ ৩২। শশিশেখর-সুত অসিতাচরণ, সত্যচরণ, ভূপতি, শ্রীপতি ও রামপতি ৩৩। কালিদাস-সুত বিনোদবিহারী ও সূর্য্যদেব ৩২। কালীপ্রসন্ন-সুত যোগেন্দ্রচন্দ্র ৩২।

রামভদ্র-সুত সন্তোষ ২৮। তৎসুত দুই; জ্যেষ্ঠের নাম রামলোচন বিদ্যাবাগীশ, কনিষ্ঠের নাম অজ্ঞাত ২৯। রামলোচন-সুত গদাধর ৩০। অজ্ঞাতনামার পুত্র নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ৩০। নারায়ণ-সুত নবীন ও

হারাধন ৩১। মধু-সুত মাধব, যাদব, কেশব ও দীননাথ ৩১। মাধব-সুত সীতানাথ ৩২। যাদব-সুত রাখালচন্দ্র ৩২। কেশব-সুত নাম অজ্ঞাত ৩২।

রামভদ্র-প্রমুখ পরমানন্দ(২৮)-পৌত্র বৈদ্যনাথ শিরোমণি, কাশীনাথ সার্ব্বভৌম, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও লক্ষ্মণচন্দ্র ৩০। বৈদ্যনাথ-সুত ঈশানচন্দ্র ৩১। ঈশান-সুত জ্যেষ্ঠের নাম অজ্ঞাত, কনিষ্ঠের নাম আনন্দচন্দ্র ৩২। জ্যেষ্ঠের পুত্র অমৃতলাল ৩৩, আনন্দচন্দ্র অপুত্রক। কাশীনাথ-সুত গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাধানাথ তর্কপঞ্চানন ও হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ৩১। গোপী-সুত মাধব বাচস্পতি, সীতানাথ ও চন্দ্রশেখর তর্করত্ন ৩২। মাধব-পুত্র বিপিনবিহারী ৩৩। বিপিন-সুত সত্য, কালী ও বিষ্ণু ৩৪। চন্দ্রশেখর-সুত ষষ্ঠিদাস ভট্টাচার্য্য ৩৩। হরিনাথ-সুত পঞ্চানন ও গোপালচন্দ্র ৩২। গোপাল-সুত শশধর ও দিবাকর ৩৩।

কাশ্যপ পাকড়াশী-বংশ (সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়)।

কুলাচার্য্যগণ শ্রোত্রিয়দিগের বংশ লিখেন না। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোত্রিয়গণ নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা নিজ-নিজ-বংশ-লিখনে ঔদাস্য বা অশ্রদ্ধা করেন, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ইহাঁরা স্বীয় স্বীয় আদিপুরুষের বৃত্তান্ত বিশেষ যত্ন ও আস্থার সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখেন। কোন কোন বংশে পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম-সঙ্কীর্ত্তন অবিরত হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটকগণ শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলী না লিখিলেও উহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। তবে গণ্য মান্য ও পুণ্যবানের সংসার-ব্যতীত

অন্যত্র বংশাবলীর লিখনপ্রথা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

এস্থলে কাশ্যপ-গোত্রীয় পাকড়াশী-বংশীয়দিগের একদেশ দেখান গেল। তদ্দ্বারা ইহা একপ্রকার স্থির হইবে যে, শ্রোত্রিয়গণমধ্যে বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘজীবন অনায়াসলভ্য ছিল।

পাকড়াশী(১)-গ্রামীর মূলপুরুষ দক্ষ-পুত্র বনমালী ২, ইঁহার ছয় পুত্র, যথা—ইন্দ্র, চন্দ্র, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রুদ্র ও গণপতি ৩। প্রত্যেকেই অদ্বিতীয় বিদ্বান্। ইন্দ্র-সুত কালী, শ্যামা, বগলা ও দুর্গাচরণ ৪। চন্দ্র-সুত বায়ু, বরুণ, শিব, কেদার ও কার্ত্তিক ৪। কৃষ্ণ সুত কৈলাস, শম্ভু, ঈশান, পশুপতি ও কেশব ৪। বিষ্ণু-সুত অনিরুদ্ধ, ভীম, ভব, লোকনাথ ও ত্রিপুরারি ৪। রুদ্র-সুত হরি, বামন, ত্রিবিক্রম, গদাধর ও চক্রপাণি ৪। গণ-পতি-সুত শ্রীপতি, যদুপতি, নিশাপতি ও যামিনী ৪।

বিষ্ণু-প্রমুখ ত্রিপুরারি সুত মহেশ, মাধব ও দীনকর ৫। দীনকর-সুত কবি, রবি, অনন্ত ও বাসুদেব ৬। অনন্ত-সুত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার, গোপাল ও গোপী-নাথ ৭।

হরিদেব-সুত রামচন্দ্র, রাধামোহন ও কালিদাস ৮। কালি-দাস-সুত উপেন্দ্র, দিগ্বিজয় ও জগন্মোহন ৯। জগন্মোহন-সুত জয়দেব, নন্দ, ধ্রুব ও নৃসিংহ সার্ব্বভৌম ১০।

নৃসিংহ-সুত অম্বিকা, উমেশ, সতীশ ও ক্ষিতীশ ১১। উমেশ-সুত বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শ্রীনায়ক ও শ্রীপতি ১২। শ্রীপতি-সুত দুর্গানন্দ, কালিকানন্দ, উমানন্দ, শ্যামানন্দ ও জগদানন্দ ১৩।

জগদানন্দ-সুত রামকিঙ্কর, দুর্গাকিঙ্কর, শিবকিঙ্কর, কালীকিঙ্কর ও তারাকিঙ্কর ১৪। কালীকিঙ্কর-সুত গোলোকনাথ, যদুনাথ, সীতানাথ, আদ্যনাথ, রামনাথ, শূলপাণি, সদাশিব, বিশ্বেশ্বর, কেদারেশ্বর ও ভুবনেশ্বর ন্যায়ভূষণ ১৫।

বিশ্বেশ্বর-সুত তারণচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ১৬। তারণচন্দ্র-সুত সতীশচন্দ্র, কামাখ্যাচন্দ্র, পূর্ণ-চন্দ্র, আলোকনাথ ও কীর্ত্তিচন্দ্র ১৭। কীর্ত্তিচন্দ্র-সুত জয়নারায়ণ, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, উদয়নারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ ১৮। রামনারায়ণ-সুত হরিদেব, গোবিন্দদেব, কৃষ্ণদেব, বুদ্ধদেব, ত্রিদেব ও বরুণদেব ১৯।

গোবিন্দ-সুত দুর্গাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, কালীকান্ত, কাশী-কান্ত, ব্রজকান্ত, কেশব, কমলাকান্ত, শ্রীকান্ত, অম্বাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত ২০। শ্রীকান্ত-সুত রতিপতি, তারাপতি, সীতাপতি বিদ্যারত্ন, বাণীপতি ও উমাপতি তর্করত্ন ২১।

কেশবের উপাধি ভারতী। কমলাকান্ত বাচস্পতি নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকান্ত মজুমদার বলিয়া অতি বিখ্যাত। অম্বাকান্ত সমাজদার-রূপেই লোকের পরিচিত। অন্য ভ্রাতাগুলির নানা-স্থানে বাসনিবন্ধন কে কোন্ থানে বাস করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু যে সময়ে মেলবন্ধন হয়, তৎকালে ইহাঁরা হবিবপুর, সর্ষুণা, নকীপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। কমলাকান্তের ছয় পুত্র, যথা—যশো-মন্ত, ভাগ্যবন্ত, শ্রীমন্ত, অনন্ত, অচ্যুত ও রুক্মিণীকান্ত ২২। যশোমন্তের নিবাস সর্ষুণা, জিলা খুলনা।

যশোমন্ত রায় চৌধুরী ধনে, মানে, কুলে ও শীলে মহামান্য

ছিলেন। তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। যশোমন্ত যদিও শাস্ত্রীয় উপাধি পান নাই, তথাপি পিতা অপেক্ষা সদ্‌গুণে ন্যূনকল্প ছিলেন না। বরং কোন কোন বিষয়ে অধিকতর যশস্বী ছিলেন। সেই কারণে তাঁহার 'যশোমন্ত' নামটী অম্বর্থ হইয়াছে। যশোমন্তের বংশাবলী দেওয়া গেল। এই বংশের বৃত্তিভোগী কুলীনগণ বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রোত্রিয়গণ নিরন্ন অবস্থাতেও কুলীন ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী এবং তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে নিজের পরিবারমধ্যে অবশ্যপোষ্য বলিয়া স্থান দান করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শ্রোত্রিয়-গণের বংশাবলীও দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞানে প্রদত্ত হইল।

সর্ষুণার পাকড়াশী যশোমন্ত রায় চৌধুরী দক্ষ হইতে অধস্তন ২২শ পুরুষ। যশোমন্তের দুই পুত্র, যথা—চাঁদ রায় ও বসন্ত রায় ২৩। চাঁদ-সুত ভূপতি ২৪। তৎপুত্র গঙ্গাধর ২৫। ইনি রঘুনাথপুর-বাসী। গঙ্গাধর-সুত রঘুনাথ ২৬। রঘুনাথ-সুত রামচন্দ্র ২৭। ইনি নকীপুর-বাসী, পরগণে শ্যামনগর, জিলা খুলনা। ইঁহার তিন পুত্র, যথা—রামগোপাল, শ্যাম রায় ও রাম রায় ২৮।

রামগোপাল (২৮)-বংশ।

রামগোপাল-সুত রামকিঙ্কর ও মুকুন্দরাম ২৯। রামকিঙ্কর-সুত হরিকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ ৩০। জীবনকৃষ্ণ সুত পার্ব্বতী, মধু ও তারক ৩১। পার্ব্বতী-সুত উমাচরণ, রাজেন্দ্র ও ক্ষিতিনাথ ৩২।

মুকুন্দ (২৯)-সুত দেবীপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ, জগন্নাথ ও শিবপ্রসাদ ৩০। দেবীপ্রসাদ-সুত হরপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ ৩১। হরপ্রসাদ-সুত প্রিয়নাথ ৩২। ইনি বিশেষ মান্য। ঐশ্বর্য্য-বোধক রৈ-শব্দ-স্থানে রায় আদেশ হয়; ইনি তাহার যথার্থ পাত্র। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট হইতে কেন না রায় উপাধিতে বিভূষিত হইবেন? ইহাঁর পুত্রের নাম হরিচরণ রায় চৌধুরী, পর্য্যায় ৩৩। তদীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পর্য্যায় ৩৪।

কালীপ্রসাদ (৩০)-সুত শ্রীনাথ ও গোপীনাথ ৩১। শ্রীনাথ-সুত দ্বারকানাথ, মথুরানাথ, কৈলাসনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ ৩২। দ্বারকানাথ-সুত গোপালচন্দ্র ৩৩। মথুরানাথ-সুত নাম অজ্ঞাত ৩৩। কৈলাস-সুত অতুলকৃষ্ণ ৩৩।

জগন্নাথ(৩০)-সুত ঈশ্বরচন্দ্র ৩১। পুত্র ঠাকুরদাস, রসিকচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ৩২। ঠাকুরদাস-সুত হীরালাল ও উপেন্দ্র ৩৩।

শিবপ্রসাদ-সুত রামনারায়ণ ও রাজনারায়ণ ৩১। রাম-নারায়ণ-সুত কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও নীলকমল ৩২। কৃষ্ণ-মোহন-সুত কানাইলাল ৩৩।

শ্যাম রায় (২৮)-বংশ।

শ্যাম-সুত প্রাণকৃষ্ণ ও মুক্তারাম ২৯। প্রাণকৃষ্ণ-সুত নন্দ-কুমার ৩০। নন্দ-সুত হরকুমার, তারিণীকুমার ও সূর্য্য-কুমার ৩১। হরকুমার-সুত চন্দ্রকুমার (ইনি কলিকাতা-বাসী) ও অমৃতকুমার ৩২।

মুক্তারাম ২৯। সুত কাশীনাথ ৩০। তৎপুত্র শিবনাথ ৩১।

সুত হেমনাথ, কৃষ্ণনাথ, রাজেন্দ্রনাথ ও যদুনাথ ৩২। হেমনাথ-সুত নগেন্দ্রনাথ ৩৩। যদুনাথ-সুত শরচ্চন্দ্র ৩৩।

রাম রায় (২৮)-বংশ।

রাম রায়-সুত বেচু ২৯। তৎপুত্র ভৈরবচন্দ্র, রসিকচন্দ্র, রামকুমার ও দেবনারায়ণ ৩০। রসিকচন্দ্র-সুত নিরঞ্জন ৩১। রামকুমার-সুত ভোলানাথ ৩১। ভৈরবচন্দ্র-সুত রাজচন্দ্র, কনকচন্দ্র, বদনচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র ৩১। দেবনারায়ণ-সুত হরমোহন ৩১। তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ৩২। তৎসুত অঘোরচন্দ্র ৩৩।

এইগুলি পাটুলী-নিবাসী রামদাস ঘটক-প্রদত্ত তালিকা।

এথানে পাবনা জিলার স্থল, নহাটা প্রভৃতির পাকড়াশী-দিগের বংশাবলীও লিখিত হইল। সর্ু্ণা-নিবাসী যশোমন্তের ভ্রাতৃগণের অনেকেই স্থানান্তরে লব্ধপ্রবেশ হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণবত্তা দ্বারা লোকবিখ্যাত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বস্থান-ভ্রংশ-নিবন্ধন তাঁহাদিগেকে জ্ঞাতিগণের নিকট প্রথমতঃ অপদস্থ হইতে হয়। পরে কুলক্রিয়া দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। অনন্ত ও অচ্যুতের বংশ পঞ্চকোটাদি প্রদেশেও নিতান্ত বিরলপ্রচার নহে। অনন্তের পাঁচ পুত্র—গৌরীদাস তর্কালঙ্কার, রামহরি সিদ্ধান্তবাগীশ, পদ্মনাভ শিরোমণি, গদাধর বাচস্পতি ও রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত ২৩। গৌরীদাস সর্ু্ণাবাসী, এই বলিয়া স্থলের ভট্টাচার্য্যগণ পরিচয় দেন, কিন্তু হবিবপুরের পাকড়াশীগণকেই কুলাচার্য্য শ্রেষ্ঠ কহেন; বস্তুতঃ তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৌরীদাসের বংশাবলী নানা স্থানে বিরাজিত, তন্মধ্যে পাবনা জিলার স্থল, বসন্তপুর, নহাটা,

খেতিল প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্যগণ গৌরীদাসের বংশীয় বলিয়া সুপরিচিত। গৌরীদাসের (২৩) তিন পুত্র—হরিদেব, রুদ্রদেব এবং রামদেব ২৪।

স্থলের পাকড়াশী হরিদেবের (২৪) বংশাবলী।

পুত্র রামচন্দ্র, রাজারাম, বীরভদ্র, মণিভদ্র ও তারাচাঁদ ২৫। রামচন্দ্র-সুত গঙ্গানারায়ণ ২৬। পুত্র ব্রজমোহন ও সৃষ্টিধর ২৭। ব্রজ-সুত দাসু (নবীন) ২৮। তৎসুত ভুবনমোহন ২৯। সৃষ্টিধরের পুত্র বিশ্বম্ভর ২৮। পৌত্র নীলাম্বর ২৯। প্রপৌত্র কালীপদ ৩০।

বীরভদ্রের পুত্র রামবল্লভ ও প্রাণবল্লভ ২৬। রামবল্লভ-সুত রামলোচন, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণগোবিন্দ ও পাঁচু (শিবনারায়ণ) ২৭। রামলোচন-সুত চন্দ্রমোহন ও বিহারী ২৮। চন্দ্র-সুত শ্যামাচরণ ২৯। শম্ভু-সুত নিত্যানন্দ ও কালীচরণ ২৮। নিত্যানন্দ-সুত গিরিজানন্দ ২৯। কৃষ্ণগোবিন্দ-পুত্র বিশ্বেশ্বর ২৮। পৌত্র গঙ্গাগোবিন্দ ২৯। প্রপৌত্র গুরুগোবিন্দ ও রামগোবিন্দ ৩০। পাঁচু (শিবনারায়ণ)-সুত রাজনারায়ণ ২৮। পৌত্র হরেন্দ্রনারায়ণ ২৯। প্রপৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ ও গজেন্দ্রনারায়ণ ৩০।

প্রাণবল্লভ (২৬)-বংশ।

পুত্র রামবল্লভ ২৭। পৌত্র শীতলচন্দ্র ও কাশীকান্ত ২৮। শীতল-সুত গোপাল ২৯। পৌত্র শ্রীহরি ও শ্রীপতি ৩০। শ্রীপতি-সুত যদুপতি প্রভৃতি ৩১।

কাশীকান্তের (২৮) পুত্র বৈকুণ্ঠ ও পরমানন্দ ২৯। বৈকুণ্ঠ-পুত্র কালীপদ ও হরিপদ ৩০। মণিভদ্র (২৫)-পুত্র শ্রীনারায়ণ ২৬। পৌত্র শিবনারায়ণ ও গৌরীসুন্দর ২৭। শিব-সুত ধনঞ্জয় ও জনমেজয় ২৮। জনমেজয়-পুত্র জগচ্চন্দ্র, কেশব, মাধব ও দীননাথ ২৯। কেশব-সুত ক্ষীরোদ ও বসন্ত ৩০। মাধব-সুত যোগানন্দ ৩০। ধনঞ্জয়-সুত কালীকমল ২৯। গৌরীসুন্দর (২৭)-সুত রতিনাথ, জানকীনাথ ও দ্বারকানাথ ২৮। সকলেই নিঃসন্তান।

হরিদেব-সুত রাজারাম ২৫। পুত্র ভবানীচরণ ২৬। পৌত্র গোবিন্দচরণ, কৃষ্ণশরণ, কেবলকৃষ্ণ ও রামরতন ২৭। গোবিন্দ-সুত কাশীশ্বর ২৮। পৌত্র শিবশঙ্কর, গিরিশচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র ২৯। গিরিশ-পুত্র সতীশচন্দ্র ৩০। সতীশ-সুত দেবেন্দ্র প্রভৃতি ৩১। কৈলাসচন্দ্র-সুত শ্রীশ, হেরম্ব, দীনেশ ও রামচন্দ্র ৩০। হেরম্ব-পুত্র চারু এবং অভিলাষ প্রভৃতি ৩১।

কৃষ্ণশরণ ২৭। সুত ভৈরব ও ভগবান্ ২৮। ভৈরব-সুত তারিণীচরণ ২৯। পৌত্র নন্দলাল ৩০। প্রপৌত্র বিহারী ও রাজেন্দ্র প্রভৃতি ৩১। কেবল-সুত কালাচাঁদ, কৃপানাথ ও শিবনাথ ২৮। কালাচাঁদ-সুত সূর্য্য ২৯। শিবনাথ-সুত আশুতোষ ও অনাদিচরণ ২৯। আশু-সুত কিশোরী ও দুর্গামোহন ৩০। অনাদি-সুত বসন্ত ও বিজয় ৩০। কৃপানাথের পুত্র হরনাথ ও মথুরানাথ ২৯।

রামরতন ২৭। সুত শিবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, কালীচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র এবং জগচ্চন্দ্র ২৮। শিবচন্দ্র-সুত হেমচন্দ্র ২৯ নিঃ-

সন্তান। কালীচন্দ্রও ঐপ্রকার। শম্ভুচন্দ্র-পুত্র ভারতচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র ২৯ নিঃসন্তান। কাশীচন্দ্র-সুত তারকচন্দ্র ২৯। পৌত্র মুকুন্দচন্দ্র, দিগীন্দ্র ও হীরালাল ৩০। জগচ্চন্দ্রের পুত্র হরিচরণ এবং তেজশ্চন্দ্র ২৯। হরিচরণ-সুত প্রিয়নাথ ও রামচরণ ৩০।

তারাচাঁদ-পুত্র সোণারাম, সর্ব্বেশ্বর ও শোভারাম ২৬। সোণারাম-সুত রামগোপাল, নবকুমার, অমৃতকুমার, নন্দকুমার, রামকুমার ও আনন্দকুমার ২৭। রামগোপাল-সুত চন্দ্রকিশোর ও নবকুমার ২৮। পৌত্র দীনতারণ ও পতিততারণ ২৯। হরকুমার ২৮। পৌত্র হেমন্ত ২৯।

সর্ব্বেশ্বর-পুত্র রামকৃষ্ণ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ২৭। রামকৃষ্ণ-সুত গুরুদাস, ঠাকুরদাস, দেবীচরণ, ইন্দুভূষণ ও চন্দ্রভূষণ ২৮। ঠাকুরদাস-সুত ভবতারণ, কালীতারণ ও অভয়তারণ ২৯। শোভারাম (২৬)-সুত ব্রজসুন্দর ও রামকমল ২৭। ব্রজসুন্দর-সুত ঈশানচন্দ্র ও হরচন্দ্র ২৮। ঈশান-সুত কেদারনাথ, দুর্গানাথ ও রাজকুমার ২৯। কেদার-সুত বিজয়, দেবেন্দ্র ও নরেন্দ্র প্রভৃতি ৩০। দুর্গানাথের পুত্র প্রসন্ন, যামিনী ও ভুবন প্রভৃতি ৩০। রাজকুমার-পুত্র গিরিজা, প্রিয়নাথ ও জিতেন্দ্র প্রভৃতি ৩০।

হরচন্দ্র-পুত্র সারদাপ্রসাদ ২৯। পৌত্র সুরেশচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র ও দেবেশচন্দ্র প্রভৃতি ৩০। রামকমল (২৭)-পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তারিণীচরণ, কৃষ্ণকমল ও রামকমল ২৮। তারিণী-পুত্র শ্রীমন্ত, প্রাণচন্দ্র, লালমোহন, বেণী, মোহিনী ও দুর্গামোহন ২৯। প্রাণচন্দ্র-সুত অনুকূল, প্রবোধ, যোগী প্রভৃতি ৩০। লালমোহনের পুত্র পঞ্চানন ৩০। কৃষ্ণকমল-সুত বিনোদলাল ২৯।

পৌত্র ক্ষীরোদলাল, অনন্ত, উপেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি ৩০। রামকমল-পুত্র দেবলাল ২৯। পৌত্র অখিলচন্দ্র (দত্তক) ৩০।

রুদ্রদেব (২৪)-পুত্র কৃষ্ণরাম ২৫। পৌত্র কাশীশ্বর ও রামচন্দ্র ২৬। কাশীশ্বর-পুত্র বিশ্বেশ্বর ২৭। প্রপৌত্র লোকনাথ ও কুড়ান ২৮। লোকনাথ-সুত শ্রীনাথ ২৯। কুড়ান-পুত্র হরিনাথ ২৯। পৌত্র দেবনাথ ও উদয়নাথ ৩০। রামচন্দ্র (২৬)-পুত্র হরিনারায়ণ ২৭। পৌত্র রাজনারায়ণ ২৮। প্রপৌত্র রজনী ২৯।

স্থল-নিবাসী যামিনীকুমার পাকড়াশী ভট্টাচার্য্য-সংগৃহীত হরিদেব-বংশাবলী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

মুং স্থং বিষ্ণু-প্রমুখ রামদেব-প্রমুখ কৃষ্ণজীবন (২৯)-বংশের একদেশ

(৪৪৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুত্র মধুসূদন, শিবনারায়ণ, বাসুদেব, নন্দগোপাল, জয়গোপাল, রামগোপাল ও মদনগোপাল ৩০। মধু-সুত কানু ৩১। পৌত্র কাশীচন্দ্র, উমাশঙ্কর, ঈশ্বরচন্দ্র ও জগন্মোহন ৩২। আধুনিক পাকড়াশী নিমতা-গ্রামবাসী রামচরণ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত কাশীচন্দ্রের বিবাহ হয়। উমাশঙ্কর সোঁদার-কুল-কন্যা-বিবাহী। বাসুদেব-সুত দুর্গাপ্রসাদ, চণ্ডীপ্রসাদ, পার্ব্বতীচরণ, দেবীচরণ, রাধাচরণ ও অভয়াচরণ ৩১। দুর্গাপ্রসাদ-সুত রামজগৎ, ভগবান্, চন্দ্রকান্ত ও উমাকান্ত ৩২। রামজগৎ ত্রিবেণীর ভট্টাচার্য্য-কন্যা-বিবাহে দুষ্ট। পার্ব্বতী-

চরণের কোণা-নিবাসী গুড়-সন্দিগ্ধ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা-বিবাহে দোষ। চণ্ডীচরণ-সুত ঈশ্বর ও উদয় ৩২। ঈশ্বর-সুত শিব ও রমানাথ ৩৩। রমানাথ-সুত দ্বারকানাথ, গোপীনাথ ও হরিনাথ ৩৪। হরিনাথ-সুত তারাপদ ও কালীপদ ৩৫। পার্ব্বতীচরণ-সুত কৈলাস ও হরচন্দ্র ৩২। হরচন্দ্র-সুত অবিনাশ ৩৩। তৎসুত সুরেশ ৩৪ (ফুলিয়া গ্রাম) কলিকাতা দর্জ্জীপাড়া।

মুং ফুং শ্রীধর-প্রমুখ রামনারায়ণ (২৮)-বংশ

(প্রথম পরিশিষ্ট ৬৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

রামনারায়ণ-সুত হরিদেব, সীতারাম, গোবিন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। সীতারাম-সুত গৌরীচন্দ্র, নিমাই, উদয়চন্দ্র ও সদাশিব ৩০। নিমাই-সুত আনন্দীরাম ৩১। কৃষ্ণচন্দ্র (২৯)-সুত সুখারাম, তিলকরাম, বীর ও নিমাই ৩০।

শ্রীধরের পুত্র বাণেশ্বরের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে ৬৯ পৃষ্ঠে তিন ব্যক্তির নাম নির্দ্দিষ্ট আছে; অপর তিন পুত্রের নাম যথা—শিবরাম, পাঁচু ও নন্দ ২৯। পাঁচু-সুত রামসুন্দর, রামলোচন, রামকিশোর, বলরাম, রামতনু, কাশী, কানাই ও রঘুনাথ ৩০ (রঘুনাথ ভঙ্গ)।

শ্রীধর-প্রমুখ রামকৃষ্ণের পৌত্র নন্দরামের ধারা ৬৮ পৃষ্ঠে দেখ। জগন্নাথ-সুত গুরুপ্রসাদ ও নীলমোহন ৩১। শ্রীধর-প্রপৌত্র লক্ষ্মীকান্ত ৩০ (নন্দরামের ধারা)। বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র ও জয়রাম ৩১।

বিষ্ণুঠাকুর-পৌত্র খেলারাম-সুত নিমাই ২৯। তৎপুত্র রামনাথ, রাধানাথ ও রামচন্দ্র ৩০ (৬৬ পৃষ্ঠ দেখ)।

রামেশ্বর ঠাকুর-প্রমুখ রামহরি-সুত কাশীনাথ, রাধানাথ, গোপীনাথ ও শিবানন্দ ৩১ (৭১ পৃষ্ঠ দেখ)।

মুং ফুং রামেশ্বর-প্রমুখ
ষষ্ঠিদাস-সুত রামচরণ (২৯)-বংশ

(প্রথম পরিশিষ্ট ৭১ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুত্র হৃদয়রাম, কালীপ্রসাদ, হরানন্দ, রামতনু ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩০। রামচরণ-সহোদর রামশঙ্কর-সুত রাজকিশোর, দুলাল, রামনিধি, হরি, রামজয় ও কন্দর্প ৩০। দুলাল-সুত কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রাধারমণ, বিষ্ণুরাম ও কানাই ৩১ (৭১ পৃষ্ঠ দেখ)।

রামেশ্বর-প্রমুখ বিশ্বেশ্বর ২৮। সুত শুকদেব, কেশব (অথবা রামকেশব), কৃষ্ণকিঙ্কর, কৃষ্ণকান্ত, সীতারাম, রামকান্ত ও রামজীবন ২৯। কেশব-সুত লক্ষ্মণ, রামরাম ও কৃষ্ণরাম ৩০।

রামেশ্বর ঠাকুর-প্রমুখ তেকুনামক রামগোবিন্দ-সুত দুর্গাচরণ, নন্দকুমার, রামানন্দ, দয়ারাম ও আত্মারাম-২৯।

বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ সীতারাম (২৮)-বংশ।

সীতারাম-সুত ব্রজকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্র, বিজয়, রামরাম, শুকদেব, শ্রীরামচন্দ্র, সদাশিব ও রামলোচন ২৯। শুকদেব-সুত রামানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ও তারণচন্দ্র প্রভৃতি ৩০। তারণ-সুত নবকুমার ৩১। নব-সুত কুঞ্জলাল, আনন্দ, বিনোদ ও শিবলাল ৩২। আনন্দ-সুত পাঁচু, সতীশ, কালীপদ প্রভৃতি, পর্য্যায় ৩৩। আনন্দের পৌত্রের পর্য্যায় ৩৪। আনন্দ ৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র, নিবাস বহিরগাছী।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির কাশ্যপগোত্রীয়

দক্ষ মহোদয়ের বংশাবলী।

ইহাঁর পিতার নাম বীতরাগ, পিতামহ জয়, প্রপিতামহ স্বর্ণক, বৃদ্ধপ্রপিতামহ ওঁকার, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ তমিস্র, বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ কৃষ্ণ মিশ্র। দক্ষের ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষ কোলাঞ্চদেশ অর্থাৎ কান্যকুব্জের অধিবাসী। তদ্দেশে ঐ সকল ব্যক্তির যে সকল সন্তান আছেন, তন্মধ্যে কেহ চৌবে, কেহ তেওয়ারী, কেহ দোবে এবং কেহ বা কাণ্বশাখী, আশ্বলায়নশাখী অথবা কুথুমশাখী ইত্যাদিরূপে পরিচয় দেন। এই সকল কথা অতি গুরুতর, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সুসঙ্গত নহে। (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪৮৪, ৫০৫ এবং ৪০০ পৃষ্ঠ দেখ।)

দক্ষের (১) ষোল পুত্র (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ২৪ এবং ২৯৬ পৃষ্ঠ দেখ)। দক্ষের ভ্রাতৃসংখ্যা অনেক, তন্মধ্যে দক্ষসমেত চারি সহোদর, যথা—সুসেন, ভানু ও কৃপানিধি ১। বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে পাঁচজন প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের নাম এই—ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, জীব ও সোম, পর্য্যায় ১। সুসেন কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্রগণের আদি পুরুষ।

দক্ষের পুত্রসংখ্যা ষোল। তন্মধ্যে সুলোচন চট্টবংশের মূল-পুরুষ ২। সুলোচন-সুত বাসুদেব ও মহাদেব ৩। মহাদেব-সুত মহী, চলহ, শ্যামল ও হলধর ৪। হল-সুত নায়িদেব, কৃষ্ণদেব ও রূপদেব ৫। নায়িদেব সুত হার, হর্ষ, লালো এবং বরাহ ৬। লালো সুত গরুড়ধ্বজ ও ভরত (বা সামন্ত) ৭। গরুড়-পুত্র শ্রীকণ্ঠ ও হিরণ্য ৮। শ্রীকণ্ঠ-সুত বাঙ্গাল ৯। ইনি

আদি কুলীন। বাঙ্গাল-সুত বা গরুড়-প্রপৌত্র কীত বা কীর্ত্তিচন্দ্র ১০। তৎপুত্র নৃসিংহ, রামদেব, রাঘব ও দাশরথি ১১। নৃসিংহ-সুত আভো, পুরো ও তারক ১২। আভো-সুত স্বপন (তপন) ও ভীম ১৩। স্বপন-সুত চাঁদো, নাঁদো, কাঁদো, কামো, উধো, গোপী, রুদো, চৈতনী, পূরো, হাথরী ও সারঙ্গ ১৪। চৈতনী-সুত কুশধ্বজ, বিশ্বেশ্বর, বুধ, নিশো, মহী, রঘু, কিশো ও ধূষো ১৫। রঘু-সুত শ্রীবৎস, ঈশ্বর ও নিত্যানন্দ ১৬। শ্রীবৎস-সুত বলভদ্র ১৭। বলভদ্র-সুত উদয়, ভুবন ও ব্যাস ১৮। (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪০৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

গরুড়ধ্বজ-সহোদর ভরত ৬। তৎপুত্র লৌলিক ৭। লৌলিক-সুত শুচ, অরবিন্দ ও উষাপতি ৮। চট্টবংশের যে পাঁচ ব্যক্তি কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন, শুচ ও অরবিন্দ তাঁহাদিগের পরস্পরের অন্যূনকল্প। মহাদেব-পুত্র মহীকে মহানন্দও বলে।

অরবিন্দ (৮)-প্রমুখ চট্ট-বংশ।

অরবিন্দ-সুত আহিত ৯। আহিত-সুত ধ্যাকর ১০। ধ্যাকর-সুত পণ্ডো, বিণ্ডো, ধনো ও মনো ১১। ধনো-সুত রাম, উৎসাহ, বঙ্গভঙ্গক, গণপতি, জয়পতি, শ্রীপতি ও রঘুপতি ১২। কোন পুস্তকে ধনোকে শুচবংশীয় বলিয়া বর্ণন করে। শুচ-বংশেও অন্য একজন ধনো ছিলেন। সেই ধনো-সহোদর পণ্ডো, বিভো, মনো বা বঙ্গভূষণ ১১। অরবিন্দ-বংশেও এই সকল নাম দেখা যায়। যথা—পণ্ডো, বিভো, ধনো ও মনো ১১।

চট্টোপাধ্যায় পভো (১১)-বংশ।

পভো — প্রভুরাম-সুত শিব ও হিম ১২। শিব-সুত সুরেশ্বর ১৩।

বিভো-বংশ—বিভো-সুত নরসিংহ, বিশো, কুশো, ধুশো, ঈশান, মার্কণ্ডেয়, নিভো ও পদ্মনাভ ১২। নরসিংহ-সুত বাসু, বামন, কামদেব, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, কানাই ও নিধো ১৩। বামন-সুত লম্বোদর ও শুক্লাম্বর ১৪। লম্বোদর-সুত বাণী, বিনোদ ভট্টাচার্য্য, হিরণ্য ও মুকুন্দ ১৫। শ্রীকর খনিয়ার চাটুতি।

চট্ট ধনো (১১)-বংশ।

ধনো-সুত উৎসাহ, রাম, রঘুপতি, গণপতি, জয়পতি, শ্রীপতি ও বঙ্গভঙ্গক ১২।

উৎসাহ-সুত নন্দন ও শূলপাণি ১৩। শূল-পুত্র নিত্যানন্দ ১৪।

রাম-সুত রূপেশ্বর, কেশব ও সিদ্ধেশ্বর ১৩।

রঘুপতি-সুত মধু, বিদাই (বিদ্যাধর), নিধাই, নিশাপতি, রাঘাই, বামন এবং জগাই ১৩। কাঁটাদিয়া হৃদয়ের সহিত জগাইয়ের কুল।

গণপতি-সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ ও নারায়ণ ১৩। ব্যাস-সুত আনাই ও জনাই ১৪। আনাই-সুত বিজয়, চতুর্ভুজ, শ্রীনাথ (নাথাই), মাধাই ও লথাই ১৫। নাথাই-সুত গঙ্গাদাস ও গোবিন্দ ১৬। 'নাথাই' এই নামটী শ্রীনাথের অপভ্রংশ। নাথাই চট্টের কন্যা হইতেই ফুলিয়া মেলে ধন্দ-দোষ প্রবেশ করে (মূলপুস্তক ৩৮৫ পৃষ্ঠ এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ৬ পৃষ্ঠ দেখ)।

গঙ্গাদাস-সুত ভুবন ১৭। তৎসুত রামনাথ ও রতিনাথ ১৮। রামনাথ-সুত রূপনারায়ণ এবং রাঘব ১৯। রাঘব-সুত যাদবেন্দ্র ২০। তৎপুত্র রামেশ্বর ২১। রামেশ্বর-সুত রামানন্দ ২২। তৎপুত্র শ্রীরাম ২৩। তৎপুত্র কাশীনাথ ২৪। বীরভূম জিলায় বসন্তপুরে বংশ আছে।

ধনো-বংশে আনাই-প্রমুখ
শ্রীনাথ (নাথাই চট্ট) পৌত্র রতি (১৮)-বংশ।

রতি-সুত রামচন্দ্র, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং রামকান্ত ১৯। রামচন্দ্র-সুত কৃষ্ণবল্লভ এবং কৃষ্ণজীবন ২০। ইহাঁরা উভয়েই কাশ্যপকাণ্ডারী থাকে প্রসিদ্ধ, মেল খড়দা। "ধনযুগম্" এই শব্দে এই উভয়কে বুঝায়। (মূলপুস্তক ৩৯৮ পৃষ্ঠ, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ১৬।১৭ পৃষ্ঠ।)

নারায়ণ-সুত রঘুদেব, কামদেব, আত্মারাম, রামদেব এবং যাদু ২০।

চট্ট ধনো-সুত শ্রীপতি (১২)-বংশ।

শ্রীপতি-সুত যুধিষ্ঠির, লম্বোদর, শূলপাণি ও ভূধর ১৩। লম্বোদর-সুত প্রিয়ঙ্কর ১৪। তৎপুত্র বিশ্বনাথ ঘটক ১৫। তৎপুত্র জলেশ্বর, দুর্লভ, যদু, সনাতন ও উদ্ধরণ ১৬। দুর্লভ-সুত অচ্যুত এবং গোবিন্দ ১৭।

নাথাই-প্রপৌত্র রতি-সুত চট্ট ধন নারায়ণ-বংশের একদেশ (ফুলিয়া)।

(এই পুস্তকের ২২৭ ও ২২৮ পৃষ্ঠ দেখ।)

নারায়ণ ১৯। পুত্র রঘুদেব, কামদেব, রামদেব, আত্মারাম ও যাদবেন্দ্র ২০। রামদেব-সুত রামকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণদেব, হরিদেব, শুকদেব, জয়দেব, বলরাম ও রামভদ্র ২১। শুকদেব-সুত রাজারাম, অনন্তরাম, রামশরণ, রামশঙ্কর, রামানন্দ ও আনন্দীরাম ২২। আনন্দীরাম-সুত সোণারাম, ব্রজরাম, গোপাল, চণ্ডীচরণ ও রঘুনাথ ২৩। সোণারাম-সুত দীনদয়াল ২৪। তৎপুত্র প্যারীলাল ও ব্রজলাল ২৫। প্যারী-সুত প্রতাপ ও কেদার ২৬। প্রতাপ-সুত রাধিকা ২৭। কেদার-সুত ননীগোপাল ২৭। ইহাঁরা মুর্সিদাবাদ জিলার সাদী খাঁর দিয়াড়গ্রাম-বাসী। বিক্রমপুরেও অনেক আছেন। (এই তালিকা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রদত্ত।)

মেল বল্লভী, পুরন্দর চট্ট।

চট্ট ধন-প্রমুখ বিজয় (১৫)-বংশ।

বিজয়-সুত শ্রীহরি, মুকুন্দ ও পুরন্দর ১৬। পুরন্দর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা বল্লভী মেল হয়। তাহাতে মুকুন্দের যোগ থাকে। মুকুন্দ-পুত্র রামচন্দ্র ১৭, ইহাঁকে নিমাই বা নিমে কহিত। রামচন্দ্রের সহোদরের নাম বনমালী, পর্য্যায় ১৭।

নিমাই-সুত লক্ষ্মণ, শ্রীকান্ত, রাঘব, কুমুদ ও পূর্ণানন্দ ১৮। রাঘব-সুত নারায়ণ, মথুরা, রমাকান্ত ও শ্রীবল্লভ ১৯। রমা-

কান্ত-সুত রামদেব, জনার্দ্দন, লক্ষ্মণ, মধুসূদন, গঙ্গারাম ও রঘুদেব ২০।

ধন বিজয়-বংশের প্রশংসা-সম্বন্ধীয় কারিকা।

"হলায়ুধকবিস্তল্যো ধীতো মধুর্বনো হরিঃ।
শূলপাণিশ্চ সারঙ্গো হলো সুখভবাঃ সমাঃ॥" মেলমালা।

ধন বিজয়-প্রমুখ মধুসূদন (২০)-বংশের একদেশ।

মধুসূদন-সুত রাজারাম, নীলকণ্ঠ, অযোধ্যারাম, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ ও গোপেশ্বর ২১। রামেশ্বর-সুত রামনাথ, রামভদ্র, রামরাম, নিধিরাম ও রামশরণ ২২। রামরাম-সুত দীনরাম, চণ্ডীচরণ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৩। চণ্ডীচরণ-সুত লোকনাথ, জগন্নাথ, পদ্মলোচন, রামধন ও গোপীনাথ ২৪। গোপীনাথ-সুত ঈশ্বরচন্দ্র, মদন, হরমোহন, কৃষ্ণচন্দ্র, রাধামাধব, রামচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, কৈলাস, গঙ্গাধর ও আনন্দ ২৫।

মদন-সুত চন্দ্র, বাণী, অবিনাশ ও হরিপদ ২৬। হরিপদ-সুত মনোহর ২৭। বাণী-সুত কিশোরী, উপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র ২৭।

হরমোহন-সুত রাম ও উমেশ ২৬। রাম সুত ফকির ২৭। তৎপুত্র ভবতোষ ২৮।

কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রসিক ২৬। তৎপুত্র শরচ্চন্দ্র ২৭।

রাধামাধব-সুত কালী, রাধাসুন্দর ও জগৎ ২৬। রাধাসুন্দর-সুত আশু ও নির্ম্মল ২৭। জগৎ-সুত উপেন্দ্র ২৭।

পূর্ণচন্দ্র-সুত কালীপদ ২৬।

মাধব-সুত ভুবন, কেদার, অবিনাশ, বিপিন ও বিভূতি ২৬। ভুবন-সুত যোগেশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও ফণীন্দ্র ২৭। অবিনাশ

সুত প্রতুল ও ধরণীধর ২৭। বিপিন-সুত হারাধন, হরিদাস ও তুলসীচরণ ২৭। বিভূতি-সুত অনিল ও সুনীল ২৭।

কৈলাস (২৫) সুত দুর্গাচরণ ও শরৎ ২৬।

গঙ্গাধর (২৫)-সুত উমাচরণ ২৬। তৎপুত্র চণ্ডী, অবিনাশ, হরি ও অক্ষয় ২৭।

আনন্দ (২৫)-সুত কালীপ্রসন্ন, মহিম ও ভুবন ২৬। মহিম-সুত নলিনী ২৭। ভুবন-সুত ভূদেব ও ভবদেব ২৭।

ধন বিজয়-বংশে

মধুসূদনপ্রমুখ গোপেশ্বর (২১)-কুল।

গোপেশ্বর-পুত্র দুলাল, ইন্দ্রনারায়ণ, হৃদয়নাথ, রামসন্তোষ ও রূপরাম ২২।

বিজয়-সন্তানগণ যশোহর জিলার পেঁড়ে, তৎপরে কোটচাঁদপুরের নিকট কাদীর-কোল, তৎপরে নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী রাইগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। ক্রমে চব্বিশ পরগণার নারায়ণপুর ও কলিকাতার পটোলডাঙ্গা ও চোরবাগানাদি স্থানে নিবাস গ্রহণ করেন। হাবড়া জিলার নান্নার গ্রামে, নদীয়া জিলার বল্লভীপ্রধান স্থানে এবং শান্তিপুরে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়েন। ফরিদপুর জিলাতেও দুই চারি ঘর আছে। কিন্তু ভঙ্গের ভাগই অধিক।

দুলাল-সুত শ্যামসুন্দর ও চন্দ্রশেখর ২৩।

ইন্দ্রনারায়ণ-সুত মাণিক, আনন্দীরাম, জয়নারায়ণ ও রামজয় ২৩। আনন্দীরাম-সুত সর্ব্বেশ্বর, দয়ারাম, রাধাচরণ, জয়রাম ও তারাপদ ২৪। তারাপদ-সুত বালকরাম ২৫।

জয়নারায়ণ-সুত রামসুন্দর ও সদাশিব ২৪।

হৃদয়নাথ-সুত নন্দরাম তর্করত্ন ও হরিদেব ২৩। নন্দরাম-সুত রামজয়, কৃষ্ণচন্দ্র ও নারায়ণ ২৪। রামজয়-সুত কাশীনাথ ও রামতনু ২৫। কাশীনাথ সুত কাশীকুমার, বিশ্বম্ভর, রামচন্দ্র, হরমোহন, মোহনচাঁদ ও বদনচাঁদ ২৬। হরমোহন-সুত সারদা, পূর্ণ, চণ্ডী ও তুলসী ২৭। রামচন্দ্র সুত রাখালদাস, গোপাল-দাস, চরণদাস, তুলসীদাস ও বিনোদবিহারী ২৭।

নন্দরাম তর্করত্ন-সহোদর হরিদেব সার্ব্বভৌম সুত বৈদ্যনাথ ২৪। তৎসুত মদন, দুর্গাচরণ, তিলক, রামকানাই, সদাশিব ও নবকুমার ২৫। দুর্গাচরণ সুত শ্রীনাথ, কৈলাসচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, আদিত্যনাথ ও ঈশানচন্দ্র ২৬। শ্রীনাথ-সুত নির্ম্মল, হরিপদ ও সতীশ ২৭। নির্ম্মল-সুত শশিভূষণ ২৮। হরিপদ-সুত জীবনকৃষ্ণ ২৮। ঈশান সুত কার্ত্তিক ২৭।

সদাশিব-সুত গোপাল, আনন্দ, ভবনাথ, প্রিয়নাথ ও তারাপদ ২৬। আনন্দ-সুত শরৎ ও ভৈরব ২৭। শরৎ-সুত পঙ্কজ, সুকুমার ও বিমলকুমার ২৮। ভৈরব-সুত অম্বুজ ও নীরদ ২৮।

নবকুমার-সুত জীবন, যদুগোপাল, শ্যামাচরণ ও বদন ২৬। যদু-সুত বরদা, শশিশেখর, নলিনীকান্ত ও চুনিলাল ২৭। বদন-সুত কাশীনাথ ও রামরঞ্জন ২৭।

বিদ্যাধরী মেলে—চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাধর।

পরিহালে—চট্ট রাঘব।

কাকুৎস্থী মেলে—চৈতন্য চট্টোপাধ্যায় কাকুৎস্থ মিশ্র।

হরি মজুমদারী—চট্টোপাধ্যায় বিভু-বংশে হরি।

চট্ট-রাঘবী—মনো-সন্তান রাঘব।

দেহাটা—চট্টোপাধ্যায় পাটুলিয়া শ্রীপতি।

ছৈয়ী—চট্ট ধনিয়া।

বালী—চট্ট কেশব।

কাকুৎস্থীর কুলীনগণের সমাজস্থান কুমারহট্ট।

চট্ট-বংশের প্রথম কুলীনের একতম
বাঙ্গাল (১০)-বংশ।

কীত (১১)—কীত-সুত দামোদর, রাঘব, হরি, নরসিংহ ও রামদেব ১২।

দামোদর (১২)—দামোদর-সুত পঙ্‌ক্তিপাবন, তিলক এবং সাঁকো (শঙ্কর) ১৩।

পঙ্‌ক্তিপাবন (১৩)—তৎসুত গোপী ও পীতাম্বরাদি ১৪।

নরসিংহ (১২)—তৎপুত্র পূরো, আভো ও তায়ু ১৩।

আভো (১৩)—তৎসুত স্বপন ও ভীম ১৪।

স্বপন (১৪)—সুত চাঁদো, নাঁদো, কাঁদো, হাবরী, গোপ, রুদো, সারঙ্গ, চৈতলী, কাম এবং গোপী ১৫।

কীত (কীর্ত্তি)-সুত (মূলপুস্তক ৪০০।৪০৫।৪০৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

রামদেব (১২)—তৎসুত শিব, উমাপতি, মাধব এবং তপন ১৩।

উমাপতি (১৩)—উমাপতির পুত্র বৃহস্পতি ১৪।

শিব (১৩)—তৎসুত আয়ু, মাধব, আপুচ্ছ এবং কন্দ ১৪।

চৈতলীপ্রমুখ মহী (১৫)-বংশ।

মহী (১৫)—সুত মধু, মুরারি ও গোবর্দ্ধন ১৬।

মধু—সুত কাকুৎস্থ মিশ্র (ইহাঁ হইতে কাকুৎস্থী মেল) ও শ্রীধর ১৭।

কাকুৎস্থ মিশ্র—সুত রাম, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও সুধাকর ১৮।
সুধাকর-সুত বনমালী ১৯। বনমালি-সুত হরি, ভগবান্, নারায়ণ এবং জানকী ২০। হরি (২০)-সুত গোবিন্দ ২১। গোবিন্দ-সুত বিষ্ণু ২২।

মুরারি (১৬)—সুত রত্নাকর ১৭।

চৈতল দিনকর, ত্রিপুরারি ও পুরন্দর-বংশ।

দিনকর (১৭)—সুত যদু, শ্রীনাথ, রাম, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কৃষ্ণানন্দ, জগদীশ এবং গোপাল ১৮।

(ত্রিপুরারি-বংশ মূলপুস্তক ৪০১ পৃষ্ঠ দেখ।)

পুরন্দর—সুত শ্রীকান্ত, জগন্নাথ, বাণীনাথ, বৈদ্যনাথ এবং রামনাথ ১৮।

শ্রীবৎস—সুত বলভদ্র ১৭ (মূলপুস্তক ৪০০ পৃষ্ঠ দেখ)।

বলভদ্র—সুত ভুবন, ব্যাস ও উদয় ১৮।

উদয়—সুত হরি, শঙ্কর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণু এবং বংশধর (ইনি নিঃসন্তান) ১৯। উদয় কুলবর নামে প্রসিদ্ধ।

হরি ও কৃষ্ণদাস ফুলিয়ার মুখুটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র। এইজন্যে হরি ও কৃষ্ণদাসের প্রাধান্য। ফুলিয়া মেলে স্বজনা দোষ হইবে বলিয়া হরি ও কৃষ্ণদাসের পুত্রগণ ফুলিয়া

মেল ত্যাগ করিয়া খড়দহ মেলে বৈবাহিক সূত্রে প্রবিষ্ট হয়েন।
শঙ্কর—সুত রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ ২০।
কৃষ্ণদাস (১৯)—সুত মহেশ, মাধব ও চন্দ্রশেখর ২০।

চং চৈতল মহেশ (২০)-বংশ।

মহেশ (২০)—সুত কাশীশ্বর, মহাদেব তর্কবাগীশ, রামেশ্বর চূড়ামণি ও রামদেব তর্কবাগীশ ২১।

রামেশ্বর (২১)—সুত রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত ও যাদবেন্দ্র ২২।

কাশীশ্বর (২১)—সুত শিবরাম ও রামভদ্র ২২। রামভদ্রের ভুরশুটে বিবাহ দোষ। কাশীশ্বর নিজে কেশরকুনী-কন্যা-বিবাহে কেশরভাব-প্রাপ্ত।

মহাদেব তর্কবাগীশ—(২১) সুত শিবরাম, রুদ্র সার্ব্বভৌম, নীলকণ্ঠ বিশারদ, রামরাম পঞ্চানন এবং নন্দকিশোর বিদ্যাবাগীশ ২২।

রুদ্র (২২)—সুত কালিদাস সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, সন্তোষ বিদ্যাবাগীশ ও গোপীকান্ত ন্যায়বাচস্পতি প্রভৃতি ২৩। গোপীকান্তের ধারা চাতরা বলীতে বিরাজিত।

কালিদাস (২৩)—সুত রামকেশব, রামকিশোর এবং রামলোচন ২৪। রামকেশব-সুত রামকুমার ন্যায়ভূষণ, রামহরি তর্কপঞ্চানন, জয়হরি তর্কভূষণ ও পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য ২৫। রামকুমার-সুত পীতাম্বর তর্কবাগীশ ও আনন্দ ভট্টাচার্য্য ২৬। পীতাম্বর-সুত বিষ্ণু, রমেশ

ও গিরিশ ২৭। রমেশ-সুত শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি ২৮। গিরিশ-সুত কালীপদ ও তারক প্রভৃতি ২৮। ইহাঁদিগের পুত্রগণের পর্য্যায় ২৯। ইহাঁরা শান্তিপুরের চৈতলগণমধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও ক্রিয়াশালী। আনন্দ-সুত প্রতাপ ২৭। পুত্র সুরথচন্দ্র ২৮। নিবাস বীরভূম।

কৃষ্ণচন্দ্র (২৩)—সুত দুর্গারাম বাচস্পতি প্রভৃতি ২৪। ইহাঁরা ধর্ম্মদহ বহির্গাছির কাঞ্জারি-কুলাবতংস গুরু ভট্টাচার্য্য-দৌহিত্র।

শিবরাম তর্কালঙ্কার (২২)—সুত শঙ্কর ও শিতিকণ্ঠ (ভঙ্গ) ২৩।

শঙ্কর (২৩)—সুত রামলোচন, গোকুল ও বিজয়রাম ২৪।

গোকুল (২৪)—সুত কানাই ২৫। পুত্র পার্ব্বতী ২৬। পৌত্র হরিচরণ, অধর, দুর্গাদাস ও জীবন ২৭। হরি-সুত অনুকূল ও চারু ২৮।

নীলকণ্ঠ বিশারদ (২২)—সুত হরিরাম ও দীনবন্ধু (ইনি ভঙ্গ) ২৩।

হরিরাম (২৩)—সুত সূর্য্যদাস ২৪।

রামরাম পঞ্চানন (২২)—সুত সাতু এবং শ্যাম ২৩।

সাতু (২৩)—সুত কামদেব, জগন্নাথ ও শ্যামা প্রভৃতি ২৪।

জগন্নাথ (২৪)—সুত গোপীনাথ ২৫। ইহাঁর বাসস্থান নদীয়া জিলার আড়পাড়া ভবানীপুর।

মহেশ—সুত রামদেব তর্কবাগীশ ২১। ইনি নবদ্বীপবাধিপতি রাজা রুদ্র রায়ের কন্যা-বিবাহে কেশরভাব-প্রাপ্ত।

রামদেব তর্কবাগীশ (২১)—সুত রামানন্দ বাচস্পতি, বিশ্বনাথ পঞ্চানন ও হরিদেব বিদ্যাবাগীশ

রামানন্দ (২২)—সুত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার এবং যদু তর্কভূষণ প্রভৃতি ২৩।

বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন (২২)—সুত রামশরণ ন্যায়বাগীশ এবং রামগোবিন্দ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ২৩।

হরিদেব বিদ্যাবাগীশ (২২)—সুত রামচরণ ২৩।

রামচরণ (২৩)—সুত রাজকিশোর, রামনিধি তর্কালঙ্কার, কৃপারাম ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি ২৪।

চং চৈ মাধব (২০)-বংশ।

মাধব (২০)-সুত মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ ও গোপীকান্ত প্রভৃতি ২১। মধুসূদন (২১)-সুত নারায়ণ বাচস্পতি, মুকুন্দ পঞ্চানন এবং রামচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি ২২। নারায়ণ (২২)-সুত রঘুরাম, কৃষ্ণকিশোর এবং বলরাম ২৩।

নারায়ণ বাচস্পতির ধারার একদেশ যথা—পুত্র কৃষ্ণকিশোর ২৩। পৌত্র কৃষ্ণানন্দ ২৪। প্রপৌত্র কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ২৫। ইহাঁর ৮ পুত্র, যথা—হরপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ ও লক্ষ্মীকান্ত একমাতৃক; রামকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, রমানাথ ও রামচন্দ্র দ্বিতীয়মাতৃক; এবং জগচ্চন্দ্র অন্যমাতৃক। সকলের পর্য্যায় ২৬। গুরুপ্রসাদ-সুত কেদার ২৭। রামকৃষ্ণ-সুত নীলমণি ও দীননাথ ২৭। দীন-সুত যদুনাথ ২৮। যদুনাথের পুত্রের পর্য্যায় ২৯। রাজকৃষ্ণের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ২৭। সর্ব্ব-পুত্র মন্মথনাথ ২৮।

রমানাথ-সুত হরিশ্চন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথ ২৭। ত্রৈলোক্য-সুত বিশ্বেশ্বর ও ক্ষীরোদগোপাল ২৮।

বলরাম (২৩)-সুত মৃত্যুঞ্জয়, গোকুল এবং চাঁদ প্রভৃতি ২৪।

রামকৃষ্ণ (২১)-সুত রামশরণ, রামজীবন, আত্মারাম প্রভৃতি এবং রাঘব ২২। রাঘবের (২২) সন্তানগণ অম্বিকা কালনায় বাস করেন। রামশরণ-সুত জগদ্বন্ধু, বিনোদ এবং কৃপারাম ২৩। শেষদ্বয় বিবাহ-দুষ্ট ও ভঙ্গ। বিনোদ (২৩)-সুত রামলোচন ও রাধাকান্ত প্রভৃতি ২৪। কৃপারাম (২৩)-সুত রামনিধি, রাজ-কিশোর, ব্রজকিশোর ও রামজীবন প্রভৃতি ২৪। হুগ্লী জিলার বালীগড়ী-গ্রামে বাস। ব্রজকিশোর (২৪)-সহোদর রামজীবন বিবাহ-দোষ-দুষ্ট। তৎসুত তিতুরাম ২৫। আত্মারাম (২২)-সুত লক্ষ্মণ, দয়ারাম এবং গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি ২৩।

চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার (২০) বংশ

(মূলপুস্তক ৪০৬ পৃষ্ঠ দেখ)।

চন্দ্রশেখর-সুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, রামদেব ও রামনাথ চক্রবর্ত্তী ২১। রামনাথ-সুত লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম, যদু, রাম-কান্ত, মথুরানাথ, রামগোপাল ও রঘুরাম ২২। লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত বলরাম, কৃষ্ণরাম, জয়রাম, রামসন্তোষ ও রামদুলাল ২৩। রামসন্তোষ-সুত গোবিন্দচন্দ্র, ভৈরব ও মহেশ ২৪। গোবিন্দ-সুত তারণচন্দ্র, শ্যামাকান্ত, পূর্ণচন্দ্র ও কাশীপতি ২৫। তারণ-চন্দ্র সুত সীতানাথ রায় ২৬। সীতানাথ-সুত শ্রীনাথ রায় ২৭। শ্রীনাথ-সুত রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, কুমারনাথ রায়, কৃষ্ণনাথ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ রায় ২৮। যদুনাথ-সুত সত্যনাথ, দ্বিজেন্দ্র-নাথ, শিবনাথ, নলিনীনাথ, প্রমথনাথ ও তারানাথ ২৯।

কুমারনাথ-সুত প্রফুল্লনাথ, কেদারনাথ, নিশানাথ, শম্ভুনাথ, রামদাস ও লোকনাথ ২৯। নিশানাথ-সুত দিবানাথ ৩০।

কৃষ্ণনাথ-সুত জগন্নাথ ও গোপীনাথ ২৯।

দেবেন্দ্রনাথ-সুত সতীনাথ, মল্লিনাথ ও ইন্দ্রনাথ ২৯।

পূর্ণচন্দ্র (২৫)-সুত গিরিশচন্দ্র ২৬। তৎসুত বিজয় ২৭। তৎসুত শ্রীশ, সতীশ, কুমারীশ ও গৌরীশ ২৮।

কাশীপতি ২৫। তৎসুত নীলানাথ, দীননাথ ও হরিনাথ ২৬। নীলানাথ-সুত মতি ও মহিম ২৭। দীননাথ-সুত মদন ও ক্ষেত্র ২৭। মদন-সুত গিরীন্দ্র, শিবেন্দ্র ও হেমেন্দ্র ২৮। ক্ষেত্র-সুত নগেন্দ্র, যামিনী ও দুর্গাদাস ২৮।

হরিনাথ ২৬। সুত নবকুমার, রাজকুমার ও শশিভূষণ ২৭। নবকুমার-সুত বলাই ২৮। রাজকুমার-সুত চুনী ও ধন্থ ২৮।

মহেশ (২৪)-সুত শিবচন্দ্র ২৫। তৎপুত্র বৈদ্যনাথ ২৬। বৈদ্যনাথ-সুত রজনীকান্ত, প্রকাশ্য-নাম কাঙ্গালী ২৭। তৎপুত্র প্রভাসচন্দ্র ২৮।

চন্দ্রশেখর-প্রমুখ রামচন্দ্র-সুত রামভদ্র(২১)-বংশ।*

রামচন্দ্র-সুত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, মধুসূদন, নারায়ণ, বিদ্যাধর সার্ব্বভৌম, বিশ্বেশ্বর স্মার্ত্তবাগীশ, গঙ্গারাম তর্কবাগীশ,

---

* ফুলে খড়দা উভয় মেলে পাল্টী—বেগের গাঙ্গুলীর একদেশ দেখান গেল (মূলপুস্তক ৩৫০।৪০৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

কাশ্যপ-কাঞ্জারী (নবগ্রহ দোষ), রামকান্তের (২৪) ধারা।

সুখারাম, ঘনশ্যাম, উদয়চাঁদ, রূপরাম, সীতারাম, বিনোদরাম, তিতুরাম ও কাশীরাম ২৫। ঘনশ্যাম-সুত রামানন্দ ও রুক্মিণীকান্ত ২৬। রামানন্দ-সুত বৃন্দাবন, রামকিশোর, গৌরসুন্দর, বৈদ্যনাথ ও কমলাকান্ত ২৭। রুক্মিণীকান্ত-সুত রামলোচন, মনোহর, যদুকিশোর, রামজয় ও হৃদয়রাম ২৭। বৃন্দাবন-সুত ভারতচন্দ্র ২৮। রামকিশোর-সুত ভগবান্, কাশী,

রূপনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, রাধাবল্লভ বিদ্যালঙ্কার, রমাপতি ও রামগোবিন্দ ২১। রামভদ্র-সুত রঘুনন্দন বাচস্পতি, সন্তোষ বিদ্যাবাগীশ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত, রাম-গোপাল এবং রাজারাম তর্কবাগীশ ২২। সন্তোষ-সুত রামশরণ, কাশীনাথ, রামজীবন এবং হরেকৃষ্ণ ২৩। রামশরণ-সুত রামকিশোর ২৪।

রামকৃষ্ণ-সুত রামসুন্দর ও ষষ্ঠিদাস ২৩, নিবাস শান্তিপুর। রামনারায়ণ সিদ্ধান্ত-সুত রামগোবিন্দ প্রভৃতি ২৩। রাম-গোবিন্দ-সুত রামেশ্বর ২৪। রামগোপাল-সুত চন্দ্রচূড়, শঙ্কর, দুর্গারাম ও রাজকিশোর ২৩। রাজারাম-সুত কৃপারাম তর্ক-বাগীশ, রূপরাম, দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার এবং দুলাল তর্কভূষণ প্রভৃতি ২৩।

হরেকৃষ্ণ-পুত্র ত্রিলোচন (২৩)-বংশ।

হরেকৃষ্ণ—সুত রামলোচন ও ত্রিলোচন, বৈমাত্রেয় শম্ভু ও পার্ব্বতী ২৩।

ত্রিলোচন—সুত কালীকিঙ্কর ও তারাকিঙ্কর ২৪।

তারাকিঙ্কর—সুত নবচন্দ্র ২৫।

হরি, কালী ও প্যারী ২৮। উদয়চাঁদ-সুত কাশী, দেব, রাম, রাধা, পাঁচু, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রসাদ, জগন্নাথ, জয়, ঠাকুর, রামপ্রসাদ, কালী, কমল ও বিশ্বনাথ ২৬। রূপরাম-সুত রামলোচন, ফকীরচাঁদ, রামমোহন, রামজয়, হৃদয়রাম ও যুগল ২৬। রামলোচন-সুত জীবন, জগৎ, বিশ্ব, সর্ব্ব, রাম, প্রাণ ও কমলাকান্ত ২৭। সীতারাম (২৫)-সুত নীলমণি, রামদুর্লভ, প্রাণ-কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকান্ত ২৬। তিতুরাম (২৫)-সুত রামমাণিক ও প্রাণকৃষ্ণ ২৬।

নব—সুত অতুল, প্রতুল, অনুকূল এবং সানুকূল ২৬।
অতুল—পুত্র তরুণ, করুণ, ক্ষীরোদ, প্রফুল্ল, অমূল্য, অপূর্ব্ব এবং প্রকাশ ২৭।
প্রতুল—পুত্র বিপিন, সুশীল, অনিল ও অখিল ২৭।
বিপিন—সুত নির্ম্মল ও বিমল ২৮।
অনুকূল—পুত্র ক্ষেত্র, সতীশ, সুরেশ প্রভৃতি ২৭।
সানুকূল—পুত্র প্রবোধ ও সুবোধ ২৭।

নবচন্দ্রের পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রাদির নামের শেষে চন্দ্র-সংজ্ঞা যোগ করিয়া নাম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যথা—অতুলচন্দ্র ২৭, তরুণচন্দ্র ২৮ ও বিমলচন্দ্র ২৯।

কালীকিঙ্কর (২৪)—সুত প্রাণনাথ, হর্ষনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ২৫। প্রাণনাথ-পুত্র অমরনাথ ও যোগীন্দ্রনাথ ২৬। অমরনাথ-পুত্র হরিপদ ২৭। হর্ষনাথের পুত্র উপেন্দ্র ২৬। ইহাঁরা নদিয়া জিলার জগন্নাথপুর-বাসী; ঐ গ্রাম চক্রদ্বীপের নিকট।

চং চৈ চন্দ্রশেখর সন্তানগণের ইদানীন্তন সমাজস্থান উত্তরপাড়া, বালী, মণিরামপুর ও গরলগাছা প্রভৃতি ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান।

রঘুনন্দন (২২)-সুত রামেশ্বর (ভঙ্গ) ২৩। রামেশ্বর-সুত শ্যামসুন্দর ও আনন্দীরাম ২৪। আনন্দীরাম-সুত রামকুমার, ভোলানাথ, রাজচন্দ্র ও দর্পনারায়ণ ২৫। ইহাঁরা উলাগ্রাম-নিবাসী। আনন্দীরামের পৌত্র চণ্ডীচরণ ২৬, জগন্নাথপুর-বাসী। ইহাঁর পিতার নাম রাজচন্দ্র ২৫।

রামনাথ (২১)-সুত লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম, রামকান্ত এবং রামগোপাল ২২।

লক্ষ্মীনারায়ণপ্রমুখ বলরাম-বংশ

(২৩৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

বলরাম (২৩)—সুত হরপ্রসাদ, শম্ভুপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও সদাশিব প্রভৃতি ২৪। লক্ষ্মীনারায়ণ-সহোদর রামকান্তের (২২) কেশরগ্রামী-বিবাহ।

রামগোপাল—সুত চন্দ্রচূড়, শঙ্কর, দুর্গারাম ও রাজকিশোর ২৩।

সদাশিব (২৪)—ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগিনেয়, শিবনিবাসের অধিবাসী, কেশরভাবাপন্ন। সদাশিবের দত্তক শ্যামাকান্ত ও দেবীকান্ত রায় ২৫। দেবীকান্ত-সুত অনাদ্যাকান্ত ও ত্রিগুণাকান্ত ২৬। অনাদ্যা-সুত উপেন্দ্র ২৭। উপেন্দ্র-সুত অভিলাষ ও সুরেন্দ্র(পঞ্চানন)২৮। ত্রিগুণা-সুত করকেশ ২৭।

তারণ চট্টোপাধ্যায় (২৫) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্রীর পাণিপীড়ন করেন। ইহাঁর পত্নীর নাম কালী দেবী। কালী দেবীর পিতা ভৈরবচন্দ্র রায়। ইনি কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্র সীতানাথে মাতামহ-কুলের ঐশ্বর্য্য-চিহ্নের জ্ঞাপক 'রায়' উপাধি সংক্রমিত হয়। কিন্তু নবদ্বীপাধিপতিগণ যাহা মনে করিয়া দৌহিত্রগণের পৈতৃক উপাধির লোপ করুন না কেন, উহাদ্বারা ঐ কুলীনগণের কেশর-দোষ অনায়াসে উপলব্ধ হইয়া আসিতেছে। রাজ-পরিবার বলিয়া অধস্তনের গৌরব-বৃদ্ধি হইতেছে না।

চং চৈ লক্ষ্মীনারায়ণপ্রমুখ রামদুলাল (২৩)-বংশ।

রামদুলাল—সুত কমল (ইনি পুঁটীথালি-বাসী) ২৪। সুত আনন্দ ও ত্রিলোচন ২৫। আনন্দ-সুত হরিশ ও গোপী ২৬। গোপী-সুত কালী ও রঞ্জনী ২৭। ত্রিলোচন-সুত গোপাল ২৬। এই বংশ দৌহিত্র ও দৌহিত্রীতে পর্য্যবসিত।

রামচন্দ্রপ্রমুখ রামভদ্র-সুত রামনারায়ণ(২৩)-বংশ।

রামনারায়ণ-সুত রামগোবিন্দ, রামজয় ও রামকান্ত ২৪। রামগোবিন্দ-সুত রামরুদ্র বাচস্পতি, জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য, নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য, রামচরণ ভট্টাচার্য্য ও কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ২৫। জগন্নাথ-সুত অভয়াচরণ, রামধন ও রামচাঁদ ভট্টাচার্য্য ২৬। রামচাঁদ-সুত কৈলাস চট্টো, শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য, ভূপতি ভট্টাচার্য্য ও গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৭। কৈলাস-সুত সতীপতি ২৮। ভূপতি-সুত কালীচরণ ও ব্রজরাজ ২৮। সন্তোষের সন্ততিবর্গ বালী-নিবাসী।

চট্ট অবসথী গঙ্গানন্দের ধারা কৃষ্ণবল্লভ-প্রমুখ নন্দগোপাল (২২)-বংশের একদেশ

(মূলপুস্তক ৪০২ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুত্র রামকান্ত প্রভৃতি ২৩। রামকান্ত-সুত রামজীবন প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৪। রামহরি ও জগন্নাথ প্রভৃতি ২৫। রামহরি-সুত শিবনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ২৬। জগন্নাথ-সুত মধু

২৬। শিবনারায়ণ-সুত কাশীনাথ, যাদবচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ ২৭। যাদব-সুত শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র (প্রথম বি. এ.) ও পূর্ণচন্দ্র ২৮। শ্যামাচরণ-সুত শ্রীশচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র ২৯। সঞ্জীব-পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র ২৯। পূর্ণচন্দ্রের পুত্রের নাম বিপিনচন্দ্র ২৯। রামজীবন হইতে ভঙ্গ। ইনি কাঁটালপাড়া-নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা-বিবাহে ভঙ্গত্ব-নিবন্ধন তথাকার অধিবাসী হয়েন। তন্নিবন্ধন বঙ্কিমচন্দ্রের আদিবাস কাঁটালপাড়া। নতুবা ইহাঁরা হরিপালের অধিবাসী।

চট্ট অবসথী গঙ্গানন্দ-প্রমুখ
রামগোপাল-সুত রামকিঙ্কর(২৩)-বংশের একদেশ।

রামকিঙ্কর-সুত কৃপারাম প্রভৃতি ২৪। তারাচাঁদ ২৫। তৎপুত্র ঈশানাদি ২৬। ঈশান-সুত ভগবতীচরণ ২৭। তৎসুত পর্য্যায় ২৮। পৌত্রের পর্য্যায় ২৯। বারাসতের অন্তর্গত নিম্‌তা-বাসী।

চট্ট মনো বঙ্গভূষণ (১১)-বংশ।

মনো-সুত জীয়, বুঢ়, গোবিন্দ, গদ, বনমালী, দুর্য্যোধন এবং সুযোধন ১২। বুঢ়-সুত মহেশ্বর, শঙ্কর, বনমালী, সুরেশ্বর ও বলভদ্র ১৩। মহেশ্বর-সুত কাক ১৪। শঙ্কর-সুত গোপাল ১৪। গোপাল-সুত বনমালী ১৫। বনমালি-সুত সুরেশ্বর ১৬। সুরেশ্বর-সুত গদ এবং বৃহস্পতি ১৭। বৃহস্পতি-সুত বিষ্ণু ১৮। বিষ্ণু-সুত হরিদাস ১৯। হরি-সুত কৃষ্ণদাস

এবং দামোদর ২০। দামোদর-সুত গোপী ২১। কৃষ্ণদাস-সুত রামকান্ত ও রতিকান্ত ২১।

চট্ট মনো-সুত গোবিন্দ (১২)-বংশ।

গোবিন্দ-সুত মুরারি, মধু এবং বিষ্ণু ১৩। মধু-সুত তেকড়ী ১৪। তেকড়ী-সুত অনন্ত (প্রমোদনী মেলের প্রকৃতি), রাম ও রাঘব, পর্য্যায় ১৫। এই রাঘব হইতে চট্ট-রাঘবী মেল হয়। রাম-সুত রতন, দামোদর ও মীনকেতন ১৬।

চট্ট-রাঘবী মেল।

রাঘব (১৫)-সুত কৃত্তিবাস, প্রমোদন, জনমেজয়, হিরণ্য, রঘু এবং যদুনাথ ১৬। (২য় পরিশিষ্ট ৫৩ পৃষ্ঠ দেখ।)

মনো-প্রমুখ দুর্য্যোধন (১২)-বংশ।

দুর্য্যোধন-সুত শ্রীকণ্ঠ, চাঁদ, শ্রীমান্, নিভো, কানাই এবং শূল ১৩। চাঁদ-সুত গোপী, তপন ও ভাস্কর ১৪। তপন-সুত শ্রীগর্ভাচার্য্য, রামভদ্র, হরিদাস, কমলাকান্ত, কৃষ্ণাই এবং গঙ্গাদাস ১৫। শ্রীগর্ভ-সুত বাণীনাথ কবিরত্ন, হৃদয় এবং গোবিন্দ ১৬। বাণী-সুত পুরুষোত্তম এবং বল্লভ ১৭। বল্লভ-সুত ভবানীদাস ১৮। তৎপুত্র রামনাথ ঘটক, রামকৃষ্ণ, রামভদ্র, কানু এবং রাধাবল্লভ ১৯। রামনাথ-সুত হরি, মধুসূদন, পঞ্চানন এবং সন্তোষ ঘটকরাজ ২০।

পঞ্চানন-সুত জানকীরাম চূড়ামণি, নৃসিংহ কবীন্দ্র এবং

রামরাম ঘটকেন্দ্র ২১। কানু-সুত ব্রজকিশোর প্রভৃতি ২০। ব্রজ-সুত হৃদয় বিদ্যাভূষণ ২১। তৎপুত্র দেবিদাস, পার্ব্বতীদাস (কেশর-বিবাহী, মেল বালী), দুর্গাদাস কর্ণপূর এবং বিষ্ণুদাস (কেশর-বিবাহী, মেল বালী) ২২। দুর্গাদাস-সুত জগন্নাথ, রূপনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ২৩। বিষ্ণুদাস-সুত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথ এবং গঙ্গাধর ২৩। রামচন্দ্র-সুত মহেশ্বর ২৪।

চট্ট মনো-বংশে তপনপ্রমুখ হরি (১৫)-বংশ

(মূলপুস্তক ৪০৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

মাধব ১৭। ইনি গঙ্গার স্বামী বলিয়া এই মাধব-বংশীয় সন্ততিগণ গঙ্গা-সন্তান গোস্বামি-রূপে পরিচয় দেন। তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবাররূপেও পরিচিত। মাধবের পুত্র গোপাল-বল্লভ গোস্বামী ১৮। এই বংশ জিরাটের গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোপাল-সুত রামকানাই গোস্বামী ১৯। তৎসুত শ্রীরাম ও জয়রাম ২০। শ্রীরাম-সুত রাজারাম ২১। তৎসুত শ্যামসুন্দর, আনন্দীরাম, রামকৃষ্ণ, গৌরগোপাল এবং যশোদানন্দন ২২। শ্যাম-সুত নিত্যানন্দ, জগন্মোহন এবং রামহরি ২৩। নিত্যানন্দ-সুত উদয়চাঁদ, কৃষ্ণমোহন এবং গৌরমোহন ২৪। উদয়-সুত বদনচাঁদ ২৫। কৃষ্ণমোহন-সুত গোলোকচন্দ্র এবং বীরচন্দ্র ২৫। আনন্দীরাম-সুত সুবলচন্দ্র ২৩। তৎসুত উৎসব ২৪।

রামকৃষ্ণ-সুত কৃষ্ণানন্দ ও প্রাণনাথ ২৩। কৃষ্ণানন্দ-সুত অচ্যুতানন্দন এবং রোহিণীনন্দন ২৪। অচ্যুত-সুত জগদানন্দ পণ্ডিত এবং রসিকানন্দ ২৫। রোহিণী-সুত শ্যামানন্দ ২৫।

চট্ট বহুরূপ (৮)-বংশে

শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় (খনিয়া)।

বহুরূপ-সুত গোবিন্দ, বাসুদেব ৯ প্রভৃতি আট সহোদর (মূলপুস্তক ৪০১ পৃষ্ঠ দেখ)। গোবিন্দ-সুত চক্রপাণি (চাকু), পর্য্যায় ১০। চাকু-সুত শ্রীকর, গুণাকর, পুরো এবং বিশ্বম্ভর ১১।

শ্রীকর সুত উষাপতি, নিশাপতি এবং সুদর্শন ১২। উষা-সুত কাম, ভাব এবং সোম ১৩। কাম-সুত শতানন্দ, অরবিন্দ, বৃহস্পতি, বনমালী, প্রিয়ঙ্কর, গোবর্দ্ধন ও বাসুদেব ১৪। বৃহস্পতি-সুত নরেন্দ্র মিশ্র, জয়পতি, প্রজাপতি এবং শ্রীপতি ১৫।

নিশাপতি-সুত পাঁচু, রত্নেশ্বর, তীর্থকীর্ত্তি (তিথো) এবং বৎস ১৩। সুদর্শন-সুত নিকর্ত্তন, বিকর্ত্তন, শিব এবং বামন ১৩। বিকর্ত্তন-সুত বশিষ্ঠপ্রভৃতি অনেক ১৪। বশিষ্ঠ-সুত ছৈ (ছয়িক), শতানন্দ এবং গোবিন্দ ১৫। "ছয়িকস্য কন্যা বংশজেন পুষ্টা এবঞ্চ বিবাহিতা, তেন ছয়ী মেলঃ প্রসিদ্ধঃ।"

চট্ট গুণাকরপ্রমুখ কৃষ্ণ (১১) (পাটুলিয়া)-বংশ।

গুণাকর-সুত অর্ক এবং চাঁদ ১২। অর্ক-সুত কৃষ্ণ, বলভদ্র ও শিবনারায়ণ ১৩। এই কৃষ্ণ হইতে পাটুলীর চাটুতি প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ-সুত হরি, লোকনাথ, পাণ্ডু, কেশব, শঙ্কর, সিধ (সিদ্ধেশ্বর) এবং কুবের ১৪। হরি-সুত কানাই মিশ্র, ধনপতি, বিশ্বম্ভর, বৎস ও বাণেশ্বর ১৫।

দেহাটা মেল।

দেহাটা গ্রাম নদিয়া জিলার জীবন-নগর থানার অন্তর্গত আঁড়িয়া-ষোলোর নিকট। বলভদ্র-সুত মহাদেব, ভগীরথ, বাসু, ঈশ্বর, বাণী এবং মাধব ১৪। মহাদেব-সুত মিত (মৃত্যুঞ্জয়) ১৫। বাণী-সুত দানবপতি, শ্রীপতি ও জটাধর ১৫। দানবপতি-সুত বৎস ও বসন্ত প্রভৃতি ১৬। ইহাঁরা বালা মেলে গত।

থালকুলিয়া মেল, শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৩)।

শিবনারায়ণ (১৩)-সুত গণপতি, মহীপতি, দিবাকর, মার্কণ্ডেয়, পরাশর ও কুন্দ ১৪।

চট্ট নান্দো পূরো-বংশ।

পূরো নাঁদোর চাটুতি বলিয়া খ্যাত। এই বংশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অতি সম্মানিত ছিলেন। শান্তিপুরের চাটুয্যেরা ব্যাকিয়ার্ সাহেবকে প্রতিপালন করিয়াই বিশেষ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। এই বংশের হেম বাবুর পুত্র অতুল চট্টোপাধ্যায় বিলাতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পূরো-সুত দো, মধু, অনন্ত, গঙ্গাধর, গোপাল, জগন্নাথ, সাঁচো এবং গাঙ্গ ১৩। দো-সুত বৎস, নিবাস, বভ্রুবাহন, ত্রিপুরনাশ, বামন (কুলাভাব), গোবিন্দ, ধন ও অরবিন্দ ১৪। বৎস-সুত মাধব ও হরি ১৫। মাধব-সুত গোবর্দ্ধনাচার্য্য ১৬। গোবর্দ্ধন-সুত পুরন্দরাচার্য্য, জয়াচার্য্য, কৃষ্ণাই ও সুরাই ১৭। নিবাস-সুত বাসু, অচ্যুত এবং গোবর্দ্ধন ১৫। মধু-সুত সিধ, নিম ও কৃত্তিবাস ১৪।

চট্ট বেতড়া বিশ্বম্ভর, পর্য্যায় ১১। চট্ট গাহী-প্রকরণ ৪০১ পৃষ্ঠ দেখ। "গাহীপ্রকরণমথ বক্ষ্যে স্পর্শপ্রস্তরকোপমম্।" সারাবলী।

ধৃষ্টতা-নিবন্ধন চট্ট শোভাকর নিষ্কুল।

অচ্যুত (১১)-সুত উদয়ন, সদন, কানু, শ্রীপতি, নীল, হল, বিভো, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম ১২। সদন সুত শোভাকর ১৩।

এই বংশ গুপ্তিপাড়া, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর ও জয়দিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানে বিরাজিত। অনেকেই বিদ্বান্। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ঘটকতা দেখা যায়।

শ্রীপতি-সুত শাটো এবং ভাণ্ড ১৩। শাটো-সুত দাশো ১৪। নীল-সুত কেশব, উৎসাহ, মুরারি, মহাদেব, বনমালী এবং হরি ১৩। বনমালি-সুত পূরাই, কৃত্তিবাস, মহী, সুরাই এবং মধু ১৪। পূরাই সুত গোবিন্দ এবং দানপতি ১৫। দানপতি-সুত ত্রিবিক্রম এবং গঙ্গাধর ১৬। ত্রিবিক্রম-সুত পরমানন্দ মিশ্র ১৭। মহী-সুত পরমেশ্বর ১৫। তৎপুত্র যুধিষ্ঠির ১৬। তৎসুত জ্ঞান ১৭। জ্ঞান-সুত বল্লভ ১৮। হরি-সুত চণ্ডিদাস ও বিশ্বনাথ ১৪। চণ্ডী-সুত ভৈরব ১৫ (চাঁদাই মেল)।

চট্ট অবসথী ছকড়ী (১১)-বংশ।

ছকড়ী-সুত রাম, সহস্রাক্ষ, দনাই, মনাই ও মধু ১২। রাম-সুত গোপীনাথ, চাঁদ ও চণ্ডিদাস ১৩। সহস্রাক্ষ-সুত শ্রীরাম,

কালিদাস ও মহেশ্বর ১৩। শ্রীরাম-সুত বল্লভ ও সুসেন ঘটক ১৪। সুসেন-সুত রঘু ও রামনাথ ১৫।

মধু-সুত নারায়ণ, বাসুদেব, শ্রীনিবাস, জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, শ্রীধর ও শ্রীনিধি ১৩। শ্রীনিবাস-সুত হরি ১৪। হরি-সুত গোপীকান্ত ও সুরানন্দ ১৫। গোপী-সুত মথুরানাথ ১৬। তৎসুত শিবরাম, রঘুরাম ও পরশুরাম ১৭। শিব-কন্যা খিলপাড়ার মুখুটী (অর্ব্বাচীন সম্প্রদায়)-কুলহানি। শিব-সুত জগন্নাথ ও সনাতন ১৮। জগন্নাথ-সুত যাদব, রাম ও মুরারি ১৯। সনাতন-সুত কুমুদ, বিশ্বনাথ, গৌরীনাথ ও গুণাই ১৯। বিশ্বনাথ-সুত চণ্ডিদাস, শ্রীনিবাস, হরি ও রামজীবন ২০। গৌরীনাথ-সুত ভবানী ও পরশুরাম প্রভৃতি ২০। গুণাই-সুত যাদবরাম ২০। মুরারি-সুত রতিকান্ত, পরশুরাম ও গঙ্গারাম ২০।

চট্ট শ্রীনিধি (১৩)-বংশ।

শ্রীনিধি-সুত রামভদ্র, কমলাকান্ত এবং রামকৃষ্ণ ১৪। কমলাকান্ত-সুত শ্রীহর্ষ, শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীরাম ১৫। গোপীরাম-সুত রাঘবেন্দ্র ও মথুরেশ প্রভৃতি ১৬। রাঘব-সুত বংশীবদন, দুর্গাদাস ও গঙ্গাদাস ১৭। বংশীবদনের মেল মাধাই। মাধব-বংশে বাঙ্গালপাশ, রামফুলিয়া-বংশে মুং মাধবনামা মাধাস্নিকস্থ পাল্‌টী বংশ।

চট্ট চৈতল শ্রীনিবাস (১৯)-বংশ।

ইনি মহেশ, মাধব ও চন্দ্রশেখরাদির পিতৃব্য; সুতরাং কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা। শ্রীনিবাস-সুত শ্রীরাম ও মদনগোপাল ২০।

শ্রীরাম-সুত রতিকান্ত, রাঘব এবং মধু ২১। রতি-সুত কৃষ্ণদেব ও রামভদ্র ২২। কৃষ্ণদেব সুত রুদ্র এবং অযোধ্যারাম ২৩। রুদ্র-সুত রামনিধি, হৃদয়রাম, রামানন্দ ও সহস্ররাম (এই চারিজনই ভঙ্গ), মুকুন্দ ও কৃপারাম (নিকষ), পর্য্যায় ২৪। রামনিধি-সুত ভবানীচরণ, দর্পনারায়ণ, শিশুরাম ও রামমোহন ২৫।

রামভদ্র (২২)-সুত রামচন্দ্র এবং হটু ২৩। মদনগোপাল (২০)-সুত নারায়ণ ও রঘু ২১। তৎসুত গোবিন্দ ২২। তৎসুত জানকীরাম ২৩। তৎসুত ধর্ম্মদাস প্রভৃতি ২৪।

রামানন্দ (২৪)-সুত দুর্গারাম, রামগোবিন্দ, রামহরি, হরেকৃষ্ণ, রামজয়, রাধাকান্ত ও বিজয়রাম ২৫। বিজয়রাম-সুত উমানাথ ও পঞ্চানন ২৬। উমানাথ-সুত প্রসন্ন, নবগোপাল ও রামগোপাল ২৭। প্রসন্ন-সুত রামচন্দ্র ২৮। রামচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র; উপাধি বিদ্যাবাচস্পতি। ইনি হুগলী নর্ম্ম্যাল্ স্কুলের শিক্ষকতা হইতেই পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া নিজ জন্মভূমি উকীলনাড়া গ্রামে অবস্থান করেন। ঐ স্থান চক্রদ্বীপের অতি সন্নিকৃষ্ট। রামচন্দ্র-সুত গোপীবল্লভ, ব্রজবল্লভ ও নদীয়া-বিনোদ ২৯। নবগোপাল-সুত যোগীন্দ্র ২৮। পঞ্চানন-সুত শশিভূষণ ২৭।

মধু (২১)-সুত ষষ্ঠিদাস এবং গঙ্গাধর প্রভৃতি ২২। ইনি ভঙ্গ। পুরন্দর (২২)-সুত জানকীনাথ, অনন্ত, ভুবন এবং মঙ্গল ২৩। জানকী-সুত নীলকণ্ঠ ২৪। তৎসুত শ্যামদাস, তিলক, নারায়ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ, হরি এবং লক্ষ্মণ ২৫। নারায়ণ (২১)-সুত রামজীবন (বাঙ্গাল মেল), শ্রীরাম, যাদবেন্দ্র, কৃষ্ণদেব, রামদেব, মহাদেব এবং সদাশিব ২২।

বাঙ্গাল মেল।

রামজীবন-সুত গোপাল, কাশীশ্বর, ভুবনেশ্বর, রঘু, রাঘবেন্দ্র, রাজেন্দ্র, শত্রুঘ্ন, নন্দরাম এবং জয়রাম ২৩। শত্রুঘ্ন-সুত রামনাথ, কালীচরণ, মাণিক, তিন, রামহরি, রাম এবং কৃপারাম ২৪। রামনাথ-সুত খোষালচাঁদ ২৫। কালীচরণ-সুত বলরাম ২৫। মাণিক-সুত দর্পনারায়ণ এবং প্রতাপ-নারায়ণ প্রভৃতি ২৫। কৃপারাম-সুত শিবনারায়ণ ২৫।

কৃষ্ণদেব (২২)-সুত কন্দর্প প্রভৃতি ২৩। কন্দর্প-সুত গোপাল ২৪। ইহাঁরা কোন্নগর-বাসী। পুণ্ডরীকাক্ষ (২৫)-সুত রামজীবন এবং নকড়ী ২৬। রামজীবন-সুত রত্নেশ্বর, কামদেব, মহাদেব, নন্দকিশোর এবং সন্তোষ ২৭। রত্নেশ্বর-সুত গোপাল প্রভৃতি ২৮।

শ্রীকান্ত (সিন্দূরামল্ল-বিবাহ) (২২)-সুত দৈবকীনন্দন ও বন-মালী ২৩। অনন্ত (২২)-সুত গোপীকান্ত, কানাই, রঘুনাথ, গৌরীকান্ত এবং রাজীব ২৩। গোপীকান্ত-সুত মথুরেশ ও রাজীব ২৪। মথুরেশ-সুত যদুনন্দন এবং রামনারায়ণ ২৫।

রামভদ্র ২২, ইহাঁর বিবাহ-দোষ। সুত রাজীব ২৩। যদু-নন্দন (২৫)-সুত বিশ্বেশ্বর, গঙ্গাধর, চাঁদ এবং রাধাকান্ত প্রভৃতি ২৬। রঘুনাথ (২৩)-সুত কমলাকান্ত (কাকুৎস্থী মেল) এবং মথুরানাথ ২৪। কমলাকান্ত-সুত মৃত্যুঞ্জয় এবং গোবিন্দ ২৫। মৃত্যুঞ্জয়-সুত রামেশ্বর, বাণেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং সন্তোষ প্রভৃতি ২৬। ভুবন-সুত আত্মারাম ২৭। রামগোবিন্দ-সুত কানুরাম ২৬।

চং চৈতল পুরন্দর (১৭)-বংশ (বল্লভী মেল)

(২৩৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুরন্দর-সুত শ্রীকান্ত, জগন্নাথ, বাণীনাথ, রামনাথ এবং বৈদ্যনাথ ১৮। বৈদ্যনাথের কাশ্যপকাঞ্জারী-বিবাহ-দোষ। তৎসুত সন্তোষ, লোকনাথ এবং শ্রীধর ১৯। সন্তোষ-সুত রাজীব, পরমানন্দ এবং বাণ ২০। পরমানন্দ-সুত গোপী ২১। রাজীব-সুত রামচন্দ্র এবং বলরাম ২১। রামচন্দ্র-সুত জনার্দ্দন, মধুসূদন এবং মুরারি ২২। বলরাম-সুত রাঘবেন্দ্র, রামেশ্বর, রত্নেশ্বর প্রভৃতি ২২। বাণ-সুত সিদ্ধেশ্বর এবং রত্নেশ্বর ২১। বাণীনাথ (২২)-সুত নয়নানন্দ, রাঘব এবং রামনাথ ২৩।

চট্ট বহুরূপ (৮)-বংশের একদেশ

(সম্বন্ধনির্ণয় ৪০১ পৃষ্ঠ দেখ)।

বহুরূপ-পুত্র গোবিন্দ, বাসুদেব, রাজ, গাহী, মধু, ঈশ্বর, ও কুশলী বা যোগী ৯। গোবিন্দ-সুত চক্রপাণি (চাকু) ১০। চাকু-সুত শ্রীকর অধ্বর্য্যু, ইনি থনিয়া-গ্রাম-নিবাসী। থনিয়া-গ্রামে নিবাস-জন্য শ্রীকর-সন্তানমাত্র থনের চাটুতি বলিয়া বিশেষ খ্যাত। গুণাকরের বসতি-স্থান পাটুলী। গুণাকর-সন্ততিমাত্র পাটুলীর চাটুতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরো (পুরুষোত্তম) নাঁদাগ্রাম-বাসী। তদীয় অপত্যগণ নান্দোর (=নাঁদোর) চাটুতিরূপে প্রখ্যাত। বিশ্বম্ভর (১১) বেতড়াগ্রাম-নিবাসী। তদীয় অপত্যগণ বেতড়ার চাটুতি নামে আখ্যাত। নাঁদা, ধাঁদা ও বারুইহাটী প্রসিদ্ধ (ফুলিয়া মেল দেখ)।

গুণাকর পাটুলিয়া, সুতরাং তৎপুত্র চাঁদ এবং অর্কও পাটুলিয়া ১২। অর্ক-সুত কৃষ্ণ পাটুলিয়া বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার কারণ এই, তিনি পৈতৃক আবাসস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে বলভদ্র (১৩) দেহাটাবাসী। এই গ্রাম নদিয়া জিলার জীবননগর থানার অন্তর্গত, এবং ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী আন্দুলবেড়িয়ার পার্শ্বস্থ। শিবনারায়ণ থালকুলিয়া-নিবাসী। থালকুল গ্রাম বর্দ্ধমান জিলায়, অম্বিকার সমীপবর্ত্তী এবং সর্ব্বমঙ্গলা নদীর তটে অবস্থিত।

পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণ-সন্তানগণ।

কৃষ্ণ (১৩)-সুত হরি, লোকনাথ, পানু (প্রাণনাথ), কেশব, শঙ্কর, সিধো (সিদ্ধেশ্বর) এবং কুবের ১৪। হরি-সুত কানাই মিশ্র, ধনপতি, বিশ্বম্ভর, শ্রীবৎস এবং বাণেশ্বর ১৫।

কানাই-সুত নিবাস, প্রবাস, সুবুদ্ধি, গোপীনাথ ও বিদ্যাধর ১৬। প্রবাস সুত শ্রীগর্ভ, শিবানন্দ ও ধনাই (ধনপতি) ১৭। শিবানন্দ-সুত বিদ্যানন্দ ঘটকসিংহ, রামানন্দ, গোবিন্দ এবং শ্রীপতি ১৮। রামানন্দ-সুত কৃষ্ণ ঘটক ১৯। গোবিন্দ-সুত শ্রীনাথ, সুসেন, মুরারি এবং মহেন্দ্র ১৯।

লোকনাথ (১৪)-সুত শ্রীরাম ও তিলক ১৫। শ্রীরাম-সুত চট্ট পাটুলিয়া বাচস্পতি, কাটা বাণ, বিদ্যাধর, জটাধর এবং গোপাল ১৬। কাটা বাণ-সুত তপন এবং গৌরীবর ১৭।

ধনপতি-সুত যুধিষ্ঠির, গৌরীবর, পরাশর, অর্জ্জুন, শ্রীকান্ত এবং পাণ্ডু ১৮। যুধিষ্ঠির-পুত্র ছকড়ী এবং জগন্নাথ ১৯। ছকড়ী-

সুত বংশীবদন ঠাকুর ২০। বংশীবদন-সুত নিত্যানন্দ, চৈতন্য-দাস এবং রাজীব ২১। চৈতন্যদাস-পুত্র রমাই ঠাকুর মহান্ত এবং শচীনন্দন ২২। রমাই ঠাকুর হইতে বাঘনাপাড়ার গোস্বামী প্রসিদ্ধ। শচীনন্দন-সুত ভুবন, ব্যাস, উদয়, রাজ-বল্লভ, শ্রীবল্লভ এবং কেশব ২৩। শ্রীবল্লভ-সুত গোপাল এবং কৃষ্ণজীবন ২৪। কৃষ্ণজীবন-সুত শ্যামসুন্দর গোস্বামী ২৫।

রমাই ঠাকুরের বংশধরগণ বাঘনাপাড়ার গোস্বামী। ইহাঁরা বংশজ। ইহাঁরা কুল ভঙ্গ করিয়া থাকেন। রমাই ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তদীয় সন্ততিগণের অদ্যাপি দৃঢ় পণ এই যে, নিজবংশের পুরুষের বিবাহ হউক আর নাই হউক, কন্যাকে নিকষ কুলীনের করে বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাঁদিগের দৌহিত্রগণ স্বকৃতভঙ্গের পুত্র অর্থাৎ দুই পুরুষে ভঙ্গ কুলীন।

রমাই ঠাকুরের বংশধরগণ গোস্বামী নামে বিখ্যাত। শিষ্য-নির্ব্বাচনে ইহাঁরা চুনো পুঁটী কিছুই বাদ দেন না। আমিষ-মাত্র হইলেই হয়, অর্থাৎ কণ্ঠিধারী পাইলেই ইহাঁদিগের শিষ্যত্বে বাধা জন্মে না। ফুলে, খড়দা, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে এবং চতুঃসাগরীতে কুল করেন বলিয়া কুলীন-সন্তানগণ জামাতৃত্ব ও দৌহিত্রতা-নিবন্ধন গোস্বামিগণের পদানত, সুতরাং গোস্বামিবর্গ অপাংক্তেয় ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়াও সমাজে অচল নহেন।

খড়দহ মেল।

অবসথী মধু চট্ট (১৬)-বংশের একদেশ।

মধু চট্টোপাধ্যায় খড়দহ মেল প্রাপ্ত। মধু-সুত অনন্ত, নরহরি, জগদীশ, বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ ১৭। অনন্ত-সুত কাশী, দেবী, বল্লভ ও কানাই ১৮। দেবী-সুত হরিরাম ও শিবরাম ১৯। হরিরাম-সুত রাজেন্দ্র, রমণ, পরশুরাম, শ্রীরাম, মণিরাম, রাজারাম, রামকৃষ্ণ ও নারায়ণ ২০। পরশুরাম-সুত রাঘব, দুর্গাচরণ, বিশ্বেশ্বর, নন্দরাম ও গণেশ ২১।

গণেশ-সুত কিঙ্কর ২২। ইনি বর্দ্ধমান জিলার কালনার অন্তর্গত কাঁকুড়ে সহজপুর গ্রামে রামনিধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা-বিবাহে ভঙ্গ। কিঙ্কর-সুত বেচারাম, গঙ্গাধর, গদাধর, রামনারায়ণ, কালীপ্রসাদ, গৌরমোহন, রামদুলাল, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, নারায়ণ, নসীরাম, লক্ষ্মণ, জগন্মোহন, শুকপ্রসাদ, নকড়ী, শিবচন্দ্র, গোকুল ও রামজয়, পর্য্যায় ২৩। ইহাঁরা স্বকৃতভঙ্গের পুত্র (দুই পুরুষে)। গঙ্গাধর-সুত কালিদাস বা কালীকান্ত, উমাকান্ত ও কমলাকান্ত ২৪ (তিন পুরুষে)। কমলাকান্ত-সুত রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ২৫ (চারি পুরুষে)। ইহাঁর নিবাস সহজগ্রাম বা সহজপুর গ্রাম। রাখাল-সুত যোগেশ, জীবানন্দ ও সচ্চিদানন্দ ২৬ (পাঁচ পুরুষে)। কিঙ্করের বংশাবলী বর্দ্ধমান জিলার নানাস্থানে বিস্তৃত।

অবসথী চট্ট দোকড়ী-প্রমুখ
লখাই (১৩)-বংশের একদেশ।

লখাই-সুত নিধাই ও পশাই ১৪। নিধাই-সুত বিদ্যাধর পাঠক, পীতাম্বর ও বরাহক ১৫। বিদ্যাধর পাঠক-সুত তিলুই পাঠক, পরমানন্দ, জগাই, দেবকীনন্দন, নরহরি, হৃদয় ও বিষ্ণু ১৬। নরহরি-সুত রাজীব ও গোপী ১৭। গোপী-সুত রূপ-নারায়ণ, কেশব, গোবিন্দ ও মদন ১৮। রূপ-সুত রামচরণ, দৈবকী, জগন্নাথ ও মাধব ১৯। জগন্নাথ-সুত পুরন্দর ও রাম-হৃদয় ২০। পুরন্দর-সুত জানকী ২১। তৎপুত্র বাণীরাম, দুর্লভ ও শিবানন্দ ২২। বাণী-সুত করুণাময় ২৩। সুত রাজা-রাম ও শ্যামদাস ২৪। রাজারাম-সুত ভগবতী ও হরিশ ২৫। ভগবতী-সুত জগদানন্দ বাচস্পতি ২৬। সুত বিনোদরাম ন্যায়-বাগীশ ২৭। সুত বিশ্বনাথ বিদ্যাবাগীশ ও রামরাম ন্যায়ালঙ্কার ২৮। বিশ্বনাথ-সুত কৃষ্ণরাম তর্কালঙ্কার ২৯। কৃষ্ণরাম-সুত নৃসিংহদাস বাচস্পতি ৩০। সুত রাধানাথ তর্কভূষণ ৩১। সুত চণ্ডীচরণ, বীরেশ্বর, হরিচরণ ও কালীচরণ ৩২। হরি-সুত মধুসূদন ৩৩। ইঁহারা নবদ্বীপবাসী।

চং চৈ চন্দ্রশেখর-প্রমুখ
রামকান্ত বা রমাকান্ত (২১)-বংশের একদেশ
(২২৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুত্র সীতারাম ও দুর্গারাম একপক্ষে; অন্যপক্ষে রাজারাম, রঘুরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, রতিরাম, মথুরানাথ, যদুরাম, রামকান্ত

ও রামগোপাল ২২। রতিরাম-সুত রামেশ্বর ও ভবানীশঙ্কর ২৩। ভবানী-সুত জয়শঙ্কর, শিবশঙ্কর, হরশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর ও নবকুমার ২৪। জয়শঙ্কর-সুত আনন্দ, মাধব, ঈশ্বর ও বিষ্ণু ২৫। বিষ্ণু-সুত মহানন্দ, দুর্গানন্দ ও সীতানাথ ২৬। মহানন্দ-সুত কামিনীকুমার ও নরেন্দ্রচন্দ্র ২৭। নিবাস ফতেপুর, কেশরভাব।

রামেশ্বর-সুত সৃষ্টিধর ২৪। পুত্র কুঞ্জবিহারী ও ব্রজলাল ২৫। কুঞ্জ-সুত শ্রীগোপাল বি.এ., বি.এল্. এবং কালীপদ ২৬। ইহাঁদিগের পুত্রের পর্য্যায় ২৭। নিবাস ফতেপুর, বনগ্রাম।

বল্লভী মেল।

চট্ট ধন বিজয়-সুত মুকুন্দ-প্রমুখ বংশের রামচন্দ্র-সুত পঞ্চানন (২১)-বংশ।

রামচন্দ্র-সুত কৃষ্ণজীবন ও পঞ্চানন ২১। পঞ্চানন-সুত লক্ষ্মীকান্ত, ষষ্টিদাস, শ্রীধর ও শুকদেব ২২। শুকদেব-সুত রামকিঙ্কর, গোকুল, ব্রজকিশোর, রামনিধি, রামমোহন, রামশঙ্কর ও রামবিষ্ণু ২৩। ইহাঁদিগের বসতিস্থান কাদিহাটী গ্রাম, দমদমার নিকট, জিলা ২৪ পরগণা। গোকুল-সুত জগন্নাথ ২৪। জগন্নাথ-সুত কানাই, ভগবান্ ও শম্ভু ২৫।

রামশঙ্কর-সুত রামসন্তোষ, রামতনু ও গৌরহরি ২৪। রামতনু-সুত জগৎরাম ও শিবচন্দ্র ২৫। জগৎরাম-সুত বৈকুণ্ঠনাথ ও নিমচাঁদ ২৬। বৈকুণ্ঠ-সুত উমানাথ ও হারাণচন্দ্র ২৭। উমানাথ-সুত যামিনীনাথ ২৮। হারাণ-সুত নিখিলকুমার ও সুশীলকুমার ২৮। নিমচাঁদ-সুত আশুতোষ ও বিধুভূষণ ২৭।

শিবচন্দ্র-সুত রামধন, তারাচাঁদ, গোরাচাঁদ ও মদনমোহন ২৬। তারাচাঁদ-সুত প্রসন্নচন্দ্র ২৭। তৎসুত রাজেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র ২৮। গোরাচাঁদ-সুত প্যারীমোহন ২৭।

রামসন্তোষ-সুত রামহরি ২৫। তৎসুত যদুনাথ ও শ্রীনাথ ২৬। যদু-সুত বিশ্বেশ্বর, নীলরতন ও জীবনকৃষ্ণ ২৭। শ্রীনাথ-সুত যতীন্দ্রনাথ ২৭।

গৌরহরি-সুত ঈশানচন্দ্র ২৫। তৎসুত সীতানাথ ২৬।

ধন চট্ট গোপেশ্বর-প্রমুখ ইন্দ্রনারায়ণ-প্রমুখ জয়নারায়ণ (২৩)-বংশের একদেশ

(২৩১ পৃষ্ঠ দেখ)।

ইন্দ্রনারায়ণ-প্রমুখ জয়নারায়ণ-পুত্র রামসুন্দর, সদাশিব ও রামজয় ২৪। তৎসুত রামসুন্দর, রামধন, পীতাম্বর ও শিবচন্দ্র ২৫। রামসুন্দর-সুত চণ্ডীচরণ ২৬। রামধন-সুত নীলমণি, শ্রীকান্ত ও চন্দ্র ২৬। নীলমণি-সুত ভগবান্ ২৭। তৎপুত্র নন্দলাল ২৮। শ্রীকান্ত-সুত আশুতোষ ২৭। চন্দ্র-সুত গোপালচন্দ্র ২৭। তৎপুত্র নগেন্দ্র, যতীন্দ্র ও সতীন্দ্র ২৮।

পীতাম্বর-সুত ক্ষেত্র ও নবীন ২৬। শিবচন্দ্র-সুত গোবিন্দ ২৬। তৎপুত্র নারায়ণ ২৭। সুত সুরেন্দ্র ও যতীন্দ্র ২৮। সুরেন্দ্র-সুত বিলাসচন্দ্র ২৯।

ফুলিয়া মেল।

মুং ফুং বিষ্ণুঠাকুর-প্রমুখ রামদেব (২৮)-বংশ

(মূলপুস্তক ২২৯ ও ৫০ পৃষ্ঠ দেখ)।

বিষ্ণু-সুত রামদেব ও নারায়ণ ২৮। রামদেব সুত শ্যাম ও সীতারামাদি ২৯। শ্যাম (২৯)-সুত রামগোবিন্দ, রামকিশোর ও কালীশঙ্কর ৩০। রামগোবিন্দ-সুত হরশঙ্কর, জয়শঙ্কর, গৌরশঙ্কর ও শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি ৭ জন, পর্য্যায় ৩১। গৌরশঙ্কর-সুত পীতাম্বর ৩২। তৎসুত বটুকনাথ ৩৩।

রামকিশোর-সুত রামচাঁদ, জগচ্চাঁদ ও রামকানাই ৩১। রামচাঁদ-সুত বৈকুণ্ঠ, রামতনু ও রামকমল ৩২। বৈকুণ্ঠ-সুত অনাথবন্ধু ও গোপীকৃষ্ণ ৩৩। রামকমল-সুত মধুসূদন ৩৩। রামকানাই-সুত ঈশান ৩২। সুত গিরিশচন্দ্র ৩৩। পুত্র অক্ষয়চন্দ্র ও হরলাল (ভঙ্গ) ৩৪।

কালীশঙ্কর-সুত উমাশঙ্কর, দুর্গানারায়ণ ও শিবপ্রসাদ ৩১। উমাশঙ্কর-সুত বিষ্ণু ৩২। তৎপুত্র শরচ্চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র ৩৩। শরৎ-সুত মাখন প্রভৃতি, পর্য্যায় ৩৪। সতীশ-সুত নাম অজ্ঞাত ৩৪।

দুর্গানারায়ণ-সুত গুরুদাস (গুরুতারণ) ৩২। গুরুতারণ-সুত অন্নদা প্রভৃতি ৩৩। শিবপ্রসাদ-সুত প্রথম পক্ষে—রামচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র; দ্বিতীয় পক্ষে—বদনচন্দ্র, ভুবনচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র ৩২। আনন্দচন্দ্র-সুত সর্ব্বচন্দ্র, প্রসন্নচন্দ্র ও অঘোরচন্দ্র ৩৩। সর্ব্বচন্দ্র-সুত আশুতোষ ৩৪। প্রসন্নচন্দ্র-সুত পূর্ণচন্দ্র ৩৪। অঘোরচন্দ্র-

সুত শ্যামাধব রায় (নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র) ৩৪। ঈশ্বরচন্দ্র সুত বিহারীলাল ৩৩। গিরিশচন্দ্র-সুত অক্ষয়চন্দ্র ও হরলাল (ভঙ্গ) ৩৩। ভুবন-সুত রামদাস ৩৩।

নীলকণ্ঠ-পুত্র রতি ঠাকুর (২৬)-বংশ।

রতি-সুত বাণেশ্বর ২৭। সুত রামরাম, আত্মারাম, সন্তোষ, প্রাণবল্লভ ও রাধাকান্ত প্রভৃতি ২৮। হুগলী জিলার বলাগড়ার নিকটবর্ত্তী কোণা-গ্রামে বংশ আছে। পাঁচগড়া গ্রামেই রতি ঠাকুর পলায়ন করিয়া কেশরকুনী রাজা রাঘবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। তদ্রূপ বলরাম ঠাকুর বলাগড়ে, মধুসূদন তর্কালঙ্কার কেলেগড়ে গ্রামে অবস্থান করেন।

প্রাণবল্লভ-সুত রামরাম, শক্তিরাম, আনন্দীরাম ও হরেকৃষ্ণ ২৯। রামরাম-সুত গোকুলচন্দ্র ও রামনিধি ৩০। গোকুলচন্দ্র-সুত রামসুন্দর, রামলোচন ও গৌরমোহন ৩১। হরেকৃষ্ণ-সুত রামচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও রামজয় ৩০। রামচন্দ্র-সুত সীতারাম, গঙ্গানারায়ণ ও প্রভুরাম ৩১। গঙ্গানারায়ণ ভঙ্গ। রামজয়-সুত গণেশ, চন্দ্রশেখর, ভবানীশঙ্কর এবং গোপাল ৩১। গণেশ ভঙ্গ। শিবচন্দ্র কানড়া-নিবাসী।

শক্তিরাম (২৯)-সুত ব্রজকিশোর, গৌরীচরণ, দেবীচরণ ও লালমোহন ৩০। ব্রজ-সুত রঘুমণি ও কৃষ্ণচন্দ্র (ভঙ্গ) ৩১। রঘুমণি-সুত হরিশ্চন্দ্র, শ্রীরাম, শ্রীনাথ, নবীনচন্দ্র, নবকান্ত, আনন্দচন্দ্র, মধুসূদন ও রামতারক ৩২। নবগ্রাম-নিবাসী, জিলা বর্দ্ধমান। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত মধুসূদন ৩২। ইনিও নবগ্রাম-বাসী। হরিশ্চন্দ্র (ভঙ্গ)-সুত প্রসন্নকুমার, কালাচাঁদ, ত্রৈলোক্যনাথ ও

প্যারীলাল (স্বকৃতভঙ্গের পুত্র), পর্য্যায় ৩৩। প্যারী-সুত প্রিয়-গোপাল, লালগোপাল ও জয়গোপাল ৩৪। ইহাঁরা বাঘনাপাড়া-নিবাসী।

গৌরীচরণ-সুত গুরুদাস, বদনচন্দ্র, রাজচন্দ্র, কালীপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, তারাচাঁদ, শিবদাস ও মধুসূদন ৩১। বদনচন্দ্র-সুত বিশ্বম্ভর, গোবিন্দ, শ্যামচাঁদ ও নবীনচাঁদ। নিবাস বর্দ্ধমান জিলার গোপালদাসপুর, কালনা সবডিবিজন, পর্য্যায় ৩২। কালীপ্রসাদ-সুত হরপ্রসাদ ও রামেশ্বর, বর্দ্ধমান জিলার রাণীগঞ্জের নিকট ইড়াল-বাসী, পর্য্যায় ৩২। দুর্গাপ্রসাদ-সুত শ্যামাচরণ, তীর্ণা-নিবাসী, পর্য্যায় ৩২।

দেবীচরণ-সুত মহেশচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও দিগম্বর ৩১। মহেশ-সুত জয়গোপাল ও সীতারাম, ময়নাপুর-বাসী, জিলা বাঁকুড়া, পর্য্যায় ৩২। শিবচন্দ্র-সুত কালীকিঙ্কর ও উমাচরণ, মালী-পাড়া (গোঁসাই-মালীপাড়া)-নিবাসী, জিলা হুগলী, পর্য্যায় ৩২।

লালমোহন সুত জয়নারায়ণ, হলধর, ভৈরবচন্দ্র, তারাকিঙ্কর, ভগবান্‌চন্দ্র, মধুসূদন, আনন্দচন্দ্র, শ্যামাচরণ, ছোট মধুসূদন ও অভয়াচরণ ৩১। জয়নারায়ণ-সুত ঈশ্বরচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ৩২। হলধর-সুত যাদবেন্দ্র ৩২। নিবাস নিয়াল নপাড়া, বর্দ্ধমান জিলা। ভৈরব-সুত নীলমাধব ও ঈশ্বরচন্দ্র ৩২, তীর্ণা-নিবাসী, জিলা হুগলী।

মুং ফুং রাধাকান্ত ঠাকুর (২৭)-বংশ।

রাধাকান্ত সুত চন্দ্রশেখর ২৮। চন্দ্র-সুত জয়রাম, দুর্গারাম, অনন্তরাম ও বিনোদরাম ২৯। দুর্গারাম-সুত জগন্নাথ ও

বলরাম ৩০। জগন্নাথ-সুত পার্ব্বতীচরণ ৩১। বলরাম-সুত কালীকান্ত ৩১। বিনোদরাম-সুত রামলোচন, ভবানীশঙ্কর ও রামশঙ্কর ৩০। রামলোচন-সুত বৈদ্যনাথ ৩১। ভবানী-সুত পার্ব্বতীচরণ, রঘুনাথ, দেবীচরণ, কালীকান্ত, গোপীনাথ ও রামকিঙ্কর ৩১। পার্ব্বতীচরণ-সুত রামচন্দ্র ৩২, নদীয়া জিলার ফুলে বেলগড়িয়া-নিবাসী।

সর্ব্বানন্দী মেল।

ধন চট্ট-বংশের আনাই-সুত

চতুর্ভুজ (১৫)-বংশের একদেশ

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪০৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

চতুর্ভুজের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রাঘব ২১। তৎসুত কৃষ্ণচন্দ্র ২২। সুত রামশঙ্কর ও গঙ্গাধর ২৩। রামশঙ্কর-সুত কালিদাস ২৪। সুত শ্যামাচরণ ২৫। সুত রামদাস, শিবরাম, সীতারাম ও অনন্তরাম ২৬। রামদাস-সুত সতীশ, মৃত্যুঞ্জয় ও কাশীনাথ ২৭। শিবরাম-সুত গুরুদাস, দুর্গাদাস ও বামনদাস প্রভৃতি ২৭। সীতারাম-সুত দিবাকর, প্রভাকর ও নিশাকর ২৭। ইহাঁদিগের নিবাস বৰ্দ্ধমান জিলার গুস্করার নিকটবর্ত্তী উনে গ্রাম। নিকষ কুলীন।

বন্দ্যবংশের সঙ্কেত-প্রমুখ

শ্রীবৎস (বৎস) (১৪)-বংশ।

বৎস-সুত দনু, মধু, বনমালী, বশিষ্ঠ, শিব, বামন, শ্রীকর ও ধন ১৫। দনু-সুত শুক্লাম্বর, লখাই ও দুর্গাধর ১৬। শুক্লাম্বর-

সুত তারিণী, শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীকণ্ঠ), গৌরীবর, ভরত, দশরথ ও চতুর্ভুজ ১৭। গৌরীবর-সুত গোবিন্দ ও অনন্ত ১৮। গোবিন্দ-সুত পরমানন্দ, ভবানন্দ, প্রমোদন, বিষ্ণুদাস, জগন্নাথ ও গঙ্গাধর ১৯। বিষ্ণুদাস-সুত কমলাকান্ত ২০। ইনি গোস্বামী-দুর্গাপুরের পারি-রাজা মুকুট রায়ের কন্যা দুর্গাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। কমলাকান্ত-সুত বলাই, যাদব ও রঘুনাথ ২১। রঘুনাথ-সুত রামকৃষ্ণ ২২। রামকৃষ্ণ-সুত নন্দদুলাল ও শ্যামসুন্দর ২৩। নন্দ-সুত নিত্যানন্দ ২৪। নিত্যানন্দ-সুত জগন্নাথ ও বলরাম ২৫। জগন্নাথ-সুত বদনচন্দ্র ২৬। তৎসুত নীলকমল ২৭। তৎসুত মৃত্যুঞ্জয় ২৮। পুত্র রামরূপ ২৯। পৌত্র শ্রীশ্যামরূপ ও শ্রীশরদিন্দুরূপ ৩০। শ্রীবৎসের সহোদরের নাম উৎসাহ ১৪।

শ্যামসুন্দর-সুত নন্দকুমারাদি সাত জন ২৪। বলরাম-সুত হরিবংশ ২৬। তৎপুত্র নীলাম্বর ২৭। তৎসুত প্যারীমোহন ২৮। নিবাস গোস্বামী-দুর্গাপুর। (এই পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠ দেখ।)

চট্ট-বংশ ধন চাটুতি আনাই-প্রমুখ চতুর্ভুজ (১৫)-বংশের একদেশ।

পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও শ্রীধর ১৬। শ্রীধর-সুত গোপীকান্ত, যাদব, কৃষ্ণানন্দ ও রামনাথ ১৭। রামনাথ-সুত শঙ্কর, রাজীব, বল্লভ ও রামমোহন ১৮। বল্লভ-সুত রামকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ ১৯। জয়কৃষ্ণ-সুত মদনগোপাল, বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বর ২০। মদন-গোপাল-সুত মধুসূদন, প্রাণবল্লভ, কৃষ্ণদেব, রঘুদেব, রামদেব ও রাঘব ২১। মধুসূদন গোস্বামী-দুর্গাপুরে অবস্থিত।

মধুসূদন-সুত গোবিন্দ, রামহরি ও রাধাকান্ত ২৩। রাধাকান্ত-সুত রামধন ও শিবচন্দ্র ২৪। রামধন-সুত রাজীবলোচন ২৫। রাজীব-সুত শ্রীনাথ শিরোমণি ও শ্রীরাম ২৬। পুত্র কেদারনাথ, আদ্যনাথ ও শরচ্চন্দ্র ২৭। কেদার-সুত অমরনাথ ২৮, গোস্বামী-দুর্গাপুর-বাসী। শ্রীরাম-পুত্র বিষ্ণুচরণ ২৭। পৌত্র গিরিজাপ্রসাদ ২৮।

রামমোহন ১৯। সুত কাশীনাথ ২০। তৎসুত নীলকমল ২১। তৎপুত্র গিরিশ ও দিক্‌পতি ২২। দিক্‌পতি-সুত গিরিজা, বিরজা ও সরোজ ২৩। ইহাঁরা যশোহর জিলার সাধুহাটী-বাসী।

ফুলিয়া-খড়দহ-মিশ্রিত কুল।

চৈতল মহেশ-বংশের একদেশ।

মহেশের ছয় পুত্র; তন্মধ্যে চারিজনের নাম ২৩৫ পৃষ্ঠে দেখ। অবশিষ্ট দুইজনের নাম বিশ্বেশ্বর ও রত্নেশ্বর। দ্বিতীয় পুত্র মহাদেব তর্কবাগীশ ২১। পৌত্র রুদ্ররাম সার্ব্বভৌম, শিবরাম তর্কালঙ্কার, নীলকণ্ঠ বিশারদ, রাম পঞ্চানন ও রঘুনন্দন বিদ্যাবাগীশ ২২। রুদ্ররাম-সুত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, সন্তোষ বিদ্যাবাগীশ ও গোপীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ২৩। কালিদাস-সুত রামকেশব বিদ্যাবাগীশ ও রামচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ২৪। রামকেশব-সুত রামকুমার ন্যায়ভূষণ, রামহরি তর্কপঞ্চানন, জয়হরি তর্কভূষণ ও পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য ২৫। রামকুমার-সুত পীতাম্বর তর্কবাগীশ (জজ্-পণ্ডিত) ভট্টাচার্য্য ও আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৬। পীতাম্বর-সুত বিষ্ণুচন্দ্র, রমেশচন্দ্র

ও গিরিশচন্দ্র ২৭। রমেশ-সুত শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি ২৮। গিরিশ-সুত কালীপ্রিয় ও তারক প্রভৃতি ২৮। কালীপ্রিয়-সুত মহিমা-রঞ্জন প্রভৃতি ২৯, বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা শান্তিপুর-বাসী।

শিবরাম ২২। সুত রামশঙ্কর ২৩। পাঁচ পৌত্র যথা—হরেকৃষ্ণ, গোকুল, রামরত্ন, নবকুমার ও গদাধর ২৪। হরেকৃষ্ণের ধারা ২০৬ পৃষ্ঠে দেখ। গোকুলের (২৪) ধারায় শিবরাম। গোকুলের পুত্র কানাই ২৫। পৌত্র পার্ব্বতী ২৬। প্রপৌত্র হরিচরণ, দুর্গাদাস প্রভৃতি ২৭। হরিচরণ-সুত অনুকূল প্রভৃতি ২৮। শান্তিপুর-নিবাসী।

হরেকৃষ্ণের (২৪) বৈমাত্রেয় গোকুলচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের দুই পুত্র—কানাই এবং গৌরী ন্যায়বাচস্পতি ২৫। গৌরীর চারি পুত্র—রামকান্ত, তারাপ্রসাদ, গঙ্গাধর ও কৃষ্ণপ্রাণ ২৬। প্রথম ও দ্বিতীয় নিরপত্নী। গঙ্গাধরের বংশ ২০৭ পৃষ্ঠে দেখ। কৃষ্ণপ্রাণ-সুত নবকুমার ২৭। তদীয় দৌহিত্র বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ. ২৯। ইনি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান। ইহাঁর পুত্র বিনোদলাল প্রভৃতি, পর্য্যায় ৩০। ইহাঁরা শান্তিপুর-বাসী।

গোপীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন (২৩)-সুত গৌরীকান্ত ২৪। পৌত্র রামমোহন ও রামধন ২৫। রামমোহন-সুত মধুসূদন ও হারাণ ২৬। হারাণ-সুত অমরনাথ ও চতুর্ভুজ ২৭। অমরনাথ-সুত রজনী ও সূর্য্য প্রভৃতি ২৮। রজনী-সুত বিহারী প্রভৃতি ২৯। ইহাঁরা চাতরাবাগী-বাসী। রামধনের পুত্র শ্রীনাথ ২৬। পৌত্র সীতানাথ ২৭। ইহাঁরা শান্তিপুর-বাসী।

বন্দ্যবংশে গয়ঘড়ী অনন্ত-প্রমুখ রামভদ্রাদি (২২)

(৬ পৃষ্ঠ দেখ)।

রামভদ্র-সুত রত্নেশ্বর, গোপাল ও রূপনারায়ণ ২৩। রত্নেশ্বর-সুত ভুবনেশ্বর, রাজারাম, রঘুরাম, আনন্দীরাম, বলরাম, অনন্তরাম, জগন্নাথ ও জগদীশ ২৪।

রামচন্দ্র সুত যাদু, মহাদেব, শিবরাম, চন্দ্রচূড় ও পাঁচু ২৩। যাদবেন্দ্র (যাদু)-সুত তিতু (ইহাঁর প্রকৃত নাম রামগোবিন্দ), সহোদর রামনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ ২৪। রামগোবিন্দ-সুত নিধিরাম, গোপীরমণ, অযোধ্যারাম, রঘুরাম, হৃদয়রাম, রামকেশব ও রামহরি ২৫। নিধিরাম (মুঃ ফুং রামকৃষ্ণ ঠাকুর-দৌহিত্র)। নিধি-সুত ভবানীশঙ্কর, গদাধর ও হরিশ্চন্দ্র ২৬। গদাধর-সুত গৌরীশঙ্কর ও দুর্গাপ্রসাদ ২৭। গৌরীশঙ্কর-সুত ভবশঙ্কর ও জয়শঙ্কর ২৮। ইহাঁরা বর্দ্ধমান জিলার বাঁসাই-নিবাসী। সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৩৯২ পৃষ্ঠের ৯ পঙ্‌ক্তির তিতু প্রভৃতির নামাদি এই লিখনদ্বারা সংশোধন কর। তথায় যাদবেন্দ্রের বৈমাত্র তিতু লেখা আছে, পুত্র তিতু হইবে। শ্রীনারায়ণের পুত্র জয়নারায়ণ, নরনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ ২৬।

ভবশঙ্কর সুত উমাচরণ ২৯। ইনি পিতা বর্ত্তমানেই অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থায় লোকান্তরিত হয়েন। ভবশঙ্করের কন্যাদ্বয়ের মধ্যে তিনু বা রাধামণির কন্যা চণ্ডিদাসী (ভবশঙ্করের দৌহিত্রী) প্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান্ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনিতা। ভবশঙ্করের অপর কন্যা রামদাসী, ইহাঁর স্বামীর নাম ৺মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিবাস

মণিরামপুর, বলরাম ঠাকুরের সন্তান। রামদাসীর পুত্রের নাম রাখালদাস মুখোপাধ্যায় (লোকান্তরিত)।

ভবানীশঙ্কর (২৬) নিঃসন্তান। দুর্গাপ্রসাদ (২৭)-পুত্র ক্ষুদিরাম ২৮। পৌত্র চন্দ্রশেখর ২৯। চন্দ্রশেখরের দৌহিত্রগণ বাঁসাই-গ্রাম-নিবাসী, তাঁহারা মধুসূদন তর্কালঙ্কার-সন্তান। ইহাঁদিগের নাম সহায়রাম, তারাপদ, হরিপদ ও বিষ্ণুপদ। চন্দ্রশেখরের অপর জামাতার নাম তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সাগরদিয়া

(এই পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

বন্দ্য সাগরদিয়া পৃথ্বীধর (পিথাই)-বংশে গঙ্গাধর-প্রমুখ রত্নগর্ভ ১৯। সুত বল্লভ ২০। তৎসুত যদুনাথ ২১। যদু-সুত রামচন্দ্র ২২। তৎসুত বিদ্যানন্দ বাচস্পতি ২৩। তৎ-পুত্র রত্নেশ্বর ২৪। তৎপুত্র রাজারাম ২৫। রাজারাম-সুত রঘুরাম বাচস্পতি ২৬। রঘু-সুত কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ২৭। কালী-সুত রামানন্দ, সদানন্দ, নিত্যানন্দ, পরমানন্দ ও ভবানন্দ ২৮। ইহাঁরা নদিয়া জিলার বিল্বপুষ্করিণী-নিবাসী। ইহাঁরা বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে সমাজ-মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৩৮৭ পৃষ্ঠ দেখ।)

সাগরে ভাসিল ডিঙ্গা, হরি কর্ণধার।
উদয়, মনো, বামন, পুত্র গুণিবর॥
উদয়ের ছয় পুত্র, প্রবল মাধব।
মুর, রাম, কোক, কুমার, সন্তোষ পাণ্ডব (৫)॥

মাধবের বিষ্ণু, শান্তি; পৃথ্বী-পিতা বিষ্ণু।
শঙ্কর, শ্রীনিবাস, বৈয়ে অলঙ্করিষ্ণু॥
লম্বোদর'চ্যুত, সদা, ধ্রুবানন্দ মিশ্র।
আট সহোদরের বংশ লেখে অজস্র॥ মেলমালা।

পূতিতুণ্ড-বংশ

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪৪৬ পৃষ্ঠ দেখ)।

ছান্দড়-বংশের একাদশ গ্রামীণের মধ্যে আর্য্যাসপ্তশতী-প্রণেতা মহাকবি পূতি গোবর্দ্ধন আচার্য্য, ঘোষাল-বংশের শির এবং কাঞ্জিলাল-বংশের কানু ও কুতূহল, এই চারি ব্যক্তি মহারাজ বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশীয়গণ কুলীন, তদ্ব্যতীত অন্যে অকুলীন। পূতিতুণ্ড-বংশের কংসারি-পুত্র পরমানন্দ মিশ্র দ্বারা ফুলিয়া মেলের উদ্ধার হয়। কংসারি পূতিতুণ্ড তৎকালে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বদান্য, কুলশ্রেষ্ঠ, এমন কি কুলপতি-সদৃশ মান্য ছিলেন। তন্নিবন্ধন তদীয় পুত্র পরমানন্দ ফুলিয়া মেলস্থ সমস্ত ব্যক্তির পতিতপাবন ও পরমানন্দ-স্বরূপ হইয়াছিলেন।

ছান্দড় (১)-সুত রবি (কোন কোন পুথিতে 'ধীর' এই নাম আছে; মূলপুস্তক ২৯৪।২৯৫ পৃষ্ঠ দেখ) পূতিতুণ্ড ২। জৈমিনি ৩। লক্ষ্মীধর, শ্রীধর, হিরণ্য, কিরণ, কঙ্কণ, মঙ্গল এবং ধরণীধর ৪। লক্ষ্মীধর-সুত বল ও গৌতম ৫। বল-সুত অংসল ৬। অংসল-সুত পুণ্ড্র ও বল্লভ ৭। বল্লভ-সুত নীলাম্বর বা উৎসাহাচার্য্য ৮। তৎপুত্র গোবর্দ্ধনাচার্য্য ৯। গোবর্দ্ধন-সুত হরি, শিবো, সোম, উদ্ধরণ, উদয়ন, নরসিংহ, যোগী ও সন্ন্যাসী ১০।

হরি-সুত কানু ও মনোহর ১১। মনো-সুত মধু ১২। মুরারি, পুরো, কুবের, ঈশান এবং শঙ্কর ১৩। কুবের-সুত বাসুদেব ১৪। কীত, ডোথল ও মুরারি ১৫। কীত-সুত জগন্নাথ ১৬। ধরাধর ১৭। পরমেশ্বর ১৮।

শিকো-সুত পীতাম্বর, হরি, বাসু ও দেবনারায়ণ ১১। পীতাম্বর-সুত রাম, মাধব, বল, হল, ভরত এবং লথ ১২। রাম-সুত চক্রপাণি এবং বীজ ১৩। চক্রপাণি-সুত ব্যাস, বশিষ্ঠ ভূধর ও পুণ্ড্র (দ্বিতীয় গোবর্দ্ধন) প্রভৃতি ১৪। পুণ্ড্র-সুত গোপাল ১৫। পুত্র শ্রীরঙ্গ ভট্ট ১৬ (ইহাঁর সময় মেলবন্ধন হয়)।

মাধব (১২)-সুত কানু, দুর্য্যোধন (দুজো), সূর্য্য (সুজো) এবং আদিত্য প্রভৃতি ১৩। কানু (১৩)-সুত শূলপাণি ১৪। আদিত্য-সুত হরি ও সুকণ্ঠ ১৪। হরি-সুত দামোদর ১৫। সুকণ্ঠ-সুত কংসারি ও জগন্নাথ ১৫। কংসারি-পুত্র পরমানন্দ ১৬। এই পরমানন্দ নাথাই চট্টের কন্যা বিবাহ করেন (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৩৮৫ পৃষ্ঠ দেখ)।

——

পূতিতুণ্ড-বংশে কোকের (১৬) ধারায় দুর্লভানন্দের বংশের একদেশ

(মূলপুস্তক ৪৪৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

ধারাবাহিকক্রমে অঙ্কপাত করা গেল।

কোক (১৬)-পুত্র দুর্লভ ১৭। পরমানন্দ ১৮। গোপীনাথ ও রঘুনাথ ১৯। গোপী-সুত রামকৃষ্ণ, বিশ্বেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, রামেশ্বর, জগন্নাথ ও কাশীশ্বর ২০। রামকৃষ্ণ-সুত রাজেন্দ্র

২১। রাজেন্দ্র-সুত নন্দকিশোর ও রাজপ্রসাদ ২২। নন্দ-সুত আত্মারাম ও রামচন্দ্র ২৩। রামচন্দ্র-সুত মনোহর, কৃষ্ণকান্ত ও কমলাকান্ত ২৪। মনোহর-সুত হরপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ, দ্যুতিপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ২৫। কৃষ্ণকান্ত-সুত মথুরামোহন, বৃন্দাবন, কাশীনাথ, চন্দ্রশেখর ও লোকনাথ ২৫। বৃন্দাবন-সুত রামধন, কৃষ্ণধন ও হরিধন ২৬। রামধন-সুত অংশুপ্রকাশ, অজপ্রকাশ, অরুণপ্রকাশ, কিরণপ্রকাশ ও হরিদাস ২৭।

রাজপ্রসাদ ২২। বিনোদরাম ২৩। জগন্মোহন, কৃষ্ণমোহন, মদনমোহন, ব্রজমোহন ও গৌরমোহন ২৪। জগন্মোহন-সুত গোবিন্দ, মধুসূদন, জনার্দ্দন ও গোপাল ২৫। মদন-সুত গঙ্গারাম ও রামনারায়ণ ২৫। ব্রজ-সুত তারাচাঁদ ও গোরাচাঁদ ২৫। গৌরমোহন সুত তিনকড়ি, প্যারী, কালীপ্রসাদ ও রাজকুমার প্রভৃতি ২৫।

শ্রীকৃষ্ণ (২০)-সুত গোপালচন্দ্র হালদার ও ক্ষেত্রনাথ হালদার ২১, নিবাস ভাটপাড়া। রামেশ্বর নলডাঙ্গা বাসী। জগন্নাথ-সুত নিমাইচন্দ্র হালদার ২১। রঘুনাথ (১৯)-সুত কৃষ্ণদাস হালদার ২০। ইহাঁরা ভাটপাড়া-নিবাসী।

সুরাই মেল।

ছান্দড়-বংশের কাঞ্জিলাল-প্রকরণ

(মূলপুস্তক ৪২৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

ছান্দড় ১। কোন কোন পুঁথিতে কবি কাঞ্জিলাল এই পাঠ আছে (মূলপুস্তক ২৯৪।২৯৫ পৃষ্ঠে দেখ)। শ্রীধর ২। যজ্ঞেশ্বর

ও বেদগর্ভ ৩। কোন কোন মতে যজ্ঞেশ্বর-পুত্র হেমগর্ভ ৪। তৎসুত বীর ও বসুন্ধর ৫। বসুন্ধর-সুত প্রাণেশ্বর ও বাণেশ্বর ৬। প্রাণেশ্বর-সুত গুণাকর ৭। গুণাকর-সুত নিশাপতি ৮। তৎসুত কানু ও কুতূহল ৯। ইহাঁরা উভয়েই বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কানু-সুত চাঁদ, জয়মণি, অগস্ত্য, উধ, তিথ, মকরন্দ ও দাম ১০। চাঁদ-সুত ত্রিলোচন, বাসুদেব ও নরসিংহ ১১। ত্রিলোচন-পুত্র জন, বিশু, পশুপতি ও নিশিকুমার ১২। জন-সুত গোপী, তপন, গঙ্গাধর ও ভীম ১৩। তপন-পুত্র কৌতুক ও ভৈরব ১৪। কৌতুক-সুত বিশু ও নরপতি ১৫। নরপতি-সুত মধুসূদন, আচার্য্যকৃষ্ণদেব ও বলভদ্র ১৬। আচার্য্যকৃষ্ণের সময় মেলবন্ধন হয়। মধুসূদন-সুত (বাঘশোঁকা) কালিদাস ১৭। ইহাঁর নিবাস হরিদাসপুর, জিলা ফরিদপুর। ইহাঁরা নিকষ কুলীন। কালিদাস-সহোদর দামোদর, বাসুদেব, মাধব, মৃত্যুঞ্জয় ও ভাস্কর ১৭। দামোদর ফরিদপুর জিলার পিঙ্গলিয়া-নিবাসী।

কালিদাস-সুত রঘু, মুকুন্দ পণ্ডিত ও দৈবকীনন্দন ১৮। মুকুন্দ পণ্ডিত-সুত বনমালী, কৃষ্ণানন্দ, রাঘব ও পূর্ণানন্দ ১৯। বনমালি-পুত্র নীলকণ্ঠ ও রতিনাথ ২০। নীলকণ্ঠ-সুত গোপী-কান্ত, গোপাল, গোবিন্দ ও রসিক ২১। গোপীকান্ত-সুত রামেশ্বর, মথুরেশ, জগদীশ ও রামভদ্র ২২। রামভদ্র-পুত্র বাণেশ্বর, রত্নেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ২৩। বাণেশ্বর-সুত বিষ্ণুরাম, কৃষ্ণকিঙ্কর ও রামকুমার ২৪। বিষ্ণুরাম-সুত হরি ২৫। হরি-সুত চণ্ডীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ২৬। চণ্ডীপ্রসাদ-সুত কানাই ও নীলমণি ২৭। কানাই-সুত আনন্দ ২৮।

রামপ্রসাদ-সুত রামেন্দ্র ও শ্যামাচরণ ২৭। রামেন্দ্র-সুত ভগবান্ ও বিজয় ২৮। ভগবান্-পুত্র সীতানাথ ২৯। সাং পুরন্দরপুর, জিলা নদিয়া।

কৃষ্ণকিঙ্কর-সুত রামচরণ ২৫। রামচরণ-সুত রামধন ২৬। রামধন-সুত রাজেন্দ্র ২৭।

রামকুমার-সুত কমল ২৫। কমল-সুত রামচাঁদ ২৬। রামচাঁদ-পুত্র অমরনাথ ২৭। অমরনাথ-সুত সুরেশ ২৮।

রত্নেশ্বর-সুত সদানন্দ ২৪। সদানন্দ-সুত জয়নারায়ণ ও শিবনারায়ণ ২৫। জয়-সুত রামকুমার ২৬। রামকুমার-সুত হরচন্দ্র ২৭। হর-সুত গোপাল ও মথুরানাথ ২৮। গোপাল-সুত ভূষণ ও কামাখ্যা ২৯। নিবাস পুরন্দরপুর। মথুরানাথ-সুত পঞ্চানন, যোগীন্দ্র, সুরেন্দ্র ও যতীশ ২৯। সাং পুরন্দর-পুর।

শিবনারায়ণ-পুত্র তিলক ২৬। তিলক-সুত গিরিশ ও শ্রীধর ২৭।

বিশ্বেশ্বর ২৩। পুত্র মাণিকচন্দ্র ২৪। রামজয় ২৫। ঈশ্বর ২৬। হরিশ্চন্দ্র ও মহিমাচন্দ্র ২৭।

সাগরদাঁড়ীগ্রামের কাঞ্জিলাল-বংশের ধারা।—রতিনাথ-সুত নারায়ণ ও রামেশ্বর ২১। নারায়ণ-পুত্র কপীশ্বর, হরিহর, গঙ্গাধর ও রুদ্রদেব ২২। হরিহর-পুত্র রামগোবিন্দ, রামনাথ ও রাঘব ২৩। রামনাথ-সুত গৌরাঙ্গ ২৪। গৌরাঙ্গ-পুত্র রাধামোহন ২৫। তৎসুত রামানন্দ ২৬। ইনি গোয়ালপুর-বাসী, জিলা যশোহর।

রুদ্রদেব-পুত্র রামচরণ ২৩। সুত নীলকণ্ঠ, গন্ধর্ব্ব ও

পঞ্চানন ২৪। গন্ধর্ব্ব-সুত মনোহর ২৫। পুত্র রামরতন, পীতাম্বর ও শম্ভু ২৬। রামরতন-সুত ঈশ্বর, আনন্দ, ইন্দ্র, মহেশ ও হরি ২৭। ঈশ্বর-সুত মধু ২৮। সুত পঞ্চানন ও সীতানাথ ২৯। সাং খড়িঞ্চা, জিলা যশোহর।

আনন্দ-সুত বিশ্বেশ্বর, শ্রীবিষ্ণু ও রাম ২৮। বিশ্বেশ্বর-সুত গোপাল ও নফর ২৯। নফর-সুত অমূল্য ৩০। সাং নিমতা, যশোহর। বিষ্ণু-সুত বিহারী ২৯, সুত স্মরজিৎ ৩০। পুরন্দরপুর।

ইন্দ্র-পুত্র অক্ষয় ২৮। বিপিন ২৯। প্রফুল্ল ৩০। সাং মুক্তাপুর। মহেশ-পুত্র নিবারণ, পঞ্চানন ও বিধুভূষণ ২৮। সাং মুক্তাপুর। হরি-পুত্র শ্রীশচন্দ্র ২৮। সাং পুরন্দরপুর।

পীতাম্বর-পুত্র গোলোক ও মহিমাচন্দ্র ২৭। গোলোক-সুত দ্বারিক ২৮। পুত্র উপেন্দ্র ও বিপেন্দ্র ২৯। উপেন্দ্র-সুত প্রফুল্ল ৩০। সাং গদখালী। মহিমাচন্দ্র-পুত্র কৈলাস, বদু ও নটবর ২৮। নটবর গদখালী-বাসী। কৈলাস সুত যোগেন্দ্র, রাজেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র ও মুনীন্দ্র ২৯। যোগেন্দ্র-পুত্র প্রকাশচন্দ্র ৩০, হুগলী-বাসী।

শম্ভু ২৬। পুত্র মাধব ২৭। পৌত্র শ্রীগোপাল ও জয়-গোপাল ২৮, নথফুল-বাসী, বনগ্রাম সবডিবিজন্।

পঞ্চানন ২৪। পুত্র পার্ব্বতীচরণ ২৫। পৌত্র হরনারায়ণ ২৬। প্রপৌত্র জয়চন্দ্র, কালীকান্ত ও কালীকৃষ্ণ ২৭। জয়-চন্দ্র-সুত প্রসন্ন ২৮। তৎপুত্র ব্রজেন্দ্র ২৯, সাগরদাঁড়ী-নিবাসী। কালীকৃষ্ণ-সুত শশিভূষণ ২৮। সুত বিধুভূষণ ২৯। সাং মহেশপুর।

কৃষ্ণানন্দ ১৯। পুত্র শ্রীরাম ২০। রমাকান্ত ২১।

এই তালিকা অনুসারে কানু ও কুতূহল ছান্দড় হইতে আট পুরুষ অধস্তন হন। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকেই নিম্ন-লিখিত বংশাবলীর ধারা আছে। যথা—ছান্দড় ১। শ্রীধর ২। বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ ও হেমগর্ভ ৩। বেদগর্ভ-সুত বীর ও বসুন্ধর ৪। বসুন্ধর-সুত প্রাণেশ্বর, বাণেশ্বর ও হিঙ্গুলেশ্বর ৫। হিঙ্গুলেশ্বর-সুত কানু ও কুতূহল ৬। অতি অল্প পুস্তকে প্রাণেশ্বর-পুত্র বাণেশ্বর এবং তৎসুত হিঙ্গুলেশ্বর দেখা যায়। কিন্তু এই সকল লেখা প্রাচীন নহে, অধুনাতন ঘটকদিগের হস্তলিখিত পাতড়া মাত্র। এই সকল পাতড়ার মধ্যে একখানি প্রাচীন লেখা। ঐ পাতড়ায় কানু ও কুতূহলের পিতার নাম নিশাপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে কানু ও কুতূহল ছান্দড় হইতে নবম পুরুষ অধস্তন হন; ইহা অসঙ্গত নহে। সুতরাং ঐ পাতড়াটী এখানে পরিগৃহীত হইল। বস্তুতঃ সম্বন্ধনির্ণয়ের মূলপুস্তকে কাঞ্জিলাল-বংশের যে তালিকা আছে, উহা অনেক প্রাচীন পুস্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

বাৎস্যে ছান্দড়-প্রমুখ ঘোষাল-বংশ

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ২৭। ২৯৩। ২৯৪ এবং ৪১৫ পৃষ্ঠ দেখ)।

ছান্দড় ১। ইহাঁর-সুত সংখ্যা এগার। তন্মধ্যে সুরভি (২) ঘোষালবংশের আদিপুরুষ। পুত্র পিঙ্গল ৩। তৎ-সুত শিরঃ, পাস্থ, বিশ্বরূপ এবং মদন ৪। শিরঃ-সুত উধ ৫। তৎপুত্র পশুপতি ও কৌচ ৬। কৌচ-সুত আভ ৭। তৎপুত্র গদ, শস্তু, গেঁধো বা শেঁধো, মার্কণ্ডেয়, গোপী, পীতাম্বর, পুরো ও নথ ৮। শস্তু-সুত তেঁই, রুদ্র, হিঙ্গন ও ত্রিলোচন ৯।

পান্থ-সুত শতানন্দ ও সুরানন্দ ৫। সুরানন্দ-সুত হাড়, বিষ্ণু, নারায়ণ, মক (মকরন্দ), বাহু ও উক ৬। হাড়-সুত গরুড়, দৈত্যারি, কেশব এবং কুশধ্বজ ৭। গরুড়-সুত নৃসিংহ ৮। তৎসুত ত্রৈলোক্যনাথ, রঘুনাথ ও জানকীনাথ ৯।

দৈত্যারি-সুত শুক্লাম্বর ও পীতাম্বর ৮। শুক্লাম্বর-সুত মধু ৯। মধু-সুত রঘুনাথ, জনার্দ্দন, জগন্নাথ ও মাধব ১০। রঘু-সুত রাজারাম, তিলকরাম, বলরাম, কৃষ্ণহরি এবং রাম প্রভৃতি ১১।

ঘোষাল-বংশের গদ-সন্তানগণ ডুমুরিয়া বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ডুমুরিয়া গ্রাম নদিয়া জিলার চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত কাশীপুরের নিকট। উভয় গ্রাম ডুমুরিয়া কাশীপুর বলিয়া একত্র খ্যাত। গদ-সুত হরি, সঙ্কেত এবং সুদর্শন ৯। হরি-সুত গৌতম ১০। তৎপুত্র উদ্ধরণ, বিশ্বম্ভর, নৃসিংহ ও কামদেব ১১। উদ্ধরণ-সুত রাঘব ১২। বিশ্বম্ভর-সুত সদানন্দ, শ্রীধর ও ব্যাপক ১২। কামদেব-সুত শঙ্কর ১২।

পশুপতির সন্তানগণ কলিকাতার ঘোষাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং কলিকাতাকে আমরা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি। অন্ততঃ ন্যূনকল্পে আটশত বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন। পশু-সুত হিঙ্গন ৯। তৎপুত্র বিনায়ক ও মহী ১০। বিনায়ক-সুত গৌরী (ভঙ্গ), দ্যৌ, লৌ এবং শ্রীপতি ১১। শ্রীপতি-সুত মাউ ১২। সুত গোবর্দ্ধন, পুরো, কন্দ, নিম, গণ এবং জন ১৩।

তৈঁই-সুত সূর্য্য, কৃষ্ণ, উদয়ন ও বনমালী ১০। কৃষ্ণ-সুত নৃসিংহ, বৈকুণ্ঠ, শূলপাণি, উদয়ন, মাধব এবং শঙ্কর ১১।

নৃসিংহ-সুত শ্রীধর, রাম এবং দুর্গাবর ১২। শ্রীধর-সুত বিপ্রদাস ১৩। বিপ্রদাস-সুত বিষ্ণুদাস ১৪। তৎপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ ১৫। পুত্র অনন্ত ও যদু ১৬। দুর্গাবর-সুত গৌরীবর ও বৈকুণ্ঠ ১৩। বৈকুণ্ঠ-সুত বিজয়, নিত্যানন্দ ও গর্ভেশ্বর ১৪। বিজয়-সুত বাচস্পতি ও গোপীনাথ ১৫। বাচস্পতি-সুত সোমনাথ, ভবনাথ এবং নীলকণ্ঠ ১৬। ভব-সুত নন্দ চক্রবর্ত্তী ও লক্ষ্মীনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭।

ঘোষাল শেঁথো বা গেঁথো-বংশ, কলিকাতা।—ইহাঁরাও কলিকাতার ঘোষাল বলিয়া পরিচিত। শেঁথো-সুত শিব, মঙ্গল এবং মহী ৮। শিব-সুত সাগর এবং গণপতি ৯। সাগর-সুত কুলপতি, দুর্গাবর, কিনু, পুর এবং দাম ১০। মঙ্গল-সুত কুবের এবং বাসু ৯। কুলপতি-সুত গদাই, জগন্নাথ এবং রাম ১১। রাম-সুত বলাই ১২। তৎপুত্র রাঘব ১৩। সুত রতিকান্ত প্রভৃতি ১৪। রতি-সুত কুবের, সুবিন্দ এবং কৌশিক ১৫। কুবের-সুত পুর, ধৃত ও পৃথ্বীধর প্রভৃতি ১৬। দাম-সুত অনন্ত ১১। তৎপুত্র গোবিন্দ প্রভৃতি ১২। মহী-সুত দানপতি এবং সুধাকর ৯।

পশুপতি-সুত ত্রিলোচন(৯)-বংশ।—ত্রিলোচন-সুত কৃষ্ণ, সূর্য্য ও উদয় ১০। উদয়-সুত তনু, সুবাণ, শুভদ, ঈশ্বর, অমর, জটাধর ও বনমালী ১১। তনু-সুত পরম ও বিশ্বনাথ ১২। বিশ্বনাথ-পুত্র কংসারি মিশ্র ও অরবিন্দ ঘোষাল ১৩। ইহাঁদিগকে সর্ব্বানন্দ উপাধিতে আহ্বান করিত। ইহাঁরা আঁড়িয়াদহের ঘোষাল বলিয়া পরিচিত, সর্ব্বানন্দী মেলের কুলীন।

কংসারির পুত্র ঘোষঘুষী বা সুঘোষ, রামাচার্য্য ও ভুবনা-

চার্য্য ১৪। সুঘোষ-পুত্র শ্রীকর মিশ্র, রঘু, শ্রীধর ও রাঘব ১৫। রঘুর পুত্র বল্লভাচার্য্য ১৬। তৎপুত্র ভবানীদাস, শিবরাম ও রাঘব ১৭। লোকে ইহঁাকে নবম রাঘব কহিত। শ্রীধর-পুত্র অনন্ত, গোপীকান্ত ও জনার্দ্দন ১৭। গোপীকান্ত-সুত বলরাম ও রামকৃষ্ণ ১৮। রামকৃষ্ণ-পুত্র বিষ্ণুদেব ১৯। বিষ্ণু-সুত কৃষ্ণদেব ২০। তৎপুত্র কন্দর্প, রামদুলাল ও জগন্নাথ ২১। কন্দর্প-সুত কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্র ২২। ইহাঁরা খিদিরপুরের ভূকৈলাস-বাসী। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত জয়নারায়ণ ২৩। পুত্র কালীশঙ্কর ২৪।

ভূকৈলাসের ঘোষাল-বংশ।

কন্দর্প-প্রমুখ কালীশঙ্করের (২৪) ধারা।

পুত্র কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত ২৫। সত্যপ্রসাদ-সুত সত্যজীবন ২৬। সত্যকিঙ্করের কন্যাদ্বয় সাবিত্রী ও সতী ২৬। সত্যচরণের দুই পুত্র, সত্যানন্দ ও সত্যসত্য ২৬। সত্যানন্দ-সুত সত্যশ্রী, সত্যনিধি, সত্যসেবক ও সত্যমোহন, এবং দুই কন্যা সত্যবাণী ও সত্যজ্ঞানী ২৭। সত্যশ্রীর পুত্রের নাম সত্যশান্তি ২৮। সত্যমোহনের পুত্রের নাম সত্যবিজয় ২৮।

সত্যসত্য ২৬। সুত সত্যশঙ্কর, সত্যবাদী, সত্যভানু, সত্যধ্যান ও সত্যহর্ষ ২৭। সত্যপ্রসন্ন ২৫। সুত সত্যরঞ্জন ও সত্যকৃষ্ণ ২৬।

গোকুল ঘোষাল ২২। ইহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র বৃন্দাবন, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও

গঙ্গানারায়ণ ২৩। লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার নাম রাধামণি ২৪। চৈতল চন্দ্রশেখরের ধারা তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। রাধামণির ধারায় নবচন্দ্র ২৫। তৎপুত্র অতুল, প্রফুল, অনুকূল ও সানুকূল চট্টোপাধ্যায় ২৬ (এই পুস্তকের ২৪০। ২৪১ পৃষ্ঠ দেখ)। গোকুলচন্দ্র ঘোষালের অন্য চারি পুত্র ও কন্যা নিরপত্য।

সত্যভক্ত (২৫) নিঃসন্তান। ইহাঁর পত্নীর নাম শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী। ইনি চন্দননগরে অবস্থানপূর্ব্বক পতি ও শ্বশুরাদির স্বর্গ-কামনায় নিরন্তর যথাসাধ্য সৎকার্য্য দ্বারা বিদ্বমণ্ডলীর সম্মান-রক্ষা এবং অতিথি, অনাথ ও নিরন্নদিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন।

সাবর্ণি-গোত্রে বেদগর্ভ-বংশের গাঙ্গুলি-প্রকরণ

(মূলপুস্তক ৩৩৪।৩৫০ পৃষ্ঠ দেখ)।

বেদগর্ভের দ্বাদশ পুত্র। সেই দ্বাদশ পুত্র হইতে দ্বাদশ গ্রামীণের সৃষ্টি হয় (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ২৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

বেদগর্ভ (১) পুত্র হল গাঙ্গুলি, ইহাঁর উপাধি কুলপতি; ইনি উপাধিদ্বারাই প্রসিদ্ধ। ইহাঁর অপর নাম বীরব্রত। কুলপতি হইতে শিশু গাঙ্গুলি পর্য্যন্ত নবম পুরুষের সময় বল্লালী কৌলীন্য সংস্থাপন হয়। শিশু-সুত গদাধর ১০। আয়ু, গায়ু, হংস, বীরব্রত এবং সুভিক্ষ ১১। এইখানে অনেক পুস্তক ও পাতড়ায় এক পুরুষের অমিল আছে। শিশুর পুত্র আয়ু, কোন কোন স্থানে আয়ু পৌত্র; তদনুসারে গদাধর পুত্রস্থলীয়। আয়ু-সুত গজ, বাঁটু, বল, বিহু বা হল ১২। বিহু-সুত শিব,

শূলপাণি, কেশব, মাধব, জীয়ো (জীব), পৌষ এবং ব্যাস ১৩। শূলপাণি-সুত নরাই ১৪। সুত রত্নাকর ১৫। শিব-সুত পুরাই, তেকাই, লম্বোদর, জটাধর, মুরারি, শত এবং গঙ্গাধর ১৫। এই সকল নামের সহিত সারাবলীর কারিকার মিল হয় না। সারাবলীর কারিকা এই পুস্তকের ১১৮ হইতে ১২৩ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ। উহা কলিকাতার বহুবাজারের অবিনাশ গাঙ্গুলির ও নদিয়া জিলার কুড়ুলগাছীর ৺রাধানাথ গাঙ্গুলির সংগৃহীত তালিকা-দৃষ্টে লিখিত।

পুরাই-সুত ভৈরব, সৌর, বাচস্পতি এবং বিদ্যানন্দ ১৬। ভৈরব-সুত রাঘাই, নবাই, বলাই, বিশাই এবং শ্রীধর ১৭। শ্রীধর-সুত নীলকণ্ঠ ও গুণার্ণবাদি ১৮। নীল-সুত কেশব, যদু, শ্রীপতি, রঘু বিদ্যালঙ্কার, মহেশ এবং যাদব ১৯। যদু-সুত রাম ২০।

শ্রীপতি-সুত রামনাথ ও জানকীনাথ ২০। জানকী-সুত বিশ্বনাথ, গোবিন্দ এবং গঙ্গাদাস ২১। বিশ্বনাথ-সুত রামকৃষ্ণ ২২। সুত কামদেব, শুকদেব এবং রামগোবিন্দ ২৩। রাম-গোবিন্দ সুত রাজারাম ২৪। পুত্র শ্যামসুন্দর ২৫।

বেগের গাঙ্গুলি কামদেব-প্রকরণ।

(জনাই, শিবপুর ও বেলেশিখর-নিবাসী।)

কামদেব-সুত জগজ্জীবন ২৪। সুত কৃষ্ণরাম, গঙ্গাহরি ও কাশীনাথ ২৫। কৃষ্ণরাম-সুত গোকুল ও মৃত্যুঞ্জয় ২৬। গোকুল-পুত্র শিবপ্রসাদ ২৭। সুত রমানাথ, শ্রীনাথ ও চন্দ্রনাথ ২৮। রমানাথ-সুত প্যারী, ক্ষেত্র ও রামচন্দ্র ২৯।

শ্রীনাথ সুত কালীপদ ২৯। চন্দ্রনাথ-সুত পঞ্চানন, গোপাল-লাল, কিশোরীমোহন, রাজমোহন, কালীকৃষ্ণ, মহেন্দ্রনাথ এবং অতুলচন্দ্র ২৯। কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ., বি. এল্. মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক ও সাহিত্য-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পেন্‌সিয়ন্-ভোগী। কিশোরীমোহন-সুত হরিচরণ শাস্ত্রী এম্. এ., বি. এল্. ৩০।

গঙ্গাহরি-সুত রামনৃসিংহ ও রামলোচন ২৬। রামনৃসিংহ-সুত উদয়চাঁদ ২৭। সুত নীলমণি ২৮। সুত ক্ষেত্রমোহন, দীননাথ, আশুতোষ, দয়াময়, কামাখ্যানাথ, প্রিয়নাথ ও হরিচরণ ২৯।

রামলোচন-সুত ভুবনমোহন ও কেদারনাথ ২৭। ভুবন-সুত কালীকুমার ও চন্দ্রকুমার ২৮। কেদার-সুত করুণাময় ২৮। পুত্র প্রমথনাথ ২৯। জনাই-নিবাসী।

মৃত্যুঞ্জয়-সুত বৈকুণ্ঠনাথ, অম্বিকানাথ, তারাপ্রসাদ, উমা-প্রসাদ, ভগবতী, শ্যামাচরণ ও হরিশ্চন্দ্র ২৭। বৈকুণ্ঠনাথ-সুত রামকুমার ও দ্বারকানাথ ২৮। রামকুমার-সুত দেবেন্দ্রনাথ ২৯। দ্বারকানাথ-সুত গোকুলচন্দ্র, গোলোকনাথ, কাঙ্গালী-চরণ, নন্দলাল ও জীবনচন্দ্র ২৯। অম্বিকানাথ-সুত রামতারণ, শ্রীনাথ ও দীননাথ ২৮। রামতারণ-সুত প্রসন্নকুমার ২৯।

শ্রীনাথ ২৮। পুত্র নীলমণি ২৯। ভগবতীচরণ ২৭। সুত মহেন্দ্রনাথ ও রঘুনাথ ২৮। মহেন্দ্র-সুত বিনোদবিহারী ২৯। শ্যামাচরণ ২৭। সুত কেদারনাথ ২৮। সুত যোগীন্দ্র-নাথ ২৯। হরিশ্চন্দ্র ২৭। সুত যদুনাথ ২৮। সুত পঞ্চানন ২৯।

কাশীনাথ (২৫)-পুত্র সীতারাম ২৬। পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ২৭।

নীলমণি ও বেণীমাধব ২৮। নীলমণি-সুত গোপালচন্দ্র এবং অতুলচন্দ্র ২৯।

রামনাথ-সুত রাঘব ২১। রাঘব-সুত রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, ও রঘুনাথ ২২। রামচন্দ্র-সুত রামনারায়ণ ও হরিরাম ২৩। রামনারায়ণ-সুত রুদ্ররাম ও গঙ্গারাম ২৪। রুদ্র-সুত অনন্তরাম, রামরাম, রমাপতি এবং কৃষ্ণরাম ২৫। গঙ্গারাম-সুত কানু ও শ্যামসুন্দর ২৫।

হরিরাম-সুত আত্মারাম, রত্নেশ্বর, রামজীবন, রঘুদেব, সন্তোষ, বিনোদ ও রমাকান্ত ২৪। সন্তোষ-সুত ষষ্ঠীধর, আনন্দীরাম, উদয়রাম, বিনোদরাম, নন্দদুলাল ও বৈদ্যনাথ ২৫। রমাকান্ত-সুত সুধারাম, উদয়চাঁদ, রূপরাম ও সীতারাম ২৫।

শ্রীকৃষ্ণ-সুত রামচন্দ্র, শিবরাম, রঘুরাম, রামগোবিন্দ, বলরাম এবং রামদেব ২৩। রামভদ্র-সুত রামবল্লভ, ইন্দ্রনারায়ণ এবং দুর্গাপ্রসাদ ২৪। ইন্দ্র-সুত রামপ্রসাদ ২৫। দুর্গাপ্রসাদ-সুত মুকুন্দরাম, রামকৃষ্ণ, রামকিশোর, রাধাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ এবং গোকুল ২৫। শিবরাম-সুত রামবল্লভ, আত্মারাম, ইন্দ্রনারায়ণ, দীনমণি এবং বিষ্ণুরাম ২৪। রামবল্লভ-সুত রামানন্দ, লক্ষ্মীনারায়ণ, জয়নারায়ণ এবং কেনারাম ২৫।

রঘুরাম-সুত রামচরণ, জয়রাম, শ্রীচরণ এবং শ্রীরাম ২৫। জয়রাম-সুত রুদ্র ২৬। রুদ্র-সুত কৃষ্ণবল্লভ, জগন্নাথ ও দুলাল ২৭। শ্রীচরণ-সুত গঙ্গানারায়ণ ২৬। রুদ্র-সুত চন্দ্রনারায়ণ, জয়নারায়ণ, রামানন্দ, সন্তোষ এবং রামতনু ২৭। রামানন্দ-সুত হরেকৃষ্ণ, রামদুলাল, প্রাণকৃষ্ণ ও শম্ভুনাথ

প্রভৃতি ২৮। শ্রীরাম-সুত হরিদেব প্রভৃতি ২৬। হরিদেব-সুত শ্যামসুন্দর ও রামসুন্দর প্রভৃতি ২৭।

রামগোবিন্দ (২৩)-সুত রামবল্লভ, রামকেশব, আত্মারাম, গঙ্গাপ্রসাদ, রুদ্ররাম, কৃষ্ণরাম ও দুর্গাপ্রসাদ ২৪। রামকেশব-সুত নীলকণ্ঠ ২৫। রামদেব-সুত রামগোপাল ২৪।

ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট উমাচরণ গাঙ্গুলি-প্রদত্ত তালিকা, নিবাস খলিতপুর, বনগ্রাম।

আমাটে শিবের কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধরে সর্ব্বানন্দী মেল।

গঙ্গাধর (১৫)-সুত গৌরীনাথ, লক্ষ্মীনাথ, রঘুনাথ, দৈবকীনন্দন এবং জগাই ১৬। রঘুনাথ-সুত রামানন্দ ও যাদব ১৭। যাদব-সুত রাম, রাজেন্দ্র ও ভবানীদাস ১৮। রাম-সুত গোবিন্দ ১৯। ভবানীদাস-সুত মধুসূদন, মথুরেশ, বাসুদেব, বিশ্বেশ্বর, রামশরণ, রামদেব, জয়দেব, কাশীশ্বর ও ভোলানাথ ১৯। মধু-সুত কিঙ্কর ও নন্দরাম ২০। কিঙ্কর-সুত গোপীরমণ, রাজারাম, রামরাম বা কুঞ্জবিহারী, মুরলীধর, রামভদ্র ও আত্মারাম ২১। নন্দরাম-সুত নিধিরাম, দয়ারাম, রাজারাম, জীবন, আনন্দীরাম, রামনাথ ও বীরেশ্বর ২১।

চৈতল চন্দ্রশেখর-প্রমুখ রামচন্দ্রের (২১) ধারার একদেশ।

রামচন্দ্র-সুত রামভদ্র ও বিদ্যাধর ২২। বিদ্যাধর-সুত

ভুবনেশ্বর ২৩। সুত মনোহর ও জগন্নাথ ২৪। মনোহর-সুত কালীপ্রসাদ ও বৈদ্যনাথ ২৫। কালী-সুত পঞ্চানন, স্বরূপ, দিগম্বর ও নবকুমার ২৬। স্বরূপ-সুত দীনবন্ধু, হলধর ও যাদব ২৭। হল-সুত চন্দ্রকান্ত, পূর্ণানন্দ, মহানন্দ, দুর্গানন্দ, শ্যামানন্দ ও ধ্রুবানন্দ ২৮। শ্যামানন্দ-সুত অনঙ্গমোহন, ভুবনমোহন ও মনোমোহন ২৯। খলিষাখালী-নিবাসী, জিলা খুলনা।

জগন্নাথ (২৪)-সুত ভৈরব, হরচন্দ্র, দ্বীপচন্দ্র, রামনিধি বা ফকিরচাঁদ ও রামতনু ২৫। দ্বীপচন্দ্র-সুত উদয়চাঁদ, মদন, তারাচাঁদ, ঈশান, ঈশ্বরচন্দ্র, স্ফটিক, শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গাহরি ও বাণীকান্ত ২৬। মদন-সুত মহিমাচন্দ্র ও যদুনাথ ২৭। মহিমা-সুত কেশব, সীতানাথ, জানকীনাথ, শিবনাথ ও হৃদয়নাথ ২৮। কেশব-সুত ললিতমোহন, নগেন্দ্র, খগেন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র ২৯। সাং খলিষাখালী।

ভৈরব-সুত কাশীনাথ ২৬। পুত্র ব্রজনাথ ২৭। — আশুতোষ ২৮। সাং খুলনা, কালীগঞ্জ, রায়পুর। রামনিধি বা ফকির-সুত বিশ্বেশ্বর ও পীতাম্বর ২৬। পীতাম্বর-সুত ললিতমোহন, নীলমাধব, শীতল ও বৈদ্যনাথ ২৭। ললিতমোহন-সুত কালিদাস ও ভোলানাথ ২৮।

উদয়চাঁদ-সুত প্রাণকৃষ্ণ, রামপ্রাণ, প্রসন্ন, সুখময় ও গোবিন্দ ২৭। রামপ্রাণ-সুত যজ্ঞেশ্বর ২৮। সাং বাঘমারা, জিলা ফরিদপুর।

জগন্নাথের (২৪) ধারায় ঈশ্বরচন্দ্র ২৬। সুত প্যারীমোহন, দ্বারকা ও ত্রৈলোক্য ২৭। ত্রৈলোক্য-সুত জগদ্বন্ধু, হারাণ ও বসন্ত ২৮। জগদ্বন্ধু-সুত শ্রীকৃষ্ণ ২৯। সুত অমরনাথ ও

কৈলাসচন্দ্র ৩০। অমরনাথ-সুত প্রভাস ও সীতানাথ ৩১। কৈলাস-সুত ভূপতি ৩১। গঙ্গাহরি ২৬। সুত রাখালদাস ২৭, সাং পুঁড়া খোড়গাছী, বসুর হাট, জিলা খুলনা।

যদুনাথ (২৭)-সুত সতীশচন্দ্র ২৮। সতীশ-সুত ফণিভূষণ ২৯, সাং খলিষাখালী।

বাঘমারা-বাসী মনোহর-প্রমুখ বৈদ্যনাথ ২৭। সুত বংশীধর ও আনন্দচন্দ্র ২৮। বংশীধর-সুত গোপাল ও রসিকলাল ২৯। গোপাল-সুত আশুতোষ, রামচন্দ্র ও ইন্দুভূষণ ৩০। আশু-সুত উমেশ ৩১। মনোহর-প্রমুখ দিগম্বর ২৮, সাতক্ষীরা। নবকুমার (২৬) সুত শ্রীনাথ ও হরিনাথ ২৭। শ্রীনাথ-সুত শশধর ২৮। হরিনাথ-সুত গিরিশচন্দ্র ২৮। পঞ্চানন ২৬। সুত তারিণী ২৭। দীনবন্ধু ২৭। সুত পরমানন্দ ২৮। সাং বনগ্রাম ভুলট, জিলা যশোহর।

খলিষাখালী-বাসী শ্রীকেশবলাল চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত, ফরাসডাঙ্গা-বাসী চৈতন্য মহেশ-সন্তান শ্রীযুক্ত ইন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত।

ধন বিজয় চট্ট।

গোপেশ্বরপ্রমুখ রামতনু (২৫)-বংশ।

সুত রূপনারায়ণ ২৬। ভৈরব ২৭। সুত শশিভূষণ, মাধবচন্দ্র, যাদবচন্দ্র ও গৌরমোহন ২৮। শঙ্করপুর-বাসী, জিলা যশোহর। যাদব-সুত অবিনাশ ২৯। শশি-সুত বরদাভূষণ, জ্ঞানদাভূষণ, সতীশচন্দ্র, বসন্তকুমার ও সুরেন্দ্রনাথ ২৯।

অবসথী মধু চট্ট-প্রমুখ হরিরাম (১৯)-বংশ।

ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—সুত রাজেন্দ্র, রামেশ্বর, শ্রীরাম প্রভৃতি ২০। রাজেন্দ্রের ধারায় জয়রাম, রামকৃষ্ণ, রাজারাম, রুদ্রদেব, রত্নেশ্বর ও পুরুষোত্তম ২১। রুদ্রদেব-সুত চন্দ্রশেখর, রামচন্দ্র, মধুসূদন, রামজীবন, যাদবেন্দ্র ও অনন্তরাম ২২। মধু-সুত রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ ও রামকিশোর ২৩। রঘুরাম-সুত মনোহর, শিবনারায়ণ তর্কবাগীশ, কালীশঙ্কর, দেবনারায়ণ, নন্দকিশোর, বলরাম ও রামহরি ২৪। শিব-সুত তিলকচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও নিমানন্দ ২৫। তিলক সুত ভোলানাথ ও বৈদ্যনাথ ২৬। ভোলানাথ সুত মহেন্দ্রনাথ ও কন্যা মনোরমা দেবী ২৭। মহেন্দ্রনাথ-সুত শ্যামাপদ ও কালীপদ এবং কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ২৮।

মনোহরের(২৪) ধারায় সুত গোকুলচন্দ্র, জনার্দ্দন, নীলাম্বর, রাধাকান্ত ও গোবিন্দ ২৫। নীলাম্বর-সুত কৃষ্ণকান্ত ও যাদবচন্দ্র ২৬। কৃষ্ণকান্ত-সুত তারাপ্রসন্ন ২৭। সুত প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ ২৮। যাদব-সুত রামলাল ২৭।

কালীশঙ্কর ২৪। সুত প্রাণকৃষ্ণ, ভগীরথ, ধর্ম্মদাস ও গগনচন্দ্র ২৫। ইনি মাতামহাশ্রয় শ্রীপুরে বাস করেন। প্রাণকৃষ্ণ-সুত শম্ভুচন্দ্র ও গঙ্গাকান্ত ২৬। শম্ভু-সুত শশিভূষণ, চন্দ্রভূষণ ও কেশবচন্দ্র ২৭। কেশব-সুত গণেশচন্দ্র ২৮।

ভগীরথ (২৫)-সুত আনন্দচন্দ্র, রামধন, অক্ষয়কুমার ও উত্তমচন্দ্র ২৬। আনন্দ-সুত যদুনাথ এবং কেদারনাথ ২৭। যদু-সুত হরিপ্রসাদ, হরপ্রসাদ, রাখালদাস, আশুতোষ, লালবিহারী, বিনোদবিহারী ও ক্ষীরোদবিহারী ২৮। অক্ষয়-

সুত অবিনাশচন্দ্র ২৭। ধর্ম্মদাস ২৫। সুত পার্ব্বতীনাথ ২৬। সুত দুর্গাপতি, রামগোপাল ও শ্রীগোপাল ২৮।

নন্দকিশোর, বলরাম ও রামহরি, পর্য্যায় ২৪। রামনগর-গ্রাম-বাসী। নন্দ-সুত রাজচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র ২৫। রাজচন্দ্র-সুত রামেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ২৬। রামেশ্বর-সুত গিরিশচন্দ্র, ভগবতীচরণ ও বিপ্রদাস ২৭। রামেশ্বর ৺কাশীধামে দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক রামানন্দ স্বামী নামে বিশেষ খ্যাত হইয়া তথায় স্বর্গগমন করেন।

রামকিশোরের (২৩) ধারায় সুত রামকুমার ২৪। সুত জগন্মোহন ও রামচাঁদ ২৫। জগন্মোহন-সুত দুর্গাদাস ও শীতলচন্দ্র ২৬। রামচাঁদ-সুত কালীনাথ, দীননাথ, দ্বারকানাথ ও যদুনাথ ২৬। দ্বারকানাথ-সুত মাখনলাল ও সতীশচন্দ্র ২৭। যদুনাথের একমাত্র কন্যা। হরিরাম-বংশের যে সকল ব্যক্তি অনপত্য মৃত, তাঁহাদিগের নাম পরিত্যক্ত হইল।

এই তালিকা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত, সাং বাগ-আঁচড়া, জিলা যশোহর।

ভরদ্বাজ-গোত্র শ্রীহর্ষের বংশাবলীর একদেশ।

মুখটী-বংশের পর্য্যায়-সংখ্যার ইতর-বিশেষ।

শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি, উপাধি মুকুটালঙ্কারহীর। প্রত্যেক আর্য্য-সন্তানের দুইটী করিয়া নাম থাকে। একটী ডাকনাম, অন্যটী রাশ্যাশ্রিত নাম। তদ্ভিন্নও অনেক সময়ে লোকসকল বিশিষ্ট উপাধি-দ্বারা খ্যাত হইয়া থাকেন। তদনুসারেও মেধাতিথির উপাধি মুকুটালঙ্কারহীর। ইঁহার

পিতামহের নাম বীর বা ধীর (মূলপুস্তক ৪৮৪ পৃষ্ঠ দেখ)। শ্রীহর্ষ ১। শ্রীগর্ভ ২। শ্রীনিবাস ৩। মেধাতিথি ৪। এইখানে অন্য পুস্তকে মেধাতিথির নাম নাই।

মেধাতিথির পুত্র অরব, পরব ও সর্ব্ব ৫। অরব-পুত্র শত, শথ ও ত্রিবিক্রম ৬। ত্রিবিক্রম-সুত কৌতুক, সুরপতি ও কাক ৭। কাক-সুত ধাঁহ্ মুখ, বরাহ রায়, সুরেশ্বর ও সাহড়ীরাম ৮। ধাঁহ্ মুখ-সুত জলাশয় ৯। সুত বাণেশ্বর ১০। বাণ-সুত প্রাণেশ্বর ১১।

এখানে প্রাণেশ্বরের নাম এক পুরুষ বর্দ্ধিত হইল। প্রাণেশ্বর-সুত জীয় ও গুঁই ১২। গুঁই-সুত মাধবাচার্য্য, উষাপতি ও বরাহ ১৩। মাধবাচার্য্য-সুত কোলাহল, উৎসাহ ও গরুড় ১৪। এইখানে কোলাহল উৎসাহের সহোদর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সুতরাং এক পুরুষ কমিল। উৎসাহ-সুত আহিত, অভ্যাগত ও মহাদেব ১৫। আহিত-সুত উদ্ধব ও লৌলিক ১৬। উদ্ধব-সুত শির ও বিকর্ত্তন ১৭। শির-সুত রাম, নৃসিংহ ও দ্যাকর ১৮। মহাদেব-সুত বিশ্বেশ্বর ১৬। বিশ্বেশ্বর-সুত ভব ১৭। তৎসুত পশুপতি ১৮। তৎপুত্র কৃষ্ণ ১৯। পুত্র মহেশ্বর ২০। সুত বসু ও হরি ২১। বসু সর্ব্বানন্দী। হরি-সুত দিগম্বর, যোগেশ্বর ও কামদেব, পর্য্যায় ২২, খড়দহ। ফুলিয়া রাম ও নৃসিংহ ১৮। গর্ভেশ্বর ১৯। মুরারি ২০। অনিরুদ্ধ ও বনমালী ২১। অনিরুদ্ধ-সুত লক্ষ্মীধর ২২। ত্রিলোচন, দুর্গাবর, মনোহরাদি ২৩। গঙ্গানন্দ ২৪। রামাচার্য্য ২৫। রাঘবেন্দ্রাদি ২৬। নীলকণ্ঠ ২৭। নানা পুস্তকে নানাবিধ পাঠ থাকায় আমরা দ্বিতীয় মেধাতিথির নাম আর কোন

পুস্তকে দেখি নাই। এবং অনেক পুস্তকেই কোলাহল-সুত উৎসাহের নাম দেখিয়াছি, সুতরাং উৎসাহকে কোলাহলের পুত্র বলিয়াই স্থির করা গেল।

মাননীয় ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি. আই. ই.-সংগৃহীত বংশাবলীর সহিত যে অংশের অমিল আছে, তাহা দেখান গেল। সুতরাং আমার পুস্তকের পর্য্যায়-সংখ্যা এক পুরুষ ন্যূন হইয়াছে।

নীলকণ্ঠ-সুত বিষ্ণু ঠাকুর, ফুলিয়ার মুখুটী ২৬। বিষ্ণু-সুত রামদেব ও নারায়ণ ২৭। রামদেব-সুত শ্যাম, সীতারাম, খেলারাম, পাঁচু, রাজকিশোর, কৃষ্ণজীবন ও কন্দর্প ২৮।

শ্যাম-সুত রামগোবিন্দ, রামকিশোর ও কালীশঙ্কর ২৯। রামকিশোর-সুত রামচাঁদ, জগচ্চাঁদ ও রামকানাই ৩০। রামকানাই-সুত ঈশান ৩১। তৎপুত্র গিরিশ ৩২। রামচাঁদ-সুত বৈকুণ্ঠ, রামতনু ও রামকমল ৩১। বৈকুণ্ঠ-সুত অনাথবন্ধু ও গোপীকৃষ্ণ ৩২। রামকমল-সুত মধুসূদন ৩২।

রামগোবিন্দ-সুত গৌরীশঙ্কর ও শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি সাত জন ৩০। গৌরীশঙ্কর-সুত পীতাম্বর ৩১। পুত্র বটুকনাথ ৩২। কালীশঙ্কর-পুত্র উমাশঙ্কর, দুর্গাচরণ ও শিবপ্রসাদ ৩০। উমাশঙ্কর-সুত বিষ্ণু ৩১। বিষ্ণু-সুত শরৎ, সতীশ ও মাখন ৩২। দুর্গাচরণ-সুত গুরুদাস ৩১। তৎসুত অন্নদা প্রভৃতি ৩২। শিবপ্রসাদ-সুত রামচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, বদনচন্দ্র, ভুবনচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র ৩১। আনন্দচন্দ্র-সুত সর্ব্বচন্দ্র, প্রসন্নচন্দ্র ও অঘোরচন্দ্র ৩২। সর্ব্বচন্দ্র-সুত আশুতোষ ৩৩। প্রসন্নচন্দ্র-সুত পূর্ণচন্দ্র ৩৩। অঘোর-সুত

শ্যামাধব ৩৩। ঈশ্বরচন্দ্র-সুত বিহারীলাল ৩২। গিরিশচন্দ্র-সুত অক্ষয়চন্দ্র ও হরলাল ৩২। বদনচন্দ্র-সুত কাশীশ্বর ৩২। ভুবনচন্দ্র-সুত রামদাস ৩২। রামদাস-সুত নীলমাধব ৩৩।

বন্দ্য ভগীরথ-সহোদর দামোদর (১৮)-বংশ।

সুরাই মেল।

দামোদর-বংশের একদেশ যথা—সুত গোবিন্দ ১৯। গোবিন্দ-সুত শ্রীপতি, গোপী, জন, বল্লভ ও রামচন্দ্র ২০। শ্রীপতি-সুত জগন্নাথ, কাশীনাথ ও রাধানাথ ২১। জগন্নাথ-সুত গোপীনাথ, রতিনাথ ও লক্ষ্মীনাথ ২২। গোপী-সুত রামজীবন ২৩। তৎসুত রামশরণ ও ঘনশ্যাম ২৪। ইহাঁরা চন্দনীমহল-বাসী, জিলা খুলনা। রামশরণ-সুত কেশব ও নন্দলাল ২৫। নন্দলাল-সুত রামজয়, রামনিধি ও বাঞ্ছারাম ২৬। রামজয়-সুত গঙ্গাধর, রামমোহন, গোলোক ও তিলক ২৭। রামমোহন-সুত অভয়াচরণ ২৮। রামনিধি-সুত গোরাচাঁদ ও কালীচরণ ২৭। গোরাচাঁদ-সুত জগৎরাম ২৮। তৎসুত প্রসন্ন ২৯। কালীচরণ-সুত চন্দ্রকান্ত ও বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন ২৮। চন্দ্র-সুত হৃদয়নাথ ২৯। বিশ্বম্ভর-সুত মধুসূদনাদি চারি ব্যক্তি, পর্য্যায় ২৯।

কেশব (২৫)-সুত শ্যাম, নন্দদুলাল ও অযোধ্যারাম ২৬। শ্যাম-সুত জয়চন্দ্র ও হরানন্দ ২৭। জয়-সুত ভবানী ২৮। পঞ্চানন ২৯। তারক ৩০। তারক-সুত শ্রীশ, প্রভাস, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু ৩১। হরানন্দ-সুত নবকুমার, মহেশ ও ভগবান্ ২৮। মহেশ-সুত সীতানাথ ২৯। সীতানাথ-সুত বিষ্ণু, ইন্দু, হেম ও প্রবোধ ৩০।

,, পর্য্যায় ২৬। সুত সাফল্যারাম ও রামতনু ২৭। সাফল্যরাম-সুত রতন, সদানন্দ, গৌরচন্দ্র ও বীরেশ্বর ২৮। রতন-সুত গোপীনাথ, ভোলানাথ ও কাশীনাথ ২৯। কাশীনাথ-সুত দ্বিজবর ও যোগিবর ৩০। দ্বিজ-সুত কালাচাঁদ ও ছোট ঠাকুর ৩১।

গৌরচন্দ্র-সুত হরিশ্চন্দ্র প্রতাপচন্দ্র, ক্ষেত্রনাথ, ধ্রুবনাথ ও গোপাল ২৯। হরিশ্চন্দ্র-সুত কালীপদ, তারাপদ ও গুরুপদ ৩০। কালীপদ-সুত হারাধন ও অমূল্যধন ৩১। প্রতাপ-সুত শিবদাস ৩০। ধ্রুবনাথ সুত নগেন্দ্রনাথ ৩০। গোপাল-সুত সন্ন্যাসীচরণ ৩০। রামতনু ২৭। সুত গিরিশচন্দ্র ২৮। তৎপুত্র হীরালাল ২৯। সুত গুরুদাস, ননীগোপাল ও বামন ৩০।

অযোধ্যারাম ২৬। সুত রামপ্রসাদ ২৭। বৈদ্যনাথ ও পরেশনাথ ২৮। বৈদ্যনাথ-সুত মহিমাচন্দ্র ২৯। সুত ক্ষেত্রপাল, বলহরি ও শ্রীরাম ৩০। ক্ষেত্র-সুত স্মরজিৎ ৩১। বল-সুত নীলমাধব প্রভৃতি ৩১।

বন্দ্য সাগরদিয়া রামকৃষ্ণ-বংশের একদেশ।

পুত্র গোপীকান্ত ২৩। পৌত্র হরিরাম ২৪। প্রপৌত্র শ্রীরাম, জনার্দ্দন, রামচন্দ্র, রামরাম ও কৃষ্ণরাম ২৫। শ্রীরাম-পুত্র দেবীবর ২৬। দেবীবর-সুত রামনারায়ণ, রামকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, রামসুন্দর, জীবনকৃষ্ণ, রামরত্ন ও জগন্নাথ ২৭। রামনারায়ণ-সুত কাশীনাথ, শিবচন্দ্র (রণ্ড) ও দ্বীপচন্দ্র (রণ্ড) ২৮। সাং ফতেজঙ্গপুর, বিক্রমপুর। কাশীনাথ-সুত রঘুমণি ও নীলমণি ২৯। দেবীবর-সুত জগন্নাথ-সুত রামকিশোর, রাধানাথ, নবকিশোর,

কৃষ্ণকিশোর, রঘুনাথ ও কালীপ্রসাদ ২৮ (মূ৽ পৃষ্ঠ দেখ)।

চাঁদাই মেল, জীবধরী থাক, বাঙ্গালপাশী সঙ্কেত(১৩)

পৌত্র রঘু(১৫)-প্রকরণ।—সুত নিত্যানন্দ, লম্বোদর, শম্ভু এবং শ্রীপতি ১৬। লম্বোদর-সুত চাঁদাই, মাধাই, বৃহস্পতি, গদাই, বলাই ও কৃষ্ণাই ১৭। চাঁদাই ও মাধাই মেল (৭ পৃষ্ঠ)।

চাঁদাই-সুত বাণেশ্বর, জীবধর ও কৃষ্ণরাম ১৮। জীবধর-সুত দৈবকীনন্দন ১৯। সুত হরিদাস ২০। পৌত্র রাজেন্দ্র ২১। প্রপৌত্র বিনোদরাম ২২। বৃদ্ধপ্রপৌত্র কিঙ্কর ২৩। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজারাম ২৪। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গঙ্গারাম ২৫। তৎপুত্র অভয়াচরণ ২৬। তৎপুত্র ভোলানাথ ২৭। তৎপুত্র বামাচরণ ২৮। তৎপুত্র ইন্দ্রনাথ বি.এ., বি.এল্., সূর্য্যনাথ ও কেদার ২৯। ইহাঁদিগের পুত্রগণের পর্য্যায় ৩০ (প্রথম পরিশিষ্ট, ৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

জিলা বর্দ্ধমান, গঙ্গাটিকুরী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ., বি.এল্.-প্রদত্ত তালিকা।

কেশরগ্রামি-বংশের ভবানন্দের ধারা

(মূলপুস্তক ৪৫৫ পৃষ্ঠ দেখ)।

রাঘবেন্দ্র-পুত্র রামেশ্বর, রামদেব, কৃষ্ণদেব ও হরিদেব ২৪। রামেশ্বর-সুত শ্যামদেব ২৫। দুর্গাচরণ ২৬। কন্যা দক্ষিণা ২৭, ইহাঁর স্বামীর নাম জয়নারায়ণ রায়, সাং চুঁচুড়া। তৎকন্যা দাসমণি, স্বামীর নাম গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, খড়দা মেল,

কাশ্যপকাণ্ডারী ২৮। রামনারায়ণ-বংশ খাসবাড়ী ও চুঁচুড়া-বাসী। পুত্র বিহারী ২৯। ইহাঁর তিন পুত্র, যথা—উপেন্দ্র, রামলাল ও কুলীন-পক্ষে মতিলাল; বজ্রযোগিনীর সুখবাসপুর। বিহারীর দৌহিত্র চারুচন্দ্র, জ্যোতিশ্চন্দ্র ও গঙ্গেশচন্দ্র; আত্মারাম গাঙ্গুলির ধারা। ইহা দৃষ্টে ১১২ পৃষ্ঠের ২২ পঙ্‌ক্তির ভুল সংশোধন কর।

রামদেব-পৌত্র কমলাকান্ত, হরপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও চণ্ডীপ্রসাদ ২৬। কমলাকান্ত-সুত নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ ও গৌরীকান্ত ২৭। নীলকণ্ঠের পুত্র ঈশানচন্দ্র ২৮। দত্তক রজনী ২৯। তৎসুত ৩০। শ্রীকণ্ঠ-সুত লোহারাম ২৮। মতিলাল ২৯। বারাণসী প্রভৃতি ৩০। শিতিকণ্ঠের দত্তক মথুরানাথ ২৮। কন্যা ২৯। গৌরীকান্ত-পুত্র হরিচরণ ২৮। হরপ্রসাদ-সুত শ্রীপতি ও গণপতি ২৭। পুত্র কৈলাসনাথ, যদুনাথ ও আদ্যানাথ ২৮। কৈলাস-পুত্র কুলদা ২৯। যদুনাথ-সুত নাম অজ্ঞাত ২৯।

দুর্গাপ্রসাদ-সুত তারণচন্দ্র, রামচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, রাঘবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও গোলোকচন্দ্র ২৭। তারণ-সুত কীর্ত্তিচন্দ্র, ভুবনচন্দ্র আশুতোষ ও সতীশ; কন্যা কামাখ্যা ও কৌষিকী ২৮। কীর্ত্তিচন্দ্র-সুত কানাই ২৯। কামাখ্যা (স্বামী রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)-সুত পূর্ণচন্দ্র ও লালমোহন বিদ্যানিধি (মহেশপুরের ভট্টাচার্য্য) ২৯। কৌষিকী (স্বামী তারকনাথ চৌধুরী)-পুত্র মতিলাল, নন্দলাল, রাধিকা ও সুরেন্দ্র ২৯। কলাবাড়ী গোপালপুরের চৌধুরী শিমলায়ী দিগম্বর সিদ্ধান্ত-সন্তান, কাশ্যপ গোত্র। ভৈরব-সুত ভবশঙ্কর, উমাশঙ্কর ও নবকুমার ২৮। উমাশঙ্কর-কন্যা নীরদবালা ২৯।

কৃষ্ণদেব ২৪। কামদেব, কাশীনাথ, জয়নারায়ণ ও মধুসূদন ২৫। কামদেব-সুত ভবানীচরণ ২৬। সুত শম্ভুনাথ, রুদ্রনাথ, রঘুনাথ ও ভৈরবনাথ ২৭। শম্ভুনাথ-সুত লীলাকান্ত ২৮। কৈলাস ২৯। দত্তক ইন্দুভূষণ ৩০। তৎপুত্র পর্য্যায় ৩১। ভৈরবনাথ-সুত কাশীপতি ২৮। কিনু ২৯। ক্ষেত্রনাথ ৩০।

কাশীনাথ ২৫। রামানন্দ ও পার্ব্বতীচরণ ২৬। পার্ব্বতী-সুত শিবানন্দ ২৭। সুত রমেশচন্দ্র ২৮। পুত্র ত্রৈলোক্য ও হৃষীকেশ ২৯। জয়নারায়ণ ২৫। দেবীচরণ ২৬। কালীকান্ত ও গিরিজাকান্ত ২৭। কালীকান্ত-সুত শ্রীনাথ ও রাধানাথ ২৮। রাধানাথ সুত গঙ্গেশচন্দ্র ২৯। মধুসূদন ২৫। সুত তারাকান্ত ২৬। পূর্ণচন্দ্র ২৭। কমলেশ (দত্তক) ২৮।

হরিদেব ২৪। সুত বলরাম ২৫। সুত ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর, শিবশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর ২৬। ভবানীশঙ্কর-সুত বিজয়, আনন্দ, ও যাদব ২৭। বিজয়-সুত রমেশ ২৮। বিহারী ২৯। তৎপুত্র পর্য্যায় ৩০। রামশঙ্কর-সুত কেশব ২৭। মুকুন্দ ২৮। জ্ঞানপতি ও ত্রিগুণাপতি ২৯। শিবশঙ্কর-সুত মহেশচন্দ্র ২৭। নিমাই ২৮। পুত্রগণ ২৯। গৌরীশঙ্কর-সুত শিবাকান্ত ২৭। উমাচরণ ২৮। সুবোধ ২৯। ইহাঁরা কাশীবাসী।

যে সকল কেশরগ্রামী ভবানন্দের (২১) বংশাবলী-রূপে পরিচয় দেন, তন্মধ্যে প্রতাপনারায়ণের সন্ততি ব্যতীত কেহই রাম সমাদ্দারের বাস্তবাটী বাগুয়ানে অবস্থান করেন না। গোপালের পুত্র রাঘব, নরেন্দ্র ও রামেশ্বর ২৩। রাঘবের সন্তানগণ নবদ্বীপের রাজা। নরেন্দ্র নবলা-বাসী। রাঘব-পুত্র রুদ্র ও প্রতাপ ২৪। রুদ্র-সুত রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও রামজীবন

২৫। রামকৃষ্ণের দত্তক রাজচন্দ্র ২৬, আশাম্নগর-বাসী। পুত্র রামগতি রায় ২৭। রামজীবন রায়ের পুত্র রঘুরাম ও রামগোপাল ২৬। রামগোপাল-সন্ততি শালিগ্রাম দোগাছী-নিবাসী।

নবদ্বীপাধিপতি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (২৭) ধারার একদেশ

(মূলপুস্তক ২৮০।৪৫৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুত্র শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। দ্বিতীয় পক্ষে শম্ভুচন্দ্র ২৮।

ঈশানচন্দ্রের পুত্র উমেশচন্দ্র ও জয়হরিচন্দ্র ২৯। পৌত্র গঙ্গেশ, কালিকেশ ও মথুরেশ ৩০। শিবনিবাসের রাজা গঙ্গেশ-পিতা ঈশানচন্দ্র। গঙ্গেশচন্দ্রের দৌহিত্র নিশানাথ ও লোকনাথ প্রভৃতি; ইহাঁরা চৈতল চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান, ইহাঁদিগের পিতার নাম কুমারনাথ (২৩৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

রাজা শম্ভুচন্দ্রের (২৮) ধারা।—পুত্র বিজয়চাঁদ ২৯। পৌত্র দামোদরচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র ৩০। প্রপৌত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র ৩১। বৃদ্ধপ্রপৌত্র বীরেশ্বরচন্দ্র ৩২। কেশবচন্দ্রের পুত্র গিরিধরচন্দ্র ও গঙ্গাধরচন্দ্র ৩১। গিরিধর-পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র ৩২। গঙ্গাধরের পুত্র কেদারচন্দ্র ৩২। ইহাঁরা হরধামের রাজা।

চট্টবংশের কুলীন।

চট্ট বংশের কুলীন পঞ্চ মহাশয়।
রূপ, শুচ, অর, হল বঙ্গ নাম কয়॥

দেখ পরস্পর কি তাদের পরিচয়।
দক্ষ হতে অষ্টম বহুরূপের জয়॥
শুচ অরবিন্দেরও পর্য্যায় তদ্রূপ।
সুলোচনের সপ্তমে কুলীন বহুরূপ॥
বাঙ্গাল বহুরূপের পুত্রের পর্য্যায়।
হলায়ুধে কেহ পৌত্র, প্রপৌত্র যে কয়॥
কিন্তু তার বংশ-ধ্বংস জানিহ নিশ্চয়।
বঙ্গ-ভঙ্গে আরোপ, সে কথামাত্রে বয়॥
বহুরূপে অবসথী, পাটুলী, খনিয়া।
নান্দো. বেতড়া, দেহাটা, খালের কুলিয়া॥
বাঙ্গালের বংশে চৈতলীর অংশমাত্র।
সকল কুলের পান্টী-প্রকৃতিই যত্র॥
মহাদেব-বংশে কুল শুচ, অরবিন্দে।
বল্লভী, খড়দা ধন-বিজয়, রামচন্দ্রে॥
দানে কল্পমহীরুহ, নাম সর্ব্বেশ্বর।
যজ্ঞের নিমিত্ত রাখে আশ্রম নিরন্তর॥
তাঁহার পিতা গাহী, স্পর্শমণির তুল্য।
অবসথীর গুরু, সে মহারত্ন অমূল্য॥
ফুল্ল-কুলে ভাল জীয়ে গঙ্গানন্দ ভট্ট।
কাছা ধরে যায় যার উদয়-নামে চট্ট॥
গঙ্গানন্দ-জামাতা উদয় কুলবর॥
উদয়-জামাতা শিব আচার্য্যপ্রবর॥
ইথে গঙ্গা উদয়ে বৈবাহিক-সম্বন্ধ।
তাই কাছাধরাটা তামসিক নির্ব্বন্ধ॥

গঙ্গানন্দ অতি মান্য, কুলীনের সার।
উদয় বিদ্যাদানে কুলপতি, কুলবর॥
বিদ্বৎকুলতিলক, দশসহস্র মুনি।
অন্নদানে শিক্ষা দেন, কুলবর তিনি॥
কুলবর, কুলপতি, কুলীন-প্রধান।
পরস্পর নহে ভিন্ন, সমান প্রমাণ॥ মেলমালা।

চৈতল মহেশ-বংশ

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪০৫ পৃষ্ঠ দেখ)।

রামেশ্বর-সুত রামনারায়ণ, যাদবেন্দ্র, গঙ্গারাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকেশব ২২। যাদবেন্দ্র-সুত কৃষ্ণজীবন বা তিতু, আনন্দীরাম, সন্তোষ, প্রাণকৃষ্ণ, বেচারাম, কৃষ্ণচরণ, কালীচরণ, রামকিশোর, কৃষ্ণকিশোর, কৃষ্ণহরি ও রামকৃষ্ণ ২৩। বেচারাম-সুত কেবলরাম, রামানন্দ ও রামসুন্দর ২৪। কেবলরাম-সুত হরানন্দ, ভবানন্দ ও শিবানন্দ ২৫। শিবানন্দ-সুত তারিণীপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, জগদ্বন্ধু ও বিশ্বম্ভর ২৬। বিশ্ব-সুত ইন্দ্রকুমার ও সূর্য্যকুমার ২৭। ইন্দ্র-সুত যোগেন্দ্রকুমার এবং উপেন্দ্রকুমার ২৮। যোগেন্দ্রকুমার-সুত ধীরেন্দ্রকুমার ও বীরেন্দ্রকুমার ২৯। উপেন্দ্র-সুত রবীন্দ্র ও সুধীন্দ্রকুমার ২৯।

এই তালিকা ফরাস্‌ডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত
ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত।

চট্ট বহুরূপ-বংশে পণ্ডিতরত্নী মেলের একদেশ

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪০১ পৃষ্ঠ দেখ)।

পান্থ ১৩। সুত সুরানন্দ ও শতানন্দ ১৪। সুরানন্দ-সুত বিষ্ণু, হার, নারায়ণ, মকো ও বাসু ১৫। হার-সুত গরুড় ১৬। ইনিই পণ্ডিতরত্নী মেল-নায়কের একতম। গরুড়-পুত্র নৃসিংহ ১৭। পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ, রঘুনাথ ও জানকীনাথ ১৮। জানকী-সুত দৈত্যারি, শুক্লাম্বর ও পীতাম্বর ১৯। শুক্লাম্বর-সুত মধু ২০। মধু-সুত রঘুনাথ প্রভৃতি, পর্য্যায় ২১।

বারাসত ও বালীতে পণ্ডিতরত্নী মেলের চট্টোপাধ্যায় অনেক আছেন।

চট্ট অবসথী।

চট্ট অবসথি-বংশে অদ্যাপি বিদ্যার গৌরব আছে। দানশীলতা ও ভদ্রতাও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। যদিও অবসথিগণের অনেকেই পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় জানেন না, এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের নিকট "অবসথি"-দোষ-দুষ্ট বলিয়া উপহসিত হয়েন সত্য, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল বিদ্বান্ জন্মিয়াছেন, তাহা দেখিলে এবং অবসথি-শব্দের অর্থ জানিলে, আর কেহ চট্ট অবসথীদিগকে অবজ্ঞা করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না।

পূর্ব্বে অনেকানেক পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দানশীলতা ও মনের ঔদার্য্য অনেকেরই আছে। মহামহো-পাধ্যায় কবিকুলচূড়ামণি ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবসথী চট্টবংশের কুলতিলক। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত

কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁর তুল্য সদন্তঃকরণ ব্যক্তি আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। সভ্রাতৃক, সদারাপত্য ও সশিষ্য সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া শেষে অভিলষিত কাশীধামে বাসপূর্ব্বক পরম পদ লাভ করেন।

অবসথী চট্ট সর্ব্বেশ্বরের দানের ইয়ত্তা ছিল না। অর্থাৎ নিরন্তরদানজন্য আশ্রম রাখিয়াছিলেন। তিনি 'অবসথী' এই সম্মানাস্পদীভূত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় নিজকৃত রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের টীকায় সর্ব্বেশ্বর-সম্বন্ধে যে কবিতাটী লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ। সুতরাং সাধারণের গোচরার্থ উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

আসীদসীমগরিমাস্পদকাশ্যপর্ষি-
বংশপ্রশংসিতজনুর্মনুতোঽপ্যনূনঃ।
সর্ব্বেশ্বরোঽনবরতক্রতুকর্ম্মনিষ্ঠা-
নির্ব্বর্ত্তিতাবসথিসংজ্ঞতয়া প্রতীতঃ॥

কুলাচার্য্যগণ কুলগ্রন্থে সর্ব্বেশ্বরকে কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা দেখ। 'অবসথা' গালি নহে। যথা—

নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিদ্বান্ ও আলঙ্কারিক ছিলেন। তর্কবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের উর্দ্ধতন তিন চারি পুরুষের মধ্যে রামচরণ বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তিনি সাহিত্যদর্পণ-নামক অলঙ্কারের প্রসিদ্ধ টীকাকর্ত্তা। দুঃখের বিষয় এই যে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বেশ্বর হইতে রামচরণ, মুনিরাম অথবা প্রেমচন্দ্র কত পুরুষ অন্তর, তাহার মিলন-পক্ষে কিছুই চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং আমাদিগকেও মৌনাবলম্বন করিতে হইল। মাননীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বি. এ. মহোদয় অবসথী সর্ব্বেশ্বরের অধস্তন গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় (২৪৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

তদীয় লেখায় এই প্রকাশ পাওয়া যায় যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামে আসিয়াই সর্ব্বেশ্বর অবসথবজ্ঞ করেন। তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কতক হরিপাল, কতক দেশমুখো এবং কতক বর্দ্ধমানাদি প্রদেশে অবস্থান করিয়াছেন। তন্মধ্যে রামবাটী ও শাকনাড়াতে যাঁহারা বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রেমচন্দ্র-লিখিত তদীয় জন্মভূমি-সম্বন্ধীয় কবিতা নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

যস্যাভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাঢ়া
রাঢ়াসু গাঢ়গরিমা গুণিনাং নিবাসাৎ।
গ্রামো নিকামসুখবর্দ্ধনবর্দ্ধমান-
রাষ্ট্রান্তরালমিলিতঃ সরিতঃ প্রতীচ্যাম্॥

মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ (১)-সুত শম্ভুরাম, রামকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত ২। রামকান্ত-সুত রামসুন্দর ও নৃসিংহ ৩। রামসুন্দর-সুত রামনারায়ণ, রামসদয় ও সুধারাম ৪। রামনারায়ণ-সুত প্রেমচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র, সীতারাম, রামময় ও রামাক্ষয় ৫। প্রেমচন্দ্র-সুত রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ ৬। শ্রীরাম-সুত রঘুনাথ প্রভৃতি ৬। রামময়-সুত শ্রীপতি প্রভৃতি ৬। রামকৃষ্ণের পৌত্রকে ধরিলে মুনিরাম হইতে আট পুরুষ হয়।

অবসথী শব্দের অর্থ এইরূপ। যথা—যিনি নিরন্তর যজ্ঞ-কার্য্যে দানশীলতায় কল্পতরুতুল্য এবং সেই কারণেই চির-জীবনের জন্য যজ্ঞাগার রক্ষা (পালন) করিয়াছিলেন, তিনিই অবসথী। পক্ষান্তরে যাঁহারা কালিক ও নৈমিত্তিক যজ্ঞ করেন, তাহারা যজ্ঞান্তে যজ্ঞাগার ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

গয়ঘড় বন্দ্য যাদবেন্দ্র (২৩)-বংশ, ফুলিয়া মেল।

যাদবেন্দ্র (২৩)-পুত্র তিতু (অপ্রখ্যাতনাম রামগোবিন্দ), ইহাঁর অন্য দুই ভ্রাতার নাম রামনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ ২৪। তিতু (রামগোবিন্দ)-সুত মুরলীধর, নিধিরাম বা গোপীরমণ, অযোধ্যারাম, রঘুরাম, হৃদয়রাম, রামকেশব, রামহরি ও হরিশ্চন্দ্র ২৫। মুরলীধর-সুত নন্দকিশোর ও রামকৃষ্ণ ২৬। নিধিরাম মুং ফুং রামকৃষ্ণ ঠাকুর-দৌহিত্র। নিধিরাম-সুত ভবানীশঙ্কর, গদাধর, হরিনারায়ণ, সদাশিব, নন্দগোপাল ও রামচন্দ্র ২৭। ভবানীশঙ্করস্য ন্যূন মুখো নন্দমোহন প্রং রাধামোহন মুং কুশময়ী কন্যা-গ্রহণাৎ ভ্রাতৃ-গদাধর-হরিশ্চন্দ্র-যোগাৎ, তস্য পুত্র কৃষ্ণানন্দ ২৮। গদাধর-সুত গৌরীশঙ্কর ও দুর্গাপ্রসাদ ২৮।

সাগরদিয়া বন্দ্যঘটীয়-বংশীয়

রামকেশব চক্রবর্ত্তি(২৪)-সন্ততির একদেশ।

বং সাং জয়রাম চক্রবর্ত্তী, তুল্য মুং বিষ্ণু-ঠাকুরঃ। তৎসুত রুদ্ররাম, রঘুরাম, রামকেশব। কেশব-তুল্য মুং বিষ্ণু-সুত

রামদেব স্বয়ং আং ভ্রাতৃ-রঘুরাম-যোগে, পুনঃ মুং রামদেব অভয়-বরেণ আং অত্র ঘাট-ভোগ-প্রাপ্ত। তৎসুতা হরিনারায়ণ-শুকদেব-বিষ্ণুরামাদয়ঃ।

কেশব-সুত হরিনারায়ণস্য (২৫) পিতৃবরেণ তুল্যঃ মুং সীতারাম এবং পুত্র-বরেণ আং, তৎসুতাঃ সুধারাম, রূপরাম, শচীনন্দন, শ্যাম, রত্নেশ্বর, নীলকণ্ঠ, রামরাম, রামকান্ত, রাম-গোপাল, কৃষ্ণচন্দ্র, বলরামাঃ ২৬।

হরিনারায়ণজ-রামগোপালস্য উচিত মুং কালীশঙ্করায় প্রদানাৎ কন্যোকা-গ্রহণাৎ মুং শ্যামজঃ। তৎসুত শিবচন্দ্র ২৭। অস্যোচিত মুং দুর্গাচরণায় প্রদানাৎ মুং কালীশঙ্করজঃ; তৎ-সুতাঃ শ্রীনাথ-গুরুনাথ-কালীনাথ-কাশীনাথাঃ ২৮। গুরুনাথ-স্যোচিত মুং ভুবনমোহনায় প্রদানাৎ ভ্রাতৃ-শ্রীনাথ-যোগে, মুং শিবপ্রসাদজঃ। তৎসুতঃ গোলোকনাথঃ ২৯। অস্যোচিতঃ মুং গঙ্গানারায়ণগ্রহণাৎ মুং ভুবনমোহনজঃ, মুং শিবপ্রসাদ-পৌত্রঃ, মুং কালীশঙ্কর-প্রপৌত্রঃ। গোলোকনাথ-সুতাঃ কান্তীশচন্দ্র, কেদারনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সিদ্ধেশ্বরাঃ ৩০।

পুনস্তুল্যঃ মুং রসিকচন্দ্রায় প্রদানাৎ মুং ষষ্ঠীচরণ-পুত্রঃ, মুং দুর্গাচরণ-পৌত্রঃ, মুং কালীশঙ্কর-প্রপৌত্রঃ।

রামকেশব ২৪। হরিনারায়ণ ২৫। রামগোপাল ২৬। শিবচন্দ্র ২৭। গুরুনাথ ২৮। গোলোকনাথ ২৯। সুত কান্তীশচন্দ্র, কেদারনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সিদ্ধেশ্বর ৩০ (৪২ পৃষ্ঠ দেখ)।

বং সাং আনন্দীরামের (২৫) ধারায়
রাধাগোবিন্দ (২৬)-বংশ।

হরিনাথ (২৭)-সুত ভোলানাথ ও রামচাঁদ ২৮। রামচাঁদ-সুত অন্নদা, সারদা ও বসন্তকুমার ২৯ (৪২ পৃষ্ঠ দেখ)।

সারদা-সুত উপেন্দ্র, রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ৩০। রাজেন্দ্র-সুত কালিদাস ৩১।

বসন্ত-সুত চণ্ডীচরণ ৩০। তৎপুত্র শশাঙ্কশেখর, শশিশেখর ও সুধাংশুশেখর ৩১।

রামলোচন-সুত শম্ভুনাথের এক পুত্রের নাম জগচ্চন্দ্র ২৮। ইনি ভঙ্গ।

দীননাথ-সুত ক্ষেত্রনাথ ৩০ (৪৪ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে দেখ)।

শম্ভুনাথাদির সহোদর কালিদাস ২৭। পুত্র উমাচরণ ২৮। পৌত্র অম্বিকাচরণ ২৯ (৪৪ পৃষ্ঠে ১ পংক্তিতে দেখ)।

বিষ্ণুরামের ধারায় রামশরণ ২৬। পুত্র বৈদ্যনাথ ২৭, পৌত্র কাশীনাথ ২৮, প্রপৌত্র মহেন্দ্রনাথ ২৯ (৪২ পৃষ্ঠে দেখ)।

হরিনারায়ণের পুত্রগণের মধ্যে মুকুন্দরাম ও শ্যামাচরণ নামে আর দুই ব্যক্তির নাম ও বংশাবলী দেখা যায় (৪৩ পৃষ্ঠে দেখ)।

হরিনারায়ণ-প্রমুখ রামরাম-পুত্র রঘুনাথ ও রামবল্লভ ২৭। রঘুনাথ-সুত ঠাকুরদাস, হরপ্রসাদ ও নিমচাঁদ ২৮। ঠাকুরদাস-সুত কালীনাথ ও রাধিকানাথ ২৯। কালীনাথ-সুত বামাচরণ, অক্ষয়কুমার ও কামাখ্যাচরণ ৩০। কামাখ্যা-সুত প্রকৃতীশ ৩১।

রাধিকানাথ-সুত যদুনাথ ও ব্রজনাথ ৩০। যদু-সুত উপেন্দ্র ৩১।

নিমচাঁদ-সুত যদুনাথ ও দ্বারকানাথ ২৯। দ্বারকানাথ-সুত শ্রীশচন্দ্র ও জ্যোতিশ্চন্দ্র ৩০। শ্রীশ-সুত কুমারীশ, নিশীশ ও ক্ষিতীশ (খোকা) ৩১।

রমাবল্লভ-সুত জয়নারায়ণ, শিবনারায়ণ ও তারিণী ২৮। জয়নারায়ণ-সুত ঈশান ২৯। শিবনারায়ণ-সুত গোপাল ২৯। তারিণী-সুত আনন্দ ২৯।

মুকুন্দরামের (২৬) ধারা।—সুত শিবপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ ২৭। হরপ্রসাদ-সুত যদুনাথ ও তারিণীচরণ ২৮। তারিণী-সুত কালিদাস ২৯।

বং সাং রামকেশব চক্রবর্ত্তি-সুত রামনিধি (২৬)।

পৌত্র কালীকুমার ২৭। প্রপৌত্র মধুসূদন (ভঙ্গ) ২৮।

মধু-সুত গিরিশচন্দ্র এবং উমেশচন্দ্র ২৯। গিরিশ-সুত রাজেন্দ্র ও উপেন্দ্র ৩০। রাজেন্দ্র-সুত যতীন্দ্র ও সুরেন্দ্র ৩১। উপেন্দ্র-সুত আশুতোষ ৩১।

উমেশ-সুত বসন্তকুমার, সনৎকুমার এবং অজিতকুমার ৩০।

শান্তিপুরের নিকটস্থ বাগ-আঁচড়া-
নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যো-
পাধ্যায়প্রদত্ত তালিকা-দৃষ্টে লিখিত।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ডিংসাই বা ডিণ্ডী।

মহর্ষি শ্রীহর্ষের চারি পুত্র, যথা—ধাঁড় বা সাধু, ইনি মুখুটী-গ্রামবাসী। জন ডিণ্ডী-গ্রামের অধিনায়ক; ডিণ্ডীগ্রামকে ডিংসাই নামেও আখ্যা দেয়। সাহড়ী বা সাহরী গ্রামের নিয়ন্তার নাম লাল; এবং রাম রায়গ্রামী। এড়ু মিশ্রের নির্দ্দোষ বংশাবলী ও মহেশের কুলপঞ্জিকার সামঞ্জস্যে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই;—

আদৌ মুখুটী ডিণ্ডী চ সাহরী রায়িকস্তথা।
ভরদ্বাজা ইমে জাতা শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ॥
ধাঁড়ুনামা মুখুটী স্যাৎ জনঃ স্যাৎ দীনশায়িকঃ।
লালঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ।
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ॥
জনকস্য সুতা জাতা রামঃ কামো রবিঃ শশী।
রবিকস্য সুতাঃ সপ্ত ত্রয়স্তেষাং সুরক্ষিতাঃ॥
ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ শিবানন্দঃ শেষস্তেষাং নিয়ামকঃ।
শিবকস্য সুতাঃ পঞ্চ একস্তেষাং ত্রিবিক্রমঃ॥
ত্রিবিক্রমসুতা যে যে তেষু দ্বৌ ডিণ্ডশায়িকৌ।
শতো জ্যেষ্ঠো গরীয়াংশ্চ জঘন্যো জনসংজ্ঞকঃ॥
পুত্রৌ শতক্রতোর্ধন্যৌ সৌভ্রাত্রেণ সুপূজিতৌ।
তয়োর্বিশ্বেশ্বরো জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো বিন্ধ্যশাসকঃ॥

এই সকল কারিকা দ্বারা একপ্রকার স্থির নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, শ্রীহর্ষের পুত্রই ডিংসাই গ্রামে বাস করেন। তজ্জন্যই জন ডিণ্ডী-গ্রামী হ। জন-সুত রাম, কাম, রবি ও

শশী ৩। রবি-সুত সাত, তন্মধ্যে তিন ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও সুসন্তান-সমন্বিত ছিলেন। তাঁহাদের নাম ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিবানন্দ ৪। শিব-সুত ত্রিবিক্রম ৫। ত্রিবিক্রম-সুত শতক্রতু ও জনপালক ৬। শতক্রতু কুল-কার্য্য দ্বারা সমাজে সুপূজিত ও বিশেষ মান্য। জনপালক তাদৃশ সৎক্রিয়ান্বিত ছিলেন না, তজ্জন্য নিন্দনীয়। উভয়েই স্বস্থান অর্থাৎ ডিঙ্গী-গ্রামবাসী। শতক্রতু-পুত্র বিশ্বেশ্বর ও বিন্ধ্যশাসক ৭। বিন্ধ্য-সুত দেবানন্দ ও ভীম ৮। দেব-সুত মহাদেব ৯। সুত যদুনন্দন, ভূধর ও সুধাকর ১০। ইহাঁরা বিড়ালদী-গ্রামবাসী ; তন্নিবন্ধন ইহাঁদিগের সন্তানপরম্পরা বিড়ালদীর ডিংসাই বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। সুধাকর-সুত কানু, শ্যাম, কৃষ্ণরাম ও মাধব ১১। কৃষ্ণরাম-সুত কাশীনাথ ১২। পুত্র হরিনারায়ণ, রামকৃষ্ণ ও রামনারায়ণ ১৩।

রামকৃষ্ণ-সুত দুর্গারাম, দুর্গাদাস, মহেশ্বর, সদাশিব ও কালিদাস ১৪। দুর্গারাম-সুত সদানন্দ ১৫। সুত রামানন্দ ও যাদব ১৬। রামানন্দ-সুত গঙ্গারাম, হরি, চন্দ্রশেখর, ভগবান্ ও রামরাম ১৭। রামরাম-সুত ভৈরব ও গোপীনাথ ১৮। গোপীনাথ-সুত হরি, যাদবেন্দ্র, অনিরুদ্ধ ও কৃষ্ণ ১৯। হরি দেশান্তরগত। যাদবেন্দ্র-সুত কৃষ্ণ রায় ও কর্পূরচন্দ্র রায় ২০। কর্পূরচন্দ্র রায় সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। কর্পূর-পুত্র রামানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও রামনাথ ২১। রামানন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়, শ্রী রায় ও মহেশ চৌধুরী ২২। খালিয়া-ফতেজঙ্গপুরের অধিবাসী, জিলা ফরিদপুর। ইহাঁদের সন্তান-পরম্পরা খেলে-ফতেজঙ্গপুরের ডিংসাই বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

রামনাথ পরমার্থতত্ত্বচিন্তায় একান্ত রত ছিলেন। তন্নিবন্ধন তদীয় সন্ততিবর্গ অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন-সন্তানের দীক্ষাগুরু হয়েন এবং বটেশ্বর গ্রামে (জিলা ফরিদপুর) অবস্থান করেন। তদবধি বহুল কুলীন-সন্তানে কন্যা-দান-হেতু দৌহিত্রগণদ্বারা অতিশয় সম্মান লাভ করিয়া বটেশ্বরের ডিংসাই ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

কৃষ্ণানন্দের পুত্র বাণীনাথ ও হরিনাথ ২২। বাণীনাথ-সুত জগন্মোহন ২৩। ইনি ডাহাপাড়া, রোকনপুর (মুর্শিদাবাদ) ও জীয়েরথী (নদিয়া) এই তিন পরগণার ভূম্যধিকারী হয়েন। সুত কৃষ্ণদেব রায় ২৪। পুত্র রামগোবিন্দ ও জয়দেব রায় চৌধুরী ২৫। ইনি জীয়েরথী-বাসী; এইখানে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত কুলক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন হয়েন। শ্যামসুন্দর ২৬। সুত আনন্দীরাম ও গঙ্গা-প্রসাদ ২৭। গঙ্গাপ্রসাদের বংশ পৌত্র মহাদেবে শেষ হয়।

আনন্দীরাম-সুত কমলাকান্ত রায় ২৮। পুত্র রাধাকান্ত, শ্রীকান্ত ও কালীকান্ত ২৯। ইহাঁরা যখন শিশু, সেই সময়েই কমলাকান্ত স্বর্গারোহণ করেন। তদীয় পত্নী স্বেচ্ছানুসারে পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করেন। পাতিব্রত্য-ধর্ম্মানুসারে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করা ভারতীয় রমণীর পক্ষে অতি সহজ ও অনায়াসসাধ্য; অন্য জাতির পক্ষে দুষ্কর ও প্রশংসনীয়। এই রমণীর নাম শিবসুন্দরী। রাধাকান্ত অপুত্রক, কন্যা-দ্বয়ের পিতা। এক কন্যার স্বামী চুঁচুড়ার রামকানাই বন্দ্যো-পাধ্যায় (খড়দা), অপর কন্যার পতি আঁধারমাণিক-নিবাসী মদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ফুলিয়া, কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান)।

শ্রীকান্তের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয় অকালে মৃত। কন্যাদ্বয়ের একটী বন্দ্য ও অপরটী চট্ট-কুলে প্রদত্ত হয়। ইনি কাশীধামে যোগমার্গে তনুত্যাগ করেন।

কনিষ্ঠ কালীকান্ত রায়ের দুই পুত্র, উমাকান্ত ও রমাকান্ত ৩০। রমাকান্তের দুই পুত্র, সুখদাকান্ত ও রামচন্দ্র ৩১।

কাশ্যপগোত্রীয় শ্রোত্রিয় পুষলী-বংশের একদেশ।

কুলাচার্য্যগণ কুলীনদিগের পাল্টী প্রকৃতি লিখিতে ব্যতিব্যস্ত। শ্রোত্রিয়দিগের বংশাবলী সংগ্রহ করিবার সময় একেবারে ঔদাসীন্য-ভাব অবলম্বন করেন। উপেক্ষা করিবার কারণ না থাকিলেও কুলাচার্য্যগণ এই কথা কহেন যে, শ্রোত্রিয়গণ কূটস্থ পরম পুরুষের ন্যায় ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত। সুতরাং যাহাদিগের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, তাহাদিগেরই আদান প্রদান ও বংশ লেখা কর্ত্তব্য। শ্রোত্রিয়ের একটা কন্যা অসদৃশ ঘরে দিলেও ক্ষতি নাই, তৎকর্ত্তৃক একটা কুলীন কন্যা-গ্রহণেও কৌলীন্য-প্রাপ্তির উপায় হয় না। শ্রোত্রিয়গণ অগ্নিসদৃশ পবিত্র ও পাবক। সেই অগ্নির পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার আবশ্যক নাই; ক্রব্যাদ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিলেই হইল। কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের রীতি নীতি অনুসারে চলিতে হইলে শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার অবলম্বনপূর্ব্বক আর্য্য সন্তানগণকে চলিতে হয়। সেই আর্য্যশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বিবাহ করিতে হইলে মাতুল-কুলের সপিণ্ড জ্ঞাতিগণের কন্যা ও পিতৃ-সগোত্রীয় কন্যা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং অশৌচ-গ্রহণ ও পিণ্ডপ্রদানাদি কার্য্যে নৈকট্য ও দূরত্ব বিচার

করিতে হয়; সুতরাং কি কুলীন, কি শ্রোত্রিয়, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সাপিণ্ড্যগণের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে হয়; নতুবা গত্যন্তর থাকে না। সজ্জন-সমাজে প্রায় নিজ নিজ বংশাবলী বংশের মধ্যে একজন কুলতিলকের নিকট সংরক্ষিত হইয়া থাকে। তিনিই ধারাবাহিক বংশ লেখেন। বজ্রযোগিনীর পুষলী-বংশের যে তালিকা পাইয়াছি, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল।

নদিয়া জিলার জয়রামপুরের মৌলিকগণ বজ্রযোগিনীর পুষলী-গোষ্ঠী-সম্ভূত। জয়রামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মৌলিক-কৃত কুলদীপিকার সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেওয়া গেল। জয়রামপুরের মৌলিকগণের অধস্তন ধারা সেই পুস্তকেই দেখা কর্ত্তব্য; তথাপি দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল। পুষলী-গ্রামী শ্রোত্রিয়গণ কাশ্যপগোত্রীয়। পুষলী দক্ষের পুত্রগণের মধ্যে ত্রয়োদশ। ইহাঁর পুত্র (পুষলীর আদিপুরুষ) জটাধর।

কাশ্যপ-গোত্র দক্ষ-প্রমুখ পুষলী (১)-বংশ।

ক্রমান্বয় অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—জটাধর ২। কেশব, মাধব ও সনাতন ৩। কেশব-সুত ত্রিবিক্রম, যদুনন্দন, ধনঞ্জয় ও নরোত্তম ৪। যদুনন্দন-সুত বলদেব ও হরিদেব ৫। হরিদেব-সুত বিশ্ববাহু, সহস্রাক্ষ, ত্রিলোচন ও মনোহর ৬। মনোহর-সুত জনার্দ্দন, গৌরীবর, শিবকৃষ্ণ ও অভিরাম ৭। গৌরীবর-সুত লোকেশ, কালিকানন্দ, দুর্গানন্দ ও চিত্রাঙ্গদ ৮। চিত্রাঙ্গদ-সুত গোপীরমণ, মালাধর, রুদ্র ও জয়দেব ৯। মালাধর-সুত ভীম, অর্জ্জুন, তারাপতি ও গুণাকর ১০। গুণাকর-সুত

লম্বোদর, রাধামোহন, রামহরি, শিব, দুর্গা ও পরমেশ্বর ১১। পরমেশ্বর-সুত পরাশর, যদুপতি ও রতিপতি ১২। পরাশর-সুত ঈশান, ইন্দ্র, বিভাকর ও নীলকণ্ঠ ১৩। বিভাকর-সুত চক্রপাণি, হৃষীকেশ ও ষষ্ঠীবর ১৪। ষষ্ঠীবর-সুত পদ্মনাভ, গঙ্গাধর, মহেশ ও স্বরূপ ১৫। গঙ্গাধর-সুত অম্বিকা অনন্ত, সঞ্জয়, ভবানী ও ব্রজনাথ ১৬। সঞ্জয় হাজারী রায়—ইনি মোগল সম্রাট্‌দিগের একজন সেনাপতি ছিলেন। সঞ্জয় হাজারী রায়-সুত গন্ধর্ব্ব, গজেন্দ্র, সুবুদ্ধি, শ্রীশচন্দ্র, শ্রীমন্ত, জয়চন্দ্র, কাশীনাথ ও গোপীনাথ ১৭। গন্ধর্ব্ব-সুত জগদানন্দ ১৮। রঘুনাথ ১৯। যাদবেন্দ্র২০। রত্নেশ্বর ২১। বংশীরাম ২২। নরনারায়ণ ২৩। দুর্গাপ্রসাদ ২৪। রামদুলাল ২৫। তারাপ্রসাদ ২৬। কালীপ্রসন্ন ২৭।

শ্রীশচন্দ্রের ধারা।—সুত মদনমোহন ও কমলাকান্ত ১৮। মদনমোহন-সুত রাজবল্লভ, বিনোদ, রাজা ভবানী ও পরমানন্দ রায় ১৯। রাজা ভবানী রায়-সুত রাজা রামনারায়ণ ২০। রাজা রামনারায়ণ-সুত নরোত্তম, রামেশ্বর, ঘনশ্যাম, আত্মারাম, গোবিন্দরাম, শিবরাম, কৃষ্ণরাম ও রাজারাম ২১। শেষ চারিজনের নিবাস বোয়াল, জিলা ঢাকা। প্রথম তিন ব্যক্তির নিবাস যথাক্রমে রঘুনাথপুর, মহাদেবপুর ও কুল্যাগ্রাম।

আত্মারামের ধারা।—সুত শ্যামসুন্দর ২২। বিষ্ণুরাম ২৩। বিষ্ণু-সুত রাজবল্লভ ২৪। রাজবল্লভ-সুত রমাবল্লভ ২৫। ইঁহার পত্নীর নাম রোহিণী দেবী। রমাবল্লভ জয়রামপুরে আগমন করিয়া রাজার প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপ 'মৌলিক' এই উপাধি গ্রহণ করেন।

রমাবল্লভ-সুত রামনারায়ণ ও রামেশ্বর ২৬। রামনারায়ণ-

সুত রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও রামগোবিন্দ ২৭। রামকৃষ্ণ-সুত রাম-কিঙ্কর ২৮। রামকিঙ্কর-সুত রামরতন, রামধন, জয়চন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ২৯। রামরতন-সুত কান্তিচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, দেবেন্দ্র-চন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র ৩০। কান্তি-সুত রবীন্দ্র, সমরেন্দ্র ও রাজেন্দ্র ৩১। যোগেন্দ্র-সুত সুধীন্দ্র ৩১। দেবেন্দ্র-সুত জিতেন্দ্র ও মুনীন্দ্র ৩১।

রামেশ্বরের (২১) ধারা (মহাদেবপুরবাসী)।

রামেশ্বর-সুত রামদেব, আনন্দ ও মহাদেব ২২। রামদেব-সুত রামচন্দ্র ২৩। কৃষ্ণচন্দ্র ২৪। গৌরচন্দ্র ২৫। সর্ব্বসুন্দর ২৬। ত্রৈলোক্য ২৭। প্রিয়নাথ ২৮। আনন্দ-সুত শ্রীকণ্ঠ ২৩। লোকনাথ ২৪। শম্ভুনাথ ২৫। হরনাথ ২৬। দেবেন্দ্র ২৭।

মহাদেব-সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ২৩। উদয় ২৪। শিব ২৫। কালী ২৬। কালী-সুত তারিণী, কৈলাস ও বৈকুণ্ঠ ২৭। তারিণী-সুত দিগিন্দ্র ২৮। দক্ষজারঞ্জন ২৯। কৈলাস-সুত সারদা ২৮। মোহিনী ২৯। বৈকুণ্ঠ-সুত অক্ষয় ২৮।

নরোত্তমের (২১) ধারা।

দেবীপ্রসাদ ও কালিকাপ্রসাদ ২২। কালিকা-সুত ধনরাম, বলরাম ও আদিনাথ ২৩। ধন-সুত নন্দদুলাল ২৪। কালীকান্ত ২৫। মাণিক্য ২৬। আদি-সুত শিবনাথ ২৪। প্রাণনাথ ২৫। নবকুমার ২৬। নব-সুত প্রসন্ন ও ললিত ২৭।

গোবিন্দের (২১) ধারা।

গোবিন্দ-সুত রামচরণ, কালীচরণ ও ভবানীচরণ ২২। রাম-চরণ-সুত শ্রীচরণ ২৩। বিনোদ ২৪। ভবানী-সুত গজেন্দ্র ২৩। নীলমণি ২৪। বৈকুণ্ঠ ২৫। বিনোদ-সুত জয়শঙ্কর ও কালী-শঙ্কর ২৫। জয়-সুত উমাশঙ্কর ২৬। কালী-সুত তারিণী ২৬। জ্ঞানদা ও অন্নদা ২৭।

কৃষ্ণরাম (২১)-সুত চন্দ্ররাম ২২। রামমোহন (দত্তক) ২৩। ব্রজ ২৪। রাধামোহন ২৫। সর্ব্ব ২৬। সুধেন্দ্র ২৭।

রাজারাম (২১)-সুত রামদেব ২২। গোপাল ২৩। শিব ২৪। ভৈরব ২৫। ঈশ্বর ২৬। দীনেশ ২৭।

ঘনশ্যাম (২১)-সুত বাণেশ্বর ও রাজচন্দ্র ২২। বাণেশ্বর-সুত বিজয় ২৩। রণজিৎ ২৪। গদাধর ২৫। স্বরূপ ২৬। রসিক ২৭। রাজচন্দ্র-সুত সন্তোষ ২৩। রামকান্ত ২৪। কাশীপ্রসাদ ২৫। মহিমাচন্দ্র ২৬। রামনারায়ণ ২৭।

কমলাকান্তের (১৮) ধারা।

কমলাকান্ত-সুত ভাগ্যবন্ত ১৯। রাজীব ২০। রূপনারায়ণ ২১। দেবীচরণ ২২। রামকেশব ২৩। শ্রীদুলাল ২৪। রাম-কানাই ও রামনিধি ২৫। রামকানাই-সুত আনন্দ ২৬। হর-মোহন ২৭। রামনিধি-সুত গোবিন্দ ২৬।

রাজবল্লভের (১৯) ধারা।

রাজবল্লভ-সুত কেশব ২০। কৃষ্ণ ২১। রামগোপাল, রামনাথ ও হরিনাথ ২২। রামগোপাল-সুত জয়নারায়ণ ২৩। জগন্নাথ ২৪। গুরুপ্রসাদ ২৫। সারদাপ্রসাদ ২৬। রামনাথ-সুত দর্পনারায়ণ ২৩। রাজকৃষ্ণ ২৪। গৌরকিশোর ২৫। কালীকিশোর ২৬। আনন্দকিশোর ২৭।

কাশ্যপগোত্রীয়

পুষলী শ্রোত্রিয়ের বংশাবলীর কারিকা।

নদীয়া সমাজের সুপ্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য ভাজনঘাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত কারিক যথা;—

জটাধরঃ কবিশ্রেষ্ঠো গ্রামে পুষ্যালসংজ্ঞকে।
দারাপত্যহিতার্থায় বাস্তুভূমিং সমাদদে॥ ১॥
তস্যাপি বহবঃ পুত্রাস্ত্রয়স্তেষাং বিচক্ষণাঃ।
জন্মনা কেশবো জ্যেষ্ঠো বিদ্যয়া মাধবঃ স্মৃতঃ॥ ২॥
সনাতনঃ কনিষ্ঠোঽপি জ্ঞানবতাং সুপূজিতঃ।
কেশবস্য সুতাঃ সপ্ত চত্বারো লোকসম্মতাঃ॥ ৩॥
ত্রিবিক্রমো যদোর্নন্দো ধনঞ্জয়নরোত্তমৌ।
দ্বৌ সুতৌ যদুনন্দস্য হরির্বলশ্চ সংজ্ঞয়া॥ ৪॥
বিদ্যাবন্তো দয়াবন্তশ্চত্বারো হরিসূনবঃ।
বিশ্ববাহু-সহস্রাক্ষ-ত্রিলোচন-মনোহরাঃ॥ ৫॥
মনোহরসুতাঃ পঞ্চ লোকে বিখ্যাতপৌরুষাঃ।
জনার্দ্দনঃ শিবঃ কৃষ্ণঃ গৌরীবরোঽভিরামকঃ॥ ৬॥

একোনাঃ সূনবঃ পঞ্চ গৌরীবরমহাত্মনঃ।
লোকেশঃ কালিকা দুর্গা জাতাশ্চিত্রাঙ্গসংজ্ঞকাঃ ॥ ৭ ॥
চিত্রাঙ্গসূনবঃ সর্ব্বে দয়া-দাক্ষিণ্য-ভূষিতাঃ।
গোপী মালাধরো রুদ্রো জয়দেবশ্চ নামভিঃ ॥ ৮ ॥
চত্বারো ভূমিপালাস্তে মালাধর-তনূদ্ভবাঃ।
এষু গুণাকরো জ্যেষ্ঠো ভীমার্জ্জুনৌ কনীয়সৌ ॥ ৯ ॥
বলবান্ গুণবান্ ধীমাংস্তারাপতিশ্চ মধ্যমঃ।
গুণাকর-সুতা যে যে তেষু ষট্ খ্যাতপৌরুষাঃ ॥ ১০ ॥
লম্বোদরঃ শিবো দুর্গা রাধা রামঃ পরেশকঃ।
চত্বারঃ সূনবো লোকে পরেশস্য তনূদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥
তেষু পরাশরো জ্যেষ্ঠো বহুরতী কনীয়সৌ।
ঈশানেন্দ্র-বিজ্ঞ-নীলাঃ পরাশর-তনূদ্ভবাঃ ॥ ১২ ॥
বিভাকর-সুতা যে যে ত্রয়স্তেষাং সুপূজিতাঃ।
চক্রপাণি-হৃষীকেশঃ ষষ্ঠীবর উদাহৃতঃ ॥ ১৩ ॥
পদ্মনাভো মহেশশ্চ গঙ্গাধরঃ স্বরূপকঃ।
গঙ্গাধরসুতাঃ পঞ্চ সঞ্জয়স্তেষু মধ্যমঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রজাম্বিকা-ভবান্যস্তাঃ পূর্ব্বাঞ্চল-নিবাসিনঃ।
তেষামপত্যবর্গাণাং সংজ্ঞা ক্রমান্নিরূপ্যতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মৌলিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত কুলদীপিকা অথ জয়রামপুরের মৌলিকদিগের বংশাবলী হইতে নিম্নলিখি কারিকা পরিগৃহীত হইল।

আসীন্মনোহরঃ পূর্ব্বং পুষলী-বংশ-সম্ভবঃ।
গৌরীবরস্ততো জাতশ্চিত্রাঙ্গদস্তদাত্মজঃ ॥ ১
মালাধরঃ সুবিখ্যাতস্তস্য পুত্রো গুণাকরঃ।

লম্বোদরঃ সুতস্তস্য তৎসুতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
পরাশরঃ সুতস্তস্য তৎসুতশ্চ বিভাকরঃ।
ষষ্ঠীবরঃ সুবিখ্যাতো গৌড়রাজেষু ভূমিপঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাধরস্তস্য পুত্রস্তৎসুতো রায়-সঞ্জয়ঃ।
সঞ্জয়স্য সুতাঃ খ্যাতা মহাধীরাস্তথাষ্টকাঃ ॥ ৪ ॥
গন্ধর্ব্বরায়পূর্ব্বজো গজেন্দ্রশ্চ সুবুদ্ধিকঃ।
শ্রীচন্দ্রশ্চ মহাভাগঃ শ্রীমন্তো জয়চন্দ্রকঃ ॥ ৫ ॥
কাশীনাথঃ সুবিখ্যাতো গোপীনাথো মহাত্মবান্।
বঙ্গাগমশ্চ এতেষাং সঞ্জয়পিতৃভিঃ সহ ॥ ৬ ॥

কাশ্যপগোত্রীয় পালধি-বংশ।

পালধি বংশের মূল দক্ষপুত্র রাম ২। তৎপুত্র গিরি, গোবর্দ্ধন ও জন (জনমেজয়) ৩। গোবর্দ্ধন-সুত হরি ও হর ৪। কাক (কাকুৎস্থ মিশ্র) ও নীল ৫। কাক-সুত কংস, বংশ, হংস, ভীম ও ভব ৬। ভব-সুত গোপাল, যদু, নন্দ ও কৃষ্ণ ৭। গোপাল-সুত শশী, বসু, তপন, পবন ও গগন ৮। তপন-সুত তিলক, গোলোক ও মাধব ৯। মাধব-সুত হরি, বামন, রাম, গঙ্গা, শিব ও কেশব ১০। রামচন্দ্র-সুত কৈলাস ও ব্রজ ১১। ব্রজ-সুত পশুপতি, মথুরেশ ও মহেশ ১২। মহেশ-সুত লোকনাথ, কেশব ও বিদ্যাধর ১৩। কেশব-সুত যদু, দ্বারিক, মথুরানাথ ও বিষ্ণু ১৪। বিষ্ণু-সুত হরি, রাম, রাধানাথ ও কৈলাস ১৫। কৈলাস-সুত কৃষ্ণ ও কানাই ১৬। কৃষ্ণ-সুত ভব, ভীম ও সূর্য্য ১৭। ভব-সুত মহেশ, মাধব, শিব ও শম্ভু ১৮। শিব-সুত কার্ত্তিক, গণেশ, পরেশ ও উমেশ ১৯।

উমেশ-সুত গৌরী, কালী, দুর্গা, তারা ও উমাচরণ ২০। উমাচরণ-সুত জয়শঙ্কর ও শিবশঙ্কর ২১। শিবশঙ্কর-সুত রামগোবিন্দ, রামনিধি, রামচন্দ্র, রামভদ্র ও রামনৃসিংহ ২২। রামগোবিন্দ বর্দ্ধমান জিলার অকালপৌষ গ্রামে অবস্থান করেন। রামনিধির বাস ডাঁইহাট মেটিরী। রামচন্দ্রের বসতিস্থান নকীপুর। রামভদ্র বাকুঁড়া-বাসী। রামনৃসিংহ হরিপালে অবস্থান করেন। ইহাঁদিগের সন্তানগণ ক্রমে ঐ সকল দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়েন।

মেটিরীর পালধি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শ্বশুরের নাম পণ্ডিত রাম রায়। কাষ্ঠশালীর পালধিগণের আদিপুরুষ রামগোবিন্দ রায়। অকালপৌষ গ্রামে ইহাঁর সন্ততিবর্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। চুপী কাষ্ঠশালী গ্রাম পূর্ব্বস্থলী গ্রামের পল্লী-বিশেষ। চুপীর দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয় অদ্বিতীয় গায়ক ও সাধক।

চুপী কাষ্ঠশালীর পালধি-বংশের একদেশ দ্বারা এক্ষণে দক্ষ হইতে ঐ বংশের অধস্তনে কতম সংখ্যা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একপ্রকার স্থির করা যাইতে পারে।

চুপী কাষ্ঠশালীর রামগোবিন্দ রায়-প্রমুখ বংশ।

রামগোবিন্দ ২২। পুত্র রাজীব, রঘুনন্দন ও বিশ্বেশ্বর ২৩। রাজীবলোচন-সুত দেওয়ান গৌরীচরণ রায় ২৪। গৌরী-সুত রত্নেশ্বর, বাসুদেব, রামনাথ ও রাধাকান্ত ২৫। রত্নেশ্বর-সুত রাঘবেন্দ্র, রামচন্দ্র ও ব্রজকিশোর ২৬। রাঘবেন্দ্র-সুত দুর্গাপ্রসাদ ২৭। তৎপুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ২৮। রামচন্দ্র-সুত রাম-

কিশোর ২৭। তৎপুত্র কমলাকান্ত ২৮। সুত রামগোপাল ২৯। ব্রজকিশোর-সুত নন্দকুমার, রঘুনাথ, হরিনাথ ও কালীনাথ ২৭। এই রঘুনাথ রায় পালধি-বংশের কুলতিলকস্বরূপ। ইনি যেমনই গায়ক, তেমনি সাধক এবং তেমনি ব্রাহ্মণ্য-পালক। ইনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এবং কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ-সুত শিবনাথ ও লোকনাথ ২৮। লোকনাথ-সুত হরমোহন ২৯। পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ, মন্মথনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ৩০। কালীনাথ-সুত মথুরানাথ, শ্রীনাথ, রাধিকানাথ ও যদুনাথ ২৮।

বাসুদেব ২৫। সুত কামদেব ও রামকান্ত ২৬। কামদেব-সুত নরেন্দ্ররাম, গঙ্গারাম, রঘুরাম, কৃষ্ণরাম ও বিজয়রাম ২৭। নরেন্দ্ররাম-সুত শিবনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ ২৮। শ্রীনারায়ণ-সুত ঈশান ২৯। গঙ্গারাম-সুত কাশীনাথ ২৮। রঘু-সুত কৃষ্ণরাম ও রমাকান্ত ২৮। রমাকান্ত-সুত শ্যামনারায়ণ (দত্তক) ২৯। তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র ৩০। কৃষ্ণরাম (২৭)-সুত কালীপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ ও তারিণীপ্রসাদ ২৮। কালীপ্রসাদ-সুত গোলোকনাথ ২৯। পুত্র বীরেশ্বর ৩০।

রামনাথ ২৫। সুত রামচন্দ্র ২৬। পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র ২৭। প্রপৌত্র হরচন্দ্র ২৮।

রাধাকান্ত ২৫। পুত্র রামরাম ২৬। পৌত্র গোপালরাম ২৭।

রঘুনন্দন রায় ২৩। রামনারায়ণ ২৪। কৃষ্ণদেব ২৫। নরোত্তম ২৬। দর্পনারায়ণ ২৭। পার্ব্বতীচরণ ২৮। অম্বিকাচরণ ২৯। দুর্গাপ্রসাদ ৩০। তারাপ্রসাদ (দত্তক) ৩১।

বিশ্বেশ্বর ২৩। পুত্র রামেশ্বর ২৪। পৌত্র রামগোপাল ২৫।

প্রপৌত্র ব্রজকিশোর ২৬। বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামলোচন ২৭। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র গোবিন্দচন্দ্র ২৮। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধানাথ ২৯।

চুপী কাষ্ঠশালীর পালধি-বংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে বাদসাহ, নবাব ও দেশীয় নৃপতিগণের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারে ইহাঁদিগকে সচরাচর 'দেওয়ান মহাশয়' এই সম্মানাস্পদীভূত উপাধিতে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহাঁরা কুলক্রিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ।

বারেন্দ্র-শ্রেণীর
ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশ।

আদিপুরুষ গৌতম। তদীয় অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ ভাস্করাচার্য্য বেদান্তী, তৎপুত্র কণ, ধন, সুকাশী, সায়ন, ভুবন ও বিনায়ক ১৫। কোন কোন পুস্তকে ভাস্কর বেদান্তীর আর পাঁচ পুত্রের নামোল্লেখ করে। যথা—আরু, ঘাতু, নিধ, বিশ ও জয় ১৫। ইহাঁদিগের মধ্যে সায়নাচার্য্যের পুত্র বেদ, আরু এবং আতু ওঝা ১৬। বেদের পুত্র বাপী ১৭। পৌত্র পেতু ও আকাই (আকাশবাসী) ১৮। প্রপৌত্র জলধর, গণেশ ও বিশ ১৯। বাপীর আর তিন পুত্র আদ, বেদ ও মহীধর ১৮। বেদের পুত্র নেতু, পেতু, গুহ, শৈল, ডাক, সরল, নাথ ও পিথ ১৯।

আরু ওঝার নাম আরুণি। পুত্র যদুনাথ পণ্ডিত ১৭। ইহাঁর পুত্রগণের মধ্যে শ্রীপতি (১৮) নাড়িয়াল-গ্রামী। জটাধর (১৮) শাকটীগ্রামী। শাকটী-গ্রামী অতি হেয়বর্ণ ব্রাহ্মণমধ্যে পরি-

াণিত। এই সকল ব্যক্তিদ্বারা ক্রমশঃ বারেন্দ্র-কুলে শ্রোত্রিয়-গণের গাঞির সৃষ্টি হইয়াছে; এককালে হয় নাই। সুতরাং সহজেই অনুমিত হয় যে, বারেন্দ্রদিগের শ্রোত্রিয়-গাঞিগুলির সমুদায় রাজদত্ত নহে। সমাজের বল বর্দ্ধিত হইলে নূতন নূতন গাঞির কল্পনা হইয়াছে। সেই কারণে ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় যে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ আট দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এখন যেমন এক গোষ্ঠীর মধ্যেই বিভিন্ন মেল ও পটী দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়াছে ও পরস্পর আহার ব্যবহার নাই, তদ্রূপ পূর্ব্বকালেও দলবদ্ধ হইবার পরেই রাঢ়ী-বারেন্দ্রের পার্থক্য জন্মিয়াছিল। প্রমাণ যথা—শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভাদড়-গ্রামীণেরা কৌলীন্য খ্যাপন করেন; এদেশে তাহা অগ্রাহ্য।

যে ব্যক্তি যত পুরুষ অধস্তন		ব্যক্তির নাম	সমাজ-গ্রাম
গৌতমের	১৫শ	কণ	গোচ্ছাসীগ্রামী
	১৫শ	ধন	গোগ্রামী
	১৫শ	সুকাশী	গোস্বালম্বী
	১৫শ	সায়ন	ভাদড়গ্রামী
	১৫শ	ভুবনেশ্বর	আতুর্থীগ্রামী
	১৫শ	বিনায়ক	উচ্ছরিখগ্রামী
সায়ন সুত	১৬শ	বেদ	ভাদড়গ্রামী
	১৬শ	আরুণি	(লাড়ুলী) নাড়িয়ালগ্রামী
	১৬শ	আতু ওঝা	রত্নাবলী
বেদ-সুত	১৭শ	বাপী	ভাদড়গ্রামী

যে ব্যক্তি যত পুরুষ অধস্তন		ব্যক্তির নাম	সমাজ-গ্রাম
বাপী-সুত	১৮শ	আকাই	ভাদড়
	১৮শ	আদ	ঝামালগাঁই
	১৮শ	বেদ	ভাদড়
	১৮শ	মহীধর	কাচ্ছটীগ্রামী
আরুণির পৌত্র	১৮শ	জটাধর	শাকটী
পেতু-সুত	১৯শ	জলধর	শিম্বাগ্রামী
	১৯শ	গঙ্গেশ	শরিয়ালগাঁই
	১৯শ	বিশ	আতুর্থী
	১৯শ	নিধ	শরিয়াল
	১৯শ	জয়	শিঙ্কীগ্রামী
বেদ-পুত্র	১৯শ	সরল	রায়িগাঞি
	১৯শ	পিথ	দধিয়াল

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় নাড়িয়াল-গোষ্ঠীর একদেশ মূলপুস্তকের ৪৮১ পৃষ্ঠে লেখা আছে; এখানেও দেওয়া গেল।

অদ্বৈত (২৬)-বংশ।

ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে অচ্যুত, জগদীশ ও গোপাল চির-কৌমারব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ছিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ মিশ্র সংসারাশ্রমী, পর্য্যায় ২৭। বলরামের দশ পুত্র; তন্মধ্যে আটজন অতি প্রসিদ্ধ। যথা—মধুসূদন, কুমুদানন্দ, দেবকী-নন্দন, কামদেব, নিত্যানন্দ, রামচন্দ্র, নরোত্তম ও মথুরেশ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী ২৮। মথুরেশ-সুত রাঘবেন্দ্র, ঘনশ্যাম ও রামেশ্বর ২৯।

জ্যেষ্ঠ রাঘবেন্দ্রের ধারায় শান্তিপুরের বড় গোস্বামিবর্গ। মধ্যম ঘনশ্যাম, ইহাঁর সন্ততিবর্গ শান্তিপুরের মঠো গোস্বামী বা হাটখোল গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ; মধ্যমবাটীও বলে। রামেশ্বর কনিষ্ঠ, ইহাঁর পাঁচ পুত্র। যথা—রামকৃষ্ণ, হরিদেব, গোপাল, কেশব ও সন্তোষ ৩০। রামকৃষ্ণ-সুত চাকফেরা গোস্বামিবর্গ। সন্তোষ-সুত বাঁশবুনে বলিয়া বিখ্যাত। রামকৃষ্ণ সুত রামকান্ত ৩১। রামকান্ত সুত নন্দদুলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও কিঙ্কর ৩২। নন্দদুলাল-সুত নবকিশোর ৩৩। সুত কৃষ্ণনাথ, গোবিন্দ, গোপীনাথ ও গোপাল ৩৪। গোপাল-সুত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ৩৫।

কৃষ্ণ মিশ্র (২৭)-সুত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী ও দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী গোস্বামী ২৮। রঘুনাথের পুত্র হইতে মদনগোপাল গোস্বামি-বর্গ। দোলগোবিন্দের সন্ততিবর্গ ঢাকা জিলার উথলী-গ্রাম-বাসী।

স্থল, ইড়াল ও বাহাদুরপুর—পাবনা জিলা; ঘোপের ঘাট, আশাপুর ও গোপালপুর—ফরিদপুর জিলা; নটাকোলা—ঢাকা জিলা; তেঘরী, গড়ুইটুপি ও মালমপাড়া—যশোহর জিলা; কুমারখালী ও মেহেরপুর—নদীয়া জিলা; এই কয়েক স্থানের গোস্বামিবর্গ অদ্বৈতসন্তান বলিয়া পরিচিত।

শান্তিপুরে—মধুসূদনের ধারায় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। কুমুদানন্দের বংশীয়েরা পাগলা গোস্বামিবর্গ। দৈবকীনন্দনের সন্তানগণ আতাবুনে। কামদেব-বংশ বাহাদুরপুরের গোস্বামিগণ।

ভরদ্বাজ-গোত্রে ভাদড়-বংশ।

ভাদড়ের কৌলীন্য নাই; শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত। ঐ বংশের চতুরঙ্গ ভাদড় বাদসাহের নিকট নিজের কৃতিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষের নাম বাণী ১৭। ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। পুত্র আকাই ১৮। নরপতি, রাজপতি, উমাপতি, বিদ্যাপতি ও বৃহস্পতি ১৯। যশোহরের শৈলকুপা রাজপতির ভাদড়ের সমাজ। সাতগাড়িয়া গ্রামে উমাপতি ভাদড়ের অধিবাস। ইহাঁর পুত্র জিয়াই বা জীবধর ২০। তৎপুত্র আনন্দ, বলদেব, মাধব এবং সুরাই ২১। আনন্দ-সুত শুভঙ্কর ২২। নিতাই ২৩। নিতাই-সুত চতুরঙ্গ খাঁ ২৪। আনন্দ আন্দাই নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার সমাজ কেটকাবালাই। মাধবের সমাজ লক্ষ্মীকোল। সুরাই খাগ-জানা-সমাজের নেতা।

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বংশাবলী।

ক্ষিতীশ-সুত ভট্টনারায়ণ ও দামোদর ১। ভট্টনারায়ণ বা নারায়ণ ভট্ট-সুত আদিগাঁই ওঝা (রাঢ়ীয় আদিবরাহ) ২। আদি সুত জয়মণি ভট্ট ৩। জয়-সুত হরিকুঞ্জ, বিদ্যাপতি ও রঘুপতি ৪। হরি-সুত শিবাচার্য্য ৫। পুত্র সোমাচার্য্য ৬। সুত উগ্রমণি ৭। তৎসুত তপোমণি ৮। সুত সিন্ধুসাগর ৯। সিন্ধুসাগর-সুত বিন্দুসাগর, জয়সাগর ও মণিসাগর (ইনি রাঢ়ী) ১০।

জয়সাগর সুত গৌন ভট্ট, মাধব, স্বর্ণরেখা ও পীতাম্বর ১১।

মৌন ভট্ট-সুত নন্দনাবাসী শ্রোত্রিয় ১২। তৎপুত্র ভুবনানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও মহানন্দ ১৩। ভুবন-সুত কনকদণ্ডী ১৪। সুত যদু উপাধ্যায় ১৫। বেদ উপাধ্যায় ১৬। ত্রিলোক ১৭। গঙ্গাদাস ১৮। দিবাকর ভট্ট ১৯। কুল্লুক ভট্ট ২০। পুরুষোত্তম বেদান্তী ও খোঁড়া আচার্য্য (মকরন্দ মিশ্র) ২১। পুরুষোত্তম-সুত লা ভট্ট ২২। লা ভট্ট-সুত শশী ২৩। সঙ্কর্ষণ ২৪। নন্দন ২৫। বামন ২৬। কন্দর্প ২৭। কামদেব ২৮। বিজয় লস্কর ২৯। উদয়নারায়ণ ৩০। হৃদয়নারায়ণ, জীব ও রাজা হরিনারায়ণ ৩১। হরি-সুত কংসনারায়ণ ৩২। ইন্দ্রজিৎ ৩৩। চন্দ্রনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণ ৩৪। সূর্য্য-সুত জয়নারায়ণ, শূর, নরেন্দ্র ও রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ৩৫। কন্দর্পনারায়ণ ও বলেন্দ্রনারায়ণ ৩৬।

পীতাম্বর ১১। লোকনাথ লাহিড়ী, সাধু বাগ্‌চী ও রুদ্র বাগ্‌চী ১২। সাধু-সুত মনু ও লবণ ১৩। চক্রপাণি ১৪। রূপ ওঝা ১৫। ঋষি দীক্ষিত ১৬। শিয়াই, বিয়াই, সদাই ও আয়ু মিশ্র গুহিপাত্তা ১৭। বিয়াই-সুত বৈকুণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ ছয়ঘরিয়া, হরিহর ও মন্দার দীক্ষিত ১৮। হরিহর-সুত বলদেব ১৯। পুত্র ধেঞ্চি মিশ্র বা ধেঞ্চি বাগ্‌চী ও বামন ২০। বামন-সুত দুর্য্যোধন ২১। বিষ্ণু ২২। শশী পাঠক, বৎসনাথ ও নীলাম্বর ২৩। নীলাম্বর-সুত অনন্তরাম ও পুষ্করাক্ষ ২৪। অনন্ত-সুত রতিকান্ত ঠাকুর ২৫। রামচন্দ্র ঠাকুর (ভঙ্গ), ইনি পুঁটিয়ার রাজা ২৬। রূপনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, নরনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ২৭। নরনারায়ণ-সুত প্রেমনারায়ণ ২৮। প্রেমনারায়ণ-সুত নরেন্দ্রনারায়ণ ২৯। ভগেন্দ্রনারায়ণ ৩০। জগন্নারায়ণ ৩১, মহিষী রাণী ভুবনময়ী। পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ ৩২। যোগেন্দ্রনারায়ণ

৩৩, মহিষী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী। নীলাম্বর পুঁটিয়ার ভূম্যধিকারী।

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বিশী, মৎস্যাশী ও চম্পটী গাঁই।

বৎসাচার্য্যের চারি পুত্র যথা—অজ, প্রজ, মনু ও মার্ত্তণ্ড। প্রজের পুত্র রাম, মেরু ও কামেশ। কামেশ হইতে বিশী গাঁই।

রামের পুত্র বররুচি। তৎসুত সেতু ও বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ মৎস্যাশী গ্রামীদিগের আদিপুরুষ বা সৃষ্টিকর্ত্তা।

চম্পটীর অজ, মনু ও মার্ত্তণ্ডের সন্তানগণ উত্তর বারেন্দ্র। বগুড়া জিলায় বালুভরার চৌধুরী, বেলগ্রামের রায়, বালিয়াদির বিশ্বাস, দুরাজানীর চক্রবর্ত্তী ও জোয়াড়ী বিশী চম্পটী-গ্রামী।

শাণ্ডিল্য-গোত্রে শিহরী গাঁই।

স্বর্ণরেখার পুত্র কিঙ্কিণী ১২। তৎপুত্র চল ও অচল ১৩। চল দক্ষিণ বারেন্দ্র, অচল উত্তর বারেন্দ্র। দক্ষিণ বারেন্দ্রের শিহরীগ্রাম চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অমৃতকুণ্ড, এই সমাজের অধিনায়ক অভয়; দ্বিতীয় সমোবাড়ী, অধিপতি বেদ; তৃতীয় পুখুড়িপাড়া, নেতার নাম নিধিপতি; চতুর্থ কাপাসীধার, সমাজ-সংস্থাপকের নাম মাধব। পাবনা জেলার সমস্ত স্থানই প্রায় এই চারি সমাজের অন্তর্গত।

বাৎস্য-গোত্রীয়

বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশাবলীর একদেশ

(মূলপুস্তক ২৯৩।৫১৯ পৃষ্ঠ দেখ)।

(ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমশঃ অঙ্কপাত করা গেল।)

মূলপুরুষ সুধানিধি। তৎসুত ধরাধর ১। বেদ ২। শিব ওঝা ৩। সিদ্ধেশ্বর (ইনি সিদ্ধেশ্বর শিব নামে প্রসিদ্ধ), বেদান্তাচার্য্য ও দামোদর ৪। দামোদর রাঢ়ী। বেদান্তাচার্য্য-সুত হরিহর, ধন, শুক্র, লক্ষ্মীধর (সান্যাল), দিবাকর, শশধর ও জয়মান মিশ্র (ভীমকালী হাই-গাঁই) ৫। লক্ষ্মীধর-সুত বর্দ্ধমান সান্যাল, বিশ্বপতি (জামরুখী) ও বিশ্বম্ভর (শিমুলী) ৬। বর্দ্ধমান সান্যাল-সুত বাসুদেব ৭। মেধাতিথি ৮। নৃসিংহ ৯। মহেশ্বর ১০। ভূতনাথ ১১। ভূত-সুত শিথাই ও দামোদর ১২। শিথাই-সুত কানাই, বলাই (ছয়ঘরিয়া) ও পিয়াই ১৩। কানাই-সুত মহীধর ১৪। দামোদর ১৫। অনন্ত, রামনাথ ও রমানাথ ১৬। অনন্ত-সুত গোপী চক্রবর্ত্তী ১৭। নৃসিংহ ১৮। গোপাল ১৯। কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম ২০। প্রাণকৃষ্ণ-সুত রমানাথ ২১। রমানাথ-সুত নীলকণ্ঠ ২২। রাজেন্দ্র রায় ২৩, বলিহারবাসী। শিবপ্রসাদ ২৪। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় ২৫। লক্ষ্মণপুর দীনহাটার জমীদার, জিলা রংপুর। পুত্র যোগীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৬। ইহাঁরা নিরাবিল-পটীর কুলীন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণের দুহিতার পৌত্র।

রামরাম (২০)-সুত কৃষ্ণগোবিন্দ ২১। কৃষ্ণকান্ত ২২। কালীকান্ত ২৩। আনন্দচন্দ্র ২৪। মহেশ ২৫।

বাৎস্যে—ভীমকালী-হাই-গাঁই।

জয়মান মিশ্র (৫)-সুত চক্রপাণি ৬। নারায়ণ ৭। পীতাম্বর মিশ্র ৮। বলদেব অগ্নিহোত্রী ৯। অধিপতি ১০। জয় ১১। উচ্চৈর্ধর ও মহীধর ১২। উচ্চৈঃ-সুত ভোজ ও বটু ১৩। ভোজ-সুত অনন্ত (বাঙ্গাল ওঝা) ১৪। সুত ধামাই, ধুমাই, বরাই ও অচ্যুত ১৫। বরাই-সুত ধরাই, শশধর, পদ্মনাভ ও মধু ১৬ (এই চারিজন পাঁচুড়িয়া)।

"পঞ্চ মহাপাতকেতে পাঁচুড়িয়া কহে।
যাজক, পূজক আর ছেদকে যে দহে॥" কুলপঞ্জী।

অচ্যুত (১৫)-সুত অভয়, অতিথি ও জগাই (ছয়ঘরিয়া)১৬। অভয়-সুত ঠাকুর কুশলী, ইনি ভঙ্গ ১৭। চণ্ডিদাস, কালিদাস ও নরোত্তম ১৮। কালিদাস-সুত নিমাই ফৌজদার ১৯। হরিশ্চন্দ্র মল্লিক ২০। বিজয় ২১। যশশ্চন্দ্র রায় ২২। সুত সুবুদ্ধি রায়, বসন্ত রায় ও মথুরা ২৩। বসন্ত-সুত রাজীব ২৪। রাম ২৫। রঘুরাম ২৬। প্রেমনারায়ণ ২৭। রাজনারায়ণ ২৮। রূপেন্দ্রনারায়ণ ২৯, পাবনা জিলার বাগ নামক গ্রাম-বাসী।

এই সকল ভীমকালী-হাই-গাঁইর মধ্যে কাবারিখোলার মল্লিক, ভারেঙ্গার চৌধুরী ও হাটুরিয়ার রায়, এই তিন ঘর চণ্ডিদাসের সন্তান।

কালিদাসের সন্তানের চারি সমাজ; যথা—বাগ, কাশীনাথপুর, শঙ্করপাশা ও ক্ষেতুপাড়া। ইহাঁরা সকলেই রায় উপাধিতে প্রসিদ্ধ।

নরোত্তমের ধারায় এলাসিন, সাঁড়াশিয়া, বেলটৈল, শালন্ধা ও ব্রাহ্মণগ্রামের রায় প্রসিদ্ধ। পাবনা জিলায় কাদীহাই-গ্রামী

কাপগণ বিখ্যাত। কাশীনাথপুর ও বাগের রায়গণ প্রসিদ্ধ-শ্রোত্রিয়-মধ্যে গণ্য।

বাৎস্য-গোত্রে—ভট্টশালী-গাঁই।

ময়ূর ভট্ট (১৩) হইতে ভট্টশালী-গ্রামীদিগের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতার নাম মহীধর ১২। পুত্রের নাম বাণ ভট্ট ১৪। পৌত্র নীলমেঘ ১৫। প্রপৌত্র ফণারি ও দানবারি ১৬। দানবারি-সুত ইতিহাস, পুরন্দর, ভূতনাথ ও দিগম্বর ১৭। এই চারি ভ্রাতায় তিন সমাজ সংস্থাপন করেন। ইতিহাস কর্ত্তৃক শিমুলতলা এবং পুরন্দর ও ভূতনাথ কর্ত্তৃক বারবা বিখ্যাত; নাউনাড়া দিগম্বরের নামে প্রসিদ্ধ। কোঁড়কদীর ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠী ময়ূরভট্টের নাম রক্ষা করিতেছেন; অর্থাৎ এই বংশে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের চর্চ্চা অদ্যাপি বিশিষ্টরূপেই হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামধন তর্কপঞ্চানন এইবংশীয় এবং কাঁদবিলায় মুহুরী(মৈত্রেয়)দিগের দৌহিত্র।

বাৎস্যে—শিখাই সান্যালের (১২)

আঢ্য কাপ (বা আদি কাপ)-বংশের একদেশ।

বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের বংশের একদেশ দেখান হইয়াছে। এখানে আঢ্য কাপদিগের প্রসিদ্ধ বংশের একটা ধারা দেওয়া গেল।

পুখুরিয়ার সান্যাল নিরাবিল-পটীর কুলীন, ছিটায় ভঙ্গ। মূলপুরুষ শিখাই সান্যাল। প্রথম পক্ষের পুত্র কানাই,

পিয়াই ও নৃমণি ১৩; দ্বিতীয় পক্ষে শঙ্কর মিশ্র ১৩। ইহাঁর বংশ লালরের চৌধুরী-গোষ্ঠী, জিলা রাজসাহী। কানাই-সুত মহীপতি, ডাক-নাম মতু রায় ১৪। তৎপুত্র ঈশাই ১৫। তৎপুত্র সাতাই ও কুবের পাঠক ১৬। কুবের-সুত বাসুদেব পাঠক ১৭। বাসুদেব-সুত গৌরী পাঠক, কৃষ্ণলাল ও রাম পাঠক ১৮। প্রথম টুট বা ভঙ্গ কুকুবথানি পটীতে; ছিটায় ভঙ্গ কাপ। গৌরী পাঠক-সুত সানন্দ ১৯। পৌত্র সুধাকর ২০। প্রপৌত্র পরমানন্দ ও গঙ্গাধর ২১। গঙ্গাধর-সুত কৃষ্ণনাথ আচার্য্য ২২ (রুদ্র বাগচী অনূপ চক্রবর্ত্তীর সহিত কুল করণ)। কৃষ্ণনাথ-সুত মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্য ২৩ (করণ—রামচন্দ্র মৈত্রেয়, গুড়নৈর মৈত্রেয়, আঢ্য কাপ)। মাধব-সুত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৪ (কুল করণ—পদ্মনাভ মৈত্রেয়, গুড়নৈ, আঢ্য কাপ)। রামচন্দ্র-সুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ২৫ (কুল করণ—রামকানাই বাগচী রুদ্র-বাগচী, গাজীপুর)। বিশ্বেশ্বর-সুত মুকুন্দরাম ন্যায়বাগীশ ও রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী ২৬ (মুকুন্দরামের কুল করণ—শ্রীরাম চৌধুরী, মড়রো, বালুভয়া, রাজসাহী, মৈত্রেয় গাঞি, গুড়নৈ)।

রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুল করণ ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী, বারুইহাটীর লাহিড়ী, লক্ষ্মণ লাহিড়ী-সন্তান, বেণীপটীর কুলীন; ইনি হরিপুরে প্রথমে টুটেন, পরে কাশীমপুরের চৌধুরী ঘরে আঢ্য কাপ। শিথাই সান্যালের সময় উদয়নাচার্য্যের পরিবর্ত্ত সংস্থাপন হয়। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হরিশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা, মহিষগাড়ী, মৈত্রেয় গাঁই, সাতোটার মৈত্রেয়। তৃতীয় বিবাহ মোহন ভট্টাচার্য্যের কন্যা, মৈত্রেয় গাঁই, সাতোটার

মৈত্রেয়। রাধাকান্ত-সুত রামহরি তর্কপঞ্চানন, জয়হরি চক্রবর্ত্তী, শুভরাম চক্রবর্ত্তী ও হরগোবিন্দ ন্যায়বাগীশ ২৭।

রামহরি তর্কপঞ্চাননের প্রথম বিবাহ হরিনাথ মজুমদারের কন্যা, সাতোটার মৈত্রেয়। দ্বিতীয় বিবাহ কৃষ্ণজীবন লাহিড়ীর কন্যা, বদলগাছী, রাজসাহী, আঢ্য কাপ। রামহরি-সুত নন্দিরাম বিদ্যালঙ্কার ও উদয়চন্দ্র তর্কভূষণ ২৮। উদয়চন্দ্রের কুল করণ—প্রথম, কৃষ্ণনাথ লাহিড়ী, বারুইহাটী, আঢ্য কাপ, প্রথম টুট বা ভঙ্গ কাশীমপুরে; দ্বিতীয়, প্রাণরাম ভট্টাচার্য্য, আতড়া, মৈত্রেয় গাঞি, আঢ্য কাপ; তৃতীয় কুল, কৃষ্ণচন্দ্র বাগচী (রুদ্র বাগচী)। উদয়-সুত শ্রীচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ২৯। কৃষ্ণচন্দ্রের কুল করণ—চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী, জয়পুর, রাজসাহী, কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর সন্তান, নিরাবিল-পটীর কুলীন, প্রথম টুট কাশীমপুরে, আঢ্য কাপ। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৩০ (কুল করণ—রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মৈত্রেয় গাঁই, গুড়নৈর মৈত্রেয়, আঢ্য কাপ। দ্বিতীয়, ভবানীকিশোর সরস্বতী, জেলালা-পটীর কুলীন, প্রথম টুট)।

ঈশানচন্দ্র-সুত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এ., বি. এল্., ইনি সংস্কৃত কলেজের গণ্য মান্য ছাত্রচর; গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এ., বি. এল্., ইনি হাইকোর্টের জজ্ মহামান্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহাধ্যায়ী; এবং কবি মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (তর্কচূড়ামণি) ৩১। হরচন্দ্রের কুল করণ—হরিকিশোর গোস্বামী, বাজুরতাগ, গুড়নৈর মৈত্র, কাশীমপুর, আঢ্য কাপ। দ্বিতীয় পক্ষে লালরের মৈত্রেয়, চূড়ামণি কাপ।

গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিবাহ দুর্গাকান্ত মজুমদারের কন্যা, পাকুড়িয়া, রাজসাহী, নিরাবিল-পটীর সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়। দ্বিতীয় কুল করণ—মাণিকচন্দ্র বাগচীর পৌত্রী, মেহেরপুরের বাগচী (সাধু-বাগচী)। গিরিশের চারি পুত্র—জয়চন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, যোগীন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র। পুত্র-চতুষ্টয় দুর্গাকান্ত মজুমদারের দৌহিত্র। মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিবাহ নিমাই মিশ্রের কন্যা, পূর্ব্বে তাঁতিবন্দের চৌধুরী বিজয়গোবিন্দের ঘরে কন্যাদান, পরে করণ জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্যের সহিত কুল করণ, মৈত্র গাঁই, গুড়নৈ। মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপাধি তর্কচূড়ামণি, ইনি একজন প্রকৃত কবি। ইহাঁর কৃত সংস্কৃত কাব্যপেটিক, ভগবচ্ছতক ও দিনাজপুর-রাজবংশ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ কাব্য। বাঙ্গালা ভাষায় রসকাদম্বিনী ও নিবাতকবচবধ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ-প্রণীত শীরানন্দ-তরঙ্গিণী-নামক সংস্কৃত চম্পূকাব্য হইতে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং তাঁহার বংশধরগণের পরিচয়-সূচক শ্লোকাবলী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক রচিত টীকা আছে। উহা ১৮০৮ শকের অগ্রহায়ণ মাসে রচিত হয়। যথা—

অথ কবের্ব্বংশো বর্ণ্যতে।

পঞ্চগোত্রাঃ পুরা পঞ্চ বিপ্রা দীপ্রা যথেহগ্নিবৎ।
আনিন্যিরে কান্যকুব্জাদাদিশূরেণ সূরয়ঃ ॥ ১ ॥
বাক্‌শুদ্ধাঃ শুদ্ধকর্ম্মাণঃ সাগ্নিকাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-ন্যায়-স্মৃতি-বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

তে তু গোত্রেণ শাণ্ডিল্যো নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
বাৎস্যো ধরাধরঃ শ্রীমান্ সাবর্ণশ্চ পরাশরঃ ॥ ৩ ॥
কাশ্যপশ্চ সুষেণাখ্যো ভারদ্বাজশ্চ গৌতমঃ।
গৌড়েন্দ্রেণার্চ্চিতাস্তেন গৌড়ে বাসমরোচয়ন্ ॥৪॥ যুগ্মকম্।
তেষু পঞ্চসু গোত্রেষু পঞ্চানাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
পুত্রপৌত্রাদয়স্তেষাং কালেন বহবোঽভবন্ ॥ ৫ ॥
কুলীনাস্তে বরেন্দ্রেষু রাঢ়াসু চ নিবাসতঃ।
বারেন্দ্রা ইতি কথ্যন্তে রাঢ়ীয়া ইতি চ ক্রমাৎ ॥ ৬ ॥

কোলাঞ্চবাসোঽখিলযজ্ঞকর্ত্তা
ক্রিয়াকলাপেন বশিষ্ঠতুল্যঃ।
ধরাধরো দেবকৃশানুকল্পো
বেদো হি যস্মাৎ সুতভামবাপ ॥ ৭ ॥

ইতি কুলপঞ্জিকায়াম্।
(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪৮২—৪৮৬ পৃষ্ঠ।)

ধরামরাণাং প্রবরাদ্ধরাধরাদ্-
বরেন্দ্রভূমৌ প্রসসার যত্নতঃ।
সঙ্গামিনী গ্রামিণি তত্র সৎকুলে
শিখায়ি-সান্ন্যাল ইতি দ্বিজোঽজনি ॥ ৮ ॥

শিখায়ি-সান্ন্যাল-কুলস্য ধারা
গঙ্গেব যা পুণ্যতরঙ্গহারা।
পবিত্রগোত্রাদ্বিহিতাবতারা
ধরাধরাদেব বহত্যুদারা ॥ ৯ ॥

অজিরে তত্র ধারায়াং দিনাজপুরসন্নিধৌ।
রাজরামপুরগ্রামবাসিনশ্চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ১০ ॥

প্রকৃষ্টভূমিদানেন দিনাজপুর-রাজভিঃ।
পুরস্কৃত্য যথান্যায়ং বৃতাঃ কুলপুরোধসঃ॥ ১১॥
তত্র রামহরির্নাম চক্রবর্তিকুলেঽজনি।
তর্কপঞ্চাননোপাধির্বাদে পঞ্চাননোপমঃ॥১২॥
তস্মাদুদয়চন্দ্রোঽভূত্তর্কভূষণ আখ্যয়া।
উদয়চ্চন্দ্রসঙ্কাশঃ সন্দেহতিমিরাপহঃ॥ ১৩॥
তৎপুত্রঃ কৃষ্ণচন্দ্রো গুণনিধিরভবন্ন্যায়বাগীশ উক্তো
বক্তা বাগীশতুল্যঃ কবিরিব সুকবির্বিশ্বকর্ম্মেব শিল্পী।
পাণ্ডিত্যং শাস্ত্রবাদে প্রতিকৃতিরচনে চিত্রবিন্যাসকার্য্যে
কাব্যানাঞ্চ প্রবন্ধে সদৃশমবগতং ভাববিদ্ভির্যদীয়ম্॥ ১৪॥
তেনেয়ং ধরণীতলেঽমৃতরসপ্রস্যন্দিনী নর্ম্মদা
ধীরানন্দ-তরঙ্গিণী সুকবিনা গম্ভীরভাবা কৃতা।
অস্যাঃ স্রোতসি শীতলে চ বিমলে গঙ্গাপ্রবাহপ্রভে
কামং মজ্জত সজ্জনাঃ পিবত বা ক্ষুত্তৃড়্বিহন্তৄন্ রসান্॥ ১৫॥

অথ টীকাকারস্য পরিচয়ঃ।

ধীরানন্দ-তরঙ্গিণী-রচয়িতুস্তৎকৃষ্ণচন্দ্রাৎ সুধী-
রীশানালিকচন্দ্রবচ্ছুচিরভূদীশানচন্দ্রঃ কবিঃ।
বিদ্বদ্রত্নমুপাধিনাখিলজনা যং ন্যায়রত্নং বিদু-
র্গানে চিত্রবিধৌ চ বর্ণরচনাং যস্যাস্তবন্ ভাবুকাঃ॥ ১৬॥
বাগ্দেবীপরিবাদিনীরণিতবন্মিষ্টস্বরং গায়তঃ
পাঠং যস্য চ রাগতানমিলিতং শ্রুত্বা সহর্ষা বুধাঃ।
আনন্দাশ্রুজলচ্ছলেন কথয়মাসুর্দ্রবং চেতসো
বালাশ্চোচুরপি স্বভাবচপলাঃ স্থৈর্য্যেণ চৌর্য্যং হৃদঃ॥ ১৭॥

তস্য প্রভাতস্মরণীয়নাম্নঃ
স্বর্গেঽপি নূনং গুরুবৎ স্থিতস্য।
ঈশানচন্দ্রস্য নিরঙ্ককীর্ত্তে-
রিমে ত্রয়ঃ সম্প্রতি সন্তি পুত্রাঃ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বাগ্রজঃ শ্রীহরচন্দ্রনামা
শ্রীমান্ দ্বিতীয়শ্চ গিরীশচন্দ্রঃ।
ততোঽনুজন্মা চ মহেশচন্দ্রঃ
প্রাসূত দেবী হরসুন্দরী যান্ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বৈঃ শ্রীলগিরীশচন্দ্রচরণৈর্গ্রন্থপ্রকাশব্যয়ং
যচ্ছদ্ভিঃ স মহেশচন্দ্র উদিতঃ সঙ্ক্ষিপ্তয়া টীকয়া।
ব্যাখ্যাতুং স্বপিতামহেন রচিতাং তস্য প্রসাদাদিমাং
ধীরানন্দ-তরঙ্গিণীং রসময়ীং সংপ্রাচকাশন্মুদা ॥ ২০ ॥

সুখাবতারয়া ধীরা ধীরানন্দ-তরঙ্গিণীম্।
অবগাহধ্বমনয়া টীকয়া তীর্থভূতয়া ॥ ২১ ॥
ভুজঙ্গবিন্দুবহ্নিন্দুপূরণে শকহায়নে।
ইয়ং মহেশচন্দ্রেণ কৃতা টীকাগ্রহায়ণে ॥ ২২ ॥

শ্রীচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (২৯) সুত জগচ্চন্দ্র ও রামমোহন ৩০। জগচ্চন্দ্র-সুত চন্দ্রশেখর ও বৃন্দাবন ৩১। চন্দ্রশেখর-সুত হিমশেখর ৩২। তৎসুত পূর্ণেন্দুশেখর ৩৩ বৃন্দাবন-সুত বিপিনচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ৩২। বিপিন-সুত বিষ্ণুচন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর ৩৩। রামমোহন-সুত রজনীমোহন ৩১। তৎপুত্র প্যারীমোহন ও কামিনীমোহন ৩২।

গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি (২৯)-সুত বিজয়চন্দ্র ৩০। ইহাঁরই যত্নে দিনাজপুরে গবর্ণমেণ্ট জিলা স্কুল সংস্থাপিত হয়। ফল কথা,

তথাকার সমুদয় উন্নতির মূলই ইনি, সুতরাং চিরস্মরণীয়। কিন্তু ইনি অপুত্রক। ইঁহার জামাতা হরিকিশোর তর্কবাগীশ বাঙ্গালা ন্যায়পদার্থ-তত্ত্ব গ্রন্থ-প্রণেতা, তাহিরপুরের রাজার সভাসদ্।

হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি (৩১)-সুত কুমুদচন্দ্র ও বিহারী ৩২। গিরিশচন্দ্র (৩১)-সুত জয়চন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, যোগীন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র ৩২। জয়চন্দ্র-সুত শৈলেশচন্দ্র ও সীতেশচন্দ্র ৩৩। মহেশচন্দ্র (৩১)-সুত শিবচন্দ্র, সারদাচন্দ্র ও যতীন্দ্রচন্দ্র ৩২। শিবচন্দ্র (৩২)-সুত মুকুন্দচন্দ্র ও গুণেন্দ্রচন্দ্র ৩৩।

বাৎস্য-গোত্রে কামদেব কালীহাই-গ্রামী।

কামদেব কালীহাই-গ্রামীদিগের আদিপুরুষ শশী। পুত্র সোমনাথ, ভূতনাথ, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভৈরব। ভৈরবের এক পুত্রের নাম প্রজাপতি। তৎপুত্রদ্বয়ের নাম ভীম ও জগন্নাথ।

জগন্নাথের পাঁচ পুত্র—গোয়ীচন্দ্র, গঙ্গানন্দ, বরাই, শশধর ও অভয়। পঞ্চক্রোশী সমাজ গোয়ীচন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। গঙ্গানন্দ ও বরাই কর্ত্তৃক কাণসোণা সমাজ প্রসিদ্ধ। সাতশতী বৈজুড়ী সমাজ শশধর দ্বারা বিখ্যাত। অভয়ের নামে জয়ন্তী-পুরী সমাজ গণ্য ও মান্য। এই সকল সমাজস্থ লোক প্রায় পাবনা জিলাতেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

কাশ্যপ-গোত্রীয়

বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশাবলী।

(ক্রমান্বয়ে অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল।)

মূলপুরুষ বীতরাগ, ইনি কান্যকুব্জ। পুত্র সুষেণ ১ (গৌড়ে আগত)। ব্রহ্ম ওঝা ২। দক্ষ ৩। শান্তনু ৪। পীতাম্বর ৫। হিরণ্যগর্ভ ৬। ভূগর্ভ ৭। বেদগর্ভ ৮। জগন্মহামণি ৯। সুত স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্ট, পর্য্যায় ১০ (মূলপুস্তক ২৯৬ ও ২৯৭ পৃষ্ঠ দেখ)। স্বর্ণরেখ-সুত সিন্ধু ওঝা ১১। তদীয় দত্তক রুড় ১২। পুত্র ক্রতু ভাদুড়ী ও মতু মৈত্রেয়, পর্য্যায় ১৩।

ভাদুড়ী-বংশ

(মূলপুস্তক ৫১৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

সঙ্কর্ষণ ১৪। ভল্লুকাচার্য্য ১৫। তৎপুত্র যোগেশ্বর ও দিবাকর করঞ্জ ১৬। করঞ্জগ্রামী শ্রোত্রিয়; ভাদুড়ীগ্রামী কুলীন। যোগেশ্বর-পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ১৭। বৃহস্পতি আচার্য্য ১৮। উদয়নাচার্য্য ১৯। পশুপতি ২০। আনাই, ভূ, ভবানী, চণ্ডী, গৌরী, রুদ্রাণী ও শচী এই সাতজন, তন্মধ্যে আনাই কুলীন ২১। ইঁহাদের সকলেরই নামের পরে 'পতি'-সংজ্ঞা যোগ করিতে হইবে।

আনাই (২১)-সুত বলাই ২২। অংশুমান্ ২৩। সুত মুকুন্দ ২৪। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীনাথ ২৫। শ্রীকৃষ্ণ-সুত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৬। পুত্র জানকী-বল্লভ ২৭। রামকৃষ্ণ ২৮। শ্যাম রায় ২৯। পুত্র পাচু রায়

ভুপ ও ভুবন রায় ৩০। পাঁচু-সুত রসিক রায় ৩১। তৎসুত রাম-কান্ত ও রাজা কৃষ্ণকান্ত, ইনি চৌগাঁয়ের রাজা, পর্য্যায় ৩২। পুত্র রুদ্রকান্ত ৩৩। পৌত্র রাজা রোহিণীকান্ত ৩৪।

ভুবন রায়-সুত হরগোবিন্দ ৩১। আনন্দীরাম ও বিনোদী-রাম ৩২। বিনোদী-সুত তাহিরপুরের রাজা বীরেশ্বর ৩৩। তৎপুত্র রাজা চন্দ্রশেখর ৩৪। পৌত্র রাজা শশিশেখরেশ্বর ৩৫।

মুকুন্দ-প্রমুখ গোপীনাথের (২৫) ধারা।—যদুনাথ ২৬। লক্ষ্মীনাথ ২৭। সুত রামবল্লভ, হরিবল্লভ, প্রাণবল্লভ ও গৌরবল্লভ ২৮। গৌরবল্লভ-সুত রামগোবিন্দ ২৯। রাম-গোবিন্দ-সুত রাজা হরিরাম সিংহ, ইনি সুসঙ্গের রাজা, পর্য্যায় ৩০। পুত্র রুদ্রচন্দ্র সিংহ ৩১। তদীয় দত্তকপুত্র গোপীনাথ সিংহ ৩২।

মৈত্রেয়-বংশের ধারার একদেশ।

(ধারাবাহিক অধস্তনে ক্রমশঃ অঙ্কপাত করা গেল।)

মতু মৈত্রেয়, পর্য্যায় ১৩। পুত্র স্থিরাচার্য্য ১৪। দেৌ আচার্য্য ১৫। ভিকু বা ভিক্ষুক ও বৃহস্পতি ১৬। পুত্র কূপ ওঝা ও ষোল (সবল) ওঝা ১৭। কূপ-সুত গণ্ড ও নৃসিংহ ১৮। ষোল-সুত কেশব ১৮। জীব ওঝা (ছয়ঘরিয়া) ১৯। বামন ২০। শূলপাণি ২১। মধুসূদন ২২। বিষ্ণুনাথ ২৩। কালিদাস ২৪। বিদ্যাপতি ২৫। শুভঙ্কর ২৬। ভবানন্দ ২৭। কৃষ্ণানন্দ পাঠক ২৮। নয়নানন্দ ২৯। মথুরানাথ ৩০। কামদেব সরকার ৩১। পুত্র রাজা রামজীবন, ইনি নাটোরের রাজা রঘুনন্দন রায়ের ভ্রাতা ও বিষ্ণুরাম-বৃত্তিভোগী, পর্য্যায় ৩২।

রাজা রামজীবন-সুত রাজা কালিকাপ্রসাদ ও রাজা রামকান্ত ৩৩। রামকান্তের পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া অন্নপূর্ণা-সদৃশী রাণী ভবানী। রামকান্তের (৩৩) দত্তক পুত্র পরমধার্ম্মিক রাজা রামকৃষ্ণ ৩৪। পৌত্র রাজা বিশ্বনাথ ও রাজা শিবনাথ ৩৫। বিশ্বনাথ-পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র ৩৬। তৎপুত্র রাজা গোবিন্দনাথ ৩৭। পৌত্র রাজা জগদীন্দ্রনাথ ৩৮। শিবনাথ-সুত রাজা আনন্দনাথ সি. এস্. আই. ৩৬। পৌত্র রাজা চন্দ্রনাথ ও রাজা যোগেন্দ্রনাথ ৩৭। (মূলপুস্তক ৫১৩ হইতে ৫১৬ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কারিকা দেখ।)

কাশ্যপে করঞ্জ-গাঞি।

মঙ্গল ওঝা হইতে করঞ্জ-গাঞির সৃষ্টি ধরা যায়। তিনি অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী মান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহায়তা-নিবন্ধন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র-কুলের পরিবর্ত্ত-প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত সামাজিকবর্গ করঞ্জগ্রামী—আমাহাটী ও বাহিরবন্দের রায়, মাগুলিয়া ও ভাঙ্গার চৌধুরী, রূপপুরের অধিকারী, ব্রাহ্মণীকুণ্ডার মল্লিক, বেথুরিয়ার চক্রবর্ত্তী এবং নাটিটীর ভট্টাচার্য্য।

রাঢ়ীয়-শ্রেণী গুড়গোষ্ঠী (কাশ্যপ-গোত্র)

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪৬২ পৃষ্ঠ দেখ)।

গুড়গ্রামিগণের দুই ভাগ দেখা যায়। যথা—কনকদণ্ডী ও বেণাফুলী বা বেণাপুলী। যশোহর জিলার অনেক

স্থলেই বেণাফুলী গুড়ের আধিক্য দেখা যায়। বাঘ-আচঁড়া, গদখালি, কোটা, চূড়ামনকাটী ও শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি স্থানের গুড়গণ বেণাফুলী বলিয়া বিশেষ পরিচিত। মহেশপুর ও মৃজাপুরের রায়-চৌধুরিগণ এবং কোঁচবিহারের লাউভাঙ্গার বক্সীগণ কনকদণ্ডী গুড় ও চির-ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোঁচবিহারের বক্সীগণ চিরকালই কোঁচবিহার-রাজের মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু শিবপ্রসাদের পরে আর কেহই ঐ পদ লাভ করিবার যোগ্য হয়েন নাই। বৈবাহিক সম্বন্ধে বড়বড়িয়ার ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট ও কৃষ্ণনগর সমাজে কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া বিশেষ পরিচিত। পঞ্চকোটের গুড়-গোষ্ঠী বেণাফুলী।

মহেশপুরের রায় চৌধুরীর (নয়-আনীর) পরিচয়।

(ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল।)

কেশব (২২)-প্রমুখ সন্তোষ (২৩)-বংশ।—পুত্র বাসুদেব, রামনাথ ও রামগোপাল ২৪। বাসুদেব রায় চৌধুরী-সুত প্রাণনাথ, হরানন্দ, শিবানন্দ ও মহানন্দ ২৫। প্রাণনাথ-সুত নীলাকান্ত, শ্রীকান্ত ও রুক্মিণীকান্ত ২৬। নীলাকান্ত-সুত তারিণীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ প্রভৃতি পাঁচজন ২৭। তারিণী-সুত জয়কৃষ্ণ ২৮। সুত অবিনাশ প্রভৃতি ২৯। কালীপ্রসাদ-সুত যামিনীকান্ত ২৮। শ্রীকান্ত-সুত প্রতাপ ২৭। তৎপুত্র দ্বিজরাজ ২৮। রুক্মিণীকান্তের কন্যা রেখা ২৭। জামাতা যদুপতি মুখোপাধ্যায়, (রুক্মিণীর) দৌহিত্র চন্দ্রভূষণ ও ইন্দুভূষণ ২৮। চন্দ্র-সুত ললিত ২৯। তৎপুত্র হাজরা ৩০।

ইঁহারা ফুলিয়া মেলের কেশব মুখোপাধ্যায়ের সন্তান। কেশব মধুসূদন তর্কালঙ্কারের প্রপৌত্র (মূলপুস্তক ৫৪১ পৃষ্ঠ দেখ)।

হরানন্দ (২৫)-সুত উমাকান্ত ২৬। কান্তনাথ ও কনকনাথ ২৭। কান্তনাথ-সুত ব্রজ ২৮। কনক-সুত উপেন্দ্র ২৮। তৎপুত্র ভূপেন্দ্র ২৯। শিবানন্দ ২৫। যুগল ২৬। কালীকিশোর ও অপরেশ ২৭।

রামনাথ রায় চৌধুরী ২৪। গোপীনাথ ২৫। রতিকান্ত, শ্যামাকান্ত, গঙ্গাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, পূর্ণকান্ত ও সীতাকান্ত ২৬। রতি-সুত আনন্দ ও মদন ২৭। মদন সুত নকুলেশ্বর প্রভৃতি ২৮। শ্যামাকান্ত-সুত রতন ২৭। গঙ্গাকান্তের জামাতা শ্যামাচরণ। কৃষ্ণকান্ত সুত মতি ও ননীগোপাল ২৭। সীতাকান্তের দত্তক জ্যোতিশ্চন্দ্র ২৭।

রামগোপাল রায় চৌধুরী ২৪। সুত উদয়চাঁদ, ভৈরবচাঁদ, রামপ্রসাদ ও বিজয়চাঁদ ২৫। উদয়-সুত নবকান্ত, আদ্যাকান্ত ও দেবীকান্ত ২৬। নবকান্ত-সুত তারণ ২৭। সুত সহায়রাম ২৮। আদ্যাকান্ত-সুত কৈলাস ও হরিশ্চন্দ্র ২৭। হরিশের জামাতা শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য (উকীল, নবদ্বীপ)।

ভৈরব সুত দুর্গাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি ২৬। দুর্গাকান্তের দৌহিত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ (ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান)।

বিজয়চাঁদ-সুত যজ্ঞকান্ত, বাণীকান্ত ও যদুকান্ত ২৬। যজ্ঞকান্ত-সুত ভুবনমোহন, নীলমোহন ও রজনীমোহন ২৭। ভুবনমোহন-সুত শশিভূষণ, বঙ্কুবিহারী, ইন্দুভূষণ, কুমার ও বসন্ত ২৮। বাণীকান্ত-সুত নিমাইচাঁদ, রামচন্দ্র ও অধর

প্রভৃতি ২৭। যদুকান্ত-সুত কিশোরীমোহন ও পঞ্চানন ২৭। কিশোরী-সুত দাশরথি, মন্মথ ও অনন্ত ২৮।

কেশব-প্রমুখ রামনারায়ণ (২৩)-বংশ :—সুত সীতারাম, মনোহর ও কামদেব ২৪। সীতারাম-সুত কাশীনাথ ও ব্রজনাথ প্রভৃতি ২৫। কাশীনাথ-সুত রাধাচরণ, রাজকিশোর, রঘুমণি, কিনু ও আনন্দ ২৬। রাধাচরণ-সুত কৈলাস ২৭। কৈলাস-সুত নন্দ ও মণিভূষণ প্রভৃতি ২৮। রঘুমণি-সুত হেমচন্দ্র ২৭।

মনোহর (২৪)-সুত তিতুরাম ২৫। তৎপুত্র কালিদাস ২৬। সুত ভগবতীচরণ ও শিবচরণ ২৭। ভগবতী-সুত খুদি-রাম ২৮।

কেশব-প্রমুখ রামদেব (২৩)-বংশ।—রাজারাম, কান্তরাম, ও কৃষ্ণরাম ২৪। রাজারাম-সুত বলরাম ২৫। রামকুমার ২৬। নীলকমল ও মদন ২৭। মদন-সুত বিপিন ২৮। জীবন ২৯।

কৃষ্ণরাম ২৪। ছকু, গঙ্গাধর, নন্দিরাম ও মহাদেব ২৫। ছকু-সুত মাণিক, সদানন্দ, নিত্যানন্দ ও চৈতন্য ২৬। নিত্যা-নন্দ-সুত আনন্দ ২৭। কন্যা হরিপ্রিয়া ও ভবতারিণী ২৮। হরিপ্রিয়ার স্বামী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, পুত্র ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিলাতী বি. এস্.সি., এফ্. আর্. এস্. (Mr. P. Mookerji Esqr., B. Sc., F. R. S.; Professor, Presidency College, Calcutta)। ভবতারিণীর স্বামীর নাম প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেশব-প্রমুখ রাঘবেন্দ্র (২৩)-গোষ্ঠী।—কেশবের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রগণের মধ্যে রাঘব জ্যেষ্ঠ। পুত্র হরিদেব, চন্দ্র-

শেখর ও রামশরণ ২৪। হরিদেব-সুত বলরাম ২৫। চন্দ্রশেখর-সুত পার্ব্বতীচরণ ২৫। সুত কালীকুমার ২৬। ভুবন ও যাদুলাল ২৭। ভাগিনেয় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ২৮ (সিমলা)।

রামশরণ (২৪)-সুত জয়নারায়ণ ও নীলকণ্ঠ ২৫। জয়-নারায়ণ-সুত পদ্মলোচন ও রামমোহন ২৬। পদ্ম-সুত ভগবান্, ঈশান, রতিকান্ত ও গিরিধর ২৭। রতিকান্ত-সুত গিরিজাকান্ত, শ্রীকান্ত ও নীলাকান্ত ২৮।

রামমোহন (২৬)-সুত বৈদ্যনাথ ও কালাচাঁদ ২৭। বৈদ্য-নাথ-সুত সূর্য্যকুমার ও কুমারীশ ২৮। সূর্য্য-সুত শিশির ২৯। কুমারীশ-পুত্র কৃষ্ণ, প্রমথ ও ক্ষিতীশ প্রভৃতি ২৯। কালা-চাঁদ-সুত বিলাস, মুকুন্দ, পূর্ণ, সুরেশ ও শশিভূষণ ২৮।

নীলকণ্ঠ ২৫। সুত ভোলানাথ ২৬। পৌত্র গৌরমোহন ২৭। প্রপৌত্র বৈকুণ্ঠ ২৮। বৃদ্ধপ্রপৌত্র হীরালাল রায় ২৯। ইহাঁর ভাগিনেয় জিয়েরখার সুখদাকান্ত রায় চৌধুরী। হীরালালের কন্যার নাম নগেন্দ্রবালা ৩০। জামাতার নাম কৃষ্ণ রায়, নিবাস কুড়ালগাছি, জিলা নদিয়া।

(সাত-আনী) কেশব রায়-প্রমুখ রাম রায় (২৩)-গোষ্ঠী

(মূলপুস্তক ৪৬১ পৃষ্ঠ দেখ।)

রাম রায়ের পাঁচ পুত্র—রামজীবন, ইন্দ্রনারায়ণ, বাগেশ্বর, রামচন্দ্র ও কল্যাণ ২৪। রামজীবনের সন্তানগণ বড় সরকার বলিয়া প্রসিদ্ধ (মূলপুস্তক ৪৬১ পৃষ্ঠ দেখ)।

ইন্দ্রনারায়ণের (২৪) ধারা (পঞ্চ-পাণ্ডব)।

ইন্দ্রনারায়ণ-সুত বিষ্ণুরাম, কাশীশ্বর, রঘুরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ ও নন্দকিশোর ২৫ (পাণ্ডব-সদৃশ পরাক্রান্ত বলিয়া পঞ্চ-পাণ্ডব নামে খ্যাত)।

বিষ্ণুরাম-সুত দেবীচরণ ও ভবানীচরণ ২৬। দেবীচরণ-সুত রামমোহন ২৭। কন্যা উমাসুন্দরী ২৮। উমার পুত্র বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯। ভবানীচরণ-সুত শ্যামচাঁদ ২৭। পুত্র কালীকুমার ও নবকুমার ২৮। কালীকুমার-সুত সৌরেশ, প্রণবেশ ও জিতেন্দ্রনাথ ২৯। সৌরেশ পুত্র অতীন্দ্র ও ভুপেন্দ্র বি. এ. ৩০। তৎপুত্র নাম অজ্ঞাত ৩১।

কাশীশ্বর ২৫। পুত্র কালীপ্রসাদ, রামচরণ ও রামহরি ২৬। কালীপ্রসাদ-সুত লালচাঁদ বা লালমোহন ২৭। তৎপুত্র শশধর ২৮। পুত্র সমরেশ বি. এ. ২৯। রামচরণ-সুত প্রেমচাঁদ ও জগচ্চাঁদ ২৭। প্রেমচাঁদ-সুত মথুরেশ, হৃষীকেশ ও ত্রিপুরেশ ২৮। হৃষীকেশ-সুত প্রমোদ, কুমারীশ ও রাম ২৯। জগচ্চাঁদ-পুত্র উমেশ ও কৈলাস ২৮। রামহরি-সুত গোবিন্দ ও অক্ষয় ২৭। গোবিন্দ-সুত শ্রীপতি, যদুপতি ও ভূপতি ২৮।

রঘুরাম ২৫। সুত ভৈরব ও শিবনাথ ২৬। শিবনাথ-সুত অমরনাথ ২৭। পুত্র রাখাল, গোপাল, নেপাল, প্রহ্লাদ ও শুকদেব ২৮। রাখাল-সুত মনোমোহন ২৯।

লক্ষ্মীনারায়ণ ২৫। সুত কালীচরণ ও চণ্ডীচরণ ২৬। চণ্ডী-সুত চন্দ্রকান্ত ২৭। কন্যা জয়কালী ২৮। (চন্দ্রকান্ত-)দৌহিত্র গোবিন্দ রায় (কেশরকুনী) ২৯। গোবিন্দ-সুত হাজারী ৩০।

নন্দকিশোর ২৫। রামকিশোর, বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ, হরনাথ, ভবানী, গৌরাচাঁদ ও ফকীরচাঁদ ২৬। বিশ্বনাথ-সুত কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও রতনমোহন ২৭। কৃষ্ণমোহন-সুত নিমচাঁদ ২৮। পুত্র অখিল, অধর ও মোহিনী ২৯। অখিল-সুত সৃষ্টিধর ৩০। রতনমোহন-সুত রামগোপাল ২৮। পুত্র বিনোদমোহন, শিবপদ ও অনাথনাথ ২৯।

শম্ভুনাথ-সুত লালমোহন ২৭। অম্বিকাচরণ (দত্তক পুত্র) ২৮। তৎসুত ধনপতি ২৯ (নিঃসন্তান মৃত)।

হরনাথ-সুত মদন, গোপী, ব্রজ, গোলোক, শ্রীমোহন ও রাজমোহন ২৭। রাজমোহন-সুত ভূপতি ও উমাপতি ২৮। ভূপতি-সুত নলিনীমোহন ২৯। নলিনী-সুত নাম অজ্ঞাত ৩০। উমাপতি-সুত সত্যপ্রসাদ প্রভৃতি ২৯।

ফকীরচাঁদ-সুত চন্দ্রমোহন ২৭। নবীনচন্দ্র (দত্তক পুত্র) ২৮। নবীনের পুত্র নগেন্দ্রনাথ, কন্যা মহামায়া ও ইন্দুমতী ২৯। মহামায়ার স্বামী যোগীন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বহির্গাছী)।

রাম রায়-প্রমুখ বাণেশ্বর (২৪)-বংশ।

বাণেশ্বর-সুত নন্দদুলাল, জয়নারায়ণ, বলরাম, রঘুনাথ ও রামকানাই ২৫। নন্দদুলাল-সুত মাণিক, হরচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, ভগবান্, গোলোক ও কালাচাঁদ ২৬। মাণিক-সুত ঈশ্বর ২৭। ত্রিপুরাচরণ ও ইন্দুভূষণ ২৮। ইন্দুভূষণ-সুত গিরিজাভূষণ প্রভৃতি ২৯। ত্রিপুরাচরণ-সুত নারায়ণপদ প্রভৃতি ২৯।

জয়নারায়ণ-সুত পার্ব্বতীচরণ ২৬। তৎপুত্র জগন্মোহন ও ভবানীশঙ্কর ২৭। ভবানী-সুত রামলাল ২৮। জগন্মোহন-

সুত কৃষ্ণলাল ২৮। সুত গোপাল ও গণপতি ২৯। গোপাল-সুত যামিনী ও উষাপতি ৩০। গণপতি-সুত সতীপতি ৩০।

বলরাম-সুত কীর্ত্তিনারায়ণ ২৬। সুত কালিদাস ২৭। পুত্র মন্মথ ২৮। বৈদ্যনাথ, বিমলা ও যজ্ঞেশ্বর ২৯।

রঘুনাথ-সুত ব্রজলাল ২৬। সুত মধুসূদন ২৭। সুত রামধন ও শ্যামধন ২৮। বাণেশ্বরের সন্তানগণ-মধ্যে সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়।

রাম রায়-প্রমুখ রামচন্দ্র (২৪)-সুত দর্পনারায়ণ, কমলাকান্ত, রামকান্ত, বিদ্যাধর, কৃষ্ণকান্ত ও গৌরীকান্ত ২৫। দর্পনারায়ণ-সুত শিবপ্রসাদ ২৬। বৈদ্যনাথ ও গিরিধর ২৭। বৈদ্যনাথ-সুত যোগেশচন্দ্র ২৮। সুত স্মরজিৎ ২৯। গিরিধর-সুত শৌরেশ ২৮ (নিঃসন্তান)। কমলাকান্ত-সুত সদাশিব ২৬। আনন্দ ২৭। কালীপ্রসন্ন ২৮। শ্রীগোপাল ও রাম ২৯।

রামকান্ত-সুত রাজকিশোর ২৬। সুত দ্বারিক ২৭ (নিঃসন্তান)। বিদ্যাধর-সুত পাঁচু ২৬। সুত সনৎকুমার ও সূর্য্যকুমার ২৭। সনৎকুমার-সুত নীরদবরণ ও ভোলানাথ ২৮। নীরদবরণ-সুত শিবশরণ ২৯। সূর্য্য-সুত বিজয়কুমার ২৮।

কৃষ্ণকান্ত-সুত রাধানাথ ২৬। সুত মদন ও কালীপ্রসন্ন ২৭। মদন-সুত গঙ্গেশ ও প্রভাস ২৮। প্রভাস-সুত অবনীশ ২৯। কালীপ্রসন্ন-সুত আশুতোষ ২৮। গৌরীকান্ত-দৌহিত্র আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৭। সুত মথুরেশ ২৮। সুত প্রমথনাথ ২৯। তৎপুত্র জিতেন্দ্রনাথ ৩০ (মধুসূদন তর্কালঙ্কার-প্রমুখ কেশব-গোষ্ঠী)।

রাম রায়-প্রমুখ কল্যাণ রায় (২৪)-বংশ।—দুর্গাচরণ ২৫।

দেবীচরণ ও সদাশিব ২৬। দেবীচরণ-সুত রুদ্রকণ্ঠ ও সীতানাথ ২৭। রুদ্র-সুত গোপাল ও কুমুদ ২৮। সদাশিব-সুত রাধামোহন, নকু, নিমচাঁদ ও নন্দরাম ২৭। রাধামোহন-সুত শশিভূষণ ২৮। কুমুদ-সুত নাম অজ্ঞাত ২৯। রুদ্রকণ্ঠের তুল্য গায়ক অতি অল্প দেখা যায়।

রামকৃষ্ণ (২৩)-বংশ (এগার পাই)।

রামকৃষ্ণ-সুত রঘুনন্দন, রামগোপাল ও রামগোবিন্দ ২৪। রঘুনন্দন-সুত রামেশ্বর ও হরিনারায়ণ ২৫। রামেশ্বর-সুত শিবনারায়ণ ও শম্ভুনাথ ২৬। শম্ভু-সুত কালীনাথ ২৭। প্রবোধ ২৮। পুত্র অহীন ও শ্রীগোপাল ২৯। হরিনারায়ণ-সুত বীরনারায়ণ ও রামরতন ২৬। বীরনারায়ণ-সুত আদ্যানাথ, রাধানাথ ও প্রেমচন্দ্র ২৭। আদ্যানাথ-সুত মধু ও গঙ্গেশাদি তিন ২৮। মধু-সুত বিহারী ২৯। প্রেমচন্দ্র-সুত রাজকৃষ্ণ ও দীননাথ ২৮। রাজকৃষ্ণ-সুত অরুণরাজ, নলিনীকান্ত ও অপূর্ব্বনাথ ২৯। দীননাথ-সুত অনীকিনীনাথ ও উর্ব্বীশনাথ ২৯।

রামকৃষ্ণ-প্রমুখ রামগোপাল ২৪। রামনারায়ণ, রামানন্দ, রামসুন্দর ও রামলোচন ২৫। রামনারায়ণ-সুত রামনিধি, ভবানীচরণ ও শ্রীনাথ ২৬। রামনিধি-সুত লোকনাথ ২৭। সুত সীতানাথ, যদুনাথ ও গোলোকনাথ ২৮। সীতানাথ-সুত দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ২৯। ভবানী-সুত দেবনাথ, কাশীপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ, অন্নদা, রাধিকাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ ২৭। কাশীপ্রসাদ-সুত জগন্মোহন ও কেদার ২৮।

রামানন্দ ২৫। সুত হরানন্দ, রামহরি ও দেবানন্দ ২৬। হরানন্দ-সুত মাধব ২৭।

রামসুন্দর ২৫। সুত পদ্মনাভ ও জগন্মোহন ২৬। পদ্মনাভ-সুত চক্রপাণি, কন্যা আনন্দময়ী ২৭। সুত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ (ফুলিয়া)। তৎপুত্র প্রমোদ ২৯। জগন্মোহন-সুত কালীমোহন ও নীলমোহন ২৭। কালী-মোহন-সুত মথুরানাথ ২৮। তৎপুত্র রবীন্দ্র ২৯।

রামকৃষ্ণ-প্রমুখ রামগোবিন্দ ২৪। রামধন ও প্রাণধন ২৫। রামধন-পুত্র ঈশ্বর ও মহেশ ২৬। কন্যা জগত্তারিণী, মহা-লক্ষ্মী ও কুসুমকামিনী ২৭। মহালক্ষ্মী-সুত শিবদাস রায় ২৮।

এগার পাইদিগের প্রেমচন্দ্র রায় চৌধুরী অদ্বিতীয় বুদ্ধি-মান্, বিচক্ষণ, সদাশয় এবং লোকহিতৈষী ছিলেন। তিনি যে সময়ের লোক ছিলেন, সে সময়ে এদেশে পারস্য ভাষার প্রচলন অধিক ছিল। তিনি সেই ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের মীর মুন্সী-পদের গৌরব তাঁহাদ্বারাই সুরক্ষিত হয়। "উৎকোচ-গ্রহণ-পদ্ধতি অতি হীনতার কার্য্য এবং বিশেষ পাপজনক, এই পাপ যাবৎ আদালত হইতে দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ ইংরাজ-শাসনে দোষ থাকিবে" বলিয়া তিনিই প্রথমতঃ সাহসপূর্ব্বক সাক্ষ্য দেন। তাঁহার মনস্বিতাও অধিক ছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই পেন্সনের উপর উপজীব্য সংস্থাপন-পূর্ব্বক ইংরাজী Hydropathy গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় জলচিকিৎসা-নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অসংখ্য নিরন্ন ও নিরুপায় লোকের জীবন দান করেন। তৎকালে পল্লীগ্রামে

ডাক্তারী চিকিৎসার নাম গন্ধও ছিল না, নাগরিক লোকেই উহা অনুভব করিত মাত্র। ইহাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার আরও প্রমাণ এই যে, ইংরাজী হইতে ঐ পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বৃদ্ধাবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় কবি ৺কৃষ্ণা-নন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ কহিতেন, প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত না পড়িলেও তাঁহার রস-বোধ অধিক। ৺প্রেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী পিতৃপথ অনুসরণ করিয়া 'নরদেহ-নির্ণয়' লেখেন। উহাদ্বারা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকাশিত হয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর্ ও গবর্ণমেণ্ট পেন্সন্-ভোগী। বঙ্গভাষায় তৎকৃত অর্থব্যবহার, প্রকৃতিপাঠ ও রসায়নাদি গ্রন্থ স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক বলিয়া প্রচলিত আছে।

ধন বিজয় চট্ট-বংশ (বল্লভী)।

ধন বিজয়-প্রমুখ মধুসূদনের ধারা (২৩০ পৃষ্ঠ ৭ পঙক্তি দেখ)।—অযোধ্যারাম ২১। রামানন্দ ২২। কালীপ্রসাদ ২৩। পুত্র শম্ভুচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, ত্রিলোকচন্দ্র ও শিবচন্দ্র ২৪। ত্রিলোক-সুত গোপালচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও প্রসন্নচন্দ্র (ইনি ভঙ্গ) ২৫। গোপাল-সুত আশুতোষ ও ব্রজনাথ ২৬। ইহাঁরা যশোহর জিলার কাদীরকোণ-(কোটচাঁদপুর)নিবাসী।

চট্ট অবসথী নন্দগোপালের ধারা

(২৪৩ পৃষ্ঠ শেষ পঙ্‌ক্তি দেখ)।

জয়নারায়ণ ২৬। সুত নকুড়চন্দ্র ও দেবনাথ ২৭। নকুড়-সুত নীলমণি ও সারদাপ্রসাদ ২৮। নীলমণি সুত অবিনাশচন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র ও আশুতোষ ২৯। অবিনাশ-সুত বিষ্ণুপদ প্রভৃতি ৩০। কীর্ত্তিচন্দ্র-সুত জিতেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ৩০। হরিশ্চন্দ্র-সুত নিত্যগোপাল প্রভৃতি ৩০। আশু-সুত অরুণ প্রভৃতি ৩০।

সারদাপ্রসাদ ২৮। সুত অনুকূলচন্দ্র, সত্যব্রত ও পঙ্কজকুমার ২৯। অনুকূল-সুত হিমাংশুনাথ ও সুধাংশুভূষণ ৩০। ইহাঁরা কাঁটালপাড়া-বাসী।

চট্ট রামকিঙ্করের ধারা (২৪৪ পৃষ্ঠ নিম্ন হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি দেখ)।—ভগবতীচরণ ২৭। পুত্র অক্ষয়, বঙ্কিম, অনন্ত, অতুল, মনোমোহন ও অমর ২৮। অক্ষয়-সুত মোহিতকুমার ও নলিনীকুমার ২৯। বঙ্কিম-সুত অটলবিহারী ও রাসবিহারী ২৯।

শ্রীধর ঠাকুর (২৭) (ফুলিয়া মেলের মুখুটী)।

ফুলিয়া মেলের নীলকণ্ঠ ঠাকুর-প্রমুখ শ্রীধর-প্রকরণে (৬৯ পৃষ্ঠ ১৩ পঙ্‌ক্তি) শ্রীধর-পৌত্র শুকদেব স্থলে নন্দরাম হইবে। (নিম্ন হইতে ৩ পঙ্‌ক্তিতে) রাধিকাপ্রসাদ, পর্য্যায় ৩৪। সুত শরচ্চন্দ্র, অধরচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র, প্রকাশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র ৩৫। ইহাঁরা ফুলিয়া-নিবাসী। নির্ম্মল-সুত ইন্দুমাধব ৩৬।

শ্রীধরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামহরি (৬৯ পৃষ্ঠ ৪ পঙ্‌ক্তি দেখ), পর্য্যায় ৩১। সুত বিজয়নারায়ণ, জয়নারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ

৩২। জয়নারায়ণ-সুত কালীপ্রসাদ ৩৩। তৎপুত্র চন্দ্রমোহন, হরমোহন, গোবিন্দমোহন ও রাজমোহন ৩৪। রাজমোহন ত্রিবেণী-নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বৃদ্ধ-প্রদৌহিত্র। ইহাঁর মাতামহের নাম গোপীনাথ ন্যায়বাগীশ। রাজমোহন-সুত কৃপানাথ, বিষ্ণুচরণ, করুণাময়, বামাচরণ, গৌরীচরণ, করালীচরণ ও জিতেন্দ্রনাথ ৩৫। ইন্দ্রনারায়ণ (৩২)-সুত কৃষ্ণপ্রসাদ ৩৩। তৎপুত্র কৈলাস ৩৪। তৎপুত্র বিভূতি ৩৫। কৈলাস হবিবপুরের প্রসিদ্ধ পাকড়াশী-দৌহিত্র।

রামেশ্বর ঠাকুর (ফুলিয়ার মুখুটী)।

নীলকণ্ঠ-প্রমুখ রামেশ্বর-প্রকরণে (৭১ পৃষ্ঠ ৩ পঙ্‌ক্তিতে) শঙ্কর ২৯। সুত ব্রজকিশোর, রামদুলাল, রামহরি, রামনিধি ও সর্ব্বেশ্বর ৩০। রামদুলাল-সুত কাশীনাথ, বিষ্ণুচন্দ্র, বিশ্বনাথ, রাধারমণ ও হরচন্দ্র ৩১। কাশীনাথ-সুত আনন্দচন্দ্র ও নীলকমল ৩২। আনন্দচন্দ্র-সুত গোপীনাথ ও দীননাথ ৩৩। দীননাথ-সুত কালীসাধন ৩৪।

বিষ্ণুচন্দ্র (৩১) সুত উমেশচন্দ্র ৩২। তৎসুত ঈশানচন্দ্র ৩৩। তৎপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ ৩৪। ইহার পুত্র পাঁচুগোপাল প্রভৃতি ৩৫, নিবাস মালীপোতা।

রামদুলাল (৩০)-পুত্র রাধারমণ ৩১। পৌত্র রাজকুমার ৩২। প্রপৌত্র অঘোরনাথ ৩৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র কালীশ্চন্দ্র ৩৪, দেপাড়া-নিবাসী।

রামশঙ্কর-সুত সর্ব্বেশ্বর ৩০। পুত্র শিবনারায়ণ ৩১।

পৌত্র কামাখ্যাচরণ ও আদ্যাচরণ ৩২। আদ্যাচরণ-সুত সতীশচন্দ্র ৩৩, মালীপোতা-নিবাসী।

২২২ পৃষ্ঠে রামদেব-প্রমুখ কৃষ্ণজীবন ঠাকুরের ধারায় ২২৩ পৃষ্ঠের ১ পঙ্‌ক্তি হইতে ৫ পঙ্‌ক্তির ভুল সংশোধন কর। যথা—পার্ব্বতীচরণ, সহোদর চণ্ডীপ্রসাদ ও চণ্ডীচরণ ৩১। চণ্ডী-সুত ঈশ্বরচন্দ্র ৩২। পুত্র শিবচন্দ্র, উদয়চন্দ্র, রমানাথ ও নবীনচন্দ্র ৩৩। রমানাথ-সুত দীননাথ, গোপীনাথ ও হরিনাথ ৩৪। হরি-সুত তারাপদ ও কালীপদ ৩৫। পার্ব্বতীচরণ-সুত আনন্দচন্দ্র ৩২। আনন্দ-সুত কৈলাসচন্দ্র ও হরচন্দ্র ৩৩। হরচন্দ্র-সুত অবিনাশ ৩৪। তৎপুত্র সুরেশ ৩৫।

খড়দহ মেলের মুখুটী।

খড়দহ মেলে যোগেশ্বর-বংশে পূর্ণানন্দ-প্রমুখ মধুসূদন-প্রকরণে (১৫১ পৃষ্ঠ ৪র্থ পঙ্‌ক্তি দেখ) রামহরি ২৮। কৃষ্ণকিশোর ২৯। চন্দ্রমোহন ৩০। বিহারী ৩১। যামিনী ও চণ্ডী ৩২। নিবাস ধর্ম্মদহ, জিলা নদীয়া।

পোড়ারি বা দগ্ধবাটী-বংশাবলীর একদেশ।

বল্লালের নিকট গৌণকুল (কষ্ট-শ্রোত্রিয়) বলিয়া পরিগণিত, মেলবন্ধনে দেবীবরের নিকটও তদ্রূপ। যথা—

মহিন্তা জগদানন্দো দগ্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ।
ডিণ্ডী শ্রীপরমানন্দস্ত্রয়ো রায়াঃ কুলান্তকাঃ॥ মেলমালা।

এই তিন ব্যক্তিই আকবরের সময়ে রায়রেঁয়ে পদে অভিষিক্ত ছিলেন। মুসলমানের দাসত্ব করিতেন বলিয়াই বিশেষ নিন্দিত ছিলেন। কিন্তু অর্থবলে লোভী কুলীন মধ্যে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া সমাজে উত্থিত হয়েন। এই সকল ব্যক্তি কুলীনে কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন যে, তাঁহাদিগের জ্ঞাতিগণ নষ্ট; তাঁহারা নিজে পূত। সামাজিকগণ যবনের দাস অপেক্ষা স্বাধীন ব্যক্তিবর্গকে অন্তঃশুদ্ধ জ্ঞান করিতেন, সেইজন্য ঐ তিন রায়রেঁয়েকে অপবিত্র ও বিশেষরূপে কুলনাশক বলিয়া উল্লেখ করেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে ছত্রিশ মেলের প্রভাবে কেহই আর অচল নাই। * (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ৮৮ পৃষ্ঠ ও মূলপুস্তক ৪৭১ পৃষ্ঠ দেখ।)

পোড়ারির আদিপুরুষ কৃষ্ণ। ইনি কাশ্যপ-গোত্রীয়। ইহাঁর পিতা দক্ষ (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ২৮ পৃষ্ঠ দেখ)। এই পুস্তকে গজেন্দ্র-প্রমুখ গুণানন্দ খাঁর ধারার একদেশ এখানে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণ ২। তপন, স্বপন ও সোম ৩। সোম-সুত হরি ও বল্লভ ৪। হরি-পুত্র শিব, শম্ভু ও মহেশ ৫। শিব-সুত কার্ত্তিক ও মাধব ৬। মাধব-সুত মুরারি, অনিরুদ্ধ, গোপী ও যদু ৭। গোপী-সুত চন্দ্র, সূর্য্য, তারা ও বিষ্ণু ৮। সূর্য্য-সুত গোবিন্দ, দীনবন্ধু ও জগন্নাথ ৯। জগন্নাথ-সুত রুদ্র, ধ্রুব ও অম্বিকা ১০। অম্বিকা-সুত চক্রপাণি, রাম, লক্ষ্মণ ও ঈশান ১১। ঈশান-সুত কমল, কৈলাস ও

---

* কেশব রমুর ভাই রূদ্রক পোড়ারি।
সাগরে আগুন হল গজেন্দ্রকে ধরি॥ মেলমালা।

কালিদাস ১২। কৈলাস-সুত মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, বাসব, গজেন্দ্র, জনার্দ্দন, ত্রিপুরারি, কংসারি ও চিত্রভানু ১৩।

এই গজেন্দ্র রায় কুমারহট্ট পরগণায় নিজের অধিকার স্থাপন করেন। কালক্রমে সন্তানবর্গ শ্রীভ্রষ্ট ও মূর্খতা নিবন্ধন নানাস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন। তাহাতেই এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পাওয়া অতি সুকঠিন। তথাপি গজেন্দ্রের প্রপৌত্র গুণানন্দ খাঁর নাম পাওয়া যায়। যথা—

"গজেন্দ্রের পুত্রভাগ্য নহে ত সগুণ।
পৌত্র তথৈব চ ক্রমে হরি, কৃষ্ণ শুন॥
গজেন্দ্র বিখ্যাত ধনে, মানে, কুলক্রিয়ায়।
গুণানন্দ খাঁ প্রপৌত্র, প্রচণ্ড-মিহির প্রায়॥" মেলমালা।

গজেন্দ্র-সুত হরি ১৪। হরি-সুত কৃষ্ণ ১৫। কৃষ্ণ-সুত যদু, মধু ও গুণানন্দ ১৬। গুণানন্দ-সুত শিব, রাম, শ্যাম, যুধিষ্ঠির, মুরারি, বিষ্ণু ও ঈশ্বর ১৭। ঈশ্বর-সুত কালী, নারায়ণ, হংস, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী, বিষ্ণু, শিব, মহেশ, গিরিশ, লোকনাথ ও পদ্মনাভ ১৮।

এই নারায়ণের বংশাবলী হুগলী জিলার শিমলাগড়ী গ্রামে বিরাজিত। ক্রমান্বয়ে অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—নারায়ণ ১৮। রামচন্দ্র ১৯। হরানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত, জয়দেব ও মনোহর ২০। হরানন্দ-সুত বিষ্ণুদেব, গৌরসুন্দর, কালীপ্রসাদ ও কাশীনাথ ২১। কাশীনাথ-সুত পার্ব্বতীচরণ ২২। তৎসুত গোপালচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ২৩। গোপাল-সুত জয়চন্দ্র ২৪। তৎপুত্র যতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ২৫।

নবীনচন্দ্র (২৩)-সুত যোগানন্দ, জ্ঞানানন্দ, বৃন্দাবনচন্দ্র, অতুলানন্দ ও শ্যামানন্দ ২৪। যোগানন্দ-সুত পূর্ণানন্দ ও কেশবানন্দ প্রভৃতি, পর্য্যায় ২৫। বৃন্দাবন-সুত সতীশচন্দ্র প্রভৃতি ২৫। অতুলানন্দ-সুত ললিতমোহন প্রভৃতি ২৫।

জয়দেব ২০। সুত কালীচরণ, দেবনাথ ও ঘনশ্যাম ২১। কালীচরণ-সুত নবকিশোর ও চন্দ্রকিশোর ২২। নবকিশোর-সুত জগদীশ্বর, গোপাল ও শশিভূষণ ২৩। জগদীশ্বর-সুত আশুতোষ ২৪। চন্দ্রকিশোর-সুত শ্যামাচরণ ২৩।

দেবনাথ ২১। রাজকিশোর ২২। হরপ্রসাদ ২৩। সারদা-প্রসাদ ২৪। হরিপ্রসাদ প্রভৃতি ২৫।

মনোহর ২০। লোকনাথ ২১। লালমোহন ও আনন্দ ২২। লালমোহন-সুত পূর্ণচন্দ্র ২৩।

শিমলাগড়ীর (পোড়ারি) দক্ষবাটীগণ রায় চৌধুরী উপাধিতে খ্যাত এবং জমিদার। এই গ্রামে এতদ্ব্যতীত ইহাঁদিগের অসপিণ্ড জ্ঞাতি আছেন; তাঁহারা কেবল রায় উপাধিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে ব্রজকিশোর রায়, উপেন্দ্র রায়, মৃত্যুঞ্জয় রায় ও কালীপ্রসাদ রায় অগ্রগণ্য। অন্যান্য স্থলের পোড়ারিগণের বিষয়ে শিমলাগড়ী-নিবাসী কল্যাণভাজন শ্রীমান্ বাবু জয়চন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রদত্ত তালিকায় যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রাম	সবডিবিজন বা থানা	জিলা	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি
ভাতেণ্ডা	বারাসত	২৪ পরগণা	নাম অজ্ঞাত।
রেকযোনি	"	"	পঙ্কু রায়।

গ্রাম	সবডিবিজন বা থানা	জিলা	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি
বেহালা	কালীঘাট	২৪ পরগণা	শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ রায়। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অনুবাদক, রায় বাহাদুর উপাধিতে খ্যাত। ইহাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রায় বি. এল্., হাইকোর্টের উকিল।
ভুল্যোন	ধনেখালী	হুগলি	ব্যক্তিবর্গের নাম অজ্ঞাত।

যশোহর জিলার ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের স্থানে স্থানে দুই এক ঘর পোড়ারি দৃষ্ট হয়।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক—

ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয়দিগের বংশাবলীর একদেশ।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের বংশ অনেকদূর বিস্তৃত, ইহা সম্বন্ধনির্ণয়ের মূলপুস্তকে বিবৃত হইয়াছে (৩২ পৃষ্ঠ হইতে ৪০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ)। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ প্রায় সমুদয় তীর্থস্থলে বিরাজিত এবং শাস্ত্রচর্চ্চায় নিপুণ। কিন্তু যেখানে বিষয়াসক্ত হইয়া প্রথমে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তথায় তাঁহাদিগের অধস্তন পুরুষে সম্পত্তির বিভাগ নিবন্ধন নির্দ্ধনতা ও মূর্খতা দেদীপ্যমান দৃষ্ট হয়। উৎকল হইতে কামরূপ ও চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের বংশ বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু কেহই প্রায় উর্দ্ধতন বংশের ১০।১১ পুরুষের অধিক সোপানের পরিচয় দিতে সমর্থ নহেন। ইহাতেই অনুমান হয়,

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ কোন স্থানে বিশেষরূপ সম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন নাই। অন্নকষ্ট-নিবারণ-জন্য শ্রীমন্ত ব্যক্তিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাবৎ সম্মান-লাভ তাবৎকাল তথায় অবস্থানের পর তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এইহেতু এই শ্রেণীতে একঘরও ঐশ্বর্য্যশালী ভূস্বামী দেখা যায় না। সে যাহা হউক, এখানে আমরা উহাঁদিগের একটী বংশাবলী দিলাম। ঐ বংশ ঘৃতকৌশিক-গোত্র-সম্ভূত। বঙ্গদেশীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক মধ্যে ঘৃতকৌশিক-বংশ কুলীন ও বিশেষ মান্য। জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুরের পরমপণ্ডিত বেদবেদাঙ্গবেত্তা চণ্ডিদাসের ধারা প্রদর্শিত হইল। ক্রমান্বয়ে অধস্তনে অঙ্কপাত করা গেল। যথা—

চণ্ডিদাস ১। মণিরাম ২। অনন্তরাম কণ্ঠাভরণ, রামানন্দ ও রামরাম ৩। অনন্ত-সুত কবি, বীরেশ্বর ও শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চানন ৪। শ্যাম-সুত হরিনারায়ণ ও চন্দ্রচূড় সার্ব্বভৌম ৫। হরি-সুত হরেকৃষ্ণ ৬। রামকৃষ্ণ ও রামচাঁদ ৭। রামকৃষ্ণ-সুত গুরুদাস ৮। দিগম্বর, চন্দ্রনাথ, যদুনাথ, আশুতোষ, যোগেন্দ্র, উপেন্দ্র ও নগেন্দ্র ৯। দিগম্বর-সুত অক্ষয়কুমার, শরচ্চন্দ্র ও রাজকুমার ১০। অক্ষয়-সুত শান্তিরাম ১১। চন্দ্রনাথ-সুত শশিভূষণ, বিধু, ননী ও সুরেন্দ্র ১০। যদু-সুত ফটিক ও শিব ১০। আশু-সুত হরিপদ ১০।

চন্দ্রচূড় ৫। রাধানাথ (খোঁড়া ভট্টাচার্য্য), রূপনারায়ণ, ধনঞ্জয় ও রামধন বিদ্যাবাচস্পতি ৬। রাধানাথ-সুত কালীনাথ, শিবনাথ ও রঘুনন্দন ৭। কালীনাথ-সুত গোপাল ও রামচন্দ্র ৮। রামচন্দ্র-সুত শশিভূষণ, বরেন্দ্রকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ ৯।

শশি-সুত প্রবোধচন্দ্র ও হেবো ১০। বরেন্দ্রকৃষ্ণ-সুত বিনয়কৃষ্ণ ও কমলকৃষ্ণ ১০। শিবনাথ-সুত সূর্য্যকুমার ও রামদয়াল ৮। রামদয়াল-সুত দেবেন্দ্র ৯।

রূপনারায়ণ ৬। আনন্দচন্দ্র ৭। রামচন্দ্র ৮। ধনঞ্জয় ৬। গঙ্গাদাস ও রামব্রহ্ম ৭। গঙ্গাদাস সুত পাঁচকড়ি ৮। সুত মোহিনীকান্ত ৯। রামব্রহ্ম-সুত রামসেবক বিদ্যারত্ন (কথক) ও শ্যামাচরণ ৮। রামসেবক-সুত অক্ষয়কুমার (কথক) ও প্রবোধ ৯।

রামধন বিদ্যাবাচস্পতি ৬। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র ৭। গিরিশ-সুত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, শ্রীনাথ বিদ্যানিধি এম্. বি. ও শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ৮। হরিশ্চন্দ্র-সুত যোগীন্দ্রনাথ এম্. এ. ও মুনীন্দ্রনাথ এল্. এম্. এস্. ৯। যোগীন্দ্র-সুত সতীশচন্দ্র ১০। শ্রীনাথ-সুত উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র এম্. বি., নগেন্দ্র এম্. এ. ও নরেন্দ্র ৯। উপেন্দ্র-সুত যতীন্দ্র ১০। সুরেন্দ্র সুত হরিপদ ১০। শশিভূষণ-সুত বীরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও ক্ষীরেন্দ্রনাথ ৯।

ঈশ্বরচন্দ্র ৭। সুত নবকুমার ৮।

রামানন্দ ৩। কালীশঙ্কর ও রতিকান্ত ৪। কালীশঙ্কর-সুত রামহরি, রামদেব, দেবরাম ও জগন্নাথ ৫। রামদেব সুত রামরতন, রামচাঁদ, শিবনারায়ণ, রামমোহন ও গৌরীপ্রসাদ ৬। রামরতন সুত গুরুপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ ৭। গুরুপ্রসাদ-সুত ভূতনাথ ৮। শিবনারায়ণ-সুত কৃষ্ণধন ও কৃষ্ণচন্দ্র ৭। কৃষ্ণধন-সুত গোপাল ৮। কৃষ্ণচন্দ্র-সুত মন্মথ ও প্রমথ ৮। রামমোহন-সুত আনন্দ ও মহেন্দ্র ৭। আনন্দ-

সুত যোগেন্দ্র, নগেন্দ্র, হরিদাস ও সুরেন্দ্র ৮। যোগেন্দ্র-সুত ফকির ৯। নগেন্দ্র-সুত কেশব ও নলিনী ৯। মহেন্দ্র ৭। সুত সতীশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র ৮।

দেবরাম ৫। পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও রামচন্দ্র ৬। দুর্গাপ্রসাদ-সুত রামগোবিন্দ ও ঈশ্বর ৭। ঈশ্বর-সুত শরচ্চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ৮।

জগন্নাথ ৫। গঙ্গাপ্রসাদ ৬। যদুনাথ ৭। যদু-সুত অমৃতলাল, মতিলাল ও রামলাল ৮।

রতিকান্ত ৪। সুত নীলু, ভবদেব, মদন ও হরি ৫। হরি-সুত বিশ্বনাথ, রামনারায়ণ ও শিবনারায়ণ ৬। বিশ্বনাথ-সুত গঙ্গারাম, মহেশ, নবীনচন্দ্র ও ভুবন ৭। নবীন-সুত ঝড়ু ৮।

রামরাম ৩। পুত্র নয়নচন্দ্র ও কামদেব ৪। নয়ন-সুত রামসুন্দর ও লক্ষ্মণ ৫। রামসুন্দর-সুত গঙ্গাধর ও রামমোহন ৬। গঙ্গাধর-সুত রামসর্ব্বস্ব, হারাণচন্দ্র ও রামকালী ৭। লক্ষ্মণ-পুত্র রামধন, শিবচন্দ্র ও পঞ্চানন ৬। রামধন-সুত রামেশ্বর ৭। রামেশ্বর-সুত রামশরণ ৮।

কামদেব ৪। সুত রামতারণ ও গোপাল ৫। রামতারণ-সুত ঈশান, রামকমল, শ্যামাচরণ ও মাধব ৬। মাধব সুত রামসেবক, মহেন্দ্র ও চন্দ্রনাথ ৭। চন্দ্রনাথ-সুত চারুচন্দ্র, সতীশচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র ৮।

গোপাল ৫। সুত জয়নারায়ণ ও মহেশচন্দ্র ৬। মহেশ-সুত হারাণচন্দ্র ৭। সুত অবিনাশচন্দ্র ৮।

এই বংশের উপাধি প্রধানতঃ ভট্টাচার্য্য; কোন শাখা

চক্রবর্ত্তী উপাধি বিশিষ্ট থাকিতে পারেন। যাঁহারা ভট্টাচার্য্য উপাধি-ভূষিত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায়ই শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্যামসুন্দর ন্যায়-পঞ্চানন (৪) স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্য রাজপুর গ্রামের 'দক্ষিণ নবদ্বীপ' এই নামকরণ হইয়াছিল।

এক্ষণে তদ্বংশাবতংস কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপকগণের অন্যতম শ্রীলশ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় (৭) বর্ত্তমান আছেন। ইনি সদাশয় ও স্বদেশ-হিতৈষী। ইনি জন্মভূমির অনাথদিগের ভরণ-পোষণ-জন্য ২০,০০০৲ বিংশতি সহস্র মুদ্রার গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁর সন্তানগণও বিদ্যা ও বিনয়াদি সদ্‌গুণে বিভূষিত। এই বংশতালিকা তদীয় পৌত্র যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

বঙ্গদেশীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীতে নিম্নলিখিত আট গোত্রে কৌলীন্য শ্রবণ করা যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ ষড়্‌গোত্রেই কৌলীন্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই অষ্টগোত্রের নামের কারিকা দেওয়া গেল। যথা—

গৌতমঃ কাশ্যপো বাৎস্যঃ কাণ্বায়ন-ঘৃতকৌশিকৌ।
কৃষ্ণাত্রেয়ো ভরদ্বাজঃ কুশিকোঽষ্টৌ মহাকুলাঃ ॥ ৪৬ ॥
ইত্যষ্টগোত্রে অধুনা গোত্রষট্কং প্রবর্দ্ধতে।
কৃষ্ণাত্রেয়ভরদ্বাজৌ দৃশ্যেতে ন চ কুত্রচিৎ ॥ ৪৭ ॥

হরিনাভি-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর-কৃত
দাক্ষিণাত্য বৈদিক-কুল-পঞ্জিকা, প্রথম রহস্য।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক—

গৌতম-গোত্রীয়দিগের বংশাবলী।

বঙ্গদেশীয় মূল পুরুষ জহ্নুকর ১। মুরারি ২। নন্দন ৩। প্রভাকর আচার্য্য ৪। ইহাঁর পুত্র বাসুদেব বেদান্তবাগীশ, মুকুন্দ ও সঙ্কেত ৫। বাসুদেব-সুত বিষ্ণু ও শ্রীধর ৬ (ইনি হরিনাভি নিবাসী)। শ্রীধর-সুত গোপাল (ভূম্যধিকারী), রামনাথ (রাজপুর-বাসী গৌতমবংশের মূল) ও মধুসূদন (বাজেমরিচদান-নিবাসী) ৭। গোপাল-সুত শিবরাম ও রামেশ্বর ৮। শিবরাম সুত গণেশ, মহাদেব ও যাদব ৯। গণেশ-সুত বামদেব, রামশরণ ও রামানন্দ ১০। রামেশ্বর-সুত রামজীবন, রামনারায়ণ ও রামভদ্র ৯। রামজীবন-সুত রঘুনাথ, ভুবনেশ্বর ও আনন্দরাম ১০। রঘুনাথ-সুত রামরাম (কিনু) ও শ্যামসুন্দর ১১। রামরাম-সুত কৃপারাম, ভবানীশঙ্কর ও রামলোচন ১২। রামলোচন-সুত রাধামাধব, রামমোহন ও রামধন ১৩। রাধামাধব-সুত মধুসূদন বাচস্পতি, আনন্দ শিরোমণি ও গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন ১৪। মধু-সুত রামকৃষ্ণ ১৫। তৎসুত সারদা ও অন্নদা ১৬। রামধন-সুত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর (ইনি বৈদিক-কুল-পঞ্জিকাদি গ্রন্থ-রচয়িতা এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন), বিশ্বম্ভর বিদ্যারত্ন, বনমালী বিদ্যাসাগর ও রামনারায়ণ তর্করত্ন (ইনি কুলীন-কুলসর্ব্বস্বাদি নাটক-প্রণেতা এবং সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন) ১৪। রামনারায়ণ-সুত জটীন্দ্র, উপেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ১৫। জটীন্দ্র-সুত গঙ্গেশ ও রমেশ ১৬। প্রাণকৃষ্ণ-সুত কালিদাস ১৫।

কৃপারাম ১২। সুত ভোলানাথ ও কাশীনাথ ১৩। কাশী-সুত পার্ব্বতী ১৪। ঈশ্বর ন্যায়রত্ন ১৫। রাজকুমার ও বসন্তকুমার ১৬। রাজকুমার-সুত হরিপদ ১৭। বসন্ত-সুত চারুচন্দ্র ১৭।

আনন্দ শিরোমণি ১৪। সুত রামরূপ, দীননাথ বিদ্যালঙ্কার (ন্যায়রত্ন) ও কালীপ্রসন্ন ১৫। দীননাথ-সুত মতিলাল ও পরেশ ১৬। মতি-সুত নন্দলাল (খুঁদে), নিধিরাম(নিধে), মটো, নেটো ও বটো ১৭। নন্দ-সুত রাজা ১৮। পরেশ-সুত কালো ১৭।

গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন ১৪। কন্যা ভবতারিণী, জামাতা শ্রীনাথ বিদ্যানিধি এম্. বি. (রাজপুর-নিবাসী ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মধ্যম পুত্র)। পুত্র রামতারণ ১৫। সুত বাদল, লব, কুশ, মহাদেব ও ভূতনাথ ১৬।

ভুবনেশ্বর-সুত কৃষ্ণ, বলরাম, রামকিশোর ও রামচরণ ১১। বলরাম-সুত দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার ও রামশঙ্কর ১২। রামশঙ্কর-সুত হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ১৩। হরিপ্রসাদ-সুত তারাপ্রসাদ তর্কভূষণ ও আনন্দ শিরোমণি ১৪। তারাপ্রসাদ-সুত পীতাম্বর ন্যায়রত্ন, হেরম্ব তত্ত্বরত্ন ও অম্বিকাচরণ ১৫। পীতাম্বর-সুত বামাচরণ, শ্যামাচরণ ও ভূতনাথ বিদ্যারত্ন ১৬। বামাচরণ-সুত কালীধন ১৭। শ্যামাচরণ-সুত যদুগোপাল ও নাড়ুগোপাল ১৭। হেরম্ব-সুত সুরেন্দ্র, উপেন্দ্র, হেমেন্দ্র ও হরেন্দ্র ১৬। সুরেন্দ্র-সুত সুধাংশু ১৭। অম্বিকা-সুত সারদা ১৬।

রামকিশোর ১১। সুত-জগন্নাথ (জটাধর ন্যায়পঞ্চানন) ১২। মাণিক্যরাম ১৩। মহেশ চূড়ামণি ১৪। সুত গিরিশ, উমেশ ও কালীকৃষ্ণ ১৫। উমেশ-সুত গোপাল, গোকুল ও কেশব ১৬। কালীকৃষ্ণ-সুত তুলসী, হরিচরণ ও বিষ্ণুচরণ ১৬।

রামেশ্বর-প্রমুখ রামনারায়ণ ৯। সুত লক্ষ্মীকান্ত ১০। শ্যাম, কৃষ্ণ ও গৌরীকান্ত ১১। শ্যাম-সুত নীলমণি ও হরনাথ ১২। নীলমণি-সুত রামকুমার, চণ্ডীচরণ ন্যায়বাগীশ, জগন্মোহন ও রাম ১৩।

রামভদ্র (৯)-সুত রমাকান্ত ১০। রামচন্দ্র ও রামশঙ্কর (কোদালিয়া-নিবাসী) ১১। রামশঙ্কর-সুত রামমোহন ও জয়নারায়ণ ১২।

শিবরাম-প্রমুখ মহাদেব ৯। সুত রামনাথ, জানকীরাম, হরিরাম, গোপীরমণ ও বিদ্যাধর ১০। হরিরাম-সুত রামকিশোর, রামরাম ও রামসন্তোষ ১১। রামকিশোর-সুত কৃষ্ণচন্দ্র, বাণেশ্বর (দণ্ডী), পদ্মলোচন (চিকিৎসক) ও দুর্গাচরণ ১২।

মহাদেব-সহোদর গণেশ ৯। সুত বামদেব, রামশরণ ও রামানন্দ ১০। রামশরণ-সুত রাজারাম ১১। দুলাল ১২। সুন্দর আচার্য্য ১৩। হেবো ১৪।

হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন-প্রদত্ত তালিকার একদেশমাত্র।

কাণ্বায়ন-গোত্রীয়
দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের বংশাবলীর একদেশ।

কাণ্বায়ন-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক-গোষ্ঠীর একটী তালিকার একদেশ নিম্নে দেওয়া গেল। এই গোষ্ঠীর তালিকা দৃষ্টে পাঠকগণের কোনরূপ তৃপ্তি জন্মিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের আট গোত্রেরই বংশ যে বাঙ্গালাদেশে বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাদ্বারা তাহা অনায়াসে

সপ্রমাণ হইবে। পাঠকগণ মনোনিবেশ সহকারে বংশাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৈদিকগণের মধ্যে যত শীঘ্র বিষয়াসক্তি জন্মিয়াছে ও বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছে, এত শীঘ্র অন্য শ্রেণীতে হয় নাই।

মূল রামময় ভট্টাচার্য্য ১। পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী ২। বিশ্বেশ্বর, কৃপানাথ ও রামরত্ন (ভাটপাড়া নিবাসী) ৩। বিশ্বেশ্বর-সুত রামজয়, রামজীবন (খাঁড়াপোল-নিবাসী, বংশজ) ও রামশরণ ৪। রামশরণ-সুত রামভদ্র ৫। সুত অনন্তরাম, কালিদাস ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণানন্দ ও পদ্মলোচন ৬। অনন্ত-সুত নরহরি ও রামশঙ্কর ৭। নরহরি-সুত গোপীনাথ ও বিশ্বনাথ ৮। গোপী-সুত কাশীনাথ, মহেশ, রামকুমার, উদ্ধব ও গোলোক ৯। মহেশ-সুত রামমোহন ও রামতনু ১০। রামমোহন-সুত কালীপ্রসন্ন ও অসিধারী ১১। রামকুমার-সুত রামচন্দ্র ১০। উদ্ধব-সুত ভুবন ১০। ভুবন-সুত প্রিয়নাথ ও রাধানাথ ১১। গোলোক-সুত বিপিন ১০।

বিশ্বনাথ (৮)-সুত দুর্গাদাস, চণ্ডীচরণ, ভোলানাথ ও শ্রীনাথ ৯। দুর্গাদাস-সুত নিবারণ ১০। নিবারণ-সুত কেদার, সুধীর, গঙ্গারাম ও সুবুদ্ধি ১১। চণ্ডীচরণ-সুত ক্ষেত্র ও বেচারাম ১০।

কালিদাস (৬)-সুত রামলোচন ও বৈদ্যনাথ ৭। রামলোচন-সুত দেবীপ্রসাদ ৮। দেবীপ্রসাদ-সুত তারাচাঁদ সার্ব্বভৌম, রামচাঁদ ন্যায়রত্ন, ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি ও ভূতনাথ ৯। তারাচাঁদ-সুত শ্যামাচরণ ১০। তৎসুত অঘোর, হরিচরণ ও হরিরাম ১১। রামচাঁদ-সুত উমাচরণ তর্করত্ন ১০। তৎসুত

হরিচরণ ১১। ঈশান-সুত অম্বিকাচরণ ১০। ভূতনাথ-সুত অভয়চরণ ১০।

রামশঙ্কর (৭)-সুত শিবনাথ, ভৈরব, বনমালী, নন্দকুমার ও গৌরমোহন ৮। শিবনাথ-সুত ঈশ্বর ও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ৯। ঈশ্বর-সুত কালীকমল ১০। তৎসুত শশী ১১। বৈদ্যনাথ (৭)-সুত রামচন্দ্র ৮। রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ ও গোবিন্দ ৯। রামগোপাল-সুত রামসর্ব্বস্ব, অমৃতলাল প্রভৃতি ১০। রাম-সর্ব্বস্ব-সুত রাজেন্দ্র ১১। অমৃতলাল-সুত নৃপেন্দ্র ও ফণীন্দ্র ১১। কৃষ্ণানন্দ (৬)-সুত রামনারায়ণ ৭। চন্দ্রকুমার ও পীতাম্বর ৮। চন্দ্রকুমার-সুত মহেন্দ্র প্রভৃতি ৯। যোগীন্দ্র ও হরিদাস ১০। শম্ভুচন্দ্র (৯)-সুত কালীকুমার তর্কবাচস্পতি ১০। জয়গোপাল, জয়রাম বেদান্তবাগীশ, জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও বিজয় বিদ্যানিধি ১১। জয়গোপাল-সুত মহাদেব, হরিদেব শাস্ত্রী ও রামদেব ১২। হরিদেব-সুত ভূদেব ও গিরীন্দ্র ১৩। জয়রাম-সুত নিমাই ১২। জয়কৃষ্ণ-সুত উপেন্দ্র ১২। তৎসুত বাসুদেব ও ভবদেব ১৩। বিজয়-সুত জয়দেব ও উপেন্দ্র ১২।

হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন-প্রদত্ত তালিকার একদেশমাত্র।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ।

দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই যজুর্ব্বেদী। সামবেদীও অনেক (বিশেষতঃ গৌতম-গোত্রীয়েরা) আছেন। ঋগ্বেদীর ভাগ অতি অল্প।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পূজ্যপাদ ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়

গৌতমগোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন ও নব্যগ্রন্থের মধ্যে ইহাঁর অজ্ঞাত বিষয় অতি অল্পই ছিল। শিরোমণি মহাশয় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল চরিত্রবান্ মনুষ্য ছিলেন। দেখিলে ও আলাপ করিলে তাঁহাকে ঋষি ব্যতীত অন্যরূপ জ্ঞান হইত না। নিবাস ২৪ পরগণার লাঙ্গলবেড়ে গ্রাম।

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইনি ন্যায়পরায়ণ, অতি-তেজস্বী ও উদারপ্রকৃতি লোক ছিলেন। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্মান ইহাঁর প্রচারিত সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক পত্রদ্বারাই যথারীতি সুরক্ষিত হয়। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা সংবাদপত্রের মত-গ্রহণ-কালে সোমপ্রকাশেরই মত গ্রাহ্য করিতেন, এবং উহার সম্পাদক দ্বারকানাথকে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিশেষ মান্য করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সংবাদপত্র-সম্পাদকের আদর্শ পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর নিবাস ২৪ পরগণার চাংড়িপোতা গ্রাম। ইনি ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য-পদে যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সম্মানের সহিত বিরাজিত ছিলেন, এবং যাঁহার বেদ-ব্যাখ্যার অনুবাদে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তিনিও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক; নিবাস ২৪ পরগণার কোদালিয়া গ্রাম।

২৪ পরগণার চাংড়িপোতা-নিবাসী প্রসিদ্ধ কথক ৺কৃষ্ণমোহন শিরোমণির পুত্র তারাকুমার কবিরত্ন একজন প্রকৃত

কবি এবং অনেক পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাখ্যাপুস্তক-প্রণেতা। ইনিও ঘৃতকৌশিক-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

মেদিনীপুরাদি অঞ্চলের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বিবরণ।

"মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বতন সমাজ সত্যবাদী, ভুবনেশ্বর, খুরদা, পুরী, যাজপুর প্রভৃতি স্থান। এই সকল স্থলের বৈদিকগণ ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্বে পুরী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন।"

উৎকলে ষড়্‌সংজ্ঞায় যাঁহারা বিখ্যাত, তাঁহারাই প্রধান। ষড়্‌সংজ্ঞার বিবরণ যথা।—

করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
কৌশিকো দানশর্ম্মা চ পতিশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ॥

এই ষড়্‌সংজ্ঞার মধ্যে একটী ভরদ্বাজ কর, একটী গৌতম ধর ত্রিপাঠী, একটী আত্রেয় রথ, একটী কাশ্যপ নন্দ, একটী কৌশিক দাস ও একটী মুদ্গল পতি। উৎকলে কৌশিক দাস-শর্ম্মা চিরপ্রসিদ্ধ। দাসোপাধিধারীরা কৌশিক-গোত্রীয়, যজুর্ব্বেদীয়, কাণ্বশাখীয় এবং কুশিক ও অঘমর্ষণ প্রবর-বিশিষ্ট।

কটক জিলার দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের বিবরণ।

কটক জিলার যাজপুর-নিবাসী রাঘব পাণ্ডার নিকট দাক্ষিণাত্য বৈদিক-সম্বন্ধে যে কয়েকটী বচন পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

উৎকলী তাম্রপর্ণী চ যোনিপীঠী তু সাগরী।
চন্দ্রনাথী তথা শুন্তী দাক্ষিণ্যা বৈদিকাঃ স্মৃতাঃ॥
যজ্ঞপুরে যমদ্বারে যত্র বৈতরণী নদী।
সোমপীথী ত্রিপাঠী চ হবৈর্মেধী চ সামগঃ।
ঘৃতকৌশিক-কাণ্বাদ্যা গোত্রেষু বৈদিকাঃ স্মৃতাঃ॥

পাশ্চাত্য বৈদিক-প্রকরণ।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কতিপয় বংশ নিম্নলিখিত স্থানে বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বিরাজমান আছেন। যথা—শুনক-গোত্রীয় বংশাবলী ফরিদপুরের কোটালীপাড়া, ঢাকা জিলার বিক্রম-পুর পরগণার অন্তর্গত ধবলছত্র ও আমতলী এবং ২৪ পরগণার ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে নিবাস গ্রহণ করেন। সামবেদী—কাশ্যপ; যজুর্ব্বেদী—বশিষ্ঠ; দ্বিবেদী (দোবে)—বাৎস্য, কৃষ্ণা-ত্রেয়, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক—এই সকল গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ ঋক্‌সামে অর্থাৎ ঋক্ ও সামগ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ খ্যাত।

পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের ষড়্‌গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে বদ্ধমূল হইলে আত্রেয়, সঙ্কর্ষণ, পরাশর ও অগ্নিবেশ্য, এই চারি-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া আবাস গ্রহণ করেন।

নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ও মহেশপুরে অগ্নিবেশ্য-গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বিশেষ বিখ্যাত। নব-দ্বীপের মহামহোপাধ্যায় রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি, পূর্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি, এবং মহেশপুরের ব্রজেন্দ্রকুমার স্মৃতিরত্ন পরস্পর সাপিণ্ড্য।

নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, কৃষ্ণনগর, দোগাছী, ভালুকা, কলিয়াড়া, ভাটপাড়া, মেহেরপুর, কোন্নগর, অম্বিকা (কাল্‌না), মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বড়িশা ও মহেশপুর-নিবাসী পাশ্চাত্য বৈদিকগণ পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সামাজিকতায় সাম্যভাবাপন্ন। ভাটপাড়ার পাশ্চাত্য বৈদিকগণ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে অগ্রগণ্য। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ বিখ্যাত।

সামন্তসারের শৌনক-গোত্রীয় সমাজপতিগণ ঋগ্বেদী; জোঁয়াড়ীর বশিষ্ঠ-গোত্রীয় সমাজপতিগণ যজুর্ব্বেদী; জোঁয়াড়ীর সাবর্ণ-গোত্রীয় সমাজপতিগণ যজুর্ব্বেদী এবং আথড়া ও পানকুণ্ডার শাণ্ডিল্যগণ ঋগ্বেদী,—বিশেষ মান্য। পঞ্চগোত্রাতিরিক্তদিগকে ষড়্‌গোত্রীয় কহে। তন্মধ্যে ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ-গোত্রীয়গণ যজুর্ব্বেদী। শুনক-গোত্রীয় কোটালীপাড়ার গোষ্ঠীপতি ঋগ্‌বেদী। বাক্‌লার কাশ্যপগণ এবং উজীরপুর, খাঁকারপুর, ডেঙ্গরগাতী ও ফরিদপুর জিলার ধাবকার কৃষ্ণাত্রেয়গণ সামবেদী।

বঙ্গদেশীয় পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলে কাণ্বায়ন-গোত্রে ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতী ব্যতীত আর কোন পণ্ডিতের নিকট ইহাঁর কোন শাস্ত্রীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল না। তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক-রূপে জগতে বিখ্যাত। তাঁহার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলেও তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই দৃঢ়-প্রতীত হইত। ইহাঁর জন্মভূমি

কালীঘাটের দক্ষিণ বড়িশাগ্রাম; কিন্তু ইনি কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গাতেই সচরাচর অবস্থান করিতেন।

অধুনা উৎকল হইতে কামরূপ, চন্দ্রনাথ ও শ্রীহট্টাদি প্রদেশ পর্য্যন্ত যেথানে যাওয়া যায়, বৈদিকগণের শতজনের মধ্যে একজনও বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ দেখা অতীব দুষ্কর। সুতরাং এ বিষয়ে রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক সকলেই সমান; কেহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন না।

বেদ-বিশেষে কার্য্য-বিভাগ॥

লক্ষ্মণ সেনের সভায় কে কোন্ বেদী বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, মাধব সেন তাহার নির্দ্ধারণ করেন।

যজ্ঞে কাশ্যপীয় অধ্বর্য্যু শুচ, বহুরূপ।
হোতৃত্বে বাঙ্গাল স্পর্শে স্রুক্, স্রুব, যূপ॥
উদ্গাতা অরবিন্দ, হল (হলায়ুধ) হন ব্রহ্মা।
সবাই চতুর্ব্বেদী, যে যাহে কৃতকর্ম্মা॥
সত্রে বাৎস্যের হন গোবর্দ্ধন আচার্য্য।
হোতৃত্বে শিরো ঘোষাল, খ্যাতি ভট্টাচার্য্য॥
ব্রহ্মত্বে গাঙ্গ শিশু, সামে রোষাকৃতি (রোষাকর)॥
ছান্দড় আর বেদ (বেদগর্ভ)-বংশে ত্রয়ী মূর্ত্তিমন্তী।
দৈব পৈত্রে চতুর্ব্বেদী হয় চতুর্হোত্র।
কানু, কুতূহল হন পূজ্য সর্ব্বসত্র॥
শাণ্ডিল্যে ছয় কবি অধ্বরে অগ্রগণ্য।
বামন, মহেশাধ্বর্য্যু দেব-হোতা ধন্য॥

জাহ্লন ব্রহ্মত্বে খ্যাত, ঈশান উদ্গাতা।
মকর ত্রৈবিদ্য-সিদ্ধ, সদৃক্ বিধাতা॥
উৎসাহ হোতৃত্বে প্রভু, সাম-গানে মতি।
নামে, কাজে পটু বলে কুলের প্রকৃতি॥
গরুড় ব্রহ্মা বটে, আধ্বর্য্যবে নিপুণ।
কোন্ বেদে কোন্ কাজ, মনোযোগে শুন॥
অগ্রে মাত্র এক বেদ যজুর্নামে জান।
চতুর্হোত্রে চারি ভাগ ব্রহ্মা-মুখে মান॥
দ্বাপরে দেখিল ব্যাস দ্বিজে মেধাহীন।
শিষ্য-প্রশিষ্যে শাখা বিভাগে ভিন ভিন॥
যজুর্বেদে আধ্বর্য্যব, ঋকেতে হোতৃত্ব।
উদ্গাতৃত্বে সামগীতি, অথর্ব্বে ব্রহ্মত্ব॥ *
যথারীতি যথাক্রমে ষড়ঙ্গের জ্ঞান।
শিক্ষা, কল্প, নিরুক্তাদি জ্যোতিষের ধ্যান॥
ছন্দঃ, ব্যাকরণ বিনা সব হয় বৃথা।
কত্তুচ্চারণে ত্বষ্টার পুত্র মরে যথা॥
জ্ঞানের শক্ত্যনুসারে বেদের আশ্রয়।
শাখা মাত্র পাঠে বিপ্রে ব্রাহ্মণ্য যে রয় (৩৯ পৃষ্ঠ দেখ)॥

---

* এক আসীদ্যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চতুর্হোত্রমভূদ্যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ।
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথা মুনিঃ।
উদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয়াংশ, ৪ অধ্যায়, ১১ শ্লোক।

একমাত্র সেব্য-স্থলে শ্রেষ্ঠের গ্রহণ।
বেদে সার সাম-গীতি, ব্রহ্ম-নিরূপণ॥
আত্মাশ্রয়ে যেমন অঙ্গ নহে পৃথক্।
পঞ্চভূতে পঞ্চতন্মাত্র স্থিতিস্থাপক॥
বেদ-শাখা-মাত্র-জ্ঞানে ডাকিল বৈদিক।
পুরোধা দশকর্ম্মা ছারাল দিগ্বিদিক্॥
বিষয়াসক্ত শ্রোত্রিয় কুলে অরি খ্যাত।
সুসিদ্ধ সবিদ্য বটে, ক্ষেম্যে প্রতিভাত॥
সাধ্য, সবিদ্য, সব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ নহে খ্যাতি।
সিদ্ধ, চতুর্বেদী, ষট্‌কর্ম্মা, গোষ্ঠীপতি॥
নৃপ মাধব জিজ্ঞাসে বিজ্ঞ সভাসদে।
কেমনে নাম-মাহাত্ম্য ত্রয়ী জয়ী বাদে॥
কহে যত সভাসদ্ হয়ে একমতি।
নাশে সব (শব)-সাধন ন্যায় গতানুগতি॥
বীরাচারে মদ্য হৃদ্য, স্বকৃত, চলিত।
তন্ত্রের প্রমাণ বলে কে করে স্থগিত?॥
নৃপ কহে বুঝিলাম, ক্রমে নিম্নগতি।
শাস্ত্রের আদেশ, শেষে হবে একজাতি॥
গতানুগতিকে হয় ত্রৈবিদ্যের অভাব।
একের গ্রহণ স্থানে সামের প্রভাব॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে পায় পাপের নিষ্কৃতি।
তাই বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডে দেখি অরতি॥
গুলো কহে, এই ত মাত্র কলির সন্ধি।
শূন্য হবে তত্ত্বজ্ঞান, ম্লেচ্ছভাবে বন্দী॥

সামগীতি, নামজপ, আর গঙ্গাস্নান।
একেই সর্ব্বসিদ্ধি, ঋগ্‌যজুর প্রমাণ॥
সামধ্বনি-পরে পাঠ ঋগ্‌যজুর্ব্বার্থ।
হৃদ্যো সাম-ক্রিয়া-কাণ্ডে হল পরমার্থ॥

মহেশের কুলপঞ্জিকা হইতে ধ্রুবানন্দ-মত-ব্যাখ্যা, ফুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা-ধৃত। বেতিয়ার মহারাজের তান্ত্রিক গুরু ও সভাসদ্ শ্রীনায়ক তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

বং সাং রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর এবং মুং ফুং গঙ্গাধর ঠাকুরের কেশর আক্ষেপ।

রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী অতি অহঙ্কারী।
রামেশ্বরের জ্যান্তে শ্রাদ্ধ করায় প্রতারী॥
কষ্ট-শ্রোত্রিয় রাঘব, কেশরী ভূপতি।
ভাগিনী-জামাই করি নাশে রমার জাতি॥
সে চক্রবর্ত্তি-কন্যা বিভা করে গঙ্গাধর।
ঠাকুরপ্রধান, রতি-বিষ্ণু-সহোদর॥
ঠাকুর যাদুর কন্যা, রমার বনিতা।
কেশর আক্ষেপ মাত্র, কেবল ভণিতা॥
পাল্‌টীতে বলে, নহে বিভা, বলাৎকার।
মেলমালায় আছে বিলক্ষণ প্রচার॥
গঙ্গাধরের পাল্‌টী, প্রকৃতি যে দুর্দ্দান্ত।
যাদু-সুতা বিধবা, রমার মরণান্ত॥

এ ব্যাখ্যায় গঙ্গাধর পায় যে নিস্তার।
রাঘব-কন্যা জেনো পুত্র রূপের দার॥
কেহ বলে গঙ্গা, পুত্রে দিয়াছিল বর।
সেই হেতু বলে কেশর-দুষ্ট গঙ্গাধর॥ মেলমালা।

ভরদ্বাজ ঋষির জন্ম-বৃত্তান্ত।

ভরদ্বাজ গোত্রের কোন ব্যক্তি-বিশেষ, ভরদ্বাজকে উতথ্যের ক্ষেত্রজ-পুত্র, দীর্ঘতমা ঋষির অগ্রজ এবং মমতার দেবরজ-পুত্র বলিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি কহেন, ভরদ্বাজ ব্রহ্মার মানস-পুত্র *। সাধারণের ভ্রান্তি-নিরাস-জন্য পুরাণের বচন উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্॥ ইতি।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৯ অধ্যায়, ৬ শ্লোক।
ভাগবত-পুরাণ, ৯ম স্কন্ধ, ২০ অধ্যায়, ২৬ শ্লোক।
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৩ অধ্যায়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ধারা।

কেশরগ্রামী নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র মহেশচন্দ্র ২৮, শিবনিবাসের রাজা। তদীয় পুত্র নৃসিংহচন্দ্র ও উমেশ-চন্দ্র ২৯। উমেশ-সুত মহারাজ গঙ্গেশচন্দ্র ৩০। ইঁহার

* কিন্তু তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। প্রমাণ দিলে আমি তাহারও মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছি।

জামাতা রায় কুমারনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-সন্তান।

কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র ২৮, আনন্দধামের রাজা। তদীয় পুত্র নরহরিচন্দ্র ও জয়হরিচন্দ্র ২৯। নরহরি-সুত কালিকেশচন্দ্র ও মথুরেশচন্দ্র ৩০। জয়হরিচন্দ্রের পুত্র হরেন্দ্রচন্দ্র ৩০। ইহা দৃষ্টে ২৯৫ পৃষ্ঠের ১০।১১।১২ পঙ্‌ক্তির ভুল সংশোধন কর।

দৈবজ্ঞ ও গ্রহাচার্য্য-প্রকরণের অবশিষ্টাংশ

(মূলপুস্তক ৫২৩ পৃষ্ঠ হইতে ৫২৬ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ)।

পঞ্জিকা গণনা ও শ্রবণ করান উভয় কার্য্যই দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-দ্বারা করা কর্ত্তব্য; ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। সুতরাং দৈবজ্ঞ-গণের মুচিসুত অপবাদটী মিথ্যা।

যথা—কাঞ্চনং ফলপুষ্পঞ্চ কৃত্বা হস্তেন ধীরধীঃ।
অমাত্যগণসংযুক্তঃ শৃণুয়ান্নব-পঞ্জিকাম্॥
গ্রহবিপ্রমুখাদ্রাজা শৃণুয়ান্নব-পঞ্জিকাম্।
হস্তে কৃত্বা ফলং পুষ্পং ন শূদ্রগণকাস্যতঃ॥

পরাশর-সংহিতা।

গ্রহশান্তি-নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য দত্ত হয়, তাহাও দৈবজ্ঞ-দিগকে দিতে হয়, নচেৎ ফলসিদ্ধি হয় না। অতএব অবশ্যই কহিতে হইবে, যাহা ব্রাহ্মণোদ্দেশে দত্ত হইল, উহা ব্রাহ্মণে-তরে অর্থাৎ অব্রাহ্মণে দেওয়া কখনই সিদ্ধ নহে। যখন দৈবজ্ঞকে দেওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত, তখন দৈবজ্ঞদিগকে ব্রাহ্মণই কহিতে হইবে। যথা—

গ্রহাণাং লোকপালানাং ক্রূরভূতাদিবাসয়ে।
মাতৃকাণাং যোগিনীনাং গণেশস্য সুরেশ্বরি॥
তিথিনক্ষত্রবারাণাং যোগানাং করণস্য চ।
বাসুদেবস্য যদ্দানং গ্রহবিপ্রায় চার্পয়েৎ॥
গ্রহাণাং প্রীতয়ে যদ্‌যদ্‌গ্রহরিষ্টোপশান্তয়ে।
যদ্যত্তদ্‌গ্রহবিপ্রায় তদা স্যাদ্‌গ্রহতোষণম্॥

গ্রহযামল, ষোড়শ পটল।

কায়স্থ-প্রকরণের অবশিষ্টাংশ

(মূলপুস্তক ১০৭ হইতে ১৫৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের পর্য্যায়-সংখ্যায় যে দশ পুরুষের ভুল আছে, উহা সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের অধস্তন ধারার পর্য্যায়-সংখ্যা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

৯৯৯ সংবতে (৯৪২ খৃঃ অঃ) আদিশূরের পুত্রেষ্টির সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন হয়। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে একটী গাথা প্রচলিত আছে যে, পঞ্চ বিপ্র, পঞ্চ ভৃত্য ও পঞ্চ করণ এক সঙ্গে বঙ্গে আগমন করেন। যথা—

বিপ্র পঞ্চ, করণ পঞ্চ, ভৃত্য পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥

এই কবিতার অর্থ দ্বারা উত্তর-রাঢ়ীয়গণ ভৃত্য-ভাব হইতে আপনাদিগের নিষ্কৃতি-লাভের প্রয়াস পান। তাহা সফল হউক আর বিফল হউক, এখানে তদ্বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করিবার আবশ্যক দেখা যায় না।

উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের বঙ্গবাসের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যতসংখ্যক অধস্তন পুরুষ হইয়াছে, তাহার একটা প্রসিদ্ধ প্রমাণ দিলে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের পর্য্যায়-সংখ্যায় যে উর্দ্ধতন দশ পুরুষের সংখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে অনুমিত হয়।

উত্তর-রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থের একতম সৌকালীন-গোত্রজ অতি-বিশুদ্ধ-চরিত সোমেশ্বর ঘোষের বংশাবলীর একদেশ এখানে দেখান গেল। দিনাজপুরের রাজগোষ্ঠী ঐ পরমভাগবত-বংশ-সম্ভূত। যথা—সোমেশ্বর (বীজ-পুরুষ) ১। পুত্র অরবিন্দ ২। পৌত্র মহানন্দ ৩। প্রপৌত্র চিন্তামণি ৪। বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাণেশ্বর ৫। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র রুদ্রনাথ ৬। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মহেশ্বর ৭। বলভদ্র ৮। আদিত্যচন্দ্র ৯। নারায়ণ ১০। জনার্দ্দন ১১। শ্রীনিবাস ১২। ত্রিবিক্রম ১৩। দিগম্বর ১৪। চক্রপাণি ১৫। গোপাল ১৬। বল্লভ ১৭। কংসারি ১৮। কমলনয়ন ১৯। জগদানন্দ ২০। দেবকীনন্দন ২১। ইনিই দিনাজপুর-রাজাধিরাজের আদিপুরুষ। দেবকী-পুত্র হরিরাম ঘোষ ২২। পৌত্র রাজা শুকদেব রায় ও বিশ্বনাথ রায় ২৩। শুকদেব রায়-সুত রাজা রামদেব রায়, রাজা জয়দেব রায় ও রাজা প্রাণনাথ রায় ২৪। প্রাণনাথ-সুত মহারাজ রামনাথ রায় ২৫। রামনাথের চারি পুত্র—মহারাজ কৃষ্ণনাথ রায়, রূপনাথ রায়, মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় ও কুমার কান্তনাথ রায় ২৬। বৈদ্যনাথ-সুত মহারাজ রাধানাথ রায় ২৭। পুত্র মহারাজ গোবিন্দনাথ রায় ২৮। পৌত্র ত্রৈলোক্যনাথ ও মহারাজ তারকনাথ রায় ২৯। প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্

গিরিজানাথ রায় ৩০। ইহাঁর পুত্রের পর্য্যায় ধরিলে ৩১ হয়।

সেওড়াফুলী, বংশবাটী ও পাটুলী-নারায়ণপুরের রাজ-বংশের পরিচয় লইলে ৩২।৩৩ পুরুষ পর্য্যন্ত বঙ্গাগমনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ মধ্যে যখন ৩২।৩৩ পর্য্যায় দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই অনুমান করা যায় যে, দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ মধ্যে পর্য্যায়-সঙ্খ্যার ইতরবিশেষ-ঘটনা অসম্ভব নহে।

বারেন্দ্র কায়স্থ।

নদীয়া জিলার উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বি. এ., বি. এল. মহোদয়ের প্রদত্ত বারেন্দ্র কায়স্থের তালিকায় নিম্নলিখিত অংশ সম্বন্ধ-নির্ণয়ে লিখিত অংশের অতিরিক্ত পাওয়া গেল। (মূলপুস্তক ১২৬ পৃষ্ঠ হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ। এই-গুলি গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধির প্রদত্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে লিখিত।)

মৌদ্গল্য-গোত্র দাস-বংশের সমাজ-স্থান।

বাঁকী, বক্কুর, বোধপুর, বগুড়া, সাধুখালি, মচমলি, ময়দান-দিঘী, বিপছিল, চৌপাকী, পাবনা, মালঞ্চী, কেঁচুয়া ডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাণিকদি, গঙ্গাতীর (গাঞ্জুটিক্রী) ও ঘরগ্রাম। এতদ্ভিন্ন হরিপুর, নাগরা ও গুধি প্রভৃতিতে যে সকল দাস বাস করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাঁরা "মৌদ্গল্য-গোত্র-বাদী"।

দাস-বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ।

বাণীকান্ত রায় "রায়-রাঞা," কংস ও গোপাল জমীদার, রামভদ্র ও রামনাথ মজুমদার কাননগু উপাধি পাইয়াছিলেন।

কাশ্যপ-গোত্র নন্দি-বংশের সমাজ-স্থান।

বল্লার, পোতাজিয়া, অষ্টমনীষা, কালাই, সিংড়াঙ্গা, খামরা, চিথলিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুখালি, দেবগৃহ, মহিমাপুর, ভূতে, করঞ্জা, বেচুরিয়া, মেহেরপুর, হামকুড়া, মহেশ-রৌহাল, তিথুলিয়া, অটিঘরিয়া ও আড়পাড়া প্রভৃতি।

উক্ত বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ।

গোপীকান্ত রায়, শিবানন্দ সরকারের বংশধর রায় রাঞা-ধর ও দেবীদাস খাঁ। অষ্টমনীষার নন্দিগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

গৌতম-গোত্র চাকি-বংশের সমাজ-স্থান।

মৌরট, সিমলা, হেলঞ্চ, মেদেবাড়ী, কেঁচুয়াডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, নলমুড়া, দুর্লভপুর, শ্যামনগর, বাগুটিয়া, পানা-নগর, হেমরাজপুর, রঘুনাথপুর ও অষ্টমনীষা প্রভৃতি।

আঁতপুর, সেকেন্দরপুর, গাজন, মহেশ রৌহাল, ঢাকঢোল, উলখোল, কাড়িয়া, পানানগর, কুমারী, চাঁচকিরা, বামদিয়া ও দিলগসার প্রভৃতিও চাকি-বংশের সমাজ-স্থান।

সৌপায়ন-গোত্র নাগ-বংশের সমাজ-স্থান।

নন্দনগাছি, গাঁড়াদহ, গবড়া, পলাশবাড়ী, কিলগঞ্জ, ঘুড়কা, সারিয়াকান্দি, উদ্দিঘড়ী ও বালিয়াপাড়া প্রভৃতি।

শৈলকুপা, বাগহলী, হরিপুরা, রামনগর, কাঁটাপুকুর, পাথরঘাট, মালঞ্চী ও সিঙ্গা প্রভৃতিও নাগ-বংশের সমাজ-স্থান।

নাগ-বংশের প্রধান ব্যক্তি।

রাজবল্লভ রায়, রাজা উপাধিতে খ্যাত।

বাৎস্য-গোত্র সিংহ-বংশের সমাজ-স্থান।

পরীক্ষিৎদিয়া, চোঁয়া, উথলীয়া ও করঞ্জা প্রভৃতি।

আলম্যান-গোত্র দেব-বংশের সমাজ-স্থান।

তারাগুণা, কাকদহ, হিড়িমদিয়া, চিথলিয়া, চড়িয়া, ভাড়াশ ও বর্দ্ধনকুঠী প্রভৃতি।

দেব-বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ।

বাসুদেব তালুকদারের পুত্র ও তাঁহার বংশধর বলরাম রায় রাজসম্মানে সম্মানিত ; বর্দ্ধনকুঠী-নিবাসী।

ভরদ্বাজ-গোত্র দত্ত-বংশের সমাজ-স্থান।

কাউয়াড়ী, বটগ্রাম, রাধানগর, রূপাট ও সেখপুর।

কায়স্থদিগের শূদ্রত্বাশূদ্রত্ব-বিনির্ণয়।

কায়স্থগণ শূদ্র কি অশূদ্র (ক্ষত্রিয়), এই বিষয়ে নানা-প্রকার মতভেদ আছে ; অতএব উহা নিরূপণের জন্য নিম্নে প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
এক এব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
কেচিৎ গহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্ভ্যাশ্রমং যযৌ॥
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ॥

ददौ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বং মনোরথম্॥
যাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ।
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা॥
ভোজনানন্তরং দাল্‌ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব! তৎ ত্বং শংসিতুমর্হসি॥

রাম উবাচ।

তবাশ্রমে মহাভাগ! সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে!।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ, দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥

দাল্‌ভ্য উবাচ।

স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামোঽব্রবীদ্দাল্‌ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তৎ ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র! কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা॥
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্।
নির্জগামাশ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ॥
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রায়াং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাৎ বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্।
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥

সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥
ইতি স্কান্দে রেণুকামাহাত্ম্যম্।

এই উদ্ধৃত বচন দ্বারা কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, তাহা প্রমাণীকৃত হইল। অপিচ—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ স্যুঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন বৈ॥ মনু।

এক্ষণে দেখ, করণ-কায়স্থ-জাতির মূল ক্ষত্রিয় হইলেও, বহুকালাবধি উপনয়নাদি-বৈদিক-ক্রিয়া-লোপ-হেতু এবং বেদ-চর্চ্চায় প্রতিসিদ্ধ হওয়ায়, উহাঁরাও যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সদ্গোপ-প্রকরণের অতিরিক্ত কথা।

মূলপুস্তক ১৫৮ পৃষ্ঠ ১৩ পঙ্ক্তিতে কৌলীন্যে হাজরার পরিবর্ত্তে বিশ্বাস হইবে। সদ্গোপের পূর্ব্বকুলে ৩ ঘর কুলীন—শূর, নিয়োগী ও বিশ্বাস। শূর, নিয়োগী ও বিশ্বাস ব্যতীত পূর্ব্ব-কুলের সকলেই মৌলিক। পশ্চিমকুলেও তিন ঘর মাত্র কুলীন; যথা—ভাল্‌কো, কাঁস্‌কা ও শিওর। বর্দ্ধমান ও রাণীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অমরারগড় নামক স্থানে প্রবল-পরাক্রান্ত তিনজন সদ্গোপ রাজা ছিলেন। একের নাম ভল্লূকপদ, দ্বিতীয়ের নাম কনকেশ্বর ও তৃতীয়ের নাম বংশীহর সিংহ। এই তিন রাজার অধস্তন পুরুষ হইতে পশ্চিমকুলের কুলীনগণ সাধারণতঃ কুঙার নামে বিখ্যাত। পশ্চিমকুলে শুবণে, বইচে, গুড়-গ্রাম, খটাঙ্গা ও কুরনারায়ণ এই পাঁচ ঘরকে সমাজ বলিয়া

আখ্যা দেয়। ধারগ্রামী ও গোপগ্রামীদিগকে প্রতিহার নামে কহিয়া থাকে। এই সাত ঘর প্রায়ই হাজরা অথবা রায় উপাধিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই দশ ঘর ব্যতীত পশ্চিমকুলের সমুদয় সদ্গোপ মৌলিক বলিয়া পরিচিত। ঘোষ, পাল, সিংহ, মহাপাত্র, চৌধুরী, ভূঞা (ভৌমিক) ও বক্সী প্রভৃতি উপাধি দ্বারা মৌলিক-বংশ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থগণ পূর্ব্বকুল, পশ্চিমতীর-বাসী পশ্চিমকুল। মেদিনীপুরের কর্ণগড় ও নাড়াজোলের রাজপরিবারবর্গ সদ্গোপ-জাতির শীর্ষস্থানীয়। ইহাঁরা অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ভূস্বামিবর্গের মধ্যে বিশেষ প্রতিপন্ন, সাধু, ভদ্র, মর্য্যাদাপন্ন, ধর্ম্মভীরু এবং আশ্রিত-প্রতিপালক মহাশয় বলিয়া বিখ্যাত।

কৈবর্ত্তজাতি—মাহিষ্য-প্রকরণ।

কতিপয় বৎসর হইতে জাতীয় উৎকর্ষ-বিধানের চেষ্টা হইতেছে। সুখের বিষয় এই যে, কেহ আত্মোৎকর্ষের অন্য অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করুন বা না করুন, অনেকেই জাতীয় উন্নতির সম্পূর্ণ চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হইয়াছেন।

কায়স্থেরা আর শূদ্র থাকিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেই যেন পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করেন।

সদ্গোপ ও সুবর্ণ-বণিক্, বৈশ্য-শ্রেণীতে উন্নীত হইবার সম্পূর্ণ অভিলাষী। এই দুই জাতি বৈশ্য-শ্রেণী-সন্নিবিষ্ট হইলেও পরস্পরের একতা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তৈল ও সলিলের তরলতায় সাম্যভাব আছে বটে, কিন্তু পরস্পরের লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করিলে সংমিশ্রণে একতা জন্মিবে না। একটা

শিশিতে তৈল ও জল মিশ্রিত করিয়া ছিপি বন্ধ করিলে তৈল উপরে উঠিবে, জল নিম্নে পড়িবে। সুতরাং চিরকালের পৃথক্ পদার্থ পৃথক্ই থাকিবে। যুগযুগান্তর-কালাবধি যাঁহারা অনুপনীত, ব্রাত্য ও মাসাশৌচ-গ্রাহী শূদ্র বলিয়া চির-প্রথিত এবং ক্রিয়াকলাপেও যাঁহাদিগের শূদ্রত্ব শিরোধার্য্য হইয়া আসিতেছে, আজি তাঁহারা কি প্রমাণ-বলে দ্বিজত্ব লাভ করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। (তবে আত্মোৎকর্ষে সকলেই যদি উন্নতি লাভ করেন, তাহা হইলেও যে জাতি যেমন ছিলেন, তাহাই ঠিক থাকিবে।) "লাভঃ পরং গোবধঃ"; আমরা এখানে গো-শব্দে ব্রাহ্মণপদে অভিধা খাটাইলাম। অন্ততঃ লক্ষণাতেও গো-শব্দে ব্রাহ্মণই বুঝাইবে, সন্দেহ নাই।

বৈদ্যেরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রমাণ—গঙ্গাধর সেন কবিরত্ন কবিরাজ কৃত বৈদ্যতত্ত্ব-বিনিশ্চয়; বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে সন ১২৭৮ সালে মুদ্রিত।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ দিবার জন্য বিশ্বকোষের অবতারণা।

সদ্গোপের বৈশ্যত্ব প্রমাণ করিবার জন্য গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামীর কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতার সৃষ্টি। সেইপ্রকার সুবর্ণবণিক্গণও বৈশ্যত্ব সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত গোপালচন্দ্র পালের 'সুবর্ণ-বণিক্ বৈশ্য' এই শিরোনামিত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন।

এখন কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য-শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার জন্য কেন না বহু প্রমাণ-প্রয়োগ দিবেন? প্রয়োগের অবতারণা করিয়া 'মাহিষ্য-বিবৃতি' নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা মাহিষ্যই হউন আর শূদ্রই হউন, যখন

তাঁহারা স্বকীয় পুরোহিতকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেছেন না, তখন কার্য্যত: তাঁহাদিগের মাহিষ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। তবে তাঁহাদিগের জল অব্যবহার্য্য নাই। এক পক্ষের অর্থাৎ জেলে কৈবর্ত্তের দাসত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

জেলে কৈবর্ত্তগণ অনাচরণীয়, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রদত্ত কূপজল অনাচমনীয়। পুরোহিতের একজাতীয় যজমান থাকিলে সেই সকল দ্বিজকে পতিত ও একজেতে ব্রাহ্মণ অথবা বর্ণব্রাহ্মণ বলে। বর্ণযাজী বলিলে নিকৃষ্ট শূদ্রের পুরোহিতকে বুঝায়। সুবর্ণ-বণিক্ ও কৈবর্ত্তগণের পুরোহিত একজাতীয় পুরোহিত বলিয়া সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকেন *। বৈবাহিক-সূত্র অথবা ভোজ্যান্নতায় তাঁহাদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সামাজিকতার কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সৎশূদ্রযাজী নবশায়কের পুরোধার সহিতও যখন ইহাঁদিগের সামাজিকতার নাম-গন্ধ শ্রবণ করা যায় না, তখন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের কথা সুদূরপরাহত। কৈবর্ত্ত ও সুবর্ণ-বণিকের পুরোহিত অন্ততঃ যাবৎ নবশায়কের পুরোহিতগণের সহিত সাম্য-ভাবাপন্ন না হইতেছেন, তাবৎ তাঁহাদিগের জাতীয় উৎকর্ষের সার্থকতা দেখা যায় না। পূর্ব্বপুরোহিত পূর্ব্ববৎ অচল থাকিলে,

---

* কিপ্রকারে ব্রাহ্মণ্য লোপ হয়—

কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ বৈ॥
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাঽভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রৌত্রধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্॥

কৌর্ম্মে উপবিভাগে ১৫ অধ্যায়।

যজমানেরা ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেও, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর-পুরঃসর দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক চন্দ্রস্পর্শের উপমাস্পদ হইবেন বলিয়াই প্রতীতি হয়।

গ্রহাচার্য্যেরা সদ্ব্রাহ্মণ হইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। উচ্চ হইবার উপায় নাই, তবে অস্পৃশ্যত্বের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।

ভাটেরাও ব্রাহ্মণ হইবার জন্য উদাসীন নহেন; বিশেষ চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হইবার নহে। প্রমাণ দেখ—কোঁচ, পালিয়া, চণ্ডাল, ইহারা রাজবংশী বলিয়া পরিচিত; কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে। সুতরাং ম্লেচ্ছ, যবন, চীন, হূন, পারদ, খস, ঝল্ল, মল্ল, কিরাত, কোল প্রভৃতি জাতীয় মনুষ্যগণ লেখা পড়া শিখিয়া এবং সম্পত্তিশালী হইয়া, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে কেন সাহস না করিবে? যথা আলকট সাহেব—পরমহংস, শ্রীমতী এনী বাসন্তী—ঋষিকন্যা গার্গী, কৌথুমী ও অরুন্ধতী রূপে পরিচয় দেন। আপচ, সামান্য বটুগণ-মধ্যেও যিনি প্রণবের অর্থ করিতে সমর্থ, তিনিও মহর্ষিপদে অভিষিক্ত হইতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত নহেন। মোক্ষমূলহর সাহেব পর্য্যন্তও ব্যাসের আসন চাহেন। তাই বলি, সমুদয় জাতির শ্রেণীর ক্রমোন্নতিতে যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। মাঝে থেকে আমাদিগের বিলাতফেরা বামন ভায়ারা পৈতা পরিত্যাগ করিয়া, অথবা রাখিয়াও, গো-ভক্ষণ ও সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার-হেতু পতিত ও ম্লেচ্ছ। তাই বলি, তাঁহারা কোন্ জাতিতে পরিগণিত হইবেন?

সে যাহাহউক, এক্ষণে কৈবর্ত্তগণ যে প্রমাণে মাহিষ্য হইতে

চাহেন, তাহা কৈবর্ত্তগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিশ্বকোষের কৈবর্ত্ত-প্রকরণ দেখ। ইহাঁরা কহেন, ঐ বচনগুলি বৃহৎ ব্যাস-সংহিতার। বৃহৎ ব্যাসসংহিতা এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং কৈবর্ত্তগণের প্রদত্ত প্রমাণের প্রতি নির্ভর করিয়াই মৌনাবলম্বন করিতে হইল।

কৈবর্ত্তা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা জালিকা হালিকা মুনে।
হলবাহা হালিকাশ্চ জালিকা মৎস্যজীবিনঃ॥ ৩১॥
ক্ষত্রবীর্য্যাত্তু বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কর্ম্মানুসারতস্তে বৈ উত্তমাধমকা ভুবি॥ ৩২॥
বভূবুর্হলবাহস্থাদ্ভোজ্যান্না উত্তমাঃ স্মৃতাঃ।
মৎস্যজীবিকয়া কেচিদস্পৃশ্যাঃ পতিতা দ্বিজ॥ ৩৩॥
অভোজ্যান্নাশ্চ পৃথিব্যাং নীচকর্ম্মানুসারতঃ।
কৃষিকর্ম্মপ্রবৃত্তাশ্চ ভূত্বাবাৎসুর্যথা তথা॥ ৩৪॥
কৈবর্ত্তখ্যাতিমাপুস্তে শূদ্রত্বঞ্চ সহাচরৎ।
যৎসংসর্গা হি বর্ত্তন্তে লোকাঃ স্যুস্তদ্বিধা ধ্রুবম্॥ ৩৫॥
সংসর্গজৌ দোষগুণৌ ভবেতাং হি যুগে যুগে।
অতো জাত্যা হি কৈবর্ত্তেত্যাখ্যাং প্রাপুশ্চ তে মুনে॥ ৩৬॥

তৃতীয় খণ্ড, ২০শ অধ্যায়।

জালিক ও হালিক সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥

হেলে অর্থাৎ কৃষক কৈবর্ত্তগণ নিরীহ, ভদ্র, আতিথেয়, বৈষ্ণব ও সৎক্রিয়ান্বিত; এবং অনেকেই সত্যবাদী ও স্নিগ্ধ-

প্রতিজ্ঞ। ইহাঁদিগের অনেকেই সম্পত্তিশালী। অনেকেরই ভূস্বামী উপাধিও আছে। ভুঁয়া বলিয়াই যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা মাহিষ্য হইবেন, তাহা বলা যায় না; কারণ কোঁচবিহারের রাজা কোঁচ, তিনি স্বাধীন ছিলেন, এখনও করদমাত্র; তাই বলিয়া কি ঐ রাজপরিবার ও তদীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছেন? সমাজ যাঁহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই ভাবেই থাকিতে হইবে। তাহাতেই তাঁহার পরিতুষ্ট থাকা আবশ্যক।

সামাজিক প্রথার উল্লেখ স্থলে স্থূলো পঞ্চানন যে শ্লোক কহিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সমাজের শক্তি দেখ রাজশক্তি মাথে (মস্তকে)।
অতি উচ্চ, নাহি চলে প্রভুশক্তি-সাথে॥
শাস্ত্রের বিশেষ উক্তি যুক্তি নাহি চায়।
সমাজ-শক্তি দেখ হে প্রবলা ধরায়॥
বর্ণ-যাজী অগ্রদানী দ্বিজ অপভ্রষ্ট।
শূদ্রের পিণ্ডভোজী, পাতকী, নিকৃষ্ট॥
পুরোধা যজ্ঞ-যাজী, পিণ্ডভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্যমাত্র লয়॥
শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প, মৃতের স্বর্গোদ্দেশে দান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেয়, পুরোধা না খান॥
শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রিত কুশময় দ্বিজ।
পিণ্ড-পাত্রান্ন-ভোক্তা, দৌহিত্র, গো বা অজ॥
বর্ণ-যাজী পুরোহিত ব্যাস, সাতশতী।
একজাতি পুরোধা নহে ব্যাসের জ্ঞাতি॥

ব্যাস আর সাতশতী বেদ-জ্ঞান-হীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ ॥

এক্ষণে একটা কথা এই যে, ধীবর-কৈবর্ত্তগণ অনাচরণীয়। কিন্তু দাস-কৈবর্ত্ত বা হালিক (মাহিষ্য-পদাভিমানী) কৈবর্ত্তগণের জল আচরণীয় (অর্থাৎ কূপজলও আচমনীয়); কিন্তু ইহাঁদের পুরোহিতগণের কূপজল আচরণীয় নহে। তাহার কারণ মোটামুটী এই জ্ঞান হয় যে, পাতিত্যহেতু একজাতীয় যাজ্যত্বে অনাচরণীয়ত্ব আছে। একজেতে পুরোহিতগণের অনেকেই যে সাতশতী ও নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, তদ্বিষয়ে সামাজিক গ্রন্থ সমূহে যাহা লিখিত আছে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

কেহ কেহ বলেন—

পঞ্চ গোত্র, ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।
যদি থাকে দুই এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর ॥
পঞ্চানন মুলো কয়, কান্যকুব্জ-পরিচয়,
উভয় কুলে শতাধিক উনষাটি।
তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি ॥
অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার।
অন্ত্যজ-যাজী, কৌণ্ডিন্য, ব্যাস, পরাশর ॥
এক বাঁশে জন্ম ডাকে, ব্যজন আর ধনুকে।
প্রাণ দানে আর নাশে, ত্যাজ্য, গ্রাহ্য গুণদোষে ॥
তাই পিতৃ-উপদেশে, ক্ষুধাতেও না বিনাশে,
নিষাদী-রত ধর্ম্মভ্রষ্ট দ্বিজে।

গরুড় কহিল উঠ, ব্রহ্মবংশে জন্ম বট,
গঙ্গা জলে, লয়ে সে প্রিয়া অন্ত্যজে ॥

গোষ্ঠী-কথা।

কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ পতিত ব্রাহ্মণ মাত্র। তাঁহাদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানাপ্রকার অকথ্য কিংবদন্তী যাহা প্রচলিত আছে, তাহা প্রকৃত নহে। কারণ, কোন যুগেই কোন রাজা কাহাকেও ব্রাহ্মণত্ব দিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশ্বামিত্রকেও ব্রাহ্মণদিগের নিকট কত অসাধ্য-সাধনা দেখাইয়া ব্রাহ্মণ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। একজাতীয় পুরোহিত-মাত্রের অধিকাংশেরই জল অনাচরণীয়।

কৈবর্ত্ত-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় ও কাব্যাদিতে ব্যবহৃত বচনগুলি নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা দ্বারা কৈবর্ত্তগণের সামাজিক অবস্থা অনায়াসে উপলব্ধ হইবে।

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং পুত্ত্রৌ দ্বৌ সংবভূবতুঃ।
কৈবর্ত্তাখ্যাবভবতাং তৌ জাত্যা মধ্যমাধমৌ ॥ ৪৫ ॥
তয়োরেকো হালিকোঽভূজ্জালিকশ্চাভবত্তদা।
হালিকঃ কৃষিকর্ম্মা চ জালিকো মৎস্যজীবকঃ ॥ ৪৬ ॥
স জালিকস্তীবরস্য সংসর্গাদ্ধীবরোঽভবৎ।
নীচবৃত্ত্যাধমঃ সোঽভূৎ পতিতস্তেন হেতুনা ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, চতুর্থ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

তথাচ রামায়ণে—

নাব্যং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তস্য শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥

অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৪।৮।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে যথা—

শ্রমেণ মহতা যুক্তাঃ কৈবর্ত্তা মৎস্যজীবিনঃ।

৫১ অধ্যায়, ৫ শ্লোক।

শান্তিশতক কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৬ শ্লোক যথা—

অরে চেতোমীন ভ্রমণমধুনা যৌবনজলে
ত্যজ ত্বং স্বচ্ছন্দং যুবতিজলধৌ পশ্যসি ন কিম্।
তনূজালীজালং স্তনযুগলতুম্বীফলযুতং
মনোভূঃ কৈবর্ত্তঃ ক্ষিপতি পরিতস্ত্বাং প্রতি মুহুঃ॥

মনুসংহিতার ৮ অধ্যায়, ২৬ শ্লোকে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

ব্যাধাংশ্ছাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখানকান্।
ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ॥

অপিচ মনু ১০ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক—

নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥

মনুসংহিতার ৮ অধ্যায়, ২৬ শ্লোকে কুল্লুক ভট্ট স্বীয় টীকায় কৈবর্ত্তান্ পদের অর্থ—মৎস্যজীবিনঃ স্পষ্ট লিখিয়াছেন।

১০ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোকের টীকা—

ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতো নিষাদঃ প্রাগুক্তঃ, প্রকৃতায়াং অয়োগব্যাং মার্গবং দাসাপরনামানং নৌব্যবহারজীবিনং জনয়তি, আর্য্যাবর্ত্তদেশবাসিনঃ কৈবর্ত্তশব্দেন কীর্ত্তয়ন্তি। মেধাতিথির টীকাতেও এইপ্রকার আছে।

সমাজে দুইপ্রকার কৈবর্ত্ত জাতি আছে। একের উপাধি দাস, অপরের উপাধি ধীবর। কৈবর্ত্ত বলিলে উভয়কেই বুঝায়;

ইহা সাধারণ নাম। দাসগণ হালিক কৈবর্ত্ত, ইহাঁরা মাহিষ্য-পদ-বাচ্য। ইহাঁদিগের ব্যবসায় কৃষি। ইহাঁদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে লেখা আছে—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥

কৈবর্ত্ত-শ্রেষ্ঠাংশ দাসগণ অর্থাৎ যাঁহাদিগের জল আচমনীয়, ইহাঁরা পূর্ব্বাবধিই কৃষিজীবী এবং ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণদিগের সংসর্গহেতু ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার সচ্ছূদ্রের সদৃশ, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্বেও ভূম্যধিকারী বলিয়া বিশেষ পরিচিত। হালিক কৈবর্ত্তের মধ্যে সামন্ত, ভূঁয়ে (ভূমিপ), মাইতি (মহান্ত) প্রভৃতি সম্মানাস্পদীভূত উপাধি আছে। মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, পাবনা, নদিয়া ও যশোহরের কিয়দংশে হালিক কৈবর্ত্তের ভাগ অধিক।

ধীবর কৈবর্ত্তগণের আচার ব্যবহার অন্ত্যজ শূদ্রের তুল্য। ধীবর কৈবর্ত্তগণকে মালো ও পাড়ুই কহে। যাহারা জেলে, তাহারা তীয়র (তীবর) অর্থাৎ চণ্ডাল জাতীয়। বর্দ্ধমান জিলায় যে সকল জালজীবী তীয়র আছে, তাহাদিগকে জেলে কৈবর্ত্ত বলে। তদনুসারে তথায় কৈবর্ত্ত বলিলে তীয়রজাতীয় জেলে-দিগকে বুঝায়।

মাহিষ্যগণের বৃষলত্ব-হেতু হালিক কৈবর্ত্তগণের কেহই উপবীতগ্রহণে অধিকারী নহেন, তদনুসারে হালিক কৈবর্ত্তগণ মাসাশৌচগ্রহণে অধিকারী। কিন্তু মেদিনীপুরাদি প্রদেশের কতিপয় বংশ সম্প্রতি বৈশ্যের ন্যায় পঞ্চদশাহে শুদ্ধি-বিধান

সংস্থাপন করিতেছেন। অধুনাতন উপবীতধারী বৈদ্যগণ পঞ্চদশাহাশৌচ ও অনুপনীতেরা মাসাশৌচ গ্রহণ করেন। যে সকল হালিক কৈবর্ত্ত পঞ্চদশাহাশৌচ স্থির করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মাহাত্ম্যবৃদ্ধি হইবে কি না, তাহা সন্দেহস্থল। চণ্ডাল ও মুচি জাতিরও দশাহে শুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যখন প্রায়শ্চিত্তাদি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম শূদ্রবৎ করিতে হয়, তখন কেবল অশৌচটীর অৰ্দ্ধেক বাদ দিলে কি ফল হইবে, বুঝিতে পারি না।

সম্বন্ধনির্ণয়ের ৫৬৬ পৃষ্ঠে এড়ু মিশ্র-কৃত নবদ্বীপের সীমা-বিভাগে সূর্য্যদ্বীপকে তিন ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এক ভাগ (জালিক) ধীবর-রাজ্য ও অপরাংশ হালিক কৈবর্ত্তের রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভৈরব, ইচ্ছামতী, কপোতাক্ষ, করতোয়া, বেত্রবতী ও চিত্রাদি নদীর গতি দ্বারা সূর্য্যদ্বীপ ঐ তিন ভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ লাটুদহকে (নদীয়া জিলার মেহেরপুর সবডিবিজনে) লাটদ্বীপের রাজধানী বলিয়া অনুমান করেন। লাটুদহ অঞ্চলটী ভৈরব, খড়িয়া ও ইচ্ছামতী, এই নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী বটে। সুতরাং অনুমানটী নিতান্ত ভ্রমাত্মক নহে। ঐ সকল অঞ্চলে হালিক কৈবর্ত্তের ভাগ অধিক। কঙ্কদ্বীপের সীমা ধূলিয়াপুর, বড়-গঙ্গা-পার। এই অংশটী যশোহর জিলার পূর্ব্বভাগ এবং ফরিদপুর জিলার পশ্চিমাংশ।

সূর্য্যদ্বীপের লাটবিভাগ কৈবর্ত্তের দাসরাজের রাজ্য। এ বিষয়ে এড়ু মিশ্রের সংস্কৃত বচন ও ধ্রুলো পঞ্চাননের কারিকা মূল সম্বন্ধনির্ণয়ের ৫৬২ পৃষ্ঠ হইতে ৫৬৯ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে আবার পিষ্টপেষণ অনাবশ্যক।

অন্ত্যজ জাতির পুরোহিতের ন্যায়, দাস-কৈবর্ত্তের পুরো

হিতগণও একমাত্র দাস-কৈবর্ত্তকে যজান, আর কাহাকেও যজান না। সুতরাং একজাতীয় পুরোহিত বলিয়া গণ্য। দ্বাদশপ্রকার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-বিচার সম্বন্ধে মূল সম্বন্ধনির্ণয় ৩৬৮ হইতে ৩৭৭ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ।

এক্ষণে দেখা যাউক, মনুর মতে যে কৈবর্ত্তদিগের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদিগের জীবিকা কি? দেখা গেল, তাহারা নৌকর্ম্মজীবী। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা ও বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারবর্গ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যে কৈবর্ত্তের কথার উল্লেখ আছে, তাহারা হালিক ও জালিক এই উভয়বিধ কৈবর্ত্ত, এবং ব্রাহ্মণের দাসত্ব-নিবন্ধন সমাজে আচরণীয়।

আমরা কোন জাতিকেই খাট করিতে ইচ্ছুক নহি। হিন্দু-সমাজে যে কেহ উচ্চ আসনের যোগ্য হইলেই হিন্দু-সমাজ তাঁহাকে স্থান দেন। তবে ইহাঁদিগের দোষ এই যে, সহজে কাহাকেও সম্পূর্ণাধিকার দিতে সম্মত হয়েন না। তপস্যা, তেজ, আত্মত্যাগ, সদাচার ও ইন্দ্রিয়-সংযমাদি দ্বারা সত্ত্বগুণের আবির্ভাব দেখিলেই সমাজ সেই জাতিকে উচ্চ আসনে স্থান দেন। তদ্বিপরীত-গুণ-সম্পন্ন তমোগুণান্বিত ব্যক্তি উচ্চাসন পান না। বিশ্বামিত্রের যাবৎকাল অহঙ্কার ছিল, তাবৎকাল তিনিও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও সদাচারপরায়ণ হইয়া হৃদয়ের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া অতি নিম্নসমাজের লোকেও ক্রমশঃ উচ্চ হইতেছেন। "এঁরা সেরকম শুঁড়ি নহেন," "এঁরা নমশূদ্র হইলে কি হয়, আচার ব্যবহারে অনেক উচ্চজাতীয়ের ধরণ; এঁদের স্ব-সম্পর্কীয় সকলেই এইরূপ" ইত্যাদি কথাতেই হিন্দুসমাজে জাতীয়

উন্নতির পথ অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। রাজা সুখময়ের প্রস্তুত ৺শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা এবং অনেক সুবর্ণ-বণিক্-জাতীয়ের সাধারণ-হিতকর দান ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য উহাঁরা কার্য্যতঃ কি সমাজে একপ্রকার অলক্ষিতভাবেই ক্রমশঃ উন্নত হইতেছেন না?

সত্ত্বগুণে ত্রিভুবন জয় করা যায়; নিতান্ত অন্ত্যজ জাতিও সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া উচ্চাসনে আসীন হইতেছে; অর্থাৎ হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ও মুচি প্রভৃতিও বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আচরনীয় হইতেছে। গোসাঞিগণ এই সকল লোককে শিষ্য করিয়াও সমাজে চলিত, অপাঙ্‌ক্তেয় নহেন। তাহার কারণ, তাঁহারা অনন্যকর্ম্মা ও মৎসরশূন্য হইয়া সর্ব্বদা কেবল হরির আরাধনা দ্বারা মনকে পবিত্র রাখেন, তমোগুণকে হৃদয়ে স্থান দেন না; এবং উচ্চশ্রেণীর কুলীনগণের সহিত আদান প্রদান দ্বারা সমাজে চলিত হইতেছেন। তথাপি উহাঁরা অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের নিকট হেয়।

বন্দ্য দাশু-বংশ-প্রমুখ

জীয়ো বা জীবধর (১৪)-বংশ।

এই পরিশিষ্টের ১৯ পৃষ্ঠ দেখ। জীব ১৪। জীব-সুত মধুর কনিষ্ঠ মাধব (বাঙ্গাল-মেল) ১৫। মহেশ ও মহেন্দ্র ১৬। মহেশ-সুত হরি, শ্রীরাম, কমল ও দুর্গাদাস (হরি মেদিনীপুর জিলার পাতরা-বাসী) ১৭। শ্রীরাম-সুত নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব ও জনার্দ্দন ১৮। নারায়ণ-সুত শান্তিনাথ, কৃষ্ণদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি ১৮ (কৃষ্ণদেবাদি পণ্ডিতরত্নী মেলে পাল্‌টী প্রকৃতি ভাবে

সংসৃষ্ট)। এই স্থান হইতে এই বংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন; কেহ বালিগ্রামে, কেহ বারাসতে, কেহ নবদ্বীপাদি অঞ্চলে, কেহ খানাকুল কৃষ্ণনগরাদি প্রদেশে অবস্থান করেন। সুতরাং যথারীতি বংশাবলী পাওয়া দুর্ঘট; তথাপি খানাকুলের বন্দ্যোপাধ্যায়গণ বিষ্ণুর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। বিষ্ণুর পর্য্যায় ১৮। বারাসত-নিবাসী ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট, পেন্সন-প্রাপ্ত, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পরিচয়ে আপনাকে বিষ্ণুর অধস্তন দশম দর্পনারায়ণের প্রপৌত্র বলেন। যথা—দর্পনারায়ণ ২৮। গোকুল ২৯। রাম ৩০। প্যারীমোহন, মহেশ, শ্যাম ও হরি ৩১। প্যারী-সুত পান্নালাল ৩২। তৎসুত পর্য্যায় ৩৩। মহেশ-সুত মণীন্দ্র প্রভৃতি ৩২।

মুখুটী গোপাল মজুমদার-প্রকরণ (১১৬ পৃষ্ঠ)।

মধুসূদন-প্রমুখ বিশ্বেশ্বর (২৭)-বংশ (বল্লভী মেল)।

গোপাল মজুমদারের তিন পুত্র; মধু, হরি ও জানকী ২৬। মধু-সুত বিশ্বেশ্বর ২৭ (১৭৮ পৃষ্ঠ দেখ)। ইহাঁর আট পুত্র, তন্মধ্যে রামগোবিন্দ, জয়দেব ও রামেশ্বর ২৮, শান্তিপুর-বাসী। জয়দেব-পুত্র বলরাম ও রামলোচন ২৯। বলরাম পুত্র কৃপারাম (লোহারাম) ৩০। সুত হরমোহন ও পার্ব্বতীনাথ ৩১। হরমোহন-সুত হরিচরণ, হরিভূষণ, হরিগোপাল, পূর্ণচন্দ্র, রামলাল ও কুঞ্জলাল ৩২। হরিভূষণ-পুত্র আশুতোষ, বিভূতিভূষণ ও প্রমথ-ভূষণ ৩৩। রামলোচন(২৯)-সন্তানগণ ঘোড়াঘাট-সংসৃষ্ট। রামলোচন-পুত্র রামধন ৩০। সীতানাথ ৩১। পঞ্চানন ৩২। কালীপতি ও শক্তিপতি ৩৩।

রামেশ্বর-সুত রামজীবন ২৯। তৎপুত্র কালীচরণ ৩০। কমললোচন ৩১। হরিহর ৩২। প্রসন্ন ও গোপাল ৩৩। প্রসন্ন-সুত প্রমথ ৩৪। গোপাল-সুত অনুকূল ৩৪। সাং শান্তিপুর।

শিবাচার্য্য-বংশ (ফুলিয়া মেল, ৬৫ পৃষ্ঠ)।

দেবেন্দ্র-সুত রিপুঞ্জয়, জ্ঞানঞ্জয় ও সুরঞ্জয় ৩৫। জ্যোতিশ্চন্দ্র-সুত মৃত্যুঞ্জয়, ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দন ৩৫। বিশ্বেশ্বর-সুত যুগল ৩৫। চন্দ্র-পৌত্র হেম ৩৪। ইহাঁর পিতা আশু ৩৩।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি-খণ্ডন।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়-প্রণীত ইণ্ডো-এরিয়ান্‌স্ নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডের ২৪২ পৃষ্ঠে লেখা আছে যে, "সম্বন্ধনির্ণয়ের আদিশূর ও বল্লালসেন সম্বন্ধে বারেন্দ্র-কুলজ্ঞের ব্যক্তিবিশেষের কথা বিশেষ প্রামাণিক নহে"। উক্ত মহোদয় শেষ বয়সে বধির হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে বধিরতা-নিবন্ধন কথোপকথন-সময়ে প্রক্রান্ত বিষয়ের বিতণ্ডা করিতে করিতে পথচ্যুত হইয়া ভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া লইতেন। আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, বরেন্দ্রভূমের অধিকাংশ কুলজ্ঞের নিকট আদিশূর, বল্লাল ও লক্ষ্মণাদির বৃত্তান্তে তাঁহাদিগকে বৈদ্য-জাতীয় বলিয়া লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি; কেবল ব্যক্তিবিশেষের মুখে শুনি নাই। মুর্শিদাবাদে অনেক কুলজ্ঞ আছেন, আপনি তাঁহাদিগের যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারেন। আমার এই কথার অন্যপ্রকার ভাব গ্রহণ করিয়া উক্ত মহোদয়ের আদিশূর ও বল্লাল সম্বন্ধে ভ্রান্তি

হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং যে সকল আনুমানিক যুক্তির আশ্রয় লইয়া আদিশূর ও বল্লালকে বৈদ্যজাতীয় ব্যতীত অন্যজাতীয় সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের নামাদির পরিবর্ত্তন এবং সম্পর্কের বিপর্য্যয় করিয়াছেন, তাহা যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। পিণ্ডদান এবং অশৌচ গ্রহণ জন্য দ্বিজাতি-বর্গের সম্পর্ক লেখা থাকে; উহার বিপর্য্যয় হইবার সম্ভব নাই। তাহা ঘটিলে পাতক জন্মে ও ক্রিয়া পণ্ড হয়। যথাযথ সম্পর্ক লেখা থাকায় ধর্ম্ম-রক্ষা হয়; তাহা দেখিয়াই সমুদয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অশৌচগ্রহণ, পিণ্ডদান, দায়াধি-কার ও বিবাহাদি কার্য্য, বংশাবলীর সম্বন্ধ বিচারপূর্ব্বক আবহ-মান কাল চলিয়া আসিতেছে; কদাচ উহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কুলীনগণের বংশাবলীর লিখন-সম্বন্ধে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করা না যায়, তবে তাঁহাদিগের প্রতিপালক ভূপতি-গণের বংশাবলীর লিখিত প্রমাণগুলিকেই বা কেন অবিশ্বাস করা যাইবে? স্বমতের পোষক গ্রাহ্য, আর বিরুদ্ধ অগ্রাহ্য; ইহা কদাপি যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব কুলতন্ত্রের কারিকা প্রামাণিক বলিতে হইবে।

রাজন্যবর্গ রজোগুণপ্রভাবে প্রায় শাস্ত্রের সাধারণ শাসন-বাক্য সেই শাস্ত্রেরই বিশেষ বচন দ্বারা অপবাদ করিয়া স্বেচ্ছা-চারী হইয়া থাকেন। যথা বেদের এক স্থানে আছে, 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি,' ইহা সাধারণ সূত্র। বিশেষ সূত্র যথা, 'শ্বেতচ্ছাগমালভেত'। আরও দেখ, কলিতে অসবর্ণা ও বিধবা-বিবাহ নিষেধ; কিন্তু তন্ত্রানুসারে পতিহীনা যে কোন জাতীয়া স্ত্রী ভৈরবী-চক্রে শৈব-বিবাহে দ্বিজাতির পক্ষেও প্রশস্ত।

সুতরাং এই প্রমাণ-বলে নৃপতিবর্গকর্ত্তৃক অন্যায় আচরিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রথানুসারে আদিশূরাদি কানাকুব্জাধিপতির বৈশ্যপত্নীর গর্ভজাতা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। সেই হেতুবশতঃ বল্লালাদি নৃপতিগণ ভূমিদানের তাম্রফলকে স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশাবতংস বলিতে সাহসী হয়েন নাই; তবে ঘুণাক্ষরে 'ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা' এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৫৮৭।৫৯০ পৃষ্ঠ দেখ)। বল্লাল নিজে নীচজাতীয়া পদ্মিনী কন্যাকে বিবাহ-সূত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাতে বৈদ্যদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদ হয়। পিতা-পুত্রের বিবাদে ভীত হইয়া লক্ষ্মণের দল উপবীত পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৎ আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বল্লালের দল সাহসপূর্ব্বক বৈশ্যবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। রাজা রাজবল্লভের সময়ে লক্ষ্মণের অনুগত (অর্থাৎ অনুপনীত) বৈদ্যগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত ধারণ করেন এবং এক্ষণে বৈশ্যবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং আদিশূর প্রভৃতি ও তদধস্তন সন্ততিবর্গকে কোনপ্রকারেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। আদিশূর সম্রাট্ ছিলেন; তাঁহাকে ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের বৈশ্য-পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা-দানে বৈমুখ্য দেখাইবেন কেন?

বল্লভী চট্ট ধন বিজয়।

চট্ট ধন বিজয়-প্রমুখ অযোধ্যারামের (২১) ধারা

(২৩০ পৃষ্ঠের অবশিষ্টাংশ)।

ইহাঁর বংশ যশোহর জিলার বলরামপুরে স্থিত। পুত্র রামগোবিন্দ, রামানন্দ, বৃন্দাবন, রামপ্রসাদ, রামনারায়ণ ও প্রেমনারায়ণ ২২। রামগোবিন্দ-সুত রাধাকান্ত, শ্রীকান্ত ও হরিনারায়ণ ২৩। রামানন্দ-সুত কালীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ২৩। নিবাস কাদিরকোণ গ্রাম। রামনারায়ণ-সুত রাম-মোহন, নন্দকুমার, রামসুন্দর ও রামজয় ২৩। প্রেমনারায়ণ-সুত রামকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ, যুগলকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ ২৩।

রাধাকান্ত-সুত কৃষ্ণকান্ত, কমলাকান্ত, কুঞ্জবিহারী, রাস-বিহারী ও বঙ্কবিহারী ২৪। শ্রীকান্ত-সুত রামকানাই ও বিদ্যা-ধর ২৪।

হরিনারায়ণ ২৩। সুত মদনমোহন ও জগন্মোহন ২৪। মদন-সুত বেণীমাধব ২৫, বংশাভাব। জগন্মোহন-সুত দীননাথ ও নৃসিংহ ২৫। দীননাথ স্বকৃতভঙ্গ। তৎপুত্র যতীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ২৬। নিবাস বলরামপুর।

কৃষ্ণকান্ত ২৪। সুত গোরাচাঁদ, বিশ্বনাথ ও চৈতন্য ২৫।

রামসুন্দর ২৩। সুত ঈশ্বরচন্দ্র, তারণচন্দ্র ও বিজয়চন্দ্র ২৪। ঈশ্বর-সুত রজনীকান্ত ২৫। তৎসুত বরদাকান্ত ২৬। তৎপুত্র ভুবনেশচন্দ্র ও পঞ্চানন ২৭। বিজয়চন্দ্র-সুত নীলমণি ও চণ্ডীচরণ ২৫। নীলমণি-সুত যোগেশচন্দ্র ২৬। তৎপুত্র গোপাল ও জিতেন্দ্র

প্রভৃতি ২৭। চণ্ডীচরণ-সুত দুর্গাদাস ২৬। বিশ্বনাথ ২৫। পাঁচকড়ি ২৬। জগদীশ ২৭। আশুতোষ ২৮।

জীবনকৃষ্ণ ২৩। সুত গিরিশচন্দ্র ২৪। অঘোরনাথ, প্রসন্ন ও শশী ২৫। নিবাস কলিকাতা।

চট্ট ধন বিজয়-প্রমুখ নীলকণ্ঠের (২১) ধারা।

বংশ যশোহর জিলার বলরামপুরে স্থিত। সুত নন্দকিশোর, কেশব, পাঁচু, কাশী ও চন্দ্র ২২। নন্দকিশোর-সুত শ্যামসুন্দর ও সাতু ২৩। শ্যামসুন্দর-সুত তেকু, নামান্তর তারিণীশঙ্কর ২৪। তেকু-সুত শীতল, গোপা ও রামতনু ২৫। গোপীমোহন-সুত জনার্দ্দন, অন্নদাপ্রসাদ ও কৃষ্ণচন্দ্র ২৬।

কেশব ২২। সুত মনোহর ও শিবচন্দ্র ২৩। শিবচন্দ্র-সুত ভগবান্‌চন্দ্র ২৪। শ্রীনাথ ২৫। অটলবিহারী ২৬। কলিকাতা-বাসী।

নীলকণ্ঠ-সুত কাশী ২২। গদাধর, হরানন্দ ও গুরুপ্রসাদ ২৩। গদাধর-সুত কৃষ্ণমোহন, ঈশ্বর, গৌরহরি ও প্রাণহরি ২৪। কৃষ্ণমোহন-সুত কালীভৈরব, তিনু বা ভগবতীচরণ ২৫। পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও হরিপদ (ভঙ্গ) ২৬। কালীভৈরব-সুত খুদিরাম ও বামনদাস ২৬।

রাজারামের বংশ যশোহর জিলার সেখহাটী ও সেনহাটী গ্রামে বিরাজিত। গোপেশ্বরের বংশ অনেক স্থানে বিদ্যমান দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশই প্রায় ভঙ্গ। নীলকণ্ঠের পুত্র কাশীর পৌত্র ঈশ্বর (২৪)-সুত নন্দিচরণ (বা কুঁচিল) ২৫। পুত্র হরিপদ ২৬।

ফুলিয়া-মেল নাথাই চট্ট (শ্রীনাথ চট্ট) (১৫)-প্রমুখ রতি-সুত নারায়ণ-বংশ

(২২৭।২২৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

নাথাই-সুত গোবিন্দ ও গঙ্গাদাস ১৬। গঙ্গাদাস-সুত ভুবন ১৭। ভুবন-সুত রামনাথ ও রতিনাথ ১৮ (১২৮ পৃষ্ঠ দেখ)। নারায়ণ ১৯। রঘুদেব ২০। দুর্গাপ্রসাদ ২১। রামজীবন ২২। বৈদ্যনাথ, মুরহর ও বিদ্যাধর ২৩। বিদ্যাধর-সুত শম্ভুনাথ ২৪। রাজচন্দ্র, গঙ্গাচন্দ্র, রূপচন্দ্র ও কালিদাস ২৫।

গঙ্গাচন্দ্র-সুত হরিকিশোর ও আনন্দকিশোর ২৬। হরিকিশোর-সুত রজনীকান্ত, চন্দ্রকান্ত ও হরিচরণ ২৭। রজনী-সুত কুমুদিনীকান্ত ও শীতলাকান্ত ২৮। নিবাস ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার আরিয়ল গ্রাম। হরিচরণ-সুত সতীশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ২৮। বিক্রমপুর পরগণার ধলছত্র-গ্রামবাসী।

আনন্দকিশোর ২৬। সুত কৈলাসচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র ২৭। কৈলাস-সুত মনসাচরণ, কামিনীকুমার, গিরিজাভূষণ ও জগদীশ-চন্দ্র ২৮। আরিয়ল-গ্রামবাসী। (কৈলাস-প্রদত্ত তালিকা।)

কুন্দগ্রামি-বংশের একদেশ

(সম্বন্ধনির্ণয়—মূলপুস্তক ২৫।২২০ পৃষ্ঠ দেখ)।

সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ-প্রমুখ কুন্দগ্রামীর মূলপুরুষ রাজ্যধর। তদীয় অধস্তন সপ্তম রোষাকর। ইনিই বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করেন। রোষাকরের অধস্তন পুরুষের মধ্যে রাঢ়দেশে বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বিশেষ বিখ্যাত কোন ব্যক্তি-

ক্ষেই দেখা যায় না। অপিচ মেলবন্ধন-সময়ে কুন্দবংশীয় কোন ব্যক্তি-গত মেলের সংস্রবও দেখা যায় না। কুন্দগ্রামীণেরা প্রায় আদি বংশজ। রাঢ়দেশে যে সকল আমাটের গাঙ্গুল আছেন, কুন্দগ্রামীণেরা তাঁহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে কুন্দগ্রামীণেরা পৃথগ্‌ভাবেই বিরাজ করিতেছেন।

হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কুন্দগ্রামী। তিনি যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কৌলীন্য-প্রাপ্তি-সময়ে কুন্দবংশের রোষাকর তৎকালের কুলতিলকস্বরূপ ছিলেন। তৎপরে কয় পুরুষ অধস্তনে কুন্দ-গ্রামীণেরা পূর্ব্ব বঙ্গে আবাস গ্রহণ করিলেন, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। বিক্রমপুর পরগণার কুলশালী গ্রামের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের বংশধরগণ প্রসিদ্ধ। রোষাকরের অধস্তন শম্ভু ভট্টাচার্য্য রাজপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার তিন পুত্র; একের সন্তানের উপাধি ওঝা (উপাধ্যায়), অন্যের হাজরা, অপরের পণ্ডিত। নওয়াখালী জিলার ভুলুয়া পরগণার খিল-পাড়ার ভট্টাচার্য্যগণ পণ্ডিতের বংশীয় এবং বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত।

শম্ভু ভট্টাচার্য্যের (১) অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার ২। পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম ৩। পৌত্র রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ভট্টা-চার্য্য ৪। ইহাঁর দুই পুত্র, জগন্নাথ ও হরিদেব ৫। জগন্নাথ-সুত রামকিশোর তর্কভূষণ ও ব্রজকিশোর ৬। রামকিশোর-সুত রামনারায়ণ ৭। পৌত্র উদয়চন্দ্র ৮। প্রপৌত্র গোবিন্দচন্দ্র ৯।

ব্রজকিশোর ৬। পুত্র কাশীনাথ ৭। পৌত্র গোলোকচন্দ্র, নবচন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ ৮। নিবাস খিলপাড়া।

রঘুনাথের (৪) দ্বিতীয় পুত্র হরিদেব ৫। সুত রামরত্ন ৬। পৌত্র কৃষ্ণশঙ্কর ও গঙ্গাশঙ্কর ৭। কৃষ্ণ-সুত রাধাচন্দ্র ৮। সুত কালীচন্দ্র ৯। গঙ্গাশঙ্করের পুত্র দুর্গাচন্দ্র ৮।

নওয়াখালীর ভুলুয়া-সমাজের যে যে স্থানে কুন্দগ্রামী আছেন, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—খিলপাড়া, রামসিন্দুর, সৈয়দপুর, ভদ্রগ্রাম ও হুগলী। ইহাঁরা ওঝার সন্তান।

বেগের গাঙ্গুলি হরিরামের ধারার একদেশ

(২৪৯ পৃষ্ঠ এবং মূলপুস্তক ৩৫০ পৃষ্ঠ দেখ)।

হরিরাম ২৩। সুত আত্মারাম, রত্নেশ্বর, রমাকান্ত, রামজীবন, রঘুনন্দন ও রামসন্তোষ ২৪। আত্মারাম-সুত ঘনশ্যাম, রাজারাম ও অনন্তরাম (ভঙ্গ) ২৫। ঘনশ্যাম-সুত রামজয় ও রামনৃসিংহ ২৬। রামজয়-সুত গঙ্গাগতি, তপস্যারাম, পদ্মলোচন ও কৃষ্ণকিশোর ২৭। গঙ্গাগতি-সুত রামতনু ও গুরুচরণ ২৮। রামতনু-সুত দুর্গাচরণ ও তারক ২৯। গুরুচরণ-সুত হরনাথ ২৯। তপস্যারাম-সুত শ্রীনাথ ২৮। সুত শরচ্চন্দ্র ও কেদারনাথ ২৯। কৃষ্ণকিশোর-সুত শ্রীনাথ, রামকুমার ও প্যারীমোহন ২৮। পদ্মলোচন-সুত কালীকান্ত ২৮। সুত বৈকুণ্ঠ ও নীলকণ্ঠ ২৯। বৈকুণ্ঠ-সুত কেদার প্রভৃতি ৩০। রামনৃসিংহ-সুত কৃষ্ণকান্ত, গৌরীকান্ত, গোপীকান্ত, নিত্যানন্দ, জগদ্বন্ধু ও মদন ২৭। কৃষ্ণকান্ত-সুত নবকুমার ও তারিণীচরণ ২৮। তারিণী-সুত চিন্তামণি প্রভৃতি ২৯। রাজারাম-সুত

রামচাঁদ, রামরুদ্র ও মৃত্যুঞ্জয় ২৬। রামরুদ্র সুত গৌরচন্দ্র ও হরচন্দ্র ২৭। হরচন্দ্র-সুত কালীকান্ত ও মহেশচন্দ্র ২৮। কালীকান্ত-সুত শ্যামচরণ, ব্রজবাসী ও দীনবন্ধু ২৯। দীন-সুত শরৎ ৩০। পৌত্র অক্ষয় ৩১।

রত্নেশ্বর ২৪। সুত শ্রীরাম, বাণেশ্বর ও রাধাকান্ত ২৫। রমাকান্ত-সুত রূপরাম, বিনোদরাম ও সীতারাম ২৫। রাম-জীবন (২৪)-সুত রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ, সদানন্দ, গোবিন্দ-প্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ২৫। রামপ্রসাদ-সুত নন্দকিশোর ২৬।

শিবপ্রসাদ-সুত কাশীনাথ, শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ ও কৃষ্ণ-কিশোর ২৬। কাশীনাথ-সুত জগন্মোহন, গোরাচাঁদ, কালাচাঁদ, তারাচাঁদ, কেবলকৃষ্ণ ও কুলচন্দ্র ২৭। গোরাচাঁদ-সুত নীল-কমল, দীননাথ ও কৃষ্ণধন ২৮। কৃষ্ণধন-সুত চন্দ্রভূষণ ২৯। কালাচাঁদ-সুত কৈলাস ২৮। সুত কেশবচন্দ্র ২৯। শম্ভুনাথ-সুত কালীনাথ ২৭। সুত নবীন ২৮। বিশ্বনাথ-সুত রাজচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র, রামচরণ ও ফটিকচাঁদ ২৭। কৃষ্ণকিশোর ২৬। দুর্গা-প্রসাদ, কালীচরণ ও হরিপ্রসাদ ২৭। কালীচরণ-সুত চন্দ্র-কান্ত, নীলকান্ত, ব্রজকান্ত, বরদাকান্ত ও রজনীকান্ত ২৮। চন্দ্রকান্ত-সুত মনঃপ্রসন্ন, অম্বিকাচরণ ও গোপালচন্দ্র ২৯। নীলকান্ত-সুত কামিনীকুমার ২৯।

সদানন্দ-সুত কালীপ্রসাদ, বলরাম, রামচাঁদ, কীর্ত্তিচন্দ্র, ভোলানাথ, জয়চন্দ্র, হরচন্দ্র ও রাধাকিশোর ২৬।

গোবিন্দপ্রসাদ ২৫। রঘুনাথ, রামকানাই, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজকিশোর ২৬। রঘুনাথ-সুত হরিশ্চন্দ্র ২৭। সুত শ্যামাচরণ ও বিষ্ণুচরণ ২৮। বিষ্ণু-সুত বিধুভূষণ ২৯।

গোপীনাথ (২৬) সুত চণ্ডীচরণ, রামমোহন ও বঙ্গচন্দ্র ২৭। রামকানাই ২৬। সুত নবকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ ২৭। কালী-সুত রজনী ২৮।

কৃষ্ণচন্দ্র ২৬। সুত তারিণী, রামচন্দ্র ও কালীচরণ ২৭। তারিণী-সুত কেবল ও তারক ২৮। রামচন্দ্র-সুত চন্দ্রকান্ত, রসিক, বরদা ও শ্যামাচরণ ২৮। চন্দ্রকান্ত-সুত নীলরতন, মাখনলাল ও বসন্ত প্রভৃতি ২৯।

রাজকিশোর-সুত জগচ্চন্দ্র, রামকুমার, রাজকুমার ও অক্ষয়কুমার ২৭। জগচ্চন্দ্র-সুত প্রসন্ন, কৈলাস, গিরিশ ও ভগবান্ ২৮। প্রসন্ন-সুত অতুল, যাদব ও প্রভাত ২৯। গিরিশ-সুত প্রতাপ ও অশ্বিনী প্রভৃতি ২৯। রাজকুমার ২৭। সুত নিশিকান্ত ২৮।

কাশ্যপ-কাঞ্জারি চট্টি ধন কৃষ্ণজীবন-প্রমুখ

রামানন্দ-বংশের একদেশ

(২২৮ পৃষ্ঠ এবং মূলপুস্তক ৪০৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

জিলা যশোহর, কাশীপুর। ধন-যুগ বলিলে কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবনকে বুঝায়। পর্য্যায় ২০। কৃষ্ণবল্লভ অনপত্য। কৃষ্ণজীবন-সুত রমাবল্লভ, রামকৃষ্ণ, রামনাথ ও রামগোবিন্দ ২১। রমাবল্লভ সুত রামানন্দ ও সদানন্দ ২২। রামানন্দ-সুত রামরতন, রামনিধি, গোকুল, হৃদয়রাম (ভঙ্গ), রাজকিশোর, তিলকচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, রামকিশোর, গোপালকৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ ২৩। রামরতন-সুত রামজয়, বলরাম ও নবকুমার ২৪। রামজয়-সুত তারিণীচরণ ২৫। সুত উমেশ ২৬। সুত

বিপিন ও শরচ্চন্দ্র ২৭। বলরাম-সুত আনন্দচন্দ্র ২৫। সুত সুরেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, শরচ্চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ২৬। নবকুমার-সুত কাশীচন্দ্র ২৫। রামনিধি-সুত অভয়াচরণ, নবীন ও দুর্গাচরণ ২৪। অভয়াচরণ-সুত সীতানাথ, চন্দ্রনাথ, শিবনাথ ও দ্বারকানাথ প্রভৃতি ২৫। দ্বারকানাথ-সুত ক্ষীরোদ ২৬। নবীন-সুত ভুবনমোহন, চন্দ্রমোহন, রাজমোহন ও লালমোহন ২৫। দুর্গাচরণ-সুত সতীশ ও ক্ষিতীশ প্রভৃতি ২৫। গোপালকৃষ্ণ-সুত মদন ২৪। কেবলকৃষ্ণ-সুত বংশীবদন ২৪। সুত কালীচরণ ও শ্যামাচরণ ২৫। কালীচরণ-সুত রেবতী ও কালাচাঁদ ২৬। শ্যামাচরণ-সুত সতীশ প্রভৃতি ২৬।

এক্ষণে বেদের শাখামাত্র অধ্যয়নে বিপ্রগণ সেই-বেদী বলিয়া পরিচিত।

সাবর্ণঃ কাশ্যপো বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যো ভরদ্বাজকঃ।
কান্যকুব্জে চতুর্বেদী চতুর্হোত্রী সুবিশ্রুতঃ॥
অদ্য তে তন্ত্রমার্গেণ শাখামাত্রং সমাশ্রিতাঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রী যজুর্বেদী শৈবশাক্তাশ্চ সামগাঃ।
সৌরাদ্যা ঋচিনঃ খ্যাতা অথর্বন্তে হুনাশ্রমী॥
বেদত্রয়েষু কাণ্বাশ্বলায়নকুথুমাশ্চ যাঃ।
তিস্রঃ শাখাঃ সুবিখ্যাতাঃ সুগ্রাহ্যাঃ সুর্ব্বিজৈর্বরৈঃ॥

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী-ধৃত বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকা, বেলেকাঁদী-নিবাসী গোপীনাথ মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

ব্রাহ্মণ্য-রক্ষার কথা।

অধিকাংশ বিপ্রই কিপ্রকারে সামবেদী হইলেন তাহার বিষয় বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, দ্বাপরযুগে অর্থাৎ তৃতীয় যুগের শেষভাগে ভগবান্ ব্যাসদেব মানবগণকে দুর্ভগ ও দুর্ম্মেধ দেখিয়া তাহাদিগের হিতার্থ অনায়াসে যজ্ঞাদি সমাধান-জন্য এক বেদকে চারি ভাগ করিয়া তাঁহার চতুঃশিষ্যের প্রত্যেককে এক একটী অংশ শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা এক এক বেদে বিশিষ্টরূপ শিক্ষা পাইয়া সেই-বেদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। যথা ;—পৈল নামক শিষ্য ঋগ্বেদী, জৈমিনি সামগ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদী, এবং অঙ্গিরা-বংশীয় সুমন্ত অথর্ব্ববেদী।

অপিতু ইহাঁদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মেধ, এই বিবেচনায় তাঁহাদিগের প্রাপ্ত স্বকীয় বেদ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। তদনুসারে এক এক ব্যক্তি এক এক বেদের এক এক শাখী বলিয়া প্রথিত। বস্তুতঃ সকলকেই চারি বেদ শিক্ষা করিতে হইত। কারণ চতুর্হোত্র-বিষয়ে একজনকে হোতৃত্ব করিতে হয় ; একজন ব্রহ্মা, একজন অধ্বর্য্যু (অর্থাৎ আচার্য্য) এবং এক ব্যক্তি উদ্গাতা। সুতরাং চারি ব্যক্তি ব্যতীত বৈদিক যজ্ঞ সমাধা হয় না। এক এক ব্যক্তি এক এক বেদে অসাধারণ হইতেন। যিনি যাহাতে প্রধান্য লাভ করিতেন, তিনি সেই-বেদী বা সেই-শাখী বলিয়া সমাজে বিখ্যাত হইতেন। তদনুসারে তিনি হোতা, আচার্য্য, ব্রহ্মা বা উদ্গাতার স্থলে অভিষিক্ত হইয়া বেদীতে বৈদিক কার্য্যে ব্রতী হইতেন।

একক্ষণে সে যুধিষ্ঠিরও নাই, সে ব্যাস-শিষ্য এবং তাঁহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যগণও বিদ্যমান নাই। তবে আমরা যাঁহাদিগের দোহাই দিয়া এখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিই, তাঁহাদিগের মধ্যে কিপ্রকারে বৈদিক কার্য্যের অল্পতা হইল, তাহারই কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। *

---

* ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ২১শ শ্লোক।

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্যোগী ব্যাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥
১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৪শ শ্লোক।

দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্॥
১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৮শ শ্লোক।

চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকঞ্চতুর্ব্বিধম্॥ ১৯॥
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥ ২০॥
তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত॥ ২১॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ॥ ২২॥
ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্ব্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্॥ ২৩॥
ত এব বেদা দুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥ ২৪॥

পূর্ব্বকালে গুরু-গৃহে ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নান্তে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে হইত। সুমেধ শিষ্যকে অষ্টাদশ-বর্ষ-কাল ব্যাপিয়া গুরুর অন্তেবাসী দেখা যায়। বুদ্ধিমত্তর শিষ্যের পক্ষে নববর্ষ-ব্যাপক সময় বেদাধ্যয়নের সীমা। কুশাগ্রবুদ্ধি-শিষ্য-সম্বন্ধে শিক্ষা-কালের পরিমাণ নাই; যাবৎকালমধ্যে সেরূপ শিষ্য বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞানে অধিকারী হয়েন, তাবৎকালই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

যাঁহারা শাখামাত্র অধ্যয়ন করিয়া বৈদিক-সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কালের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহাতেই বেদচর্চ্চার অল্পতা হইতে লাগিল। *

মনুর উক্তিতে সামবেদের ধ্বনির পরে অন্য বেদ পাঠ শুদ্ধ নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, অতি মনোরম সামগানের পর আরণ্যকাদি নীরস মন্ত্র-পাঠে কোন ব্যক্তিরই হৃদয়ে আনন্দ-রস উচ্ছলিত হয় না। সুতরাং ঋক্, যজু, এবং অথর্ব্ব বেদের আলোচনা কমিতে লাগিল। শ্রীমদ্ভগ-

---

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্‌। ২৫।

* ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্‌।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা।
মনু, ৩য় অধ্যায়, ১ শ্লোক।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্‌।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ। ঐ, ২ শ্লোক।

বদ্গীতায় আবার সামবেদের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অনেকেই স্বেচ্ছায় সামবেদী হইলেন। *

যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্।
শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্॥ ৩য় অ, ১৪৫।
সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥ ৪র্থ অ, ১২৩।
ঋগ্‌বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥ ৪র্থ অ, ২২৪।
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৬ষ্ঠ অ, ৩৭।
অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্॥ ১ম অ, ২৩।
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥ মনু, ১২অ, ১১১।
ঋগ্‌বেদবিৎ যজুর্ব্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে॥ ১২অ, ১১২।
ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ স পরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ॥ ১২ অ, ১০৯।
আদ্যং যত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১১ অ, ২৬৫।
ঋচো যজূংষি চান্যানি সামানি বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃদ্বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ॥ ১১ অ, ২৬৪।
ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥ ১১ অ, ২৩৫।
সব্যাহৃতিপ্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ॥ ১১ অ, ২৪৮।

আবার যখন কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের সজীবতা এবং বেদমন্ত্রের ম্রিয়মাণ অবস্থা স্বীকৃত হইল, তখন আগমের শাসনবলে ক্রমশঃ বৈদিক-কার্য্যের খর্ব্বতা হইতেছিল, তৎসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বৈদিককার্য্যের একেবারে লোপ বলিতে হয়। *

আদিশূরের সময়ে পুনর্ব্বার বৈদিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়। বল্লালের সময়ে বৈদিক আচারের পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। লক্ষ্মণের সময়ে তান্ত্রিক-

---

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥ ২ অ, ৭৬।
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥ ২ অ, ৭৭।
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥ ২ অ, ৭৮।
ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।
ব্রাহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠসামগ এব চ॥ ৩ অ, ১৮৫।

* সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ ৭॥
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥ ১৪॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥ ১৫॥
কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৯॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥ ২০॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, দ্বিতীয় উল্লাস।

ভার অঙ্কুর মাত্র দেখা দিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী রাজাদিগের সময়ে তান্ত্রিকতার কৈশোর-কাল ধরা যায়। বঙ্গদেশে মহারাজ মাধব সেনের সময়ে তান্ত্রিকতার যৌবন-কাল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীচৈতন্যের অবতার হইবার কিছু কাল পূর্ব্বে অর্থাৎ মেল-বন্ধনের কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী কালে যখন মুসলমানদিগের প্রভুত্বে আর্য্য-সন্তানগণ স্বজাতির নিয়ন্তার অভাবে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, সেই কালকে বঙ্গের তান্ত্রিকতার পূর্ণ যৌবন ধরা যায়। এই সময়েই বীরাচারে বঙ্গদেশের সমাজ উচ্ছন্ন যাইতেছিল। তৎকালে সদাচার ও সদ্ব্যবহার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল বলিলেও দোষাবহ হয় না। সেই কালে দোষের বিচার করিয়া গুণাধিক্যে মেলবন্ধন হয়। দোষসমীকরণের নাম মেল। এইকালে পরম পণ্ডিত যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে বীরাচারী অর্থাৎ মদ্যপায়ী মধু চট্টকে স্বদলে আশ্রয় দিতে হয়। খড়দহ মেলের অনেকেই বীরাচারী। সুতরাং মধু চট্ট নামে মাত্র যজুর্ব্বেদী, কাজে তিনি ঘোর তান্ত্রিক, অর্থাৎ মহাশাক্ত। *

---

* পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৭৭ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥ ৭৮ ॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৭৯ ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥৮০॥
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
চণ্ডী, প্রথম মাহাত্ম্য।

তৎপরে জগাই মাধাই প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহে পবিত্রতা লাভ করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তদবধি তান্ত্রিকতা, পৌরাণিকতা এবং বেদের অদ্বৈত-বাদ মিশ্রিত হইয়া কেবল হরিনামের প্রাধান্য হইল। তখন শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এবং সৌরাদি সম্প্রদায়গণ কিয়ৎপরিমাণে বৈদিক আচার ব্যবহার এবং কিয়ৎপরিমাণে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ক্রিয়া-কাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বঙ্গদেশ-মধ্যে এক-বংশ-মধ্যেই কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব, কেহ সৌর কেহ বা গাণপত্য হইলেন। তদনুসারে যাঁহাদের বৈদিক আচার অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ বেদোক্ত দশ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য বোধ হইল,

---

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ১০ ॥

চণ্ডী, শক্রাদি-স্তব।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ ॥ ৪৬ ॥
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥
তরোর্ম্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, দ্বিতীয়োল্লাস।

তাঁহারা পিতৃপৈতামহাদির অর্চ্চিত শিব, শক্তি, বিষ্ণু বা সূর্য্যাদির দৈবতা অনুসারে ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী এবং অথর্ব্ববেদী হইলেন। ইহা নামে মাত্র, কিন্তু কার্য্যে কেবল শাখাধ্যায়ী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সকল কার্য্যেই সামগ ব্রাহ্মণের আদর দৃষ্টে অনেকেই স্বেচ্ছায় সামবেদী বলিয়া পরিচয় দেন।* বস্তুতঃ সকল যজ্ঞেই চতুর্ব্বেদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, নতুবা বৈদিক দশ কর্ম্ম সমাধা হয় না। প্রকাণ্ড যজ্ঞের কোন অংশে ঋক্‌মন্ত্র, কোন অংশে যজুর্মন্ত্র এবং কোন অংশে অথর্ব্বানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হয়।

---

* বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩॥

ভগবদ্গীতা।

পার্ব্বণে যে নিয়োজ্যাস্তু তান্ শৃণুষ্ব নরাধিপ।
পঞ্চাগ্নিঃ স্নাতকশ্চৈব ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ১১॥ মাৎস্যে।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়সুতো বিধিবাক্যে বিশারদঃ।
সর্ব্বাঙ্গবেদবিন্মন্ত্রী জ্ঞানবংশকুলান্বিতঃ॥ ১২॥
পুরাণবেত্তা ব্রহ্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ী জপতৎপরঃ।
শিবভক্তঃ পিতৃপরঃ সূর্য্যভক্তোঽথ বৈষ্ণবঃ॥ ১৩॥
ব্রহ্মণ্যো যোগবিক্রান্তো বিদিতাত্মার্থশীলবান্।
ভোজয়েচ্চাপি দৌহিত্রং যত্নতঃ শ্বশুরং গুরুম্॥ ১৪॥
বিট্‌পতিং মাতুলং বন্ধুং ঋত্বিগাচার্য্যসোমপান্।
যশ্চ ব্যাকুরুতে বাচং যশ্চ মীমাংসতেঽধ্বরম্॥ ১৫॥

উপসংহার—কবিকীর্ত্তি।

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ২১৯।২২০ পৃষ্ঠ দেখ।)

মহারাজ লক্ষ্মণের সভায় যে পাঁচজন পণ্ডিত-রত্ন ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম এই—উমাপতিধর, জয়দেব, গোবর্দ্ধন আচার্য্য, ধোয়ী এবং হলায়ুধ।

এই পাঁচ ব্যক্তিই আদিশূরানীত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্ততি। এই পঞ্চরত্ন-মধ্যে বল্লালের কৌলীন্য-প্রদান-সময়ে আচার্য্য গোবর্দ্ধনকে অগ্রগণ্য দেখা যায়। তিনি পূতিতুণ্ড-বংশীয়। (মূলপুস্তক ২২০ পৃষ্ঠ দেখ।)

ধোয়ী।

ধোয়ী কবির নিজের বা তাঁহার পিত্রাদির নামে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দৃষ্ট হয় না; সুতরাং শ্রোত্রিয়-মধ্যে তাঁহাকে গণনা করিতে হইবে। ইহাঁর পূর্ব্ব-পুরুষ কাশ্যপ-গোত্রীয় পালধি গাঁই। রাণাঘাট-নিবাসী সাতকড়ি ঘটক যে শ্লোক কয়েকটী দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ধোয়ী কবিকে পালধি-বংশ-সম্ভূত বলিয়া বিবেচনা করা যায়। পালধি-বংশীয়েরা ধোয়ী কবিকে তাঁহাদিগের জ্ঞাতি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। যাবৎ অন্য দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাবৎ ইহাই প্রামাণিক বলিয়া

সামস্বরবিধিজ্ঞাশ্চ পংক্তিপাবনপাবনাঃ।
সামগব্রহ্মচারী চ দেবভক্তোঽথ ধর্ম্মবিৎ।
এতে ভোজ্যাঃ প্রযত্নেন বর্জ্জনীয়া নিবোধ মে ॥ ১৬ ॥

ইতি মৎস্যপুরাণে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

স্থির করিতে হইবে। ধোয়ী কবি শ্রুতিধর ছিলেন (মূলপুস্তক ২১৯ পৃষ্ঠ দেখ) *।

উমাপতিধর।

ইনি শ্রুতিধররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁর সমসাময়িক কোন কবিই শ্রুতিধরতা-সম্বন্ধে ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সমর্থ হয়েন নাই। উমাপতিধর ভরদ্বাজ-গোত্রীয় রায়ীগ্রামী কষ্ট-শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। শ্রোত্রিয়-শ্রেণীতেও প্রাধান্য না থাকুক, কবিত্ব-শক্তির গুণে ইনি গুণিগণ-গণনায় সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করিয়াছেন। একটী সামান্য শব্দকে শাখা-পল্লবে এমন বিভূষিত করিয়াছেন, যে লোকে কবিত্বের বীজ অন্বেষণ করিতে গিয়া তদীয় কবিতার লতা-পল্লব ও কুসুমের মাধুর্য্যে মোহিত হয় †। কেহ কেহ বলেন, ইনি গৌতম-গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক; ধর ইহাঁর উপাধি (৩৬১ পৃষ্ঠ দেখ)।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

রঘুনন্দনের স্মৃতি-সংগ্রহ সর্ব্বপ্রসিদ্ধ এবং তদনুসারে বঙ্গদেশে আচার-ব্যবহার নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি বঙ্গদেশে মন্বাদির তুল্য মাননীয়। তিনি রাঢ়ীয়-শ্রেণীর বন্দ্য-

---

* কৌলীন্যমলিনো ধোয়ী শ্যাপতিঃ পালধির্বুধঃ।
লক্ষ্মণেন সমারাধ্যঃ কবিভিশ্চ সুপূজিতঃ॥ সারাবলী।

† রায়ীগ্রামী ভরদ্বাজ উমাপতিধরঃ কবিঃ।
শ্রোত্রিয়েষু জঘন্যত্বাৎ বিষ্ণুপাদং সমাশ্রিতঃ॥ সারাবলী।
শব্দই ব্রহ্ম, সুতরাং বিষ্ণুপাদ শব্দে কাব্য বুঝিতে হইবে।

বংশ-সম্ভূত হরিহরাত্মজ (সম্বন্ধ-নির্ণয় মূলপুস্তক ৩৯২ পৃষ্ঠ ও ১ম পরিশিষ্ট ৭ পৃষ্ঠ দেখ।)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের সুত শ্রীকৃষ্ণের অবতার-বিশেষ। ইনি ধর্ম্ম-সংস্থাপক, অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্। ইহাঁর চরিত্রের পবিত্রতায় বঙ্গদেশের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক। (১ম পরিশিষ্ট ১৬৮—১৭৬ পৃষ্ঠ দেখ।)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির বংশীয়। সাহড়িয়াল গাঁই, ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। তদীয় অধস্তন বংশের চতুর্দ্দশ পুরুষের দৌহিত্র লালমোহন বিদ্যাবাগীশ সাহড়িয়াল রাঢ়ীয়-শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, নিবাস নবদ্বীপ।

প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-শিরোমণি শূলপাণি।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি রঘুনন্দনের অনেক দিনের পূর্ব্ব-বর্ত্তী পণ্ডিত, কারণ রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে শূল-পাণি মহোদয়ের মত সকল সমালোচিত ও পরিগৃহীত হই-য়াছে দেখা যায়। ইনি সাহড়িয়াল গাঁই, কষ্ট-শ্রোত্রিয়। শূলপাণি নিজ-পরিচয়ে সাহড়িয়াল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তদ্রচিত স্মৃতি-সন্দর্ভ সম্বন্ধ-বিবেক সর্ব্বত্র প্রচলিত।

মহাকবি শরণ।

লক্ষ্মণ-মন্ত্রী শরণ কবি গুড়গ্রামী, কাশ্যপ-গোত্রীয়, কষ্ট-শ্রোত্রিয়। সামাজিক-মর্য্যাদায় হীনকল্প হইলেও কবিত্ব-শক্তিতে বিদ্বৎ-কুল-তিলক-সভায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎকৃত কবিতার গুণ এই যে, অতি দুরূহ বিষয়ের পদ-রচনাতেও যেন পদাবলী দ্রুতরূপে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহাঁর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ দ্বিতীয় শরণও কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ (মূলপুস্তক ৪৫৮।৪৫৯ পৃষ্ঠ দেখ)। *

মহাকবি আচার্য্য গোবর্দ্ধন।

ইনি পূতিতুণ্ড-বংশীয় নীলাম্বরের পুত্র (মূলপুস্তক ৪৪৬ পৃষ্ঠ দেখ)। ইহাঁর আদি-রসাশ্রিত অতি মনোহর সৎসন্দর্ভ-সম্পর্ক-সংযুক্ত কবিতার ভাব-গাম্ভীর্য্যে ভাবুকমাত্রেরই হৃদয় আনন্দ-সাগরে আপ্লুত হয়। বল্লাল যখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে ইনিই সর্ব্বাগ্রগণ্য ও মান্য কুলীন বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন। রাঢ়ীয়-শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বকালে পূতিতুণ্ড-বংশীয়েরা অতি পবিত্র ও বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এখন এই কুলের অধিকাংশই বংশজ এবং কেহ কেহ সিদ্ধ-শ্রোত্রিয় বলিয়াও পরিচয় দেন। গোবর্দ্ধন আচার্য্য-কৃত আর্য্যাসপ্তশতী গ্রন্থ কাব্য-ভাণ্ডারে অতি আদরণীয় বস্তু। ইনি কৌলীন্য লাভ করিয়া বল্লালের প্রধান সভাসদ্ হয়েন।

---

* মহিন্তা মাধবঃ ক্ষেমো গুড়িঃ শরণকস্তথা।
উৎকো লৌলিকশ্চৈব পুত্রৌ দ্বৌ খ্যাতপৌরুষৌ॥
মেলমালা (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট, ২০ পৃষ্ঠ দেখ)।

বার্দ্ধক্যে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনেরও মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কৌলীন্য-সমীকরণে তাঁহার নাম দেখা যায়।

কবিরাজ।

২৩৭ পৃষ্ঠ মূলপুস্তক দেখ। কেহ কেহ কবিরাজ শব্দে হলায়ুধকে নির্দ্দেশ করেন। বেগের বটব্যালগণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের উর্দ্ধতন পুরুষ কহেন, কিন্তু পরিচয় নির্দ্দিষ্ট নাই।

মহাকবি জয়দেব।

ইনি কেন্দুবিল্ব-গ্রামবাসী। এই গ্রাম বীরভূম জিলায় অজয় নদীর তীরবর্ত্তী। ইনি বাৎস্য-গোত্র-সম্ভূত কাঞ্জিলাল-বংশীয়। কাঞ্জিলাল-বংশে দুই ব্যক্তি বল্লালের নিকট কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের একের নাম কানু ও অপরের নাম কুতূহল। জয়দেব তাঁহাদিগের একতমের বংশীয় কিংবা অপরের বংশ সম্ভূত, তাহার নিশ্চয়তা নাই। জয়দেবের পুত্রাদি ছিল না, সুতরাং তাঁহার বংশ-সম্বন্ধে আমাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে হইল। *

লক্ষ্মণমন্ত্রী হলায়ুধ।

হলায়ুধ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধনির্ণয়ের মূলপুস্তক ২২২ পৃষ্ঠ দেখ। ইনিও বাৎস্য-গোত্রীয়, কিন্তু রাঢ়ী, কি বারেন্দ্র, তাহার কোন

---

* পদ্মাবতীহৃদীশ্বরো জয়দেব-মহাকবিঃ।
কাঞ্জিবংশাবতংসৈকঃ কেন্দুবিল্বে রসোদ্বহঃ॥ সারাবলী।

বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে যিনি প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা নিজ-বংশের শিরোমণি বলিয়া স্বত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন, ঐ মহারত্ন তাঁহাদিগেরই নিজস্ব হইবে।

মুরারি মিশ্র।

ইনি বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ কবি। মুরারি কৃত অনর্ঘরাঘব নাটক রসমাধুর্য্যসম্পন্ন অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (মূলপুস্তক ২৩৭।২৩৮ পৃষ্ঠা)।

কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি।

৺কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি সরস্বতীর তুল্য মহাকবি ভারতে কেহ এপর্য্যন্ত জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই। একাধারে কবিত্ব এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা কোন কবির দেখা যায় না।

সুবন্ধু, বাণভট্ট ও কবিরাজ এই তিন ব্যক্তি ব্যতীত বক্রোক্তি-নিপুণ চতুর্থ ব্যক্তি নাই। কিন্তু আমরা কেবল বক্রোক্তি-নিপুণ চতুর্থ ব্যক্তির দর্শন পাইয়াছি এমন নহে, পদে পদে শ্লেষ-বক্রোক্তি-নিপুণ অদ্বিতীয় মহাকবি দৃষ্টিগোচর করিতেছি। সমগ্র ব্যাকরণ-রচনায় কাব্য-রচনা; কে জানে যে ঐ কাব্য-মধ্যে ব্যাকরণ-প্রতিপাদ্য সমস্ত বস্তু অক্ষুণ্ণভাবে আছে, অথচ কাব্যাংশের রসাদির কিঞ্চিন্মাত্রায়ও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, অপিতু সর্ব্বত্র মাধুর্য্য আছে। ব্যাকরণের কাঠিন্য কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। সমুদয় শাস্ত্র তদীয় হস্তামলক-বৎ পরিদৃশ্যমান ছিল।*

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ নাট্যপরিশিষ্টের দুইটি সূত্রের উল্লেখ করা গেল। যথা—

হল্‌সন্ধি।

নির্ব্বিত্তশ্চুচুনাশেন বা পরং যাপয়েদ্দিনম্।
সঞ্চিতস্যামৃতং তদ্ধি মৃতন্তু মৃতমেব তৎ॥ ৪॥

টীকা।—নির্ব্বেতি। নির্ব্বিত্তঃ নাস্তি ভক্ষ্যং যস্য তাদৃশঃ কশ্চিৎ সুবোধো জনঃ চুচুনা শুশুনীতিখ্যাতজলজশাকবিশেষেণ অশেন ভক্ষ্যেণ বা বরং দিনং যাপয়েৎ, তস্য তদেবামৃতং অযাচিতলব্ধত্বাদমৃতম্। যৎ মৃতং যাচিতং ধনং তন্মৃতমেব মরণতুল্যমেব মানক্ষতিকরত্বাদিতি ভাবঃ। (কুচস্যা-স্ত্রী না তু চুচুঃ সুনিষণ্ণক-শাককে ইতি শব্দাব্ধিঃ, যে যাচিতাযাচিতয়োর্যথা-সংখ্যং মৃতামৃতে ইত্যমরঃ।)

ব্যাকরণপক্ষে—নির্ব্ব ইতি অনাবরণকর্ত্তুঃ সম্বোধনম্। বরমিত্যাদিক-মুদাহরণঘটিতবাক্যত্বেন নার্থকম্। মধ্যে সূত্রম্। স্তু ১। শ্চু ১। চুনা ৩। শেন ৩। বা ১। সৎ-চিৎ। স্তু শ্চু চুনা শেন বা। সকারতবর্গৌ শকারেণ চবর্গেণ বা যোগে শকারচবর্গৌ ক্রমাৎ স্যাতাম্। সঞ্চিৎ॥ ৪॥

অজন্ত পুংলিঙ্গ।

লঘুনদ্যুত্তরে ধাংশঃ পূর্ব্বং নশ্যতি ধীভৃতঃ।
উত্তরেয়ং কথমিমং যোষিদ্গ্রামমহানদম্॥ ৫॥

টীকা।—লঘ্বিতি। লঘুনদ্যুত্তরে লঘুঃ ক্ষুদ্রা যা নদী তস্যা উত্তরে পার-গমনে ধীভৃতো বুদ্ধিমতোঽপি জনস্য পূর্ব্বম্ উত্তরণাৎ পূর্ব্বকালে ধাংশঃ বুদ্ধ্যংশো নশ্যতি ভয়াদিতি ভাবঃ। যোষিদ্গ্রামমহানদমিমম্ কথম্ উত্ত-রেয়ম্।

ব্যাকরণপক্ষে—ধীভৃত ইতি সুধিয়াং সম্বোধনম্। উত্তরেত্যাদিকম্ উদাহরণম্। লঘু-নদী-উত্তরে ৭। ধি ১। (অম্শসোঃ পূর্ব্বম্) অংশঃ ১। পূর্ব্বং ১। নশ্যতি। সূত্র—লঘুনদ্যুত্তরে ধাংশঃ পূর্ব্বং নশ্যতি। হ্রস্বান্নদী-সংজ্ঞকাচ্চ উত্তরস্থিতো ধি অম্শসোঃ পূর্ব্বঞ্চ নশ্যতি লোপমাপ্নোতি। ইমং নদম্॥ ৫॥

তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকার যে পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন, তাহাও অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা-ব্যঞ্জক। তদীয় অলঙ্কারগ্রন্থও এক অদ্ভুত পদার্থ। এখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। উহা উক্ত বাচস্পতি সরস্বতী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সীতাপতি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য দাদা মহাশয় তদীয় পিতৃদেবের অর্থাৎ মজ্জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কোন প্রিয় ছাত্রের নিকট দিয়াছিলেন, তিনি অদ্যাবধি তাহা মুদ্রাঙ্কনও করিলেন না এবং পুস্তকখানি আমাদিগকে প্রত্যর্পণও করিলেন না। সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও এই অলঙ্কার-গ্রন্থ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই. মহোদয় উহা ছাপাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য সরস্বতীর লোকান্তর-হেতু ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করেন নাই।

বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় নাট্যপরিশিষ্টের শব্দখণ্ড, কারক, সমাস ও সনন্তাদি প্রকরণ পৃথক্‌ভাবে সটীক মুদ্রিত করিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীতে স্বয়ং বিতরণ করেন। অধুনা নাট্যপরিশিষ্টের সমগ্র ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গুরুভার বাওয়ালী (জিলা ২৪ পরগণা)-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর মণ্ডল মহাশয় বহন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদ-পাত্র। উক্ত মহোদয় নাট্যপরিশিষ্ট-মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে কৃষ্ণনগরের রাজ-সভাসদ্ কাব্যশাস্ত্রাধ্যাপক কবি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য পাইয়া লিখিয়াছেন

যে, নাট্যপরিশিষ্টের যে যে স্থলে টীকা ছিল না, তথায় ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজসরণী নামক টীকা করিয়া পুস্তকের ব্যাখ্যা সমাধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ কথাটী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পক্ষে শোভা পায় নাই। কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি নিজ-কৃত অন্তর্ব্যাকরণ-নামক নাট্যপরিশিষ্টের টীকা নিজে না লিখিলে কোন ব্যক্তিরই তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। তৎকৃত নাট্যপরিশিষ্টের শব্দখণ্ড, সমাস, কারক ও সনন্ত প্রকরণ গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারে, পণ্ডিত-মণ্ডলীতে এবং বিলাতের অনেক স্থানেই আছে। তাঁহারা দেখিবেন যে অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রাজসরণী টীকার কথাটা অলীক। তবে যদি ন্যায়রত্ন মহাশয় কহিতেন যে, যেখানে মুগ্ধবোধের সূত্রের উল্লেখ আছে, সেইখানে পাণিনির সূত্র-সমাবেশ-কার্য্যটী তাঁহা দ্বারা সমাহিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হইত না। মহাকবির কীর্ত্তি-বিলোপ করা পণ্ডিত বা ভদ্রের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নহে। কৃষ্ণানন্দের স্বরচিত টীকা না পাইলে সহস্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য সমবেত হইলেও নাট্যপরিশিষ্টের ব্যাকরণ ও কাব্যাংশের তাৎপর্য্য পৃথগ্‌ভাবে এবং অক্ষুণ্ণরূপে সমাধান করিতে কেহ সমর্থ হইতেন না। পূর্ব্বপ্রকাশিত নাট্যপরিশিষ্ট যাঁহাদিগের নয়নপথে পড়িয়াছে, তাঁহারা রাজ-সরণীর কথায় উপহাস করিবেন।

কবি-শিরোমণি কুল্লূক ভট্ট।

সংস্কৃত লেখকদিগের মধ্যে বারেন্দ্র-শ্রেণীতে নন্দনাবাসী-গ্রামীণ কুল্লূক ভট্ট তৎসাময়িক অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁহার

কবিত্বশক্তিও অসাধারণ। (সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ২৩০ পৃষ্ঠ দেখ।)

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীও মহাকবি বলিয়া প্রথিত এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। (মূলপুস্তক ২৩০ পৃষ্ঠ দেখ।)

শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি।

ভূমণ্ডলে বুদ্ধিমত্তায় বাঙ্গালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নির্ম্মল মনীষা জগজ্জয়িনী। শিরোমণি তাহার প্রথম নিদর্শন-স্থল। (মূলপুস্তক ২৮২।৪১৬ পৃষ্ঠ দেখ।)

অন্যান্য কবিগণ।

লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে বাঙ্গালা দেশে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এখানে তাঁহাদিগের নাম-মাত্র নির্দ্দেশ করা গেল। যথা—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি; কৃত্তিবাস পণ্ডিত, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী *,

* রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন প্রসিদ্ধ। ইনি ভট্টনারায়ণ-বংশীয় কেশর-গ্রামী। ইহাঁর পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতা লক্ষ্মণ, জননী রূপবতী। বরদা পরগণার যদুপুর ইহাঁর জন্মভূমি। পরে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের অযোধ্যা-বাড় গ্রামে বাস করেন। ইনি কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত রায়ের সভাসদ্ ছিলেন।

রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (উলাগ্রাম-বাসী), রাম বসু, কাশীরাম দাস, নিধু বাবু (নিধিরাম গুপ্ত), ঘনরাম চক্রবর্ত্তী *, হরু ঠাকুর †, রস-সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, নীলে পাটুনী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর, দাশরথি রায়, মধু কান, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার। এই সকল স্বর্গীয় ব্যক্তিবর্গের নাম নির্দ্দেশ করিয়াই আমরা সঙ্কল্পিত ব্রত সাঙ্গ করিলাম। যদি পরমেশ্বর মনস্কামনা সিদ্ধ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পাঠকগণের চিত্ত-বিনোদন-জন্য বঙ্গীয় কবিদিগের কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ভট্টনারায়ণ মুনি-সন্তান কেশরকুনী, যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন, তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ।
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম-সহোদর, সতী রূপবতীর নন্দন॥

ইত্যাদি শিবসঙ্কীর্ত্তন দেখ।

* ঘনরাম চক্রবর্ত্তী—রাঢ়ীশ্রেণীয় আমাটের গাঙ্গুলি, শিবের সন্তান। ইঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়, পিতার নাম গৌরীকান্ত, জ্যেষ্ঠতাতের নাম শঙ্কর পণ্ডিত, জননীর নাম সীতাদেবী। বর্দ্ধমান জিলার কৈয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে নিবাস।

† কবিওয়ালা হরু ঠাকুর অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (বা দীর্ঘাড়ী)। 'দীর্ঘাঙ্গী' এই উপাধি দ্বারা ইঁহাকে রাঢ়ীয়-শ্রেণীর শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কষ্ট-শ্রোত্রিয় বলা যায়। ঠাকুর উপাধিদ্বারা বর্ণব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। উচ্চ-শ্রেণীর কুলীন ঠাকুরগণ নিকৃষ্টশ্রেণীর লোকের সঙ্গে সমকক্ষতা দেখান না।

সমাপ্ত।

সম্বন্ধনির্ণয়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

মেলপ্রকরণ।

ছত্রিশ মেলের কারিকা।

খড়দা, ফুলিয়া কুল, মেল অন্য সমতুল,
কাছে তার বল্লভ, সর্ব্বানন্দ।
পণ্ডিতরত্ন, বাঙ্গালপাশে, আঠা হরি মিশ্র কাছে,
হড় সুরাই একই নিবন্ধ ॥
ছায়া, বিজয়, বাণ লিখি, আচার্য্যশেখর, রাঘাই দেখি,
মধ্যমেলে ইহার প্রচার।
নদীকুল, কান্দারকুল, চাঁদাই, মাধাই মূল,
তবে বিদ্যাধরী মেল সার ॥
আর যত মেল বলি, আত্মবৃন্দে গালাগালি,
কৃষ্ণদাস উত্তম মধ্যম।
আর যত মেল কই, পারি আদি আর ছৈ,
তবে সবার করিব নিয়ম ॥
ছত্রিশ মেলের আয়, সকল ঘটকে গায়,
ইহা বৈ মেল নাহি আর।

যে যায় থাকে কুল, সে তার সমান মূল,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥
লোকে বলে ধন্য ধন্য, খড়দা, ফুলে বড় পুণ্য,
খড়দা, সর্ব্বানন্দ একদাপ।
আঠা, কাশী দুই ভাই, পণ্ডিত না দিলে ঠাঁই,
বঙ্গ পাইল উধোর যে তাপ॥
শনী, সুখনালিয়া, আর বালী, খালকুলিয়া,
মিশ্র হরি, বিজয় পণ্ডিত।
বৈদ্যনাথ, হরিহর, আচার্য্যশেখর পর,
সুরাই তুল্য গণি কাটাবাণ।
গুড়িশরণ তাহারই প্রাণ॥
চাঁদাই, মাধাই কুলে ঠাটক।
কুলাশ্রয়ী বিদ্যাধর পাঠক॥
পারি, মালাধর, শ্রীরঙ্গ ভট্ট।
প্রমোদন, বালী, কাকুৎস্থ চট্ট॥
আচম্বিতা হয় চক্রপাণি।
মেল করিতে টানাটানি॥
চন্দ্রপতি, শতানন্দখানী।
ছায়া-নরেন্দ্র তবে তাহে গণি॥
দাশরথি ঘটক রায়।
দুই মেল যে পাছে ধায়॥
রাঘব ঘোষাল কুলে লাজ।
শৌরি, ধরাধর একই কাজ॥
গুড়ো সর্ব্বানন্দ কুলেতে ভাল।

বাগ্ শো বাগীনাথ ভশ্‌লো (পোকপাত্র) মামাল ॥
দশরথ ঘটক তবে জানি।
ঠেক ঠোক তাহাতে পিছে মানি ॥
রবি কর, সর্ব্বানন্দ মধ্যবর্ত্তী।
বিজয়, চাঁদাই, ছৈ মেল বৃত্তি ॥
সুরাই, ছায়া সমান বন্ধ।
নামদ্বয় হয় পরমানন্দ ॥ দেশভেদে—
রাঢ়ে সুরাই, বঙ্গে ছায়া, নড়িয়া, ভৈরব, গোপালী।
ঠেকা, খালকুলিয়া, দেহাটা, এই ষট্‌ত্রিংশৎ মেলি ॥
খড়দা, ফুলিয়া মেলযুগলম্।
সম্প্রতি জাতং ফুলিয়া বিমলম্ ॥
আদৌ খড়দা, ফুলিয়া শেষঃ।
ফুলিয়া, খড়দা নাস্তি বিশেষঃ।
কথয়তি সকলং ক্রমশঃ পূর্য্যম্ ॥
সুরবন্দ্যজ-পূতিহৃদয়ৌ।
অনয়োঃ করণৌ দ্বাবতিসদয়ৌ ॥
যৎসমতায়ৈ কুরুতে যত্নম্।
কুলচূড়ামণি-পণ্ডিতরত্নম ॥
কিমধিকমপরং সহচরি-মিশ্রঃ।
পূর্ব্বং দামোদর-কৃত-কৃচ্ছ্রঃ ॥
বাঙ্গালাটা, বিজয়ঃ, সুরাস্থী।
হড়কো বাণো ভবেদনুযায়ী ॥
আচার্য্যশেখর, চট্ট রাঘাই।
চাঁদাই, বিদ্যাধর পাঠক, মাধাই

পারি, মালাধর, শ্রীরঙ্গভট্ট,
প্রমোদন, বালী, কাকুৎস্থ চট্ট,
শতানন্দ-নরেন্দ্র-চন্দ্রপণ্ডিতঃ,
খালকুলিয়া-রাঘব-ঘোষ-সন্ততয়ঃ,
দশরথ ঘোষ, গুড়ো সর্ব্বানন্দ,
শুভরাজ শৌরি, ধরাধর বৃন্দ,
আচম্বিত, মুখকুল দেহাটা,
ক্রমশঃ ক্রমশঃ পর ছৈ, চট্টাঃ।

মেলদোষ।

কোন্ কোন্ দোষে কোন্ কোন্ মেলের উৎপত্তি।

তরল পয়ার।

* ফুলিয়া হইতে আরম্ভ।

* পঞ্চগুণ সিন্ধু, পুনঃ ইন্দু, তাহে ধরি (৩৬)।
মেলকুল, তার মূল, নিবেদন করি॥
যথা যার, স্থিতি তার, দোষ বলি পাছে।
ফুল্ল মেল, তাহে শেল, ধন্দ বলি আছে॥
হেতু তার, শুন সার, ধনোর সন্ততি।
ব্যাসবংশ, গরিষ্ঠাংশ, শ্রীনাথ চাটুতি॥
তার সুতা, রূপযুতা, উর্ব্বশীর প্রায়।
যত সখী, সবে ডাকি, স্নান-হেতু যায়॥
ভৃগুবার, তাহে আর, দশ দণ্ড (বাঁরবেলা) কালে।
সখী সঙ্গে, নানা রঙ্গে, যায় ধান্য-খালে॥

ধান্দা-স্থান, পাইয়া স্নান, করে সখীগণে।
তাহে হেন, কালে ঘন, উদয় গগনে ॥
বিন্দুপাত, তার সাথ, চঞ্চলা সঞ্চারি।
কাদম্বিনী, করে ধ্বনি, শুনি চমৎকারী ॥
বৈশাখেতে, পশ্চিমেতে, ঝড়ের আলয়।
ঝড়-জোর, হৈল ঘোর, হইল প্রলয় ॥
উড়ে পাংশু, সহস্রাংশু, ঢাকিল সত্বরে।
ঘোর দায়, আঁখি তায়, প্রকাশিতে নারে ॥
অন্ধকার, হৈল সার, সকল ভুবন।
শিলাঘাত, বজ্রপাত, মরে কত জন ॥
কত কত, শত শত, ভাঙ্গিল ভূধর।
বৃহদ্বৃক্ষ, লক্ষ লক্ষ, ভাঙ্গে কত ঘর ॥
হুড় হুড়, দুড় দুড়, ঘোর শব্দ তায়।
তাহে কত, গর্ভপাত, শিশু মূর্চ্ছা যায় ॥
ত্বরা করি, যত নারী, যায় নিজালয়।
এই ক্রমে, পথভ্রমে, চট্ট-সুতা রয় ॥
তদা আসা, করি বাসা, হাঁসা থানাদার।
ঘাটকর, সাধে ডর, নাহিক তাহার ॥
হাঁসা নাম, তার ধাম, সমীপে পাইল।
হেন কালে, সেই স্থলে, চট্ট-সুতা গেল ॥
বাটী পরি, বাতা ধরি, ছিল ক্ষণকাল।
সেই হতে, চট্ট-সুতে, ঘটিল জঞ্জাল ॥
পুনর্ব্বার, গৃহে তার, চট্ট-সুতা যায়।
ব্যাজ দেখি, যত সখী, কাব্যকথা কয় ॥

আইলা আইস, থৈস বৈস, বুঝিলাম শ্রী।
ছল করি, থানাধারী, জ্যাটা আইলা সে॥
তাহা শুনি, কাণাকাণি, বিপক্ষেতে কয়।
এ দেশ, ও দেশ, অন্য দেশেতে সঞ্চরে॥
সেই হতে, বিপক্ষেতে, ধান্দা ধান্দা কয়।
কিন্তু জানি, মিশ্র মানি, পরমার্থ নয়॥
মিথ্যা বলি, যদি গালি, প্রধানের হয়।
মহিমার, হানি তার, জানহ নিশ্চয়॥
সেই হেতু, চট্ট নাথু, দোষী ধন্দদোষে।
বসি ভাবে, কি বা হবে, কেহ না জিজ্ঞাসে॥
তবে ধীর, করে স্থির, করিয়া সন্ধান।
কংসারিয়ে, কন্যা দিয়ে, চতুর্ভুজে যান॥
সহোদর, পুত্রবর, দিলা পুতিরাজ।
চট্টজায়া, কন্যা দিয়া, করে রাজকাজ॥
রণ্ড পায়, রঙ্গ তায়, পঞ্জ গোপী হেতু।
বড় রঙ্গ, ধন্দসঙ্গ, হৈল চট্ট নাথু॥

কংসারি করিল পরেতে ধন্দো।
বিশ গঙ্গার সাগরে গণ্ডো॥
পরেতে করিলা বৈর-বংশ *।
পিণ্ডয়ে আইল, হইল ধ্বংস॥
নারায়ণ † তার ভাজন সুত।
করয়ে বসতি সহিত সুখ॥

---

* বৈর সর্ব্বনাশী সময়, বংশ বল্লভাচার্য্য, পিণ্ডদোষ বন্দ্যঘাটী মেলে দেখ।
† পুতিনারায়ণ।

অরসখী পরে করেন গাঙ্গ।
গাঙ্গ করি করে সাগর-সঙ্গ ॥
সাগর করিয়া পাইলা নীলে।
সেহেতু মলিন হইল কুলে ॥
তবে যে শ্রীনাথ চট্টরাজ।
জ্যেষ্ঠা সুতা দিয়া করিল কাজ ॥
ধান্ধা কলঙ্কিনী তনয়া ঘরে।
গোপীনাথ করি গঙ্গাধরে ॥
তাহার তনয় গঙ্গাদাস।
হইল নীলকণ্ঠে বাস ॥
সেহেতু হইল নীল ধন্দ।
তাহাতে মজিল গঙ্গানন্দ ॥
যজুর্ব্বেদী মধু-তনয়া-পতি।
হয়ামুখ, করে ধন্দে গতি ॥
আর আছে তাহে উদয় চট্ট।
ফুল্ল চৌধুরী হইল ভট্ট ॥
পরে মুখবরে করিল কার্য্য।
লোহজ নাথাই, * মিত্তর † রাজ্য ॥
অতঃ মাতামহ কণ্টক ঘর।
সাত শত শিব, তেঁই সে বর ॥

---

* লোহজ নাথাই, বং কাং লোহাই-সুতাঃ শ্রীনাথ, বাসু, মাধব, বন-মালী। প্রথম পরিশিষ্ট ১৮ পৃষ্ঠ দেখ।

† মিত—মৃত্যুঞ্জয়, মুং বি কামদেব-সুত।

কাছা ধরি ফিরে উদয় চট্ট।
তৈই ভাল জিয়ে ফুলেতে ভট্ট॥
পূর্ব্বেতে আছিল পৈত্রিক মান্দা।
গাঙ্গ হেতু তাহে পাইল ধান্দা॥
বৈদ্যনাথ হেতু বারুইহাটী।
পাইয়া, ভট্ট জলেতে ঘাটি॥

বারুইহাটী *।

বারুইহাটী মুখ অর্জ্জুনে ছিল।
সুতরাং সুত বাণেতে আইল॥
তাহার সে দোষ সাগরে আসে।
পর খনিয়াতে সে দোষ ভাষে॥
পরেতে পূতি পাইল তায়।
শেষেতে অন্য খনিয়া পায়॥
পরেতে কাঞ্জিলালেতে আসি।
শেষেতে পাইল বঙ্গপাশী॥
পরে অবসথী পাইল গিয়া।
সে হেতু পাইল কণ্টকদিয়া॥
ভট্ট করি তার সুতের সুত।
কিন্তু জানিয়া ফুল্লযুথ॥
হিরণ্য (বংশজ হিরণ্য) কারণ, কেহ যে বলে।
তাহার কারণ বলিব কলে॥

---

* বারুইহাটী গ্রামে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের জাতিপাত হইত।

বারুইহাটী।

যজ্ঞা জগন্নাথ শ্রীধর আগে।
সুন্দর প্রভৃতি মুখ যে যোগে॥
আর মত বলি সে পরিপাটী।
মাথাই বরিয়া বারুইহাটী॥
আগেতে শ্রীনাথ মিতরে করে।
বারুইহাটী দিয়া সে পরে॥
আনাই (অনন্ত) গয়ঘড় তাহাতে আসি।
কেহ কেহ তাহে সাগরে ভাষি॥
জগাই (জগদানন্দ), সুসেন তনয় যত।
সকলে হইল (গঙ্গানন্দ) ভট্টগত॥
ফুলিয়া মেলেতে হইল কত।
কলঙ্ক হইল চাঁদের মত॥

বারুইহাটী-মার্জ্জনা।

মুং কাচনা রত্নাকর-সুতঃ সারঙ্গঃ, তৎসুতো বিজো, অসাৰ্ত্তিঃ চং মার্কণ্ডেয়ঃ। চট্ট বিশো, কুন্দ উধো, বঙ্গ শ্রীপতিঃ, বিজ-সুত অর্জ্জুন মিশ্র, অস্তাৰ্ত্তিঃ চট্ট নিত্যানন্দ, লভ্যো বন্দ্যঃ শ্রীমান্। অর্জ্জুন-সুত বাণেশ্বর ঘটক, অসাৰ্ত্তিঃ বং সাগর ধ্রুবানন্দ মিশ্রঃ (গ্রন্থকারঃ), সাগরস্পর্শামার্জ্জনা (চারি চক্রবর্ত্তীকে সাগর বলে)।

নারায়ণদাসী। *

নারায়ণ দাসেরে ভাল জানি।
পানদোষী বলিয়া তাহারে গণি॥
সে যে শিব-সুত † গোপীকে ধরি।
আনিয়া, তনয়া প্রদান করি॥
সে হেতু গোপী যে বসিয়া ভাবে।
বলিছে কি হল, কে মোরে লবে॥
অন্য গোপীনাথ ঠেকিয়া চরে।
ছট্ ফট্ করি কাঁপিছে ডরে॥
এই দুই গোপী ভাবিছে বসি।
দিবস রজনী সমান বাসি॥
সাগরে দুর্গা, জগৎকে জানো।
চৈতলে গোবিন্দ, কুলেতে মানো॥
পূর্ব্বদেশে তারা শঙ্কর-সুত।
সাগর সহিত করিল যুত॥
তাহে দুই গোপী মলিন ছিলা।
যতনে রতন রায় সে নিলা॥
সাগরে ঝাঁপ আসিয়া দিলে।
দৈবাৎ চৈতল সঙ্গ পাইলে॥

* নারায়ণদাস-বংশ—বৈদ্যনাথ পৌত্র, গৌরীকান্ত পুত্র (কবিকঙ্কণাখ্য)।
† শিবাচার্য্যস্য মুলুকজুড়ি-বিবাহঃ,বং সাগর শ্রীমন্তকন্যাগ্রহণোপার্জ্জিতঃ।

সাগর চৈতন্য পৈতৃক-হীন।
হইয়া আসিল কুলেতে ক্ষীণ॥
ফুলিয়া মেলেতে হইল থাক।
নারায়ণদাসী বলিয়া ডাক॥

নারায়ণদাসী-মার্জ্জনা।

যথা গোপীশ্বরস্যোচিতঃ বং সাগর দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী, ভ্রাতৃ-যোগে গঙ্গানন্দ-চট্টস্য পশ্চাদিতি কেচিৎ, অত্র শেষে সাগরস্পর্শে মার্জ্জনা কুলে দেখ।

বীরভদ্রী। *

হৃদু পারু ছিল রামের ঘরে।
সুন্দরা বাঁড়ুরী বিবাহ করে॥
অনূঢ়া তাহার তনয়া ছিলা।
দেখি পারু মুখো চিন্তিত হলা॥
গয়ঘড় ঘরে আছিল হরি।
সুতা দিতে পারু আনিল ধরি॥
সসজ্জিত করি আনিল সুতা।
দেখি বন্দ্যবর ভাঙ্গিছে মাথা॥
হরি কহে, শুন পার্ব্বতী দাস †।
এককালে মোরে না কর নাশ॥

---

* পর্য্যায়-পাকে বীরভদ্রী আক্ষেপ।

† সুং হুং পার্ব্বতীনাথস্য বীরভদ্র-গোস্বামি-কন্যাবিবাহঃ, আদৌ সন্দিগ্ধ-শ্রোত্রিয়-কানুরায়-(গৃহী কিংবা সন্ন্যাসী, ঠিকানা নাই)-কন্যা বিবাহঃ,

রামদাস মোর তনয় আছে।
সুতা দেহ তাকে, আনি দি কাছে॥
পরে পারু মুখো ভাবিল মনে।
সুতা দিব দান বৃদ্ধেরে কেনে॥
তবে পারু কহে, শুন হে হরি।
রামদাসে আন ত্বরায় করি॥
তবে বন্দ্য হরি হরিষ হলা।
রামদাসে আনি পারুকে দিলা॥
বিবাহ উদ্যত ছিল যে সুতা।
সেই সুতা রামদাসেতে যুতা॥
কিন্তু জননীর জনক এক।
বিচার করিয়া পাঁজিতে দেখ॥
পারু, পর্য্যায় লক্ষ্মীর সনে।
সুত-সুত-হেতু বিপক্ষ মানে॥
অগুভ্রা আর বীরভদ্র বলি।
ফুলিয়া মেলেতে হইল গালি (বাস্তাণীর কন্যাগ্রহণ
রামহরি ন্যায়ালঙ্কারে ভাবে।
প্রায় গেল তারা নারায়ণ-দাসে॥
কেহ কেহ হৈলা পর্য্যায়হীন।
পিণ্ড খাইয়া হইল ক্ষীণ॥
কেহ যে গঙ্গাতীরেতে আসি।
বিস্তার কি কব, সঙ্ক্ষেপে ভাষি॥

অথ খড়দহ মেল।

মধু দোষ।

(মূলপুস্তকের ৩৯৮ পৃষ্ঠ দেখ।)

যোগেশ্বর পণ্ডিত। শঙ্কর পণ্ডিত। নয়নানন্দ। রামভদ্র। কৃষ্ণবল্লভ। তৎসুতা মধুসূদন-রাজেন্দ্র-রামনারায়ণ-প্রাণবল্লভ-রঘুনন্দনাঃ। রামনারায়ণঃ চং চৈ চন্দ্রশেখর-বিদ্যালঙ্কার-দৌহিত্রঃ। মধুসূদনস্য পিতুর্ব্বরেণ চং চৈ রামচন্দ্রজা-বিবাহঃ *। আর্ত্তিঃ গাং রামচন্দ্রঃ, গাং রাঘবঃ, গাং শ্রীকৃষ্ণঃ, গাং রঘুনাথঃ†। ততো ন্যূনঃ বং সাগর-কৃষ্ণচরণঃ রাঘব-সুতঃ, তত উচিতশ্চং ধং কৃষ্ণবল্লভ-কৃষ্ণজীবনৌ চং ধং রামচন্দ্রজৌ। চং চৈ রামভদ্র-ন্যায়ালঙ্কারঃ, চং চৈ বিদ্যাধর-সার্ব্বভৌমঃ, চং চৈ রাধাবল্লভ-বিদ্যালঙ্কারঃ—রামচন্দ্র-সুতাস্ত্রয়ঃ, কিন্তু রামনারায়ণস্য পশ্চাৎ (৩৯৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

এই যে 'পশ্চাৎ'-শব্দ ব্যপদেশ জানি।
পিতুর্ব্বরে মধু-কুল-ক্ষেম্য-সূক্ত মানি॥
যে কালেতে নারায়ণ কাশ্যপীতে যায়।
'পিতুরনুমতি' শব্দ লিখিল তথায়॥
বিবাহ-কালেতে তারে গোত্র জিজ্ঞাসিল।
বৃন্দাবন কাশ্যপে কাঞ্জারী কহিল॥
ঘটকেরা বলে, ওহে শুন শুন ভাই।
কাশ্যপ-গোত্রেতে কভু কাঞ্জারী শুনি নাই॥

---

* নারায়ণস্য ক্ষীরী-কোতলপুরে বৃন্দাবন-রায়জা-বিবাহঃ, ততঃ পিতুর্ব্বরে চং ধং রামচন্দ্রজা-বিবাহঃ।

† আদৌ গাঙ্গচতুষ্টয়মিত্যাদি (মূলপুস্তক ৩৯৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

ইহা বলি ঘটকেরা উঠি চলি গেল।
নারায়ণ পালটী দলে বীর্য্য প্রকাশিল ॥
তাহাতেই মধু জ্যেষ্ঠ পড়িল পশ্চাৎ।
অগ্র কি পশ্চাতে পড়ে, পশ্চাৎই পশ্চাৎ ॥
বাস্তবিক মধু-কুলে মধুরিমা পাই।
উচ্চ ধনো গাঙ্গ-কুলে খাসবাড়ি গাই ॥ মেলমালা।

ডিঙ্গী দোষ (৪১৫ পৃষ্ঠ)।

খড়দহ মহাকুল, তাহে যোগেশ্বর মূল,
ডিঙ্গী দোষ বলি শূল, তাহাতে জন্মিল।
তাহার কারণ শুন, হোসেন পাতশাকে জান,
তাহার উজির জন, ডিঙ্গী রায় ছিল ॥
পরমানন্দ তার নাম, পশ্চিম দেশেতে ধাম,
বহুকাল বিধি বাম, এবে সে বাড়িল।
অনূঢ়া নন্দিনী ঘরে, বলে দান করি কারে,
কুলজ্ঞ আনিয়া পরে, জিজ্ঞাসা করিল ॥
তবে কুলজ্ঞেতে কয়, অবসথি-বংশ তায়,
সত্যবান্ মহাশয়, তোমার পর্য্যায় (৩৫১ পৃষ্ঠ)।
তাহার তনয় সুত, রূপ তার অদ্ভুত,
মুকুন্দ সুমতি-যুত, কন্যা দেহ তায় ॥
তবে মুকুন্দকে ধরি, আনি তবে সভা করি,
বসিয়া মুকুন্দ বরি, কন্যা করে দান।
তুষিল কুলজ্ঞ-মন, দিয়া বহুবিধ ধন,
তবে সে কুলজ্ঞগণ, রায়েরে বাখান ॥

তবে সত্যবানে ধরি, আনিয়া জিজ্ঞাসা করি,
রায়ের ঐশ্বর্য্য হেরি, মৌন সত্যবান্।
মৌন সম্মতি বুঝি, কুলজ্ঞ লিখিল পাঁজি,
চট্ট ডিঙ্গী রায় মজি, সবে করে গান॥
মধু-পিতা মহোদয়, ভাবিত আছে যে তায়,
থাকে যথা ডিঙ্গী রায়, জ্ঞাতি ভাই শূল।
কুটুম্ব-কারণ রায়, সর্ব্বদা আনন্দ পায়,
মুকুন্দ আছয়ে তায়, সদা অনুকূল॥
পরে দামো-সুত রাম, চন্দ্র মিশ্র যার নাম,
আটক পাতশার ধাম, যোগেশ্বরের দায়।
মধু তাকে পাইয়া পরে, রায়ে বলি মুক্ত করে,
তুষিল মিশির-বরে, সত্য দিল তায়॥
চট্ট করে অবধান, যাইয়া যোগের ধাম,
রাখিব তোমার মান, বলে যোগেশ্বরে।
মধু লইয়া বন্দ্যবর, আইসে যথা যোগেশ্বর,
দরবার-কথার পর, মধু-কথা পরে॥
শুন মহাশয় তবে, মধুরিম হতে হবে,
শুনি যোগেশ্বর ভাবে, বিমরিষ-মনে।
তবে বন্দ্য বলে শুন, বিমরিষ হলে কেন,
মধু না লইলে জান, ত্যজিব জীবনে॥
তবে অনুরোধ মানি, শুভ-সুত মধু আনি,
কাম-সুত সপ্ত গণি, স্বীয় সর্ব্ব সুত (৩৯৯ পৃষ্ঠ)।
দামোদর-সুত-দ্বয়, একযোগে কুল হয়,
অন্তিমেতে মহাশয়, হইলা অদ্ভুত॥

পূর্ব্বে ছিলা গড় গাঞি, সুখনালী, পিপ্‌লাই,
এথা জন ডিঙী পাই, দেখ বিচারিয়া।
খড়দহ মেলি বলি, ডাকে অতি কুতূহলী,
সুন্দর বন্দ্যজে চলি, তাহে কুল লয়া॥
তাহাতে যজ্ঞেশ জানি, চট্টজ শ্রীগর্ভ মানি,
আর যে হৃদয় বাণী, কি কহিব আর।
কালীর চরণ স্মরি, ভণে দ্বিজ রামহরি,
বন্দ্য বিপ্র কুলাচার্য্য, ন্যায়ালঙ্কার॥ মেলমালা।

কাশ্যপ-কাঞ্জারী

(মূলপুস্তক ৩৯৮ পৃষ্ঠ)।

যথার্থ মাধুরী জানি, নয়ন পূরাই গণি,
নিজ দলে এক প্রাণী, না পাইল সাৎ।
তেঁই সে চৈতল-সার, হরি কৃষ্ণদাস আর,
বন্দ্যঘটী * স্বীকার তার, করিলা দৈবাৎ॥
কাশ্যপ-কাঞ্জারী তার, পরেতে হইল সার,
অবান্তর তাহে আর, আছে কত কত।
কাশ্যপ-কাঞ্জারী আগে, বলিব খড়দহে লাগে,
নারায়ণ যাতে লাগে, তাতের সম্মত॥
নয়ন-সন্তান সার, নারায়ণ নাম তার,
বিশোর (বিশ্বেশ্বর) বংশেতে যার, কুলের বাখান।
পিতুরনুমতি পায়া, কাশ্যপ-কাঞ্জারী বিয়া,
নারায়ণ করে যাইয়া, ভুবনে বিধান॥

---

* বং কাং সুন্দর।

শুন বলি তার পরে, আসিয়া বসিল ঘরে,
শেষে নিলা পিতৃ-বরে, রামচন্দ্র-সুতা।
ধনোদ্বয় হইল হাত, চৈতন হইল সাত,
তাহে বন্দ্যবংশ পাথ, কুলে হয় যুতা॥
ভাবে পড়ে ভাই যারা, মণি যেন ফণি-হারা,
নারায়ণ বিনা তারা, কুলে ক্ষীণ জানি।
সাগরে কি কব তার, গাঙ্গে চতুষ্টয় সার,
তার গতি নাই আর, ধনোদ্বয় বিনি॥
যায় শুন দিয়া মন, রামভদ্র নারায়ণ,
মধু বিধু তার গণ, রাধা তাহে চলে।
যদু মধু সারোদ্ধার, দেশ-ভেদে বলে আর,
লক্ষ্মীগোপাল তার, মাঝে কেহ বলে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ গণি, রামদেব তাহে মানি,
গাঙ্গ রামচন্দ্র জানি, শ্রীকৃষ্ণ-সহিত।
রামকৃষ্ণ রঘুনাথ, হইল তাহার সাৎ,
বল্লভ জীবন তাত, কারণ ভাবিত॥
মধু রঘু-সহোদর, অষ্টাদশ একত্তর,
কাশ্যপ-কাঞ্জারী-ঘর, করিল প্রধান।
খড়দহে নিলে থাক, কাশ্যপ-কাঞ্জারী ডাক,
বহু তার অনুরাগ, কুলজ্ঞেতে গান॥

সারাবলী।

চাঁদবল্লভী

(৩৫৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

তার পর আর শুন, রামনাথ চট্ট ধনো,
ভুবন-সন্ততি জানো, কুলে অধিকারী।
শ্রীমন্ত খাঁয়ের সুত, হরিশ্চন্দ্র গুণযুত,
তাহে শুন অদ্ভুত, সন্দেহ কুশারী॥
তার সুতা রামনাথে, বিয়া করি ফিরে পথে,
কেহ নাহি তার সাথে, আসি করে কুল।
পরে সেই রামনাথ, চাঁদবল্লভ কৃষ্ণ-সাথ,
আনি ধরে তার তাত, গুণানন্দী মূল॥
তেঁই চাঁদবল্লভী ডাক, খড়দহে এক থাক,
বাণীনাথ * করে জাঁক, সুখে হর্ষপনা।

মেলমালা।

গুণানন্দখানী।

অবসথী-কুলে স্থিতি (৩৫১পৃষ্ঠ), অচ্যুত-সন্তান অতি,
গুণবান্ গুণানন্দ রায় (১ম পরিশিষ্ট দেখ)।
ভবাই-তনয় জানি, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ মানী,
পাতশাহী চাকুরী করে তায়॥
অনূঢ়া নন্দিনী ঘরে, বলে দান করি কারে,
কুলজ্ঞেরে করে নিবেদন।
তবে কুলজ্ঞেতে কয়, বলি শুন মহাশয়,
কাঁটাদিয়া হৃদয়-নন্দন॥

---

* চাঁদবল্লভ কৃষ্ণদাস, বাণী পাইয়া উল্লাস। বং সাগর বাণী ভগীরথ-সুত

লক্ষ্মণ সুন্দর অতি, গুণবান্ শুদ্ধমতি,
তাকে আনি কন্যা কর দান।
আনাইতে অনুমতি, তবে কুলজ্ঞের প্রতি,
তবে বলে করহ সন্ধান॥
কুলজ্ঞ যাইয়া ত্বরা, পণগণ দিয়া ধরা,
পত্র করি হৃদয়-নিকটে।
পরে বিধি বিড়ম্বিত, গুণানন্দে বিপরীত,
ঘটিল, সে পড়িল বিপদে॥
সঙ্কট সারিয়া পরে, গুণানন্দ ডঙ্কা করে,
দেখি ঘরে অনূঢ়া নন্দিনী।
তবে রায় গুণানন্দ, আনিয়া হৃদয় বন্দ্য,
বলিলেন, লক্ষ্মণে দেহ আনি॥
লক্ষ্মণ পলায় শুনি, বান্ধিল হৃদয়ে আনি,
তবে রামে আনাইয়া দিল।
গুণানন্দ অধিকারী, রামে কন্যা দান করি,
বহু ধনে কুলজ্ঞ তুষিল॥ সারাবলী।

ত্রিদোষ। *

এখন লক্ষ্মণ-বরে, হৃদয় মধুরে ধরে,
তদা সঙ্গে দিল ভাই বাণী।
সেই হেতু গুণানন্দী, দোষ আসি হইল বন্দি,
জানকীনাথ মুখশিরোমণি॥

---

* হড়, রণ্ড, বিপর্য্যায়—ইত্যাদি দোষ (৩৯৯ পৃষ্ঠ দেখ)।

বিশো-কুল দেবরাজ, তাহার তনয় মাজ,
মিশে মুখ গুড়েতে বিধান।
অবসথী বিশ্বনাথ, পর্য্যায় তাহার সাথ,
রামভদ্র-রায়-সুতা-দান॥
বিশু যে পর্য্যায় ঠেকে, বাণী যেয়ে ধরে তাকে,
বাণীনাথে এই সে কারণ।
পরে শুন বাণী-সুতা, কেশবনন্দিনী-যুতা,
রহেছিলা করিয়া শয়ন॥
তাহে জগো ঘোষ (ঘোষাল) আসি, পাইয়া আন্ধার নিশি,
চুরি করি করিলা গমন।
কংস, বংশ, জগো ঘোষ (ঘোষাল), সেই হেতু এই দোষ,
বাণীনাথে ত্রিদোষ-মিলন॥
এই যে বাণীর সাথ, হইল জানকীনাথ,
ত্রিদোষ বলিয়া তায় ডাক।
তার পর যদু গাঙ্গ, হইল জানকী-সঙ্গ,
জানকীনাথের অনুরাগ॥ মেলমালা।

খড়দহে যজ্ঞেশ্বরী * ভাগ (৪০০ পৃষ্ঠ)।

যজ্ঞেশ্বরী ভাগ আগে, পঞ্চানর্থী শেষে লাগে,
বৈদ্যনাথ পরভাগে, সিদ্ধান্তী আর হরি-মিশ্রী।
সুন্দর বন্দ্যজ সুত, রঘু অতি গুণযুত,
শুন তার অদ্ভুত, ক্রমাগত তার কুলশ্রী॥

---

* এ যজ্ঞেশ্বর রাম-ফুলিয়া-বংশে; যজ্ঞেশ্বরস্য দিগম্বর-ভট্টাচার্য্যস্য কন্যা-বিবাহঃ, সন্ধিগ্ধ-দীঘাড়ী অন্যদস্তি।

যজ্ঞের পিতার গালি, জানা ছিল সুখনালী,
সেইহেতু দোষী * বলি, যজ্ঞ মুখ মানি।
মুখ যজ্ঞেশ্বর তায়, ব্যাকুল হইয়া ধায়,
দৈবে রঘু বন্দ্য পায়, কুল করে আনি॥
হইল যজ্ঞেশ্বরী, কুলজ্ঞেতে গ্রন্থ ধরি,
লিখিলা বিচার করি, এত দোষে পাক।
কুশেতে সুন্দর ধায়, লোভ-হেতু মধু খায়,
খড়দহে তেঁই যায়, যজ্ঞেশ্বরী-ভাগ॥ সারাবলী।

রজনীকরী (৩৯৯ পৃষ্ঠ)।

কাঞ্জী বা কাঞ্জারী-ঘরে, সন্দেহ রজনীকরে,
কন্যা দিল বাণী বরে, বাণী পলো পাকে।
ভগবান্ অবসথী, গিতুকা খড়দা-স্থিতি,
বাণী তাহে করে গতি, রজনীকরী ডাকে॥
যজ্ঞেশ্বরীর থাক, পঞ্চানন্দীর জাঁক,
রজনীকরীর ভাগ, জানহ নিশ্চয়।
কানু, গোপী, রতু † আর, নিবাস চৈতল সার,
পাঠক-সন্তান তার, অনুগত হয়॥
কাঞ্জী নামে কাঞ্জিয়াড়ী, বলি করে হুড়াহুড়ি,
রজনীরে জানি।
তাহার তনয়া বিয়া, ধন-লোভে করে গিয়া,
কামসুতা সুনন্দকে মানি॥

* দোষী—সন্দিগ্ধস্য অপভাষা।

† মুং ফুং কানু = কানাই, ছোট্ ঠাকুর ; গোপী = মুং ফুং গোপীশ্বর ; রতু = মুং ফুং রত্নেশ্বর (মুলপুস্তক ৩৩৮ পৃষ্ঠ)।

কাঞ্জিয়া দিঘাড়ী গাঞি আচার্য্যশেখর।
তার সুতা বিয়া করে বন্দ্য মনোহর॥
দৈবে পাইয়া অবসথী পাঁচুরে পাইলা।
বাণীর পশ্চাৎ হেতু রজনী গাইলা॥
শিমলীয়া বিষ্ণু সুতা কান্তচাঁদ বর।
সনাতনী পুরায়েরে করে তার পর॥
সন্দেহ সরখেল বিষ্ণু-সুতা-বিয়া জানি।
দৈবকী সে বর হইল পঞ্চানর্থী মানি॥ সারাবলী।

শৃগাল সনাতনী

(৪০০ পৃষ্ঠ)।

চট্ট বা পালধি গাঁই, সন্দিগ্ধক বলে তাই,
যখন ধরিতে চাই, সনাই লুকান।
পুরাই শ্রীধর-সুত, আনি সুতা করে যুত,
কর্ম্ম করে অদ্ভুত, কুলাচার্য্য গান॥
আচার্য্যশেখর পরে, কাঞ্জিয়া দীঘাড়ী-ঘরে,
বলে কেহ যায়।
চট্ট কাশীনাথ পরে, তার সুতা বিয়া করে,
দোষী হইল তায়॥
এই পঞ্চানর্থী-জন্য, একত্র নাহিক গণ্য,
শুন কুলাচার।
কালীর চরণ স্মরি, ভণে দ্বিজ রামহরি,
কুলাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার॥ মেলমালা।

দুষ্ট সনাতন ছিল, পুরাইকে সুতা দিল,
বহু ধন দিয়া।
পলায় কুলজ্ঞ দেখি, সেইহেতু নাম রাখি,
শৃগাল বলিয়া॥
পুরাই হইল দোষী, সেহেতু পাঁচুতে আসি,
অবসথি-ঘরে।
পরে আর বর্দ্ধমান, হড় সাগরাদি জান,
যাহে সবাই ডরে॥
মনো-সুত *-সীমন্তিনী, পিতাম্বরীকে জানি,
মনো দোষী তায়।
শুন তবে মহাশয়, সনাতনী সাঙ্গ হয়,
পঞ্চানন্দী বৈদ্যনাথে যায়॥ সারাবলী।

বৈদ্যনাথী

(১ম পরিশিষ্ট, ৯ পৃষ্ঠ)।

বন্দ্যবর, বংশধর, গয়ঘড় ঘরে।
করে কুল, স্বল্প ফুল, মুখ হরিহরে †॥
পাঁচু রণ্ড, তাহে পণ্ড, বংশধর-সুত।
আসি তায়, বর হয়, কুলেতে অদ্ভুত॥
কৃষ্ণ কৃতী, পিণ্ড প্রতি-নিধি যদি হল।
পরিথায়, রণ্ড তায়, হরিষে পাইল॥
বংশধর, তার পর, দিনকর-বরে।
কন্যা দিবে, কুল হবে, শুনে দিনকরে॥

---

* বং সাং মনাই-সুত দেবকীনন্দন, গোপাল।
† এ হরিহর গ্রামফুলিয়া-বংশে।

দিন তায়, পিণ্ড দেয়, নিজ কৃষ্ণ সুতে।
কৃষ্ণ * কোপে, দিল বাপে, পিণ্ড মন্ত্রযুতে ॥
না জানিয়া, কন্যা বিয়া, দিল বংশধরে।
জানে এথা, পিণ্ড-কথা, বন্দ্যের উপরে ॥
বংশ-সুত, অদ্ভুত, কর্ম্ম করে জানি।
হরি † সুত, কৃষ্ণ-যুত, করিলা ভগিনী ॥
এত দোষ, ঘটে আইসে, বন্দ্য বংশধরে।
তার সুতা, বৈদ্যনাথ কাঁপে সেই ডরে ॥
কামসুত শ্রীকণ্ঠ খড়দহে মানি।
রঘুনাথ-পুত্র সাত, মিতু ‡ তাকে জানি ॥
তনয় সহিত তাকে বৈদ্যনাথী পেলা।
খড়দহে এক ভাগ বৈদ্যনাথী হলা ॥ মেলমালা।

বৈদ্যনাথী থাকে গন্ধর্ব্ব-রায়ী।

বৈদ্যনাথী এক থাক গন্ধর্ব্ব রায়।
সগোত্রীয়া আর হড়, সব খেলি তায় ॥
ভবানী, গোবিন্দ রায় ফুলে মেলে ছিল।
সন্দেহ উত্তর-ভট্ট নন্দিনী লইল ॥
তেঁই গোপী, গৌরী করি বৈদ্যনাথ-সুত।
রতিনাথ সুবুদ্ধিকে জানি তবে যুত ॥

---

* অত্র তিন কৃষ্ণে জড়াজড়ি, বং গ বংশধর-সুত কৃষ্ণ, মুং ফুং হরি-মিশ্র-সুত কৃষ্ণ, চং চৈ দিনকর-সুত-কৃষ্ণ (১ম পরিশিষ্ট—বংশাবলী দেখ)।

† হরি মিশ্র রামফুলিয়া-বংশে।

‡ বং কাং রঘুনাথ, মুং বি মিতু দেবরাজ-বংশে।

কেশর শ্রীমন্ত সুতা বিবাহ করিয়া।
পরে হড় রামাচার্য্য-সুতা করে বিয়া॥
লোকনাথ বসন্ত রায় জানি ভরদ্বাজ।
তার সুতা বিয়া করি পড়ে মুণ্ডে বাজ॥
তার সুতা গন্ধর্ব্ব রায়েতে করে কুল।
চৈতল শ্রীরাম-সুত, রজনী সে মূল॥
বন্দ্যজ মথুরা করি তার সুতা বরে।
সাগরে বাণীর সুত জানিবে তাহারে॥
পিতৃ-দোষ-মুক্ত করি গন্ধর্ব্বক রায়।
গন্ধর্ব্বরায়ী বৈদ্যনাথী-ভাগে যায়॥ মেলমালা।

বাহুল্য-ভয়ে এখানে লেখা হইল না, কুলপুস্তক দেখ।

হড়-সিদ্ধান্তী

(সম্বন্ধনির্ণয় ৩৮১।৪৬৪ পৃষ্ঠ, গৌণকুল)।

শুন পরে, হড়-ঘরে, সিদ্ধান্তক ছিলা।
বৃদ্ধকালে, কাশী-স্থলে, উপনীত হলা॥
পরে ভাবে, মন্ত্র লবে, দণ্ডি-সন্নিধান।
দণ্ডী যথা, যায় তথা, পায় অপমান॥
দণ্ডিগণ, তবে কন, শুন ভট্টাচার্য্য।
কুলীন হবা, কি বা ন বা, আছে কুলকার্য্য॥
শুনি পরে, ভট্টবরে, বলে পাইয়া লাজ।
শুন কহি, কুল নহি, নাহি কুল-কাজ॥
তবে হড়, দড় বড়, পাঠাইলা চর।
যথা পুত্র, তথা পত্র, লিখিয়া সত্বর॥

কন্যা-দান, রাখ মান, কর কুল-কাজ।
এথা আসি, কাশীবাসী, পাই বড় লাজ ॥
পরে তার, সুত সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য।
লোহ বন্দ্য, কৃষ্ণানন্দ, আনি করে কার্য্য ॥
শুন আর, পরে তার, মধু মুখ জানি।
গুণানন্দ, দোষ মন্দ, মধুতে বাখানি ॥
নরহরি, আসি বরি, কন্যা করে দান।
বন্দ্য হতে কৃষ্ণানন্দ, পাইল সম্মান ॥
হেন কালে, নিজস্থলে, নরে ধরি লয়।
কন্যাদান, করি মান, রাখিল নিশ্চয় ॥
মধু মুখ, পাইল দুখ, কাঁপিছে তরাসে।
পরে আর, সুতা তার, দিলা চণ্ডিদাসে ॥
তার পরে, ধরি নরে, সন্তোষ * আনিল।
নরহরি, কন্যা বরি, সন্তোষ তুষিল ॥
পূর্ব্বে দিয়া, ছিলা বিয়া, অর্দ্ধেক কেবল। †
সেই সুতা, নরযুতা, হৈল গণ্ডগোল ॥
লোকে ঘোষে, হড়-দোষে, মজে মুখবর।
অন্যে বলে, আর ছলে, তাহা শুন পর ॥
হড়ে মন্দ, কৃষ্ণানন্দ, ‡ নরহরি ধরি।
কন্যা দিলা, চালাইলা, পরে নরহরি ॥

---

* চট্ট-নরহরিঃ, চট্ট-সন্তোষঃ—মধুসুতৌ।

† অপূর্ব্বা ইতি ভাবঃ।

‡ লোহাই-জ্যেষ্ঠতাত গঙ্গাপতি, তাহার পৌত্র বং কাং কৃষ্ণানন্দ।

জরাতরি, নরহরি, মধু-স্থানে যায়।
না জানিয়া, কন্যা বিয়া, দিলা মধু তায়॥
সুখবরে, শুনি পরে, হইলা ভাবিত।
হড়-দোষে সিদ্ধান্তী, ভবন বিপরীত॥
রামকান্ত, হইল ভ্রান্ত, কৃষ্ণ-সুত লই।
বিপর্য্যায়, হৈল তায়, তদা মধু নই॥
পরে তায়, সবে ধায়, কেশব-তনয়।
জগো ঘোষ (ঘোষাল), বলি দোষ, তাহাতে নিশ্চয়॥
গুণানন্দ, দোষ মন্দ, বন্দ্যাজ লক্ষ্মণ।
হৈল আর, চট্ট সার, অনন্ত *-গমন॥
যজ্ঞ-বংশ, তার অংশ, হইল পিণ্ড তায়।
দেবী রতি, তাহে গতি, পিণ্ড জানি পায়॥
পরে আর, হৈল সার, পাঠক-সন্তান।
কাশী বাসু,† আইসে আশু, পাইয়া সন্ধান॥ সারাবলী।

অথ বল্লভী মেল

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪১১ পৃষ্ঠ)।

শুন সবে সারোদ্ধার, ঈশান-বংশের সার,
হরি-সুত বশিষ্ঠ নপাড়ী।
তার সুত সর্ব্বানন্দ, মহিন্তা পাইয়া মন্দ,
তাত-সঙ্গ সদা ছড়াছড়ি॥

---

* অনন্ত মধু-সুত, নদ্ধিসময়ত্বাদ্‌পৃথ বন্ধ-দোষ-মার্জনা।

† বং কাং কাশী, বং কাং বাসু—লোহাই-সুতৌ।
দোষ আছে যার। কুল আছে তার॥
দোষ নাই যার। কুল নাই তার॥ (৩৩৯ পৃষ্ঠ দেখ।)

বলে তুমি হৈলা কাল, মহিন্তা বলিয়া মাল,
গলে তুলে দিলে হৈল ফাঁসী।
ফিরি প্রতি ঘরে ঘরে, কেহ না জিজ্ঞাসা করে,
কুলীন বলিয়া নাহি ভাষি॥
বশিষ্ঠ ব্যাকুল হয়া, পুত্র হেতু যায় ধায়া,
যথা যান, তথা সর্ব্বানন্দ।
ঘোষাল বলিয়া জানি, গঙ্গাধর-সুতা মানি,
তেই বংশ করয়ে আনন্দ॥
তথা উপস্থিত হৈলা, দেখিয়া সবাই আইলা,
করেতে ধরিয়া জলাসন।
অন্তরেতে অতি তোষ, হৈয়া জিজ্ঞাসে ঘোষ,
কহ মহাশয় কি কারণ॥
শুনিয়া নপাড়ী কন, শুন মোর বাপধন,
কুল কর সবাই-সহিত।
শুনিয়া সবাই ঘোষ, অন্তরেতে অতি রোষ,
তবে কথা কয় বিপরীত॥
এ কি কথা কহ তুমি, মহিন্তা লইব আমি,
কিসের কারণে মহাশয়।
ফিরে তুমি যাও ঘর, ভাল কুল হবে তার,
আমি তার উপযুক্ত নয়॥
শুনি বন্দ্য রোষ করি, ধায়া গেল তরাতরি,
যথা সুতা ঘোষ-সীমন্তিনী।
পিতা দেখি বন্দ্য-সুতা, আসিয়া নোয়ায় মাথা,
হাস্যমুখী গজেন্দ্রগামিনী॥

বন্দ্য কহে শুন তুমি, তোমার বান্ধব আমি,
যদি হও আমার নন্দিনী।
তবে মোর রাখ মান, পিণ্ড মাখি কর দান,
অনূঢ়া সতিনী-সুতা আনি ॥
তবে চাইল দধি কলা, আনিয়া বন্দ্যের বালা,
পিণ্ড মাখি তাতের বচনে।
হ'য়া সশঙ্কিত-মতি, সতিনী-সুতার প্রতি,
পিণ্ডদানে বন্দ্য তুষ্ট মনে ॥
তদা ঘোষ এই কথা, শুনি করে হেঁট মাথা,
বলে বিধি হায় কি করিল।
লোক-মুখে কাণাকাণি, পরে দেশে জানাজানি,
বল্লভী কারণে পিণ্ড হল ॥
পরে ঘোষ সেই সুতা, করিলা বল্লভযুতা,
নপাড়ীর ভাই-সুত তিনি।
বল্লভেতে পিণ্ড ছিল, পিণ্ড সেই ঐক্য হল,
পরে কংস করে বন্দ্য জানি ॥
ঋতুধ্বজী পুরন্দরে, ছিল আসি করে তারে,
চৈতল-সন্তান পরিচয়।
বল্লভী ডাকিল ভাই, পরে গৌরীকান্তে যাই,
খড়দহে বাধ্য তাহে হয় ॥

সারাবলী।

চং ধং বল্লভীতে গোবিন্দ-ভাগ

(১ম পরিশিষ্ট দেখ)।

গোবিন্দ খোঁড়িয়া বলি, তার মাঝে গালাগালি,
কুলজ্ঞেতে করে এক ভাগ।
তার পরিচয় শুন, শ্রীনাথ চাটুতি ধনো,
কুলে তার বড় অনুরাগ॥
গোবিন্দ তাহার সুত, রূপ তার অদ্ভুত,
খঞ্জ বলি যাহার আখ্যান।
সাগরেতে বন্দ্য রত্নু,* মহিন্তা-বিবাহ-হেতু,
তারা তাহে করিল পয়ান॥
বল্লভী মেলেতে ঘর, নপাড়িয়া বন্দ্যবর,
চতুর্ভুজ-সুতদ্বয় তায়।
কাণা খোঁড়া রণ্ডকুল, মহিন্তা তাহার মূল,
যদু হেতু বল্লভীতে গায়॥
হইল গোবিন্দ খোঁড়ী, বল্লভীতে হুড়াহুড়ি,
কত আছে কি কহিব তার।
কালীর চরণ স্মরি, ভণে দ্বিজ রামহরি,
কুলাচার্য্য, ন্যায়ালঙ্কার॥

মেলমালা।

---

* কুলপদবাচ্যং নিকষপদবাচ্যং রত্নু, বং সাগরে রত্নুগর্ভঃ, বিল্ব-পুষ্করিণীর গুরু ভট্টাচার্য্যের আদ্যপুরুষ।

কুলচন্দ্রিকা।

অথ সর্ব্বানন্দী

(মূলপুস্তক ৪১৩ পৃষ্ঠা)।

পরে সর্ব্বানন্দী বলি, মহিন্তা বলিয়া গালি,
আছে তার শুনহ কারণ।
বশিষ্ঠ নপাড়ী-সুত, সর্ব্বানন্দ গুণযুত,
মহিন্তা তাহার আভরণ॥
ভৈরব যাহার তাত, রাঘব গাঙ্গুলী সাত,
করে কুল সর্ব্বানন্দ আসি।
হরি রও রাঘবেতে, ঋতুধ্বজী * গড় তাতে,
এত দোষে সর্ব্বানন্দী ভাষি॥
ভরত মুখটী তায়, এ হেতু কংসারি পায়,
কংস-হেতু তপ, গৌরীবর †।
মহিন্তা তাপিত এই, কয়জন শুন কই,
পরে হৈল কত অবান্তর॥
অবসথি-কুলে স্থিতি, লোহাই-সন্ততি, অতি,
গুণবান্, নাম রবি কর।
সিন্দূরামল্লতে বিয়া, করিয়া দূষিত হ'য়া,
বসি ভাবে হইয়া কাতর॥
বিষ্ণুদাস তার সুত, কমল-সন্ততি-যুত,
হই' সর্ব্বানন্দী-মেলে গত।
তেঁই সর্ব্বানন্দী মেলে, রবিকরী ভাগ বলে,
বন্দ্যজ সিন্দূরামল্ল হত॥

---

* ঋতুধ্বজী পুরন্দর, চং চৈ পুরন্দর-বংশে গড়-দোষ।

† চং অ তপন, চং অ গৌরীবর (১ম পরিশিষ্ট—বংশাবলী দেখ)।

শুন আর মত কই, মেল পর দোষ দেই,
লোহাইর হরি গঙ্গা-কুল।
হরি-পিতা গঙ্গাগতি, মেল পায় যেইমতি,
শুন তবে বলি তার মূল॥
রাঘাই দোষের আগে, রাঘবের কুল ভাগে,
গঙ্গাগতি বন্দ্য করে হিত।
সেহেতু লোহাই মেল, পরেতে সিন্দূরা শেল,
রবি করী বলিয়া উদিত॥ মেলমালা।

রাঘাই দোষ

(১ম পরিশিষ্ট দেখ)।

শুন সবে সারোদ্ধার, রাঘব গাঙ্গুলী * সার,
তার বালা স্নান-হেতু যায়।
নদী-কূলে একাকিনী, উপস্থিত সীমন্তিনী,
স্নান করে, দৈব ঘটে তায়॥
কুম্ভীর আসিয়া তথা, ধরিল গাঙ্গের সুতা,
লয়ে তার বধিল জীবন।
শুন তায় হেন কালে, ধীবর নৌকায় চলে,
সদা ফিরে মীন-অন্বেষণ॥
ধীবর ফেলায় জাল, গাঙ্গ-সুতা বান্ধে ভাল,
হইল বলে বড় মীন হবে।
পরেতে টানিয়া তুলি, দেখিয়া ধীবর বলী,
গাঙ্গ-সুতা ভাবি মনে ভাবে॥

---

* পুরন্দরস্তার্ত্তিঃ পূন্তি-কংসারিঃ, গাং রাঘবঃ, লং মুং বি পৃথ্বীধরঃ, টচিতঃ বং গ (১ম পরিশিষ্ট—বংশাবলী দেখ)।

দৈব-হেতু হেন কালে, দেবীবর সেইস্থলে,
নৌকোপরি আসিয়া দেখিল।
দেবীবর বলে কি, ধীবর বলিছে ঝি,
রাঘবের জালেতে উঠিল॥
রাঘব গাঙ্গের প্রতি, দেবীবর রুষ্টমতি,
এই গালি রাঘবেরে দিল।
রাঘব গাঙ্গুলি বটে, কিন্তু কুলে দোষ ঘটে,
আজি হৈতে কৈবরিয়া হল॥
কাঁটাদিয়া পীতাম্বর, তাহার তনয়বর,
গঙ্গাগতি অতি গুণবান্।
তাহার তনয় ছিলা, নারায়ণ খঞ্জ বলা,
খঞ্জ-হেতু করে অভিমান॥
রাঘব গাঙ্গের কুল. কৈবরিয়া যার মূল,
সেই দোষে দুষী হয়াছিলা।
কন্যা দিলা নারায়ণে, কুল গঙ্গাগতি-সনে,
তেকারণে কৈবরিয়া হলা॥
সর্ব্বানন্দী মেলে থাক, কৈবরিয়া বলি ডাক,
ডাকে যত কুলজ্ঞ কুলীনে।
হৃদয়ের পূতি করি, বল্লভীর কাছা ধরি,
ফিরে কত হৈল দিনে দিনে॥
বিশো-বংশ দেবরাজ, তেঁই যাইয়া পায় লাজ,
রঘু গাঙ্গ হেতু তায় জানি।
বলভদ্র হেতু জানি, তেঁহ স্থুর নীল গণি,
সেইহেতু মাধব বাখানি॥

শাণ্ডিল্য-বংশেতে তিন, শ্রীধর তাহাতে ক্ষীণ,
বলভদ্র তাহার কারণ।
যজ্ঞেশ্বর তার ভাই, গাঙ্গ-গৌরী-হেতু পাই,
কাশ্যপ গোত্রেতে দুইজন॥
শ্রীধর রাঘব ঘোষ, দেবরাজ হেতু দোষ,
কৈবর্ত্তেতে সকলি নিধন।
কাশ্যপেতে গদাধর, বন্দ্যজ ভুবন বর,
কিন্তু তার পর আগমন॥
(তাহে বলি একভাগ,হৃদয়-গন্ধর্ব্বী ডাক,শুন তার সকল কারণ॥)
বিশো-বংশ দেবরাজ, তাহার তনয় মাজ,
বাণীজ রাঘব করে গর্ব্ব।
পরে শুন পারিয়াল, কেহ বলে কুলব্যাল,*
সন্দিগ্ধ হৃদয়ে গন্ধর্ব্ব॥
রাঘবেরে কন্যা দান, করিয়া রাখিল মান,
রাঘব দূষিত তেঁই হয়।
পরে শুন অবসথী, কানু গোপী সুকুমতি,
রঘু-বংশ শ্রীকান্ত-তনয়॥
তার সঙ্গ কুলজায়, নিজ সহোদর তায়,
মদন কৃষ্ণদাস-যোগে মানি।
হৃদয়-গন্ধর্ব্বী ডাক, কৈবরিয়া-মাঝে থাক,
সর্ব্বানন্দী মেলেতে বাখানি॥ সারাবলী।

---

* পারিয়ালঃ সর্ব্বত্র কষ্ট-শ্রোত্রিয়ঃ. কুলব্যালঃ সপ্তশতী, এতয়োর্মধ্যে সন্দিগ্ধঃ। নারায়ণ-পক্ষঃ, বং কাং গঙ্গাগতি সুতঃ। বাসুদেবঃ কিং, ক্ষেমাঃ ঘোষালোহরবিন্দঃ, আর্ত্তিঃ বং ন বল্লভাচার্য্যোত্যাদিঃ।

থাক জনার্দ্দনী

(১ম পরিশিষ্ট দেখ)।

বিশো-বংশে জনার্দ্দন, যার তাত নারায়ণ,
জানকীনাথের বংশ তায়।
পরে বিষ্ণুপুরী-বাস, ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণদাস,*
সন্দেহ মহিন্তা কেহ গায় ॥
রাজপুরোহিত বলি, ছিল দুষ্ট গালাগালি,
তার সুত জনার্দ্দনে ছিল।
জনার্দ্দন তরাতরি, ঘোষ তর্কবাগীশ করি,
জনার্দ্দনী ধীবরে হইল ॥ মেলমালা।

রামদাসী

(১ম পরিশিষ্ট দেখ।)

মুখটী জানকী-বংশ কালিদাস-সুত।
রামদেব, মহাদেব আদি গুণযুত ॥
রামদেব-সুতা-বিয়া হড় রাঘবেতে।
উৎসর্গ করিয়া দিলা রামদাস তাতে ॥
ভ্রাতৃ-সুত রামদাস, শুন পরিচয়।
রতীশ বন্দ্যের মেয়্যা † পিতৃবরে লয় ॥

---

* চং অ বিষ্ণুদাস, রবিকরী মহিন্তা।

† বং সা দেবাই-পৌত্র রতিনাথ ছন্দোঽনুরোধে রতীশ হইয়াছেন, তস্ত মেয়্যা কি স্ত্রী ইত্যর্থঃ। কোন কোন দেশে ভার্য্যাকে মেয়্যা বলিয়া থাকে। কুলপুস্তক দেখ, কালিদাসস্য ন্যূনঃ বং সাং রতিনাথঃ ; যংকুলস্থা ভবেৎ কন্যা তৎকুলে বরদায়িনী। কিন্তু ভ্রাতৃপুত্রদ্বারা উৎসর্গ অবিধি, এই রামদাসী ভাব। কুলপদবাচ্যং নৈকষ্যপদবাচ্যম্। নৈকষ্য-কুলের কুলেরই দোষ বলি ; স্বর্ণেতেই খাইদ মিশাই। মেলপ্রকাশ।

সেই দোষে রামদাসী রাঘা হতে বলে।
ন্যায়ালঙ্কার ভণে অতি কুতূহলে ॥ মেলমালা।

মুকুন্দপ্রসাদী

(১ম পরিশিষ্ট দেখ)।

মুকুন্দপ্রসাদ রায়, সিন্দূরামল্লক গাঁয়,
তায় ছিল যবন-দোষ জানি।
তার সুত অভিরাম, মণ্ডলঘাটেতে ধাম,
কন্যা দিল শুকদেবে * আনি ॥ হিরণ্য।
ঘোষ-বংশ মহাশয়, রাম-সুত পরিচয়,
শুকদেব সেহেতু ভাবিত।
সন্ধি হইল হেনকালে, † রাঘব দৈবের ফলে,
তায় রাজী জীবন-সহিত ॥
তার পরিচয় শুন, সাগরে ভবানী ‡ জান,
তারা তিন, তাহার সন্তান।
সহোদর যোগ দিলা, মুকুন্দপ্রসাদী হলা,
জনার্দ্দন-মাঝেতে বিধান ॥ মেলমালা।

---

* শুকদেব ঘোষাল ইতি।

† অবগতি কুলে, পরিবর্ত্ত হলে, যূথকুল বলি তারে।
কুলাচার্য্য-বাণী, নহে তাহে হানি, পূর্ব্বশুদ্ধি হলে পরে ॥
(সন্ধি-সময়ে বর্ত্তমান পুরুষের দোষ অগ্রাহ্য।) মেলপ্রকাশ।

‡ বং সা দেবাই-পৌত্র ভবানী, তৎসুতা রাঘবেন্দ্রাদয়ঃ।

সাহসখানী

(১ম পরিশিষ্ট দেখ)।

শুন তবে অতঃপর, আছে কত অর্থান্তর,
সাহসখানীর বলি ডাক।
তাহার কারণ শুন, বলভদ্র * বলি জান,
কৈবরিয়া-কুলে যার জাঁক॥
গুণানন্দ তার সুত, শুন তার অদ্ভুত,
বিরাম-সময়ে বিধি বাম।
সুতা-সহ সীমন্তিনী, লইলে যবনে আনি,
সাহস খাঁ জানি তার নাম॥
সর্ব্বানন্দী মেলে থাক, প্রসিদ্ধ চারিটী ডাক,
কুলজ্ঞে শুণে করে বর্ণন।
রাঘু আর জনার্দ্দনী, রাম, মুকুন্দ তেমনি,
সাহসে যে পঞ্চ অলক্ষণ॥
যেহেতু সাহসখানী, কৈবরিয়া-মাঝে বাণী,
তাহে দোষী সন্তান তাহার।
কালীর চরণ স্মরি, ভণে দ্বিজ রামহরি,
কুলাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার॥ মেলমালা।

---

* বং নপাড়ী সর্ব্বানন্দ-সুত বলভদ্র। ১ম পরিশিষ্ট ২০ পৃষ্ঠ দেখ। হরি-সুত যাদবকে কেহ বশিষ্ঠ এই উপাধি দেন। সুতরাং যাদব ও বশিষ্ঠ একই ব্যক্তি।

অথ সুরাই মেল (৫ম মেল)।

সুরাই ভাঙ্গিয়া তারা, মেল করে তার পারা,
ভাবি বড় অনেক কারণ।
নিত্যানন্দ বন্দ্যপাশী, রঘু-সুত তাকে ভাষি,
শুন তবে তার বিবরণ॥
অবসথি-বংশ সদা, শিব যা'য়া আনে তদা,
কহে, কর কুলের বিধান।
তোমার তনয়ে সবে, কন্যা দিব, কুল হবে,
কিন্তু জান, হইল বাগদান॥
শুন বলি তার পর, খনিয়া-কুলেতে ঘর,
বৃহস্পতি উধোর সন্তান *।
শুদ্ধ-বংশ বিভাকরী, গড় (গড়গড়ী) পাইয়া তাড়াতাড়ি,
যায় যথা দোষ-সন্নিধান॥
রাম-বংশ স্বল্প ফুলে, তার পরিচয় পেলে,
কুৎসিত বলাই গাঙ্গ † তায়।
অমনি দৌড়ে আনি, তবে সে মঙ্গল জানি,
তারে সুতা বৃহস্পতি দেয়॥
বৃহস্পতি এই দোষে, দোষী সর্ব্ব লোকে ভাষে,
নরেন্দ্র তাহার সুত হৈলা।
সেই নরেন্দ্রকে আনি, নিতু-সুত নরে আনি,
বলে ধরি ভগ্নী তাকে দিলা॥

---

* চং খং বৃহস্পতি চং উষাপতির পৌত্র, তৎসুত চং খং নরেন্দ্র।

† গাং নীলকণ্ঠ-পিতৃব্য বলাই (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

পরে তার বন্দ্য নিতু, কুপিল পর্য্যায়-হেতু,*
পিণ্ড দিলা নর নাম ধরি।
এই হেতু হৈলা দোষী, নরাই ভাবিছে বসি,
তাহে আছে মনে কোপ করি॥
পরে শুন বন্দ্য নিতু, কুপিল পর্য্যায়-হেতু,
কথা আছে সদাশিব-সনে।
বন্দ্যবর তাহা শুনি, নরাই চট্টকে আনি,
পরামর্শ করে কোপ-মনে॥
মোর পিতা নিত্যানন্দ, মোরে থুলা করি মন্দ,
বরাই প্রভৃতি ভাল রবে।
নিকটে বসতি করে, সদাশিব চট্টবরে,
তার সঙ্গে পিতৃ-কুল হবে॥
শুন ওহে চট্টবর, আমার বচন ধর,
সহোদরা ভগ্নী আছে ঘরে।
তোমারে করিব দান, বাপের ঘাটাব মান,
ভাই সব মার্জ্জনা না করে॥
বিবাহ-দিবস তায়, নিশ্চয় করিয়া যায়,
ঘরে যা'য়া সসজ্জিত হইল।
ছায়ার মণ্ডপ করি, করে ধরি দানবারি,
হেন কালে চট্ট নর আইল॥

---

* বং নিত্যানন্দের পর্য্যায়, বং মহেশ্বর হইতে ৭ম (প্রথম পরিশিষ্ট ৭ পৃষ্ঠ দেখ)। চং থং নরেন্দ্রের পর্য্যায়, চং বহুরূপ হইতে ৮ম (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

ছায়ার মণ্ডপে আসি, সুসজ্জিত হয়ে বসি,
বলে বিয়া দেহ ত্বরাত্বরি।
বন্দ্যবর শুনি ইহা, ত্বরাত্বরি ঘরে যা'য়া,
ইন্দুমুখী আনে সজ্জা করি॥
নিত্যানন্দ ছিল দূরে, এ কথা শুনিল পরে,
বরাই প্রভৃতি ধায়্যা আইল।
চট্ট নরে হরে দার, ইন্দুমুখী ভগ্নী যার,
বলে ধরি কাড়িয়া আনিল॥
আনি নিজালয়ে বসি, ভেঁই লোকে ছায়া ভাষি,
নিত্যানন্দ-কুলে ছায়া হইল।
নিত্যানন্দ বন্দ্যবর, ভয়ে কাঁপে কলেবর,
ঘরে বসি কাঁপিতে লাগিল॥
ছায়ার মণ্ডপে এত, ঘটিল নরায়ে কত,
ভেঁই ছায়া ছায়া বলি ডাকে।
ডাকিল বিপক্ষগণ, নিতাই বিমর্ষ হন,
নিতু-কুলে হইল রীতি-রাগে॥
গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধ্বী সুরা, তিন-দোষে তিন দারা,
হড়, গুড়, পোড়ারি কারণ।
তিন বাণ এক ঠাঁই, চট্ট, বন্দ্য, মুখ ভাই,
ছায়া, বাণ, নর তিনখান॥
তার পর শুন কই, চট্ট সদাশিব-নই,*
বিয়া-হেতু সসজ্জিত ছিলা।

* নই নন্দিনী শব্দের অপভ্রংশ। স্ত্রীজাতীয় গোবৎসে নই-শব্দ ব্যবহৃত হয়।

দুষ্ট কথা যদি হয়, কাক-মুখে বার্ত্তা যায়,
সদাশিব সে কথা শুনিলা ॥
শুনিয়া ত চট্টরাজ, নাহি করে কুল-কাজ,
কিন্তু কন্যা অন্যপূর্ব্বা হলা।
চট্ট বসি ভাবে ঘরে, বলে কে বা লবে মোরে,
পরে তার উপায় করিলা ॥
ভূধর-তনয়-বর, পূতিরাজ প্রভাকর,
তার সুত সুরাই বাখানি।
সদাশিব আসি পরে, কন্যা দিল সুরিবরে,
প্রভাকর-সঙ্গ কুল জানি ॥
সুরাই বসিয়া ভাবে, বলে মোরে কে বা লবে,
অন্যপূর্ব্বা-দোষেতে দূষিত।
বরাই নিতাই-সুত, আনাই তাহার যুথ,
ছায়া-দোষে তারা যে ভাবিত ॥
সুরাই তাহাতে যায়, ছায়া-দোষ পাইল তায়,
এই হেতু সুরাই ডাকিল।

হড়, গুড়, সুরা যোগে প্রভা করে সুরা।
কভু হড় ত্যজে, নাহি ত্যজে গৌড়ী (গুড়কন্যা) তারা ॥

মেলমালা।

পঞ্চানন মুলো কয়, সুরাই সমপর্য্যায়,
দোষ লয় সব আত্মশিরে।
মহত্ত্বের পরিচয়ে, গুণ অগ্রগামী হয়ে,
জ্ঞানে, দানে পাপ ধ্বংস করে ॥

সুরাই-ভুক্ত কাটা বাণ।

ছায়ানরেন্দ্রী ও আচার্য্যশেখরী (৭ম ও ৮ম মেল)।

(৪৩৩ এবং ৫৩৭ পৃষ্ঠ দেখ।)

কাশী-সুত বঙ্গপাশী, চিরঞ্জীব তারে ভাবি,
তারে করি আঠার খাদক।
তাহে আর কতগুলি, বড় দোষ বলি গালি,
পা'য়া আছে হইয়া খাতক॥
পরে কর অবধান, তাহে এক ভঙ্গ বাণ,
হৈল, তার শুনহ কারণ।
গয়ঘড় কুলে ঘর, উমাপতি-সুতবর,
বাণ *-নাম কুলের ভাজন॥
দৈবে বিধি বিড়ম্বিত, তেঁই ঘটে বিপরীত,
কন্যা দিলা পরমানন্দ রায়।
সেই হেতু ডিঙী-সুতা, হৈল পরে সুতা-যুতা,
বাণ বন্দ্য ব্যস্ত হ'য়া ধায়॥
শ্রীমান্-তনয় বাণ, পাটুলী তাহার স্থান,
তথা উপস্থিত বাণ হন।
চট্টরাজ নাহি ঘরে, তার সীমন্তিনী পরে,
জলাসন করে সমর্পণ॥
জল পাইয়া বন্দ্য বাণ, বসিল চিন্তিত-মন,
চট্ট-সুতা অনূঢ়া দেখিল।
ধরি তার চুলে বুলে, বন্দ্য সেই জল ঢালে,
বলে নাথ দেখ বিয়া হৈল॥

---

* বংশ বাণ, বংশ মহেশ্বরস্থ ৭ম। প্রথম পরিশিষ্ট (বংশাবলী) দেখ।

চট্টবর শুনি পরে, অস্ত্র ত লইল করে,
সেই সুতার বধিল জীবন।
দিবসে এ কাণ্ড হৈল, বাণ বন্দ্য পলাইল,
চট্ট বাণ না আসি তখন॥
মুখুটী ভৃগুর বাণ, তথা ছিল চট্ট বাণ,
তার সুতা করিল গ্রহণ।
তবে বিয়া করি বাড়ি, আসি দেখে হুড়াহুড়ি,
আর্ত্তনাদ করিল তখন॥
বাণ-মুখে কেহ গায়, পোড়ারি গজেন্দ্র রায়,
দোষ ছিল, সেহেতু দূষিত।
তবে কর অবধান, একে একে তিন বাণ,
ঘরে বসি সদাই ভাবিত॥
জড়াজড়ি তিন বাণ, কুলীন কুলজ্ঞ গান,
চট্ট বাণ ল'য়া শুন পরে।
কাটা কন্যা চট্ট বাণ, দিলা গোবিন্দকে দান,
যোগে পুত্র তার সহোদরে॥
পরে কর অবধান, হৈল এথা কাটা বাণ,
সুরাই মেলের এক ভাগ।
আচার্য্যশেখর তার, হৈল এক ভাগ আর,
মেলি বলি করে অনুরাগ॥

রাঢ়দেশী পুস্তকের পাঠ।
বঙ্গদেশী পুস্তকের ভাব অন্যবিধ
(৪১৫ হইতে ৪২২ পৃষ্ঠ দেখ)।

আচার্য্যশেখরী (৮ম মেল)।

স্বল্প বন্দ্য বঙ্গপাশী, নারায়ণ * তাকে ভাষি,
তার বংশে গৌতম অকৃতী।
খনিয়া গণাই তায়, সেই হেতু বিপর্য্যায়,
এই হেতু বিমরিষ-মতি॥
তার সুত দিগম্বর, তাহার তনয়বর,
ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর †।
করিয়া কামাই চট্ট, কুলেতে হইল ঘট্ট,
ছায়ানরেন্দ্রীয় তার ঘর॥
কাচনা বাগের সুত, বাসু তাহে হৈল যুত,
পরে রাম বেদগর্ভ জানি।
খনিয়া কামাই জান, তার সুত দুই গণ,
আচার্য্যশেখরী সেই মানি॥

অথ পণ্ডিতরত্নী (৬ষ্ঠ মেল)।

পণ্ডিত-রতনী কুল, শুন তার বলি মূল,
নারায়ণ ওঝার বংশেতে। ‡
বিদিত রুদ্র তাহাতে, জানি খালকুল ঘরেতে,
আসি সেহেতু হইল দূষিতে॥

---

* নারায়ণ বং দুর্ব্বলী-সুত। ১ম পরিশিষ্ট ৫।৮ পৃষ্ঠ দেখ।

† ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর স্বল্প বাঙ্গালপাশ।

‡ প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

তাহার তনয় বিষ্ণু, প্রজাপতি পাইয়া দুষ্ট,
দেহাটা বলিয়া তার দোষ।
সেইহেতু আর হ'ল, আনন্দ ঘোষাল ছিল,
পারি-সুতা-পতি সেই ঘোষ (ঘোষাল) ॥
পরে সুতা দান করে, পঞ্চ-সুত দুর্গাবরে,
প্রজাপতি সহিত পর্য্যায়।
পঞ্চাই মাধব-সুত, সেইহেতু তৎসুত,
ঘটে আইসে, বিষ্ণু মজে তায় ॥
পুর-গাঙ্গ-সুত হরি, সে আসি হইল অরি,
তারে করি বাৎস্য বল বর।
পেলে বিষ্ণু সুখে বর, কাঁপে ডরে থর থর,
উধো নাম তনয় তাহার (৪৩১ পৃষ্ঠা) ॥
কুণ্ড গোলকে দোষী, সে যে দিগম্বরে আসি,
দিগম্বর তাহাতে দূষিত।
বাঙ্গালপাশী দিগম্বর, তার সুত মনোহর,
তারে ধরি উধো যে ভাবিত ॥
শুন তবে উধো-সুত, হইল কিছু অদ্ভুত,
দৈবকীনন্দন * নাম তার।
বিদ্বান্ হইলে পরে, সকলে পদবী করে,
পণ্ডিত-রত্নী বলি যার ॥
দিয়া নানাবিধ ধন, তুষিল কুলজ্ঞ মন,
পূর্ব্বদোষ করিল মার্জ্জন।

* দৈবকীনন্দন পণ্ডিতরত্ন গৌড়রাজ্যে মহৈশ্বর্য্যবান্ জমীদার, পুস্তকে লিখিত দৃষ্ট হয়। বিদ্যা ও অন্ন দানে সমস্ত দোষ খণ্ডন হইয়াছিল।

গরুড় শিরের পর, হৃদয়েতে দেবীবর,
রামে আনি করিল আসন * ॥
শুক পীতাম্বর আর, জ্ঞান তাহে সারোদ্ধার,
পাইল যেন পণ্ডিত-রত্নী।
পণ্ডিত-রত্নী হয়, কাহারো খাদক নয়,
নানা দোষ তাহাতে সঞ্চার।
কালীর চরণ স্মরি, ভণে দ্বিজ রামহরি,
কুলাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার ॥

দৈবকীনন্দনস্যার্ত্তিঃ চং অ গরুড় হাড়ো-সুত, আদিরসে উচিত চং ধং দেবীবর সর্ব্বানন্দ-সুত।

অত্র আঠা চণ্ডিদাসস্য পূর্ব্বে, অতএব আঠানুগামী স্বয়মিতি ক্ষেম্যঃ বং কাং রামঃ ভরতসুতঃ, চং অ শুক্লাম্বরঃ চং অ পীতাম্বরঃ দৈত্যারিজৌ। অত্র পিতৃপিতামহদোষক্রমেণাত্মনঃ পণ্ডিতরত্ননামত্বাৎ পণ্ডিতরত্নমেলঃ। সারাবলী।

পণ্ডিতরত্নে চণ্ডিদাসী-ভাগ।

তাহে বলি আর ভাগ, আর বসি রীতি রাগ,
করে কুলজ্ঞেতে চণ্ডিদাস।
কৃপণ-কারণ আঠা, বন্দ্য মকারের † বেটা,
গরুড়-কারণ হেতু ভাস (দীপ্তি) ॥

---

* আর্ত্তিঃ শিরোভূষণম্, এইহেতু গরুড় শিরের পর ইতি। উচিতে সমতা, এহেতু হৃদয়েতে হৃদয়ভূষণ চং ধং দেবীবর। রামঃ ক্ষেম্যঃ পাদভূষণম্, আসন ইতি ভাবঃ। মুং আ নারায়ণ-বংশের কুলে দেখ।

† বং বাং মকার (মকরন্দ) বন্দ্য দিগম্বর-সুত, দুর্ব্বলীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

মেল-দোষ-খণ্ডন

(৪৭১।৫১৩।৫৩৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

মেল দোষ অপমান, হয় মাত্র মনে ভান,
সেই দোষ আছে যে খণ্ডন।
যদি তাহে কুল যেত, দেবী তাহা না লিখিত,
শূন্য দিতে না ছিল গৌণ॥
দেবী যার লিখে নাম, সেই ত কুলের ধাম,
দোষ ভাষে কুল দেখে যার।
আকাশেতে বহু তারা, গণনায় নাই তারা,
ষট্‌ত্রিংশ গুণের সঞ্চার॥
দেখ তবে বল্লভীতে, ঘোষের (ঘোষাল) দুহিতা হাতে,
বিমাতায় পিণ্ড মাখি দেয়।
চাইল, চিনি, দধি, কলা, খাইল ঘোষের (ঘোষাল) বালা,
এই হেতু কুলে পড়ে দায়॥
বস্তু সাধ্য দেখি অন্য, সামগ্রী তাহাতে ভিন্ন,
কিরূপেতে কুলে দোষ ঘটে?
ধূম নাহি দেখা যায়, শৈল বহ্নিমান্ কয়,
ঘট-কার্য্য পটে দেখি রটে॥
অধিকার নাই যার, তার কৃত ব্যভিচার,
অমন্ত্রক পিণ্ড এক দলা।
দেখহ বুদ্ধির ভুল, পিণ্ড-দোষ পায় কুল,
ভাবিল মরিল ঘোষ-(ঘোষাল)-বালা॥

সপর্য্যায় সাবিকার,   বাত্যায় নাহিক যার,
রণ্ড পিণ্ড * টানি আনে তায়।
কুলে দোষ † দেয় যবে,   কুলশ্রী যে বলে তবে,
দেবী-দোষ কুলের আশ্রয়॥
দোষে গুণে বলি যাহা,   নিশ্চয় জানহ তাহা,
দিবা নিশি তাহার প্রমাণ।
নিশি যদি নাহি আসে,   কে আর দিবারে ভাষে,
দিবা নিশি একই সমান॥   মেলপ্রকাশ।

ছত্রিশ মেলেতে,   দোষের জালেতে,
বেড়িল কুলীন মীন।
নানা অপবাদে,   করি অবসাদে,
বলেতে করিল ক্ষীণ॥
যে কালে পীরালি,   ঘ্রাণে কতগুলি,
হইল দ্বিজেরি দলে।
সে কালে যবন,   সংস্রবে ভোজন,
কুলেতে গালি যে বলে।
এ কি অসম্ভব,   যে জাতি-বৈভব,
যতনেতে রাখা দায়।
যবন-গমন,   রহিল ব্রাহ্মণ,
তাহা কি সম্ভব পায়?।

---

* রণ্ডপিণ্ডাদিদোষৈর্দ্দানীং যা কুলশ্রীঃ সা বল্লভী। যৎকিঞ্চিৎ সবল কহিয়া পূর্ব্বের নির্ম্মলতা দেখাইতেছেন।

† দোষ নাই যার। কুল নাই তার। (৪৭১।৫১২।৫৩৭ পৃষ্ঠ দেখ।)

বলে ভিণ্ডী রায়, মুকুন্দে মজায়,
সন্ধ্যা বাণে আনে ধরি।
ভয়ে সত্য বাণ, মৌন হয়ে রন,
পর্য্যাপাক ভাল হেরি॥ মেলমালা।

সারাবলীর মত।

গুণানন্দ খান, সাহসে সন্ধান,
যবনেতে হরে নারী।
যদি তারে ল'ত, দূষিত হইত,
গুণানন্দ অধিকারী॥
এইমত ভানে, রজ্জু সর্প টানে,
চট্টতে সিন্দুরামল্ল।
রবিকরী আভা, চট্ট-মণি-শোভা,
ঘাটাইল তার মূল্য॥
কাকে নিল কাণ, পিছু পিছু ধান,
আকাশে ফুটিল ফুল।
শশের বিষাণ, হইল নিশান,
কমঠে উঠিল চুল॥
বিধির লিখন, কে করে খণ্ডন,
কুম্ভীরে ধরিল নারী।
দেবী করে রোষ, রাঘবে যে দোষ,
তাহা যে বুঝিতে নারি॥

সম্বন্ধ জীবন, না ছিল তখন,
উঠিল দুহিতা জালে।
সেই শব ল'য়া, কুলেরে ধরিয়া,
অপবাদ দেয় কুলে॥
রাজক দৈবক, দেবের দুর্যোগ,
যবন-আশ্রয়-হেতু।
ঝড়ে বেগে রড়ে, চট্ট-সুতা পড়ে,
সাগরে হইল সেতু॥
দেবীর বচনে, অনুমিতিগণে,
তটস্থ হইয়া রয়।
দোষ বলে যার, কুলে বলে তার,
এ ভাব বুঝা যে দায়॥
রাঘব গাঙ্গুলি, কুলে দোষ বলি,
অন্তে পাছে ইহা ঘটে।
অনূঢ়া নন্দিনী, কেন একাকিনী,
পাঠাইয়াছিল ঘাটে?॥
রাঘবে কৈবরা, অপরে অপরা,
দোষ লাগাইল কুলে।
এই মত সবে, বুঝিয়া লইবে,
সাবধান হবে মূলে॥
যেমতি জনক, শুভায়-সূচক,
সুতে করে বিড়ম্বনা।
সেইমত দেবী, দেখাইল ছবি,
হাবা জুজু বুঝি মানা॥

সারাবলীর লিখন, কে করে তার খণ্ডন,
দেবী হন যার দরশক।
শশাঙ্কের দোষ ভাবে, তবু যে সে তমো নাশে,
ভণে শ্রীকুলচন্দ্র ঘটক (মহেশপুরবাসী)।

অথ বাঙ্গাল মেল (৯ম মেল) (৪৩২ পৃষ্ঠ)।

হিরণ্য নারাণ-সুত বন্দ্য বঙ্গপাশী (৩৯৩ পৃষ্ঠ)।
হেড়া-দোষ * তাহে জানি, কেহ বাচ্য ভাষি॥
নন্দবংশে চাঁদ-সুত মধু বাচ্য-দোষী।
হিরণ্য বন্দ্যের সহ কুল করে আসি॥
এত দোষে বাঙ্গাল মেল ডাকিল হেথা।
কেহ বলে আর মত শুন তার কথা॥
যে কালে হিরণ্য বন্দ্য চতুর্ভুজ গাঙ্গে।
তখন চাঁদাই আসি হৈল তার সঙ্গে॥
চাঁদ চতুর্ভুজে বঙ্গ-দোষ জানি ছিল।
সে দোষ ঘটিল হেথা, বাঙ্গাল হইল॥
তার পর চতুর্ভুজ করি হৈল আর।
পণ্ডিতরত্নী-বাধ্য, জান সারোদ্ধার॥ †

---

* হেড়া জাতি-মদেনৈব মেলো বাঙ্গাল উচ্যতে (৪৩২ পৃষ্ঠ দেখ)।

† প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

থাক বিপ্রদাসী এবং সুখনালী।

তার মাঝে এক ভাগ হৈল বিপ্রদাসী।
বিপ্রদাস, সুখনালী এক-যোগে ভাষি ॥
পণ্ডিতরতন-সুত লোকনাথ হরি।
ধোপা-বাদ পাইল তায়, কাঁপে থরহরি ॥
এই দোষে বন্দ্য বিপ্রদাস হইল দোষী।
বিপ্র পরে কুল করে, বঙ্গ-ভূষা কাশী ॥
বাঙ্গাল মেলের কাশী, মুকুন্দের সুত।
বিপ্রদাস ল'য়া পরে শুন অদ্ভুত ॥
মুখটী গোপাল-সুত মাধব লস্কর।
তার হড় পেয়ে সে যে হইল কাতর ॥
এই হেতু বিপ্রদাসী শুন সারোদ্ধার। *
ভণে দ্বিজ রামহরি ন্যায়ালঙ্কার ॥ মেলমালা।

গোপাল-ঘটকী (১০ম মেল) (৪৩৩ পৃষ্ঠ)।

স্বপ্ন-ফুলে কুল ঘর, রাম-বংশ গদাধর,
তার সুত গোপাল ঘটক।
তার সুত রামচন্দ্র, হড়-পর্য্যা হইল মন্দ,
সেই হেতু হইলা আটক ॥
সেই রাম-বংশবরে, গুণার্ণবে † কুল করে,
গুণার্ণব খনিয়া বসতি।

---

* প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

† ঘাঁড়াই গুণার্ণবাচার্য্য, চং খনিয়া (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

গোপাল-ঘটকী এই, চট্ট গৌরীবর-নই,
সর্ব্বানন্দী-পাছে হইল স্থিতি ॥

চট্ট-রাঘবী (১১শ মেল) (৪৩৮ পৃষ্ঠ)।

পরেতে রাঘবী বলি, গুড় ডিঙী আছে গালি,
তাহার কারণ শুন ভাষি।
বঙ্গ-ভূষা মধু গণি, তার সুত তিক জানি,
গুড়-দোষে হয়েছিল দোষী ॥
রাঘব তাহার সুত, পজো *-সুতে কুলযুত,
সেই হেতু ডিঙী-দোষ তায়।
জানি স্বল্প-বঙ্গপাশী, পজোর পর্য্যায় ভাষি,
নিতু-সুত বলি তার জায় ॥
রাঘব পড়িল পাকে, নিজ-নামে মেল ডাকে,
হৈল মেলে রাঘব চাটুতি। †
রামচন্দ্র বন্দ্য সার, করি পরে হৈল আর,
বাঙ্গালের পাছেতে বসতি ॥

---

* পজো (প্রজাপতি), বং বাং নিত্যানন্দ-সুত। এই নিত্যানন্দ স্বল্প বাঙ্গালপাশ (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

† চট্ট মনো-সুত গোবিন্দ, তৎসুত মধু, তৎসুত তিক (তিনকড়ি), তৎসুতা অনন্ত-রাম-রাঘবাদয়ঃ (অত্র চট্ট-রাঘবী)।

বিজয়-পণ্ডিতী * (১২শ মেল) (৪৩৩ পৃষ্ঠ)।

সাগরে সন্তোষ-সুত জটাধর জানি (১ম পরি.৮পৃষ্ঠ)।
বিজয় পণ্ডিত তার তনয় বাখানি ॥
অনূঢ়া নন্দিনী ঘরে আছিল তাহার।
লয়ে গেল কুল্ব (কলু) দ্বিজ, করি বলাৎকার ॥
সেই সুতা পরে আনি বিজয় পণ্ডিত।
তবে বলে কুল করে কাকের সহিত ॥
পেলে দোষ কাক ঘোষ (ঘোষাল), কেশব-তনয়।
উদয়ন-বংশ জানি তার পরিচয় ॥
ধিতো-বংশ সদাশিব, বিষ্ণুর তনয়।
গুড়-দোষ-দুষ্ট হ'য়াছিল মহাশয় ॥
তার সহ করে কুল বিজয় পণ্ডিত।
বিজয়-পণ্ডিতী মেল তেঁই প্রকাশিত ॥
পরে পুনঃ পূতি করি হৈল তাহে আর।
বাঙ্গালের পাছে থাকে, এই কুলাচার ॥

চাঁদাই (১৩শ মেল) (৪৩৪ পৃষ্ঠ)।

চাঁদাই বলিয়া মেল বলি তার পর।
বাঙ্গালপাশী (বৃহদ্বাঙ্গালপাশ) রঘু-সুত, নাম লম্বোদর ॥
চাঁদাই তাহার সুত, ব্রহ্ম-বধ তায়।
দেবী গঙ্গা সুতা লয়ে পিতৃ-ঘরে যায় ॥
গঙ্গাধর চট্টবর, মনোর সন্তান।
নন্দ সর্ব্বেশ্বর-সুত, শ্রীকরপ্রধান ॥

---

* মেলসন্ধিকালত্বাদ্দোষমার্জ্জনা (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

স্বরাস্বরি দৌহে ধরি কন্যা করে দান।
পরে অবসথি-কুলে করিল পয়ান॥
ছকড়ি-তনয় মধু, তারে কন্যা-দান।
ছকড়ি-সহিত কুল, কুলজ্ঞেতে গান॥
পরেতে শ্রীপতি-সহ করে কুল-কাজ।
গুড়-দোষ-হেতু তায় পেলে বড় লাজ॥
স্বল্প-ফুলে ঘর তার, শুন পরিচয়।
উষার সন্তান জনো, কন্দোর তনয়॥
পরে মধু সহ কুল-কথা আছে তায়।
পিতৃবর হয়ে পরে চোটখণ্ডী পায়॥
পিতুরনুমতি পা'য়া চোটখণ্ডী নিলা।
তেঁই পিতা যাইয়া চাঁদ বন্দ্যকে বলিলা॥
তনয় মধুর সহ কুল কর তুমি।
পরে পরিষ্কার-হেতু জান, আছি আমি॥
তেঁই সে চাঁদাই আসি মধুকে লইল।
ব্রহ্মবধ, গুড়, চোটখণ্ডী উপজিল॥
ছকড়ি গোবিন্দ-সুত,* বসি ভাবি মনে।
মনো-সুতে বলে, কুল কর চাঁদ সনে॥
মনোহর বলে তবে, শুন মহাশয়।
চোটখণ্ডী নাহি লব, জানহ নিশ্চয়॥
শুনিয়া চাঁদাই বন্দ্য ছকড়িকে কয়।
মনোহর-পিণ্ডদান কর মহাশয়॥

---

* ৮২ অ গোবিন্দ-সুত ছকড়ি (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

চাঁদের কথায় চট্ট পিণ্ড তাহে দিল।
মনাই খাইয়া পিণ্ড মূর্চ্ছাপন্ন হল॥
তবে সে ছকড়ি চট্ট বলিল কুপিয়া।
বৃদ্ধকালে চাঁদায়ের কন্যা করি বিয়া॥
চাঁদ-সহোদর কৃষ্ণ, তার সুতবরে।
কন্যা দিয়া, চাঁদায়ের সহ কুল করে *॥
সেই কারণে জান, হইল চাঁদাই।
বিজয়-পণ্ডিত-মধ্যে লইয়া জিয়াই॥

অত্র জীবধরী থাক।

তার মাঝে এক ভাগ জীবধরী জানি।
চাঁদ-সুত জীবধর, ভুবনে বাখানি॥
উত্তরীয় ডিঙ্গী বিয়া শুনি তাহে ছিলা।
যাদব করিয়া, পূতিতুণ্ডী সে পাইলা॥
কানাই গাঙ্গুলি-সুত যাদবেরে জানি।
পরে সদাশিব সুত লক্ষ্মীকান্তে আনি॥
সদাশিব ছিল গুড়, সেই হেতু পান।
লক্ষ্মীকান্ত হয় নারা ওঝার সন্তান॥
জীবেতে জীবন নাই, যাদবেন্দ্র যাতে।
লক্ষ্মীতে পঞ্চত্ব পেলে বলে বিপক্ষেতে॥

---

* দেখ, ভ্রাতৃপুত্র-বরে ছকড়ি চট্ট কোপযুক্ত হইয়া চাঁদায়ের কন্যা বিবাহ করত সমস্ত পুত্রে চোটখণ্ডী সমর্পণ করিলেন (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

মাধাই (১৪শ মেল) (৪৩৪ পৃষ্ঠ)।

বঙ্গপাশী লম্বোদর, তাহার তনয় (১ম পরি. ৭ পৃষ্ঠ)।
মাধবেতে পিণ্ড-দোষ জানহ নিশ্চয় ॥
আইসে তথি কুলপতি মুখ গুণবান্ ।
রত্নাকর-সুত,* জানি রামের সন্তান ॥
বৃহস্পতি করি গুড় পায় রত্নাকর ।
এই সে সংশয়-দোষ আছিল তাহার ॥
কেহ বলে কুলপতি অনূঢ়া নন্দিনী ।
সিধঁলিয়া রামনাথে ল'য়াছিল জানি ॥
কুলপতি মুখে দিল নরেন্দ্র আঘাত ।
তারে মারি মাধবের হইল মুণ্ডপাত ॥
পরে অবসথি-কুলে মনো প্রতি ধায় ।
ছকড়ি-তনয় মনো, পিণ্ড-দোষ তায় ॥
ব্রহ্মবধ, পিতৃপিণ্ড, নানা দোষ ছিল ।
মাধবেরে করি মেল, মাধাই ডাকিল ॥
পরেতে গাঙ্গুলি দনো করি হইল আর ।
বিজয়-পণ্ডিত-বাধ্য, জান সারোদ্ধার ॥

---

* মুং মুং রাম-প্রপৌত্র রত্নাকর, কাহ্ন-সুত (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

বিদ্যাধরী (১৫শ মেল) (৪৩৪ পৃষ্ঠ)।

গোবর্দ্ধন-সুত লথো, অবসথি-ঘর।
লথো-সুত-নিধো-পুত হয় বিদ্যাধর *॥
জিয়ো-বংশ, দিগো-গোষ্ঠী, সুরাই-তনয়।
ভরত করিয়া চট্ট, সুখনালী পায়॥
তনয় দৈবকী হইতে রামের পর্য্যায়।
ঠেকিয়া বাঙ্গালপাশী, সুরায়েতে যায়॥
ছায়া অন্যপূর্ব্বা কথা পেলে তাহা করি।
এই সে কারণে হইল নাম বিদ্যাধরী॥

---

* নিধো
- ধরায়ি
- বরায়ি
- পীতাম্বর
- বিদ্যাধর

বিদ্যাধরপাঠকস্যার্ত্তি বন্দ্যসর্ব্বানন্দ-লভ্য-বন্দ্যভরতঃ।

বং কাং বনমালী
- ভব
  - সুখ
  - জিয়ো প্রভৃতি
    - দিগম্বর
      - সর্ব্বানন্দ
        - ভরত
          - রাম
          - ব্যাস প্রভৃতি।
        - হিরণ্য
      - বলভদ্র

বিদ্যাধর-সুতাঃ ত্রিলোচন-জগদানন্দ-বিষ্ণু-পরমানন্দ-দৈবকীনন্দনাঃ।

অন্য মত শুন কহি, হিরণ্য করি তবে।
মধুরাম গুড় যে, সে হিরণ্যেতে লভে॥
পুতি-বংশ হিরণ্যেরে করি তার পর।
সুরাই মেলের বাধ্য, হলো অবান্তর॥
গরঘড় শ্রীগর্ভ করি, বলভদ্র তায়।
হর্ষ করি বিয়া, পরে গুড় পায়॥
বিকর্ত্তন ছিলা মধু, লইয়া যে হুড়।
ইছাখালী বলি দোষ মধুর নিগূঢ়॥
কেহ বলে, হেড়া* মেল লইলা বিদ্যাধরী।
হিরণ্য করিয়া ফিরে চাঁদে কাছা ধরি॥

বিদ্যাধরে ভাগ দৈবকী।

বিদ্যাধর-সুত ছিল দৈবকীনন্দন।
হয় ডিঙী-দোষ তার, এই সে কারণ॥
বঙ্গপাণী কাশী-সুত নৃসিংহেরে করে।
শ্রীনাথ হৃদয় বন্দ্য করে তার পরে॥
এ সব করিয়া ভাগ দৈবকীনন্দনী।
হইল বিদ্যাধরী মেল, ভুবনে বাখানি॥

---

* হেড়া-জাতি-মদেনৈব মেলো বাঙ্গাল উচ্যতে।

পারিহাল (১৬শ মেল) (৪৩৪ পৃষ্ঠ)।

পরে বলি পারিহাল মেলের কাহিনী।
শিধো *-সুত লক্ষ্মীধর অবসথী জানি॥
দিগম্বর তার সুত, তাহার তনয়।
রাঘবেতে পারি-বিয়া, জানহ নিশ্চয়॥
গন্ধর্ব্বক রায় সে যে, পারি-জমিদার।
রাঘবেরে কন্যা দিলা, করি বলাৎকার॥
সর্ব্বানন্দ খাঁ † জানি, রাঘবে বিদিত।
পারি-দোষ-দুষ্ট হ'য়া আছিল ভাবিত॥
কন্দর্প-তনয় পশো বৃহদঙ্গপাশী।
তার সুত পাঁচু বন্দ্য, রাঘবেতে আসি॥
ভৈরব গাঙ্গুলি-সুত বিশাই প্রধান।
রাঘব যাহারে করি রাখিল সম্মান॥
এই তিন জন ল'য়া হৈল পারিহাল।
পরে চট্ট-সুত-যুত কমলে বিশাল॥
নারাণ-সন্তান কম বজ্রপাণী জানি।
শ্রীকান্ত-তনয়, মেল মালাধর-খানী॥
সেই হেতু পারিহাল মেল রঘে গেল।
নিন্দিত নরেন্দ্র পাছ পরেতে আইল॥
হরিহর শতানন্দ তাহে আইল জানি।
রাম পঞ্চানন আইল, ভুবনে বাখানি॥

---

* শিধো চং অ তেকড়ি-সুত (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

† চং অ সর্ব্বানন্দ খাঁ রাঘব-সহোদর। বাদশাহী বিশেষ কর্ম্মচারীর খাঁ উপাধি হইত (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

তাহে ছিল ফুল্লধর মুখটী পরাণ।
রুদ্র ধনুরাম তায় করে কন্যা-দান॥
তেঁই পারি মেলে রাম-পঞ্চাননী থর।
রাম যে চরণী থর, বলি তার পর॥
গোবিন্দ মল্লিক জানো, অবসথি-ঘর।
বন্দ্য কৃষ্ণদেব রামচরণক-বর॥
রাম যে নড়িয়া-বিয়া, নাহি জানি সন্ধি।
কৃষ্ণদেব বন্দ্য তায় আসি হৈল বন্দী॥
সে হেতু চরণীরাম হৈল এক থর।
পারি মেল আর কত আছে অবান্তর॥
পরে আসি উপস্থিত নারাণ-সন্তান।
শ্রীবল্লভ চাটুতি তাহে করিলা পয়ান॥
পরশুরামিক বলি মাঝে তার গায়।
ঘোষলী পরশুরাম, ক্ষত্রি-দোষ তায়॥
চৈতন্যক কৃষ্ণ-বংশ স্বল্প বঙ্গপাশী।
মণিরাম কন্যা দিল, পরশুরাম ভাবি॥
বিশেষিয়া কত কব, করিয়া সঞ্চার।
পারি ভণে রামহরি ন্যায়ালঙ্কার॥

শ্রীরঙ্গভট্টী (১৭শ মেল) (প্রথমাংশ) (২৬৪ ও ৩৩৫ পৃষ্ঠ)।

পূতি-বংশ চকো-সুত পজো নাম ধরি।
ফুলিয়া গাঙ্গোর * সুত গোবিন্দকে করি॥

---

* ফুলিয়া গাঙ্গো—গর্ভেশ্বর, মুং ফুং নৃসিংহ-সুত (প্রথম পরিশিষ্ট ৪৭ পৃষ্ঠ এবং মূলপুস্তক ২২৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

বাসু গাঙ্গ করি গড়, গোবিন্দেতে ছিল।
ভবের তনয় বাসু, পরিচয় হ'ল ॥
পন্তো পূতি গড় পায়, গোবিন্দ-কারণ।
গোপাল পন্তোর সুত, কুলের ভাজন ॥
হরি বন্দ্য সহ কুল করিলা গোপাল।
মহিন্তা-দোষেতে পূতি হইলা মিশাল ॥
রঘু মুখ করি, হরি মহিন্তা-দূষিত।
হরিহর পরিচয় ভুবনে বিদিত ॥
বাবলা বিনোর বংশ, মকোর সন্তান।
তার পর পূতিরাজ হাড়ো মুখে যান ॥
সাক্ষাৎ মহিন্তা তায় হইল নিশ্চয়।
হইল শ্রীরঙ্গ ভট্ট,* গোপাল-তনয় ॥
শ্রীরঙ্গ ভট্টেরি কুল, বিষ্ণু-সুত বাণ।
আঁড়িয়া মুখটী সে যে, বশিষ্ঠ-সন্তান ॥
পরেতে পাটুলে শত, কেশব-তনয়।
তার পরে দুর্গাবরে কুল অপচয় ॥
অবসথী দুর্গাবর, পশাই-তনয়।
গোবর্দ্ধন-বংশ জানি, জানহ নিশ্চয় ॥
গড় মেল অনির্দ্দেশী, তায় লোকে ঘোষে।
নিজ-নামে রঙ্গভট্টী মেল এত দোষে ॥
বিজয়ীর বাধা হয়ে, ছিল কত কাল।
তার পর মালাধারী মেলেতে মিশাল ॥

* পূতি শ্রীরঙ্গ ভট্টাচার্য্য চক্রপাণির বৃদ্ধপ্রপৌত্র (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

প্রমোদিনী (১৮শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৫ পৃষ্ঠ)।

প্রমোদিনী মেল জানি ক্ষেমা-বংশে হয়।
গোবিন্দ তনয় পৃথ্বীধর মহাশয় ॥
তার সুত গঙ্গাগতি, শুনি বলি তায়।
বন্দ্য সুর করি পা'লা রণ্ড বিপর্য্যায় ॥
রঘু গাঙ্গ হড় মুখ গোবিন্দ পাইল।
গোবিন্দ-কারণে গড় সদাশিব হ'ল ॥
গয়ঘড় সদাই জানি, দিবাকর-সুত।
তারে করি, গঙ্গাগতি হৈল গড়-যুত ॥
গঙ্গাগতি-সুত জিতামিত্রক আছিল।
শুড়ি প্রমোদন-সুতা দৈবাৎ লইল ॥
মনো-বংশ রাম চট্ট, তিকাই-সন্তান।
তার সঙ্গে কুল করি রাখিলা সম্মান ॥
পরে পূতি জীয়ো, আর গয় শ্রীমনাথ।
করি ডিঙী-দোষ পেলা, পশোর পশ্চাৎ ॥
এত দোষে মেল প্রমোদিনী সে ডাকিল।
তার সুতা কেহ বলে, প্রমোদন হ'ল ॥
পরে পূতি হিরণ্যকে ধরি পার হৈল।
মুরাই আর বিদ্যাধরী বাধ্যতা পাইল ॥ কুলার্ণব।

বালী (১৯শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৪০ পৃষ্ঠ)।

পরে বলি বালী মেল, শুন মহাশয়।
কুশধ্বজ অবসথী, জানহ নিশ্চয় ॥
হাড়োর নন্দন কুশ, পাসুর সন্তান।

কেশরকোণী* বিয়ায় ঘাটিল সম্মান ॥
কেহ বলে, অনূঢ়া নন্দিনী ছিল ঘরে।
কেশরকোণীতে আসি ধরি বিয়া করে ॥
বালী গ্রামে করে বাস, সদাই ভাবিত।
তাহে যাইয়া করে কুল রাঘব-সহিত ॥
রাঘবে যবন-দোষ, করি উমাপতি।
উমাপতি রঘু-সুত, উন্দুরা-বসতি ॥
তার পরে চট্ট করে, যদু বঙ্গপাশী।
সন্দেহ ঘোষলী তায়, তার হেতু ভাষি ॥
ধনেছাড়ে ঘোষলী বিষ্ণু, তুষ্ট করি জানি।
কন্যাদান করে, ধরি বিষ্ণু চট্ট আনি ॥
বিষ্ণু-পরিচয় তবে কর অবধান।
অবসথী সুর-সুত, পান্থুর সন্তান ॥
এই বিষ্ণু সঙ্গে কুল করে লক্ষ্মীধর।
আনাই-তনয় দ্যো, বঙ্গপাশী ঘর ॥
সে লক্ষ্মীধর-সুত গোবিন্দকে জানি।
তার সুত শ্রীকান্ত সে, ভুবনে বাখানি ॥
তার সুত যদু, তাকে কুশ যে করিল।
এত দোষে গ্রাম-নামে বালী মেল হৈল ॥

---

* নীপ যে কেশরগ্রামী, পুত্র কোণাবাসী।
তৎসুতে কেশরকোণী, গৌণকুল ভাষি ॥ মহেশ-ধৃত পঞ্জিকা।
(স্থানভ্রষ্টে স্বিযোগে কেশরি-সংজ্ঞা-নাশ।
অব্রাহ্মণ,কোণাগ্রামী, অশ্রোত্রিয়াভাস ॥ এড়ু মিশ্রের পাঠ।)
কেশরকোণী দোষ—মেলসন্ধিসময়হেতু-পৃথক্‌ত্বাৎ মার্জ্জনা।

চন্দ্রপতি (২০শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৪১ পৃষ্ঠ)।

বরাহানিরুদ্ধ-সুত আনি ফুল্ল-ঘরে।
কেহ বলে, ধনেছেড়ে * ঘোষে বিয়া করে॥
ভৈরব চাটুতি করি তাহে হৈল আর।
সিদ্ধল তপনে † সুতা লয়ে গেল তার॥
সেই যে ভৈরব-হেতু কুল ঘাটি যায়।
চণ্ডীবর চট্ট করি, পরিবেত্তা ‡ পায়॥
পরিবিত্তি-দোষ ছিল চট্ট চণ্ডীবরে।
জ্যেষ্ঠ থাকি, বিবাহ যে কনিষ্ঠেতে করে॥
তার সুত চন্দ্রপতি পুরাইকে ধরি।
অবসথী সে যে, তার মেল বিদ্যাধরী॥
পরেতে দেবাই বন্দ্য ধরি হৈল আর।
দগ্ধবাটী, রায় দোষ পেলে সারোদ্ধার॥
কেহ বলে, চন্দ্রপতি কুল হৈল সার।
পীতমুণ্ডী, মতিলালী, গড়গড়ি আর॥
চন্দ্রপতি মেল হৈল এত দোষ ধরি।
বিজয়-পণ্ডিত-বাধ্য, পূতি প্রমো করি॥

---

* ধনেছেড়ে—গ্রামের নাম। ঘোষলী—সন্দিগ্ধ ঘোষাল।

† সিদ্ধল তপন—শ্রোত্রিয় বিনয়।

‡ পরিবেত্তা—অগ্রজ সত্ত্বে বিনানুমত্যাদিতে অনুজের বিবাহ; তথা ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্যেষ্ঠার বিবাহ অগ্রে হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তর নাই, জ্ঞ অজ্ঞো ছাই জ্যেষ্ঠ কন্যা। কুলীনের কুল কন্যাগত।

শতা(সদা)নন্দখানী (২১শ মেল)(প্রথমাংশ) (৪৪১ পৃষ্ঠ)।

শতানন্দখানী বলি ভুবনে বিদিত।
ফুলিয়া লক্ষ্মীর সুত, তিলাই পণ্ডিত॥
আছিল সুবুদ্ধি খাঁ, শুড়ের প্রধান।
তার সুত লয়ে, তিঁহ পেলে অপমান॥
তার সুত শতানন্দ, কুলের ঠাকুর।
পারি যে গন্ধর্ব্ব রায়, তাহার শ্বশুর॥
সেই হেতু পারি-দোষ দুষ্ট হ'য়াছিলা।
যবনান্ন-দোষ বলি পরেতে পাইলা॥
অবসথী বাণ-সুত দেবাইকে পায়।
নিজ নামে মেল শতানন্দখানী হয়॥
গাঙ্গুলি শূরাই আসে তাহে, তার পরে।
গরুড়-তনয় নরো অবসথি-ঘরে॥
তাহে করি, পণ্ডিতরতনী-বাধ্য হয়।
গড়গড়ি নরাই-সুত গোপী আইসে তায়॥
বিদ্যাধরী-বাধ্য তাহে, বিচারিয়া জান।
পরে করে বিজয়-নন্দন দুর্য্যোধন॥
শতানন্দখানী মেল দেহাটা হইল।
দেহাটার বাধ্য বলি, কুলজ্ঞে ডাকিল॥ মহাবংশাবলী।

ভৈরব-ঘটকী (২২ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৯ পৃষ্ঠ)।

বাবলা পজোর সুত বিপোর * সন্তান।
ভৈরব ঘটক, জানি অতি গুণবান্॥

---

* বিপো—বং বাবলা বিপ্রদাস (প্রথম পরিশিষ্ট ৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

মনো-বংশ আনাই, যবন-দোষ জানি।
বলে ধরি কন্যা দিল ভৈরবেরে আনি ॥
এই দোষে ভৈরবী যে উঠিল ডাকিয়া।
আচম্বিতা-বাধ্য হৈল, পূতি মনো ল'য়া ॥
মুখ শৌরি ধরাধর ঘোষ, পিণ্ড ছিল।
কেহ বলে, ভৈরবেতে সে পিণ্ড আইল ॥
কেহ বলে, মহিন্তা-তনয়া-বিয়া তায়।
কেহ বলে,আর দোষ পরিবেত্তা* পায়॥ সারাবলী।

কাকুৎস্থী (২৩শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৫ পৃষ্ঠ)।

কাকুৎস্থ চৈতল-বংশ, কর অবধান।
মধুর তনয় জানি মহীর সন্তান ॥
থাড়ীমুখ-সম্পর্কতা মধুতে আছিল।
শৌরি গাঙ্গ করি, পারি-বাধ্যতা পাইল ॥
পরে মক-সহ কুল, যবন-দোষ তায়।
কাঞ্চী ভীম-বংশ, দশরথের তনয় ॥
কাকুৎস্থ চট্টের কুল নরাই সহিত।
তাহে জাতি-দোষ পাইয়া, হইল ভাবিত ॥
উন্দুরাতে কাহ্ন-সুত রঘুর সন্তান।
নর-পরিচয় হয়, কর অবধান ॥
কেহ বলে দুষ্ট পূতি-বিয়া ছিল তার।
এত দোষে কাকুৎস্থী যে, জান সারোদ্ধার ॥

---

* পরিবেত্তা—স্মৃতিদুষ্ট বিবাহকারী।

কাঞ্জী মক-সহ কুল পূর্ব্বেতে আছিল।
ভৈরব-ঘটক-বাধ্য সেহেতু হইল ॥
সুরাই-চাঁদাই-বাধ্য, পরে হৈল আর।
বিশেষ করিয়া কত কহিব তাহার? ॥
কেশরী কোণাগ্রামী দ্বিজে রাজের ভাতি।
স্থানভ্রষ্টে কাকুৎস্থী কেশরকোণী খ্যাতি ॥

হরিমিশ্রের পাঠ।

আচম্বিতা (২৪শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৪০ পৃষ্ঠ)।

পরে বলি আচম্বিতা, শুন মন দিয়া।
গোবিন্দ নৃসিংহ-বংশ, জান সে ফুলিয়া ॥
ভব-(বাঁটু)-সুত বাসু গাঙ্গ করি, গড় পায়।
তার সুত বিদ্যাপতি হৈল মহাশয় ॥
তার সুত চক্রপাণি, কি কহিব তায়?।
কাঞ্জী-বংশ ডিঙ্গী করি, ডিঙ্গী-দোষ পায় ॥
দশরথ-তনয় কৃষ্ণ, তার পরিযায় *।
বশিষ্ঠ-তনয় পূতি মনো আইল তায় ॥
আচম্বিতা গ্রামে বাস, চক্রপাণি করি।
আচম্বিতা মেল ডাকে, গড় ডিঙ্গী ধরি ॥
বালী-মেল-পাছে তারা থাকে নিরন্তর।
দেহাটা বলিয়া মেল বলি তার পর ॥

---

* সপর্য্যায়-সাধিকরণনিষ্ঠা মেলভাজঃ সুতাঃ। ধ্রুবানন্দ।

দেহাটা (২৫শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৮ পৃষ্ঠ)।

অবধান করি দেহাটা মেল শুন।
দেহাটা বলাই-কুলে দানপতি জ্ঞান॥
যবন বলিয়া দোষ ছিল বলি তার।
তার সুত প্রিয়ঙ্কর, শুন তাহে আর॥
পিথাই আনাই-সুত বন্দ্য বঙ্গপাশী(১ম.পরি.৬পৃষ্ঠ)।
তাহাতে আছিল দোষ, হেতু তার ভাষি॥
কতুক্ত সময়ে কুল হাড়োর সহিত।
সেই দোষে হাড়ো চট্ট আছিল দূষিত॥
চট্ট-দিবাকর-সুত পভোর চাটুতি।
চিহ্নিত যবন পাইয়া, তাহে করে গতি॥
তার সুত কালিদাস প্রিয়ঙ্করে আসি।
দেহাটা বলিয়া মেল, এত দোষে ভাষি॥
স্থান-দোষ, যবন-দোষ, দেহাটা হইল।
চন্দ্রপতি, কাকুৎস্থের পাছে পড়ে র'ল॥

ধ্রুবানন্দ-মত ব্যাখ্যা।

দশরথ-ঘটকী (২৬শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৭ পৃষ্ঠ)।

দশরথ-ঘটকী মেল শুন ওঝার ঘরে।
বৎস-সুত বিজো, কুল করে জটাধরে॥
তাহে ঘন্টেশ্বরী দোষ পাইলা নিশ্চয়।
উন্দুরা বাসুর সুত, তার পরিচয়॥
শুন পরে, তার এক তনয়া আছিল।
অনূঢ়া-কালেতে সে যে নির্গতা হইল॥

যবন-দোষী বামন বন্দ্য, বলাৎকার করি।
বিজো-সুত দশরথে কন্যা দিল ধরি॥
দশরথ ঘটকে হৈল যবন, বলাৎকার।
দশরথ-ঘটকী মেল হইল সঞ্চার॥ সারাবলী।

মালাধরখানী (২৭শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৫ পৃষ্ঠ)।

ফুল-বংশে বন * সুত জানি মৃত্যুঞ্জয়।
তাহার তনয় মালাধর মহাশয়॥
প্রথমে পিথাই চট্ট সহ করে কুল।
পরে পশো-সুত লইয়া, হারাইল মূল॥
তার পরে কুন্দ-বিয়া, ছিন্ন রং পেলা।
মালাধরখানী মেল সেহেতু ডাকিলা॥
পরে চট্ট মার্কণ্ডেয় করি এই ক্রম।
ভৈরব-ঘটক-বাধ্য, জানহ নিশ্চয়॥ মেলপ্রকাশ।

নড়িয়া (২৮শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৭ পৃষ্ঠ)।

পরেতে নড়িয়া বলি, শুনহ কারণ।
মাধব-গাঙ্গুলি-সুত গোপাল ভাজন॥
গয়ঘড় সুরেশ্বর করি, রণ্ড পায়।
তার সুত চণ্ডীবর দোষী আছে তায়॥
তার সুত শুভঙ্কর, নড়িয়াতে বাস।
নড়িয়া অশুদ্ধ অতি হইল প্রকাশ॥

---

* বন—বনমালী (মুখ-বংশ, প্রথম পরিশিষ্ট ৪৮ পৃষ্ঠ দেখ)।

কেহ বলে এক মেল নরেন্দ্রীতে জানি।
ছায়া যে মেলেতে,তার বলিছে কাহিনী॥ সারাবলী।

শ্রীবর্দ্ধনী (২৯শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৬ পৃষ্ঠ)।

জন যে মুখটি ক্ষেম্য-বংশ শত্রুঘন।
তাহার তনয় জানি, নাম শ্রীবর্দ্ধন॥
প্রমোদনে যত দোষ, তাই হেথা জান।
চোটখণ্ডী পেলে পরে শ্রীবর্দ্ধনীগণ॥ মেলমালা।

হরি-মজুম্‌দারী ও রায় মেল (জোয়াদ্দারী) (৩০শ ও ৩১শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৩৬ পৃষ্ঠ)।

হরি-মজুম্‌দারী আর রায় (জোয়াদ্দারী)।
বিভো:-চট্ট-বংশে এই দুই মেল করি॥
নৃসিংহে বামন-সুত, তার সুত জানি।
লম্বোদর, কন্যাগত দোষ আছে মানি॥
তাহার তনয় বাণীবিনোদ পণ্ডিত।
তার সুত শ্রীয়রাম, ভুবনে বিদিত॥
হরি মজুম্‌দার জানি, তনয় তাহার।
পরেতে গোবিন্দ নাম, রায় (জোয়াদ্দার)॥
এই দুই জন ল'য়া দুই মেল হৈল।
পরেতে কুলীন কত পর্য্যায়ে ঠেকিল॥ মেলমালা।

রাঘব-ঘোষলী (৩২শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৪১ পৃষ্ঠ)।

রাঘব-ঘোষলী মেল গদ *-বংশে জানি।
সুদর্শন-সুত ত্রিভুবনে বাখানি॥
তার সুত শ্রীরঙ্গ, তার সুতা ছিলা।
বটেশ্বর নায়কে নিয়া শ্রোত্রিয়ান্ত হ'লা॥
রাঘব ঘোষাল † তার হইল তনয়।
রাঘব-ঘোষলী তায় ডাকিল নিশ্চয়॥ কুলার্ণব।

অত্র পরমানন্দ-মিশ্রী ‡।

অর্ক §-সুত শিব, খালকুলে দোষ তার।
দুষ্ট-বিয়া গুপ্ত দোষ, জানি ছিল আর॥
স্থান হেতু তাহে নাম হ'লা খালকুলা।
পারিয়াল রামের পাছে কর্ম্ম হেতু র'লা॥
পরমানন্দ-মিশ্র মেল, জান সারোদ্ধার।
লক্ষ্মণ-তনয় হরি, নপাড়ীর সার॥
হরির তনয় বশিষ্ঠকে ভাল জানি।
তার সুত পরমানন্দ মিশ্র যে বাখানি॥
এই যে পরমানন্দ, তাহার নন্দিনী।
বটেশ্বর নায়কে নিলা, শ্রোত্রিয়ান্ত জানি॥

---

* গদ ঘোষ—ডুমরিয়া ঘোষাল (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

† রাঘব ঘোষালে বিলোমস্পর্শ।

‡ পরমানন্দ মিশ্রীতে বটেশ্বর নায়ক বিলোম, কিন্তু সন্ধিকালত্যাগ দোষঃ।

§ অর্ক চট্ট পাটুলিয়া (প্রথম পরিশিষ্ট—বংশাবলী দেখ)।

রাঘব ঘোষালে সেই সুতা আনি দিল।
পরমানন্দ-মিশ্র মেল তেঁই সে ডাকিল॥ মেলমালা।

ধরাধরী মেল (৩৩শ মেল) (প্রথমাংশ) (৪৪০ পৃষ্ঠ)।

দাশরথি ঘটক, রায়।
দুই মেল পাছে ধায়॥
রাঘব-ঘোষাল কুলেতে লাজ।
শৌরি ধরাধর, একই কাজ॥
ধরাধর ঘোষাল সগোত্রে পুতিধরা।
অকথ্য নানা দোষে ছিল জ্যান্তে মরা॥
হড়, গুড়, কেশরী, কোণা গ্রামের রায়।
কেশরীর স্থানভ্রষ্টে ধরাধরী লয়॥ হরি মিশ্র।

শুভরাজখানী (প্রথমাংশ) (৩৪শ মেল)।

আখণ্ডল-তনয় তপন, তার সুত।
তাহার তনয় রাম, তাহে অদ্ভুত॥
পীতমুণ্ডী বিদ্যাধর রায়ের নন্দিনী।
বিয়া করে দুষ্ট হ'য়াছিল, তাহা জানি॥
মাধু, শুভরাজ হয় তাহার তনয়।
পীতমুণ্ডী দোষে শুভরাজখানা হয়॥ সারাবলী।

গুড়ো-সর্ব্বানন্দী মেল (৩৫শ মেল)(প্রথমাংশ)(৪৪১ পৃষ্ঠ)।

গুড়ো-সর্ব্বানন্দী মেল কর অবধান।
হেরম্ব-তনয় নবো,* আয়ুর সন্তান॥
গুড়োর জানহ এই, শুন তার মূল।
গড়-দোষ-হেতু সর্ব্বে ঘেটে গেল কুল॥
কন্যাগত দোষ, গৌরী ক'রে বলাৎকার।
অনূঢ়া ভগিনী ল'য়াছিল জানি তার॥
গুড়ো-সর্ব্বানন্দী মেল ডাকাইল ভাল।
সর্ব্বানন্দ-সুত বাণী তশলা নামা'ল॥ মেলপ্রকাশ।

ছৈ (ছয়ী)† মেল)(৩৬শ মেল) (প্রথমাংশ)(৪৩৯ পৃষ্ঠ)।

তার পর কহি যে ছৈ মেলের বিধান।
খনিয়া বশিষ্ঠ-সুত বিকোর সন্তান॥
লখাই দহড়ী ‡ তার নন্দিনী লইল।
সেই হেতু ছৈ চট্ট § দূষিত হইল॥
হড়, কংস পূতিতুণ্ড তাহে পু'ড়ে মরে।
নরেন্দ্র-আঘাত ছিল তাহার উপরে॥
ছয় দোষে ছৈ মেল ডাকিয়া উঠিল।
ছৈ-মেল-জায় এই সমাপন হ'ল॥ (৫৭৭ পৃষ্ঠ দেখ।)

---

* নবো (সর্ব্বানন্দ) মুং আহিত-সুত, গৌলিক-বংশে।

† ছৈ চং শ্রীকর-বংশে সুদর্শনস্য প্রপৌত্রঃ (প্রথম পরিশিষ্ট দেখ)।

‡ দহড়ী সাতশতী-বিলোম (২৪৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

§ ছৈকস্য বংশজস্য পুষ্ট-কন্যা-বিবাহঃ।

ছত্রিশ মেলের জায় শুন সারোদ্ধার।
দ্বিজ শ্রীরামহরি ভণে ন্যায়ালঙ্কার॥
বিষ্ণুদাস দ্বিজ ধীর, তনয় তাহার।
শ্রম করি পুঁথি লিখি করিল বিস্তার॥

ইতি রামহরি কুলাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার-প্রণীত
মেলবন্ধন ভাষা-কাব্য সমাপ্ত।

সর্ব্বদোষ-মার্জ্জনা।

ফুলিয়া হইতে ছৈ মেল পর্য্যন্ত যত দোষ কহিয়াছেন, তাহা মেল-সন্ধি-সময়ে যূথবদ্ধ করিয়া কুলাচার্য্যগণ মার্জ্জনা করেন।

অবগতি কুলে, পরিবর্ত্ত হলে,
যূথ-কুল বলি তারে।
কুলাচার্য্য বাণী, কহে, নাহি হানি,
পূর্ব্বশুদ্ধি হলে পরে॥

(পূর্ব্বশুদ্ধিঃ পর্য্যায়শুদ্ধিরিত্যর্থঃ)। (৫৫৪ পৃষ্ঠ দেখ।)

ত্রিদোষ কি কি ?

জ্যেষ্ঠা বাণী জগো-ঘোষে (ঘোষালে), মুখ-মৃত্যুঞ্জয়ে বিশঃ*।
লক্ষ্মণোঽপি গুণানন্দে, ত্রিদোষে জীবনং কুতঃ ?॥

বং কাং বাণী বং কাং লোহাইজঃ, তস্য কন্যা জগো-ঘোষেণ (ঘোষালেন) হৃতা বিবাহিতা চ।

---

* বিশ—চং অ বিশ, মধু-সুত। মৃত্যুঞ্জয়ের গুড়-বিবাহ।

মুং বি পৃথ্বীধর-সুতঃ মৃত্যুঞ্জয়ঃ, অসৌ গুড়-বিবাহী, অনেন সার্দ্ধং চং অ মধু-সুত-বিশ্বনাথস্য কুলম্। বিশ্বনাথে বাণী বন্দ্যো দুষ্টঃ।

বং কাং হৃদয়-সুত লোহাই-পৌত্র লক্ষ্মণবল্লভ রায়, অস্য যবন-দোষঃ,* চং অ গুণানন্দ-খানস্য কন্যা-বিবাহঃ।

ইতি ত্রিদোষঃ, কিন্তু যূথকরণান্ন দুষ্টঃ।

পঞ্চানর্থী।

রজনীকর-ঘটকঃ সন্দিগ্ধকাঞ্জিঃ কাঞ্জারী বা	...	১
বিষ্ণু-সরখেলঃ সন্দিগ্ধসিদ্ধলঃ গাঙ্গরীতির্বা	...	১
সনাতন-চট্টঃ শিমলায়ী বা	...	১
বং বাং কাশীনাথ আচার্য্যশেখরাৎ সুরাই-বাধ্যতা	...	১
কাশ্যপকাঞ্জী	...	১
সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৩৯৯ পৃষ্ঠ দেখ		—
		৫

ছত্রিশ মেলের দুরবস্থা (৫৮০ পৃষ্ঠ)।

দেবীবর যবে কুলে খাটাইল পাল্‌টী।
প্রকৃতি হইল ভারি, নাও পড়ে উল্‌টী॥
অনিষ্ঠার † ট্যাঁকে গিয়া কেটে যায় গুণ্‌টী।
স্বজনায় ‡ ঠেক খায়, ভেঙ্গে যায় দুমুটী॥
আনায়ের § নায় দেয় ফুলিয়ার হাল্‌টী।
আছিল বাপের পুণ্য, শুধে গেল চা'ল্‌টী॥

---

* যবন-দোষঃ অপবাদ ইতি।
† অসত্য। ‡ নিকট সম্পর্ক। § গয়ঘড়।

ফুলিয়া, খড়দা আর বল্লভীর মুড়াটি।
বান্ধা ছিল, তাই আগে সর্ব্বানন্দে গুঁড়াটী॥
চাঁদাই, মাধাই, বিজ,* তিন বন্দ্যঘটীটী।
ডুবু ডুবু করে, তার তিনে তিন তরিটী॥
সুরানন্দ, শতানন্দ, শুভরাজখানীটী।
দেখিতে দেখিতে ডুবে আচম্বিতা, ছায়াটী॥
শ্রিয়া সহ রঙ্গ, আর বর্দ্ধিনীর কায়াটী।
দৃষ্ট নাহি হয়, পারি, দেহাটার দেহটী॥
মালাধর, বিদ্যাধর, ধরাধর ধরাটী।
ঘোষ, † বালী, চন্দ্রপতি, রায় মেল, শুভোটী॥
ভৈরবের রব নাই, রাঘবের চটীটী।
গোপালের চলে পাছে, বলে আছে পটীটী॥
হরি মজুমদার ছিল, বিভো চট্ট চাটুতি।
দেখিতে দেখিতে ভাসে দুই কূলে গাঁতিটী॥
বাঙ্গাল, আচার্য্য আর প্রমোদের পটীটী।
তির্য্যক্‌গমনা হ'লো পণ্ডিতের গতিটী॥
কাকুৎস্থ কোথায় গেল, দশরথ ঘটীটী।
ভাসিতে ভাসিতে কূলে ভেসে গেল ছৈটী॥
নড়িয়া, রড়িয়া যেতে ভেঙ্গে গেল মালুটী।
মেল-বন্ধ পরে কুলে এই হলো কুলটী ‡॥
নালা, খালা ভেঙ্গে, এবে হয়ে গেল একহাটী।
খড়্দহে প'লো দহ, ফুলিয়ায় পলিটী॥

---

* বিজয়-পণ্ডিতী। † রাঘব। ‡ গাঁইট।

চক্রবর্ত্তি-অংশ বলে, স্থির কর মতিটী।
দেবীর নাহিক দোষ, সোঁতের এই গতিটী॥

কুলচন্দ্রিকা।

অথ অংশ-বংশ-বিবেক।

অংশ বা কাহারে বলে, কারে বলে বংশ।
ইহাই জানিলে হয় ঘটক প্রশংস॥
অংশের করিলে অর্থ, ভাগ বলি তারে।
কুলীনের সেই ভাগ শ্রোত্রিয়ের ঘরে॥
শ্রোত্রিয়-ঘরেতে যদি দৌহিত্রক হয়।
তাহাকেও সেই ঘরে অংশ করি কয়॥
পৌত্রেতে চলে বংশ, দৌহিত্রেতে অংশ।
দৌহিত্র কুলীন হ'লে শ্রোত্রিয় প্রশংস॥
কুলীনের অংশ থাকে শ্রোত্রিয়-আশ্রয়।
ঘটেতে কপাল-যোগ, সমবায়ী পায়॥
সমবেত হলে পরে, হয় ক্রিয়াশক্তি।
সুধারায় কুল চলে, স্বজনায় মুক্তি॥
মাতৃ-পক্ষ অংশ বলি, প্রকৃতি-কারণ।
পিতৃ-পক্ষ হয় বংশ, শাস্ত্রের লিখন॥
দুই পক্ষ শুদ্ধ হলে, শুদ্ধ বংশ কয়।
সুমেরু পর্ব্বত যথা দেবের আশ্রয়॥
কুলীনের দেখা চাই আদানের ঘর।
অংশ, বংশ, দোষাদোষ করিয়া বিচার॥

অনির্দ্দিষ্ট,* অপকৃষ্ট,† অবশ্য ত্যজিবে।
দোষযুক্ত-দ্বিজ-কন্যা কভু না বরিবে॥
দোষীদের ইচ্ছা সদা, দোষ নাহি ভাষি।
হয় হউক, হতে দেহ, অন্ধকার নিশি॥
ক্ষুদ্রাংশ লইলে বংশ নীচগামী হয়।
যেমন নীচের গতি, নীচ-ভিন্ন নয়॥
নীচাংশ দৌহিত্র হলে নীচেতে সন্তোষ।
মাতামহ-দোষে যথা রাবণ রাক্ষস॥
অতএব অংশ, বংশ, দোষ জানা চাই।
যে জন তাহাকে জানে, কুলাচার্য্য গাই॥ গোষ্ঠীকথা।

ছিন্ন-বিবাহ-নিষেধ।

বৈবাহিক সংস্কারে, পুত্রার্থক ভার্য্যা করে,
তারে বলি শুদ্ধ-সত্ত্ব বিয়া।
তার পর স্বীয় ঘরে, কুলার্থ বিবাহ করে,
তারে বলি কুল-কার্য্য বিয়া॥
তাহা ভিন্ন করে বিয়া, কড়ি-লোভে মরে গিয়া,
অনির্দ্দিষ্ট, অপকৃষ্ট ঘরে।
চক্রবর্ত্তি অংশ কয়, ছিন্ন-বিয়া সুনিশ্চয়,
কুলীনের মজিবার তরে॥

---

* ধারাবাহি-মতে যে বংশের ভাব নির্দ্দেশ হয় না, তাহার নাম অনির্দ্দিষ্ট (মূলপুস্তক ১৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

† কুলাশ্রান্ত না হইলেই অপকৃষ্ট কহে।

পরদারী তারা, শব্দ একধারা,
দার-বৃত্তি বলি দারী।
সম্ভোগের তরে, অপকৃষ্ট ঘরে,
ভোগ-হেতু বহু নারী॥
কুলে বৃত্তি যার, কুলে করে দার,
দোষ কি বল না তাতে ?।
কুলের শাসন, পর্য্যাটী-গণন,
নিষ্ঠাবৃত্তি আছে যাতে॥
কুলে একাবৃত্তি, হইলে প্রবৃত্তি,
দানাদানে লেঠা ঘটে।
বিনা কুল-কাজ, সমাজেতে লাজ,
বটে কি বল না বটে॥
দানাদান-ঘরে, বহু-কন্যা-পরে,
কিরূপে মানেরে রাখি ?।
মাথা হেঁট করি, নাহি খায় বারি,
দেখ না চাতক পাখী॥ কুলচন্দ্রিকা।

কুলচন্দ্রিকাকারের নিজ-পরিচয়।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর, সাগরে ব্যাখ্যান।
সাত সুত সহ যার কুলে পাই মান॥
পিতৃবরে গোপীনাথ, গোবিন্দেতে কুল।
অনুজ তনুজ তাঁর, কৃষ্ণরাম মূল॥

ভৃগুরাম যাঁর বরে কুলে মান পায়।
তাঁহার তনুজ তনু, তাহে দেখি জয়॥
তাঁর সুত শ্যাম, রাম, সহোদর ভাই।
শ্যামের স্বভাবে কুল, রামে রাজগাঁই॥
রাজ-সম্বন্ধেতে তাঁর ফিরে নাম ধাম।
হরধাম হৈল ধাম, শ্রীয়বর নাম॥
শ্যামের নিবাস বাস, বঙ্গে তাড়পাশা।
প্রকৃতির বশে শেষে এ দেশেতে আসা॥
নবদ্বীপাধিপ রাজা রাজ-নৃপমণি।
কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণচন্দ্র, গুণেতে বাখানি॥
তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীগোপাল বরে।
তাঁর কন্যা বিয়া করে বন্দ্য শ্রীয়বরে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুলশ্রেষ্ঠ, স্বভাবেতে শ্যাম।
তাঁহার তনয় দীন, চন্দ্রিকায় নাম॥
ধ্রুবানন্দ-পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি।
কুলীনের কুলশাস্ত্র কিঞ্চিৎ বিচারি॥
কুলীনেরে জানাইতে কুল-ব্যবহার।
কুলের চন্দ্রিকা সেই করিল প্রচার॥

ফুলিয়া, খড়দহ, দুই মেলের বিবাদ-ভঞ্জন।

প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করে অসদৃশ রাগে।
বল দেখি, দুই মেলে কোন্ মেল আগে?॥
মেল যে কি বস্তু হয়, দোষ দেখ পড়ি।
সমুদ্র-মন্থনে যথা বাসুকীর দড়ি॥ (৫৩৯ পৃষ্ঠ দেখ।)

গুণের সম্বন্ধ নাই, সর্ব্ব দোষময়।
এই হেতু তার নাম দোষমালা হয়॥
মেল কি পদার্থ হয়, করহ শ্রবণ।
মহা ভয়ানক রস যাহে আলম্বন॥
যে কালে লক্ষ্মণ সেন নীলাচলে চলে।
হিন্দু-রাজ্য শেষ হৈল যবনের বলে॥
সে কালে দেশেতে বড় হল অত্যাচার।
কুলেরে রাখিবে কিসে, জাতি রাখা ভার॥
জাতিগত, ধর্ম্মগত কুলগত বাদ।
আর কি বলিব, মেলে এই অবসাদ॥
ধর্ম্মেতে তাচ্ছিল্য হলে, কিছু নাহি রয়।
অন্যপূর্ব্বা করে কুল, আর বিপর্য্যায়॥
পর্য্যায় সম্বন্ধ প্রায় কুলে ছাড়ি দিল।
নানাবিধ বিপর্য্যায় করিতে লাগিল॥
গৌণে ঐশ্বর্য্য দেখি গৌণ স্বীকারে *।
বিবাহ করিতে চলে রায়-রাঞে ঘরে॥
এইরূপ তিন শত বৎসর করে গতি।
তার পর দেবীবর, দুর্ব্বলী-সন্ততি॥
সেই সব দোষ লয়ে করে একঠাঞি।
রসে রস গুণ † করে, তার গুণ গাই॥

---

* সত্যবাম্-পৌত্র মুকুন্দ-শিকদারস্য রায়-পরমানন্দ কন্যা-বিবাহঃ।

† রসে রস গুণ = ৩৬ (মূং পুস্তক ২৬৪ পৃষ্ঠ দেখ)।

সর্ব্বাঙ্গেতে নানা চক্র, ছয় কম কুড়ি।
বিপর্য্যায় ভোগ তার, বাইশ * আঁকুড়ি॥
শ্রীনাথ তাহার জন্ম আশয় বুঝিলে।
লুকায়ে লুকায় গিয়ে সাগরের কুলে † ॥
পরমানন্দেতে লয় কংসারি ‡-শরণ।
নাম-গুণে যদি হয় কালিয়-দমন॥
দৃষ্টিপাত করে যেই, ধন্দ হয়ে চলে।
গঙ্গানন্দ হয় ধন্দ, নীলকণ্ঠ ঢলে॥
কুলরূপ পাথোনিধি মথে দেবীবর।
পাঞ্চজন্য তাহা হতে না হয় উদ্ধার॥
নবগুণা কুললক্ষ্মী উদয় কোথায়?।
অমৃত না উঠে তথা, সর্ব্ব বিষময়॥
নিষ্ঠাবৃত্তি নামে যোড়া নায়িকা উঠিল।
তাহারে আশ্রয় করি মেলেরে গাইল॥
যে কালেতে দ্বিধা-ভাগ কুল বদ্ধ হয়।
মধুটী সঙ্কেত মাত্র, দ্বিধা ডাক নয়॥
তার পর শুন কিছু ঘটিল কারণ।
স্বজনায় কুলে ঠেকে উদয়-নন্দন॥
হরি, কৃষ্ণদাস ছিল সুসেন-দৌহিত্র।
ফুলে-কুলে তার আর না চলে বহিত্র॥

---

* দ্বাবিংশতি—গৌণ ১৪, কুল-গাঁই ৮।

† সাগরের কুলে লুকায়, অর্থাৎ এক কন্যা বন্দ্য গঙ্গাবরে দান করে সম্বন্ধনির্ণয় (মূলপুস্তক ৩৮৫ পৃষ্ঠ দেখ)।

‡ পূতি পরমানন্দ মিশ্র কংসারি-মিশ্র-পুত্র।

এই হেতু তারে আনি নয়নে লাগায়।
পূর্ণানন্দ রসে বসে তাহারে ডুবায়॥
সেই হেতু ঐ কুলে এই ডাক ডাকে।
নয়ন পূর্ণকানন্দ, আউয়াল ভাগে॥
খড়দা ফুলের বাধ্য হইল তখন।
এই হেতু ফুলে আদি-নাম-নিরূপণ॥
যার পর যেটী ডাকে, তার পর সেটী।
এইরূপে মেল-সংখ্যা হয় পরিপাটী॥
যদি বল, হরি, বাসু খড়দহ-মূল।
বাসুর বংশেতে দেখি আনায়ের কুল॥
পৃথ্বীধর হয় সেই বাসুর সন্ততি।
তাঁর সুত দেবরাজ, কুলে হয় কৃতী॥
রমানাথ, কাশীনাথ, তাঁহার তনয়।
উদ্যমে আনাই-সহ কুল-পরিণয়॥
আনাই লইয়া যদি রামাচার্য্য-কুল।
ফুলের অগ্রেতে দেখি সর্ব্বানন্দ মূল॥
এই কালে ছিল কুলে মহা-সন্ধি-বল।
পৃথক্ নাহিক হয় কুলীনের দল॥
যে সব কহিনু, তাহা সম্বন্ধক স্থূল।
এক্ষণে শুনহ পুনঃ, অভিধেয় মূল॥
উৎসাহের দুই সুত, সহোদর ভাই।
অগ্রজ বলিয়া অগ্রে আহিতেরে গাই॥
অগ্রজ অগ্রেতে চলে, অনুজ পশ্চাতে।
ক্রমান্বয়ে সংখ্যা হলে, দোষ নাহি তাতে॥

সমান সমান বস্তু উপমা না লাগে।
চন্দ্রবদমুখ যে নাই উপমেয়-ভাগে॥
অম্বুজ-সমান পদ্ম, কে কোথায় বলে?।
এক বস্তু দুই নাম, জলাশয় কুলে॥
তথাপি ভবে হরি দেখিয়া যে অস্থির।
মস্তকে ধরিয়া তাকে করিলেন স্থির॥
ভব মুখ শিরে ধরি।
আপনি ক্রটিল হরি॥
স্বেচ্ছাময় হরি হয়, আপন ইচ্ছায়।
ভবকে মস্তকে ধরি, লভ্যপদ দেয়॥
ভবের বংশেতে হরি, আর্ত্তি যে পশাই *।
লক্ষ্মীর পশ্চাতে তারে কুলে চিহ্ন পাই॥
আদৌ খড়দা, ফুলিয়া শেষঃ।
খড়দা ফুলিয়া নাস্তি বিশেষঃ॥ মেলমালা।

এটী মধুভাবাপন্ন ডাক, উভয়ের বাধ্য-বাধকতা-সমন্বে এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের "নাস্তি বিশেষঃ" শব্দটীর শক্তি এক বস্তুকেই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে।

চক্রবর্ত্তি-অংশ † এই করিল বিচার।
দুই মেল এক বস্তু, নাম-ভেদ তার॥

---

* হরিকস্তার্ত্তি বং গ পশাই, মুং লক্ষ্মীধর পশ্চাৎ।

† বং সাগর রামেশ্বর চক্রবর্ত্তাংশ শ্রীচন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

অজ্ঞাতকুলশীল।

অজ্ঞাতক-কুল-শীলে নাম-পরিচয়।
দেয় যদি দ্বিজবৃত্তি, চেনা নাহি যায়॥
মেলের কালেতে যারা দেবীবর-ছাঁটা।
দেবের দুর্গতিক্রমে বিরূপাক্ষ ফাটা॥
তার মধ্যে কিছু কিছু ভ্রষ্ট দ্বিজ হয়।
বেদমন্ত্র দিয়া তারা মুখেরে চান্‌কায়॥
পরিচয় দেয় যত, শুনিতে রসাল।
দাস্থ, শিব, গঙ্গানন্দ, নৃসিংহ, ঘোষাল॥
কাটা-মুট্যা, গাঙ্গ, চট্ট, অবসথী, ফুলা।
পূতিতুণ্ড, কাঞ্জিলালে লাগায় ঘোষালা॥
বন্দ্য, গাঙ্গ, চট্ট, মুখ, ছান্দড়ের বংশ।
পরিচয় দেয় তারা, কুলীনের অংশ॥
এই মত পরিচয়ে চেনা নাহি যায়।
যাবৎ নাহিক কহে নিজ ব্যবসায়॥ মেলমালা।

শ্রোত্রিয়ের সহিত কুলীনের পরিবর্ত্ত-ব্যাপার

(ইহা পরিশুদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত)।

রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলীন ও শ্রোত্রিয়ে যে আদান প্রদান হইত, তাহার প্রমাণ মূলো পঞ্চানন ঘটক-বিশারদ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎকৃত গোষ্ঠীকথার বচনগুলি উদ্ধৃত হইল।

যথা—মেল-বন্ধনের কিবা কব পরিপাটী।
লবণ-যবনাদি দোষে আঁটাআঁটি॥

সর্ব্বদ্বারী বিবাহে সবাই ত সমান।
তবু বিদ্যা, বিনয়, আভিজাত্য, প্রধান॥
পরিবর্ত্তই বল্লালী কৌলীন্যের মূল।
তা দেখে লক্ষণ * লেখে, কা-সহ কে তুল॥
তাই মেল-বন্ধনে দেবীবর যা লেখে।
আৰ্ত্তি, ক্ষেম্য, লজ্জা, তুল্য, উচিতেরে দেখে॥
ইহাতেই মহিন্তা মাধব যে সুকৃতী।
গুড়িশরণ হল যে আহিত-প্রকৃতি॥
যে যাহার আৰ্ত্তি, তার শিরোভূষা সেই।
পুত্র-পর্য্যায়ের স্থল ক্ষেম্য করি কই॥
ক্ষেম্য-জনে আৰ্ত্তি-ব্যক্তি শিরোভূষা হয়।
আৰ্ত্তি-পাদভূষা ক্ষেম্য-জনেতে নিশ্চয়॥
আৰ্ত্তি, ক্ষেম্য, উচিতে যে আদান প্রদান।
ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, কুশত্যাগ-নিদান॥
চতুর্ব্বিধ পরিবর্ত্তে সংশ্রোত্রিয় মানি।
কষ্টশ্রোত্রিয়েতেও যে কিংক্ষেম্য তেমনি॥
তাহার প্রমাণ দেখ মহিন্তা মাধব।
আহিতে গুড়িশরণ, আর ত উদ্ধব॥
মেলের কৌলীন্যে কত মলিনতা দেখি।
তাই বলি কন্যাগত কুল নাহি রাখি॥
পুত্রগত কুলে রক্ষা হয় কিছু ধর্ম্ম।
কুলীনে শ্রোত্রিয়ে পাল্‌টী ছিল কুলমর্ম্ম॥

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥ মিশ্রীগ্রন্থ।

ইহা দেখি লক্ষণ বাঁধিল সপর্য্যায়।
দেবী-মতে অদত্তা কন্যা পিতৃপর্য্যায় ॥
সপর্য্যায়ে দোষ হয়, বিপর্য্যায়ে কুল।
পুত্রের দোষে আক্ষেপ, কুলে তার মূল ॥
বিপর্য্যায়-কুলে সে ত আঁখিঠার মাত্র।
পুত্রে বর দিয়া পর্য্যা সম যত্র তত্র ॥
মহিন্তা জগদানন্দ, পোড়ারি গজেন্দ্র।
ডিংসাই পরমানন্দ, কষ্টশ্রোত্রিয়েন্দ্র ॥
যবনের দাসত্বে বলায় রায়রেঁয়ে।
করে জ্ঞাতি-বন্ধু দস্যুবৃত্তি, দেখ চেয়ে ॥
অজ্ঞ নিষ্কর্ম্মা কুটুম্বে পাঠায় সত্বরে।
সম্বর-সৈন্ধব-খনি দেখে অমঙ্করে ॥
দ্বিজে লুণ-ব্যবসায়ে ব্রাহ্মণ্য বিগত।
যবনের দাসত্বে যবনেই গণিত ॥
কেহ অশ্রাব্য, অকথ্য, নীচ পরিবাদে।
পতিত, ত্যাজ্য থাকে স্পর্দ্ধায় প্রমাদে ॥
এইরূপে লোভী দ্বিজ ভ্রষ্ট হয় কাজে।
ক্রমে তেজে দলে উঠে মজায় সমাজে ॥
ইহা দেখি দেবীবর নব্য-কুল বাঁধে।
সমদোষী কুলীনেরে এক করে সাধে ॥
এবারে শ্রোত্রিয়ের কন্যামাত্র নয়।
কুলীনের পরিবর্ত্ত সমদোষে হয় ॥
কুলীনে শ্রোত্রিয়ে পাল্টী না হল সমান।
পরিবর্ত্ত উভে উভ, সমানে জানান ॥

উচ্চ নীচে পরিবর্ত্ত নীচত্ব-কারণ।
কুলীনে কন্যাদান শ্রোত্রিয়-লক্ষণ ॥
তায় দোষে গুণে সম করি বাঁধে মেল।
আবৃত্তি কৌলীন্য-সাম্যে কুলে হল শেল॥
কুলীন শ্রোত্রিয়ে সাম্য মূল বংশ ধরে।
আদান প্রদান ছিল ধর্ম্মরক্ষা-তরে ॥
যদি বল গৌণকুল অরি দল হয়।
কিরূপে দেবী দিল তা মেলের আশ্রয় ? ॥
যে পদার্থ হতে হয় যাহার উৎপত্তি।
সে তার নাশক নহে, দেখ এ ব্যুৎপত্তি ॥
গৌণসহিত সে যদি মেলেরে ডাকিল।
সব কষ্ট-শ্রোত্রিয় স্বদলে শ্রেষ্ঠ হল ॥
যদবধি পাক-সিদ্ধে নাহি পড়ে থাক।
তদবধি সেই মেল নাহি হয় ডাক ॥

পূর্ব্বে ছিল সর্ব্বদ্বারী, নাম আছে সারি সারি,
পরিবর্ত্ত কুলীন শ্রোত্রিয়ে।
সৎশ্রোত্রিয় গোষ্ঠীপতি, সদাচারে পেতো ভাতি,
মান্য ত শ্রোত্রিয়-ভাগিনেয়ে ॥
পঞ্চানন ফুলো বলে, ঘুণ ধরেছে যে কুলে,
সাবধান পাণির পীড়নে।
ম্লেচ্ছ যবনাদি বাদ, মহাপাপে অবসাদ,
শ্রোত্রিয়ে পাল্‌টী সে ধর্ম্ম-জ্ঞানে ॥

বাণীনাথ কুলাচার্য্য-কর্ত্তৃক ধৃত সারাবলী-কারিকা, জিলা বর্দ্ধমান, চুপী-নিবাসী শিবনাথ রায়-সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

আহিতস্তু পরীবর্ত্তঃ আর্ত্ত্যা দেবলকে পুরা।
চট্টেন বহুরূপেণ মকরন্দ-সমোচিতঃ॥
জাহ্লনেন সমানোঽসৌ, পূতিগোবর্দ্ধনেন চ।
উচিতেন খাঁটুকেন দেবলেন সমোচিতঃ॥
মহিন্তা মাধবঃ ক্ষেম্যো, গুড়িঃ শরণকস্তথা।
উধকো লৌলিকশ্চৈব পুত্রৌ দ্বৌ খ্যাতপৌরুষৌ॥

মিশ্রীগ্রন্থে ধ্রুবানন্দ।

ভাক, পাক, খাদক বন্দি।
তিন লয়ে মেলের সন্ধি॥
হড় গুড়ে সুরা, মহিন্তা সর্ব্বানন্দী, পারিহালে পারি।
ডিংসা, পিপ্লা আদি যত অরি, সবে কুলে চলে সারি সারি॥

সারাবলী।

বারেন্দ্র-শ্রেণীর করণ-প্রথায় অদ্যাপি শ্রোত্রিয়ের সহিত সমতা রাখিবার জন্য কুশময়ী কন্যার আদান প্রদানে পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যথা—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভূব শঙ্করো যথা॥
সন্দেশং পিতৃনাশস্ত তথা পিতৃপরাভবম্।
বৌদ্ধানাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্বাল মন্যুনা॥
ততঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিম্॥
এষ উদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।
কুল্লুকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরস্তথা॥

মঙ্গলোঝেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধবংশজম্।
কুলগৌরবরক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্ত্তঞ্চং তিলকং শ্রোত্রিয়েষু চ॥

ভাদুড়ী-কুলের বংশাবলী।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী-কৃত ভাদুড়ী-বংশ-পরিবর্ত্ত-ব্যবস্থাতেও শ্রোত্রিয়ের সহিত কুলীনের আদান প্রদান হইত, ইহাও দৃষ্ট হয়।

দেবীবর ঘটকের পরিচয়।

দেবীর কি বা দিব বংশের পরিচয়?।
বন্দ্য-বংশে মহেশ্বর কুলে শ্রেষ্ঠ হয়॥ ১॥
পুত্র মহাদেব, আর, তৎসুত তিনজন।
তিকু, পুতি (পুর), দুর্ব্বলী, নবগুণে রতন॥ ২॥
দুর্ব্বলীর সুত পাঁচ, জ্যেষ্ঠ যে অনন্ত।
অন্য চারি ক্রমে ছোট, ক্রমে গুণবন্ত॥ ৩॥
অনন্ত গয়ঘড়ী, সঙ্কেত বঙ্গপাশী।
হরি সাগরদিয়া, নারাণ বঙ্গপাশী॥ ৪॥
ভাস্কর কনিষ্ঠ বটে, গুণে শ্রেষ্ঠতম।
তাই বাঙ্গাল স্বল্প ডাকে তাকে প্রথম॥ ৫॥
গ্রহ-সংখ্যায় সঙ্কেত-সুত, জ্যেষ্ঠ আনো।
কন্দ, রঘু, শ্রীরঙ্গ, সারঙ্গ, পাঁচে জানো॥ ৬॥
মার্কণ্ডেয়, বাসু, বিশো, কনিষ্ঠ ত ভীম।
আনো-পুত্র পঞ্চজন, পিথাই আদিম॥ ৭॥

মধ্যম লথাই বলে, নিধাই তৃতীয়।
বিষ্ণু, দিবাকর, বঙ্গ-মেলে অতিপ্রিয় ॥ ৮ ॥
লথাইজ সর্ব্বানন্দ, নহে সর্ব্বানন্দী।
ক্রমে আর পাঁচ পুত্রে সংসারে যে বন্দী ॥ ৯ ॥
সর্ব্বানন্দ-সুত দেবী, মাতৃ-মর্য্যাদায়।
যোগের মূল কেটে, জল ঢালে আগায় ॥ ১০ ॥
দেবীর বাক্যে হল নিষ্কুল শোভাকর।
আর বাক্য-কৌশলে কুলীন যোগেশ্বর ॥ ১১ ॥
তদা মূল্যের কথা না চলে, তাই দেবীবর ডেকে বলে,
আজি হতে নিষ্কুল যে শোভাকর।
গুরু-বাক্য কভু নাহি টলে, মর্ম্মান্তিকে শিষ্যবাক্য ফলে,
সদা নির্ব্বংশ হবে যে দেবীবর ॥ ১২ ॥

সারাবলী, গোষ্ঠীকথা।

মহারাজ মাধবসেনের সভায়
বর্ণব্রাহ্মণ ও গোস্বামীর মর্য্যাদা।

একদা কহিল কতি বর্ণযাজী দ্বিজ।
গোসাঞি কিসে পূত, কহ ক্ষৌণীভুজ ॥ ১ ॥
রাজা কহে, শুন সবে হয়ে একমতি।
ঘৃণা আমি নাহি করি তোমাদেরো প্রতি ॥ ২ ॥
সমাজের শক্তি দেখ, রাজ-শক্তি-মাথে (মস্তকে)।
অতি উচ্চ, নাহি চলে প্রভু-শক্তি-সাথে ॥ ৩ ॥
শাস্ত্রের বিশেষ উক্তি, যুক্তি নাহি চায়।
সমাজ-শক্তি প্রবলা, দেখ হে ধরায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চনখী খাদ্য বটে শাস্ত্রের লেখায়।
মাংসাশী ঔদরিকো গোধা নাহি যে খায় ॥ ৫ ॥
স্বিন্ন ধান্য, দুগ্ধ, আর দেখ যে হলুদ।
পুনঃ পাকে শুদ্ধ, অপর্য্যুষিত কুমুদ ॥ ৬ ॥
চণ্ডালাদি শূদ্রে আনে কুমুদ, কহ্লার।
মহাপূজারো অঙ্গে দেখি যে ব্যবহার ॥ ৭ ॥
শ্রীনিবাস পদ্ম, পূত আছে সর্ব্বক্ষণ।
আর যার হৃদি বসে, সদা নারায়ণ ॥ ৮ ॥
মুচি হয়ে শুচি হয়, সদা কৃষ্ণ ভজে।
বিপ্র হয়ে মুচি হয়, যদি বিষ্ণু ত্যজে ॥ ৯ ॥
অনন্যচিত্ত, নিষ্কাম, হরিনাম বলে।
সর্ব্ব-জীবে সদয়, গোসাঞি-নামে চলে ॥ ১০ ॥
যাদের শিষ্য, প্রশিষ্য, সাধু নানাজাতি।
তাহে শিষ্য দ্বিজবন্ধু,* গোস্বামিক-খ্যাতি ॥ ১১ ॥
সদ্দ্বিজ নাহি, ভ্রষ্ট গোসাঞি গুরু নয়।
ইষ্টনিষ্ঠ সচ্ছ্রোত্রিয়ে গুরুত্বে বরয় ॥ ১২ ॥
মহাপাপী মুক্তি পায় যে নামের জোরে।
তাহে গোসাঞি সদ্দ্বিজে কন্যা দান করে ॥ ১৩ ॥
সুবিপ্রে কন্যা-দানে সমাজে সে চলে।
কুলীন ভাগিনেয়, মাতুলে শ্রেষ্ঠ বলে। †
(দেব হলেও, মাতুল পা ধোয়াতে বলে ‡) ॥ ১৪ ॥
দেব-কন্যা স্বর্গচ্যুতা গোসাঞির গৃহে।
কুলীনের মাতা, পত্নী, ইহ স্বর্গে রহে ॥ ১৫ ॥

---

* নীচ ব্রাহ্মণ। † বঙ্গদেশী পাঠ। ‡ রাঢ়দেশী পাঠ।

বর্ণযাজী, অগ্রদানী, বিপ্র অপভ্রষ্ট।
শূদ্রের পিণ্ডভোজী, পাতকী, নিকৃষ্ট ॥ ১৬ ॥
মূলো আরো কহে, শূদ্র গুরু, শিষ্য দ্বিজ।
বিপ্রাভাস, বর্ণেতর, পাতকী, জারজ ॥ ১৭ ॥
মহাভারত, গোসাঞি, ছি ছি, রামের নাম।
দ্বিরুক্তি হেয়ত্ব-চিহ্ন, অশ্রদ্ধার ধাম ॥ ১৮ ॥
বর্ণযাজী, বিপ্রাভাস, দ্বিজ-নামে বাচ্য।
নষ্ট দুগ্ধ অগ্রাহ্য, অপদার্থে বিবেচ্য ॥ ১৯ ॥

গোষ্ঠীকথা।

মহারাজ মাধবসেনের সভায় ভাটের জাতিবিচার।

স্তুতিপাঠচ্ছলে নৃপে করে উপদেশ।
অদ্বিজ, বর্ণাভাস, ভট্ট সংজ্ঞা-বিশেষ ॥ ১ ॥
রাজসঙ্গে বাস-স্পর্দ্ধায় জিজ্ঞাসে নৃপে।
কেন অস্মৎপিতৃশ্রাদ্ধ না হয় অপূপে ?* ॥ ২ ॥
রাজা কহেন, রাজাজ্ঞা শাস্ত্র-অনুসারে।
পর্ব্বে আম-পিণ্ড বিপ্রেরো শ্রাদ্ধ-বিচারে ॥ ৩ ॥
সব শ্রাদ্ধে বৃষলের আম পক্কে গণ্য।
উচ্চ মাতা, নীচ পিতা, বৃষল অধন্য ॥ ৪ ॥
স্বর্গগত নর দেব, সর্ব্বজাতি-সম।
অগ্নিষাত্তাদি পিতৃ-তর্পণে যে নিয়ম ॥ ৫ ॥

---

* পিষ্টক ও পক্বান্নাদিতে লক্ষণা।

সে শূদ্রে কেমনে দিবে দেবে রাঁধা ভাত ?।
তৎপাকে উচ্ছিষ্ট, আমে পক্ক দ্রব্যজাত ॥ ৬ ॥
তোমাদের জন্ম-কথা শুনে হই দুখী।
সুকণ্ঠ, সদ্বক্তা, তাই স্তুতি-গুণে সুখী ॥ ৭ ॥
সুবিপ্র পুরোধা নয়, সত্যে মিথ্যা করে।
পতিত—ব্রাত্য, অন্ত্যজ—বর্ণের সঙ্করে ॥ ৮ ॥
সদ্বক্তা, সুস্বর, আর দৌত্যকার্য্যে কৃতী।
প্রণবোচ্চারে নিষিদ্ধ, চণ্ডালবৎ ভাতি ॥ ৯ ॥
ভাট কহে, পুরাণ কহিত সূত-জাতি।
আমরা বৈশ্যা-গর্ভে বক্তা সূতের নাতি ॥ ১০ ॥
রাজা বলেন, প্রতিলোমে দ্বিজত্ব না থাকে।
তাদের স্বিন্ন ধান্যাদি শুদ্ধ পুনঃপাকে ॥ ১১ ॥
পিণ্ডে, দেবভোগে, যে অন্নের পাক করে।
দ্বিজত্বে পরিচয় দিতে পারে সে নরে ॥ ১২ ॥
জন্ম আর সংস্কারে যে, দ্বিজত্ব জন্মায়।
কেবল পৈতা ধ'রে কেহ দ্বিজত্ব পায় ? ॥ ১৩ ॥
লালা কায়েত, আর জানা আগুরী জাতি।
বিবাহে পৈতা লয় ঘুন্সী, তাহে কি ক্ষতি ? ॥ ১৪ ॥
উৎকল ও মগধাদি দেশে ধরে পৈতা।
বঙ্গে গাজনে অন্ত্যজে সন্ন্যাসীর চৈতা ॥ ১৫ ॥
অমন্ত্র পৈতা, ছাগীর দাড়ী, পুংস্ত্ব নয়।
অজ গলস্তনে, সে স্ত্রী ? তাহে দুগ্ধ হয় ? ॥ ১৬ ॥
হুলো বলে, চ্যাঙ, ব্যাঙ, সব উজিয়ে চলে।
থল্‌সে তুমি, কেন যাও ভাটি-স্রোত-জলে ? ॥ ১৭ ॥

ইহা শুনে ছুছুন্দরী কহে মনে মনে।
হাতী কি আমাদেরে জ্ঞাতি-মধ্যে না গণে? ॥ ১৮ ॥

গোষ্ঠীকথা।

বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোঽনুবাচকঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং সচ্ছূদ্রং গণকং শুভম্।
ভট্টং বৈশ্যং পুষ্পকারং স্থাপয়েৎ শিবিরান্তিকে ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১০১ অধ্যায়।

সম্বন্ধ-নির্ণয়—পিতৃলোক (৮৩ পৃষ্ঠ দেখ)।

বর্ণসঙ্কর জাতি (১৯১ পৃষ্ঠ দেখ)।

পুরাণবক্তুস্তস্য বীর্য্যেণ বৈশ্যযোষিতি (১)।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ দূতশ্চ স্তুতিপাঠকঃ ॥

ভৃগুসংহিতা।

---

(১) শূদ্রাৎ বৈশ্যযোষিতি তু সার্ব্বত্রিকঃ পাঠঃ। পুরাণবক্তা সূত ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপন্ন। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত এক সূত-জাতি আছে, তাহারা রথচালক। পুরাণে সূতের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে ভট্টের উৎপত্তি লিখিত আছে, কিন্তু অপর সমস্ত গ্রন্থেই বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে ভট্টের জন্ম লিখিত থাকায়, এখানে উহাই গৃহীত হইল।

সমাপ্ত

অকারাদি বর্ণানুযায়ি সূচীপত্র।

☞ *-চিহ্নিত নামগুলির পত্রাঙ্ক দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেখিতে হইবে। পত্রাঙ্কের মধ্যে যেখানে ২প. লিখিত থাকিবে, তৎ-পরবর্ত্তী পত্রাঙ্কগুলিও দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেখিতে হইবে।

প

ফ

ব

বিদ্যাশূন্যে ভট্টাচার্য্য ও ঐশ্বর্য্যাভাবে রায়।

চৈতন্যে চন্দ্রশেখর-তুলা দিতে নাই।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে সর্ব্বত্র মান্য তিন ভাই ॥
মহেশ, মাধব ক্রমে জ্যেষ্ঠ সহোদর।
কনিষ্ঠ হলেও অন্ন-দানে কুলবর ॥
বেদের শাখামাত্রাধ্যাপনে উপাধ্যায়।
ভট্টাচার্য্যাদি-খ্যাতি সমগ্র বিদ্যায় ॥
চন্দ্রশেখর ত্রয়ী-সিদ্ধ বিদ্যালঙ্কার।
অধস্তনে বিদ্যালোপ, কুলে অহঙ্কার ॥
আজি বিদ্যাশূন্যে ভট্টাচার্য্য, উপাধ্যায়।
রৈ-শব্দে ঐশ্বর্য্য, কহে অভাবেও রায় ॥

কুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী-কথা।

বঙ্গের প্রশংসা।

ভারতে কাশী, কাঞ্চী, অবন্ত্যাদি অঙ্গ।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হল আজি বঙ্গ ॥
রঘুনন্দ, রঘুনাথ, আর শ্রীচৈতন্য।
পণ্ডিত বাসুদেব, গুরুত্ব-হেতু ধন্য ॥
রঘুনন্দ, হরিহরজ গঙ্গাদাস-পৌত্র।
কাণা ভট্ট, সাহরী, শূলপাণি-দৌহিত্র ॥
বাৎস্যে বৈদিক জগ, চৈতন্য-পিতা।
নীলাম্বর মাতামহ, শচী যার মাতা ॥
ন্যায়, স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বদেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ ॥
যদিও ষট্‌কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে অল্প।
তথাপি ব্রাহ্মণা না করিত বৃথা গল্প ॥
ময়ূর, কুল্লূক ভট্ট, আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবি-শিরোমণি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥
হলায়ুধ, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী, উমাপতি।
শরণ, জয়দেব, লক্ষ্মণ-সভাপতি ॥
পঞ্চ কান্যকুব্জে কবি সংখ্যা করা ভার।
চরিত-কথায় রূপ-সনাতনে প্রচার ॥

রূপ-সনাতনের পদাবলী।

কাব্যনির্ণয়-সম্বন্ধে মত।

[No. 3200.]

FROM

THE OFFICIATING DIRECTOR OF
PUBLIC INSTRUCTION,
BENGAL.

TO

THE JUNIOR SECRETARY TO THE
GOVERNMENT OF BENGAL.

Fort William, the 29th July, 1865.

SIR,

With reference to your endorsement No. 4644 dated 24th July, 1865, to a letter from Pundit Lalmohan Bhattacharyya, forwarding for report his book on Bengali Rhetoric, I have the honor to inform you that the book has already achieved for itself a high reputation. It is recommended by the Revd. Professor Banerjea, is spoken well of by the Press, is used in the Bengali Normal Schools, and is selected as the text book for the Bengali course in the B.A. Examination of 1868 and 1869.

The book being now widely known and held in good repute &c, &c. &c.

I have &c.
(*Sd.*) H. WOODROW
Offg. Director of Public Instruction.

ADVERTISEMENT.

The ancient Hindus have investigated with considerable diligence and success the three kindred sciences of Grammar, Logic and Rhetoric. Europe has derived most of her knowledge of the *trivium* from the Greeks through the Romans, and it is not uninteresting to compare the *trivium* of another nation, which follows out its own track under different aus-

pices. The Hindu Grammar and Logic have been studied, in England and Germany, and their merits duly appreciated. Professor Lassen has said that without a deep study of *Panini,* no one can pretend to a thorough knowledge of Sanskrit ; and Dr. Ballantyne has shewn that not even Sir William Hamilton himself had analysed the Syllogism more profoundly than *Gotama.* Similarly the Hindu Rhetoric has much that is interesting and new, and its analysis of the figures is fully equal to any thing in Western Literature.

The following little work is an attempt to give in Bengali a succinct account of Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. The earliest extant work on this subject by Sri Dandin was written nearly 1200 years ago, and the peculiar style patronised in Bengal had even then given its name to one of the *ritis* therein discussed, and surely if the *Gauri Riti* (গৌড়ী রীতি) was current so long ago, it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time.

E. B. Cowell,
Principal, Sanskrit College.

Calcutta,
November 12th, 1862.

ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা-সম্বন্ধে মত।

হিতবাদী।

১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৮।

ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। বিদ্যানিধি মহাশয় যে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে পারদর্শী, তৎপ্রণীত "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থ তাঁহার সেই পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও ক্রমো-

স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের সভ্যতার চরমোৎকর্ষ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়ই বিশেষ যোগ্যতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আজিও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যদিও সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুই একটী রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র তাঁহাদের সম্যক্ অনধিগত থাকাতে অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনর্থক পণ্ড শ্রম করিতে হয়। এ কার্য্য যোগ্য হিন্দু—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকর্তৃক সাধিত হইলেই সুচারুরূপে হইতে পারে। সেইজন্য বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। ইঁহার রচনা মধুর ও সুপ্রণালীসিদ্ধ; ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশদ। বিষয়ের আলোচনাতেও ইহাঁর বেশ পারিপাট্য দেখা যায়। বিদ্যানিধি মহাশয় পরকীয় প্রতিভার সাহায্য লইয়া প্রাচীন ভারতের অন্ধকারময় অতীত কাল-গহ্বরে প্রবেশ করেন নাই। স্বকীয় ক্ষমতা দ্বারাই সেই কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ যত লিখিত হইবে এবং আমাদের দেশে যতই তাহার আদর বাড়িবে, ততই আমাদের মঙ্গল। অসার নাটক, নভেল ও কল্পনার কুহকে বাঙ্গালী আজিও ভুলিয়া রহিয়াছে; কবে সেই মোহ ত্যাগ করিয়া পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সত্যের বিমল আলোকে বিচরণ করিতে শিখিবে, জানি না। কিন্তু যতদিন এরূপ না হইতেছে, ততদিন দেশের মঙ্গল সুদূরপরাহত। বঙ্গ-সমাজে সমালোচ্য গ্রন্থখানির আদর বাড়িলে আমরা সুখী হইব।

সম্বন্ধনির্ণয়-সম্বন্ধে মত।

হিতবাদী।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৩।

সম্বন্ধনির্ণয়। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। এ পুস্তক কিরূপ সুন্দর, কিরূপ গবেষণাপূর্ণ, কত পাণ্ডিত্য, কত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচায়ক, তাহা আমরা নূতন করিয়া কি বলিব? বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে কয়েকটী কথাতেই ইহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি আরও সুন্দর, আরও বিস্তৃত, আরও প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। সময়ান্তরে এ বিষয়ে ভাল করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

বঙ্গবাসী।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৩।

সম্বন্ধনির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত। ২য় সংস্করণ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি অদ্বিতীয়। বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট এমন আদরের গ্রন্থ আর আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। পিতৃকুলের সূত্র ধরিয়া, হিন্দুসন্তান আপনার উদ্ধার-পথের অনুসন্ধান করে। বিশুদ্ধচরিত্র সত্ত্বগুণসম্পন্ন পিতৃকুলের পরিচয় পাইলে, পুণ্য-প্রাণ সন্তানের প্রায়ই তাঁহাদের পথানুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এ পুস্তক বাঙ্গালী হিন্দুর এ পথের প্রধান সহায়। সম্বন্ধনির্ণয়ের আরও মহত্ত্ব আছে। সম্বন্ধ-পরিচয়েই মানব আপনার পূর্ব্ব অধিকৃত পথের পরিচয় পাইয়া থাকে। এ পুস্তকে বাঙ্গলার হিন্দুকুলের এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় আছে। এ পুস্তক পড়িলে, কে আত্মীয়, কে অনাত্মীয়, কাহার সহিত কত পুরুষের সম্বন্ধ, কোথা হইতে কাহার সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, এ সকলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধতত্ত্বের মূল ব্যাপার কি, কেন তাহার নিত্যত্ব, যিনি মনোযোগ দিয়া এ পুস্তক পড়িবেন, ইহাতে তাঁহার সে লক্ষ্যও নির্ণীত হইবে। আজ কালিকার বহু-জন-নিন্দিত বল্লাল সেনের প্রকৃত রাজমর্য্যাদার পরিচয় এ পুস্তকে পাওয়া যায়। স্বাধীন হিন্দু রাজা কিরূপে প্রজা শাসন করেন ; সমাজ-শৃঙ্খলায় কিরূপে তাঁহার খরদৃষ্টি থাকে ; রাজা হইলে, কিরূপে দৈববলে বলীয়ান্ হওয়া যায়, এ পুস্তকের অনেক স্থানে এ সব উপদেশের পরিচয় আছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রথম সংস্করণের খুবই আদর হইয়াছিল ; দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে এবার নূতন বিষয় বহুল পরিমাণে সংযোজিত হইয়াছে। এবারেও এ পুস্তকের বিশেষরূপ আদর হওয়া উচিত ; কিন্তু বাঙ্গলার এখন বড়ই দুর্ভাগ্য, তাই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

Thursday, April 28, 1898.

"Sambandha-Nirnaya" or a Social History of the Principal Hindu Castes in Bengal, by Lal Mohun Vidyanidhi, Normal School, Hooghly. Second Edition, Revised and Enlarged. Printed and published at the Girish Vidyaratna Press, Calcutta. Price Rs. 2.

Pundit Lal Mohan Vidyanidhi has laid his countrymen under a deep obligation by this revised and enlarged edition of his *Sambandha-Nirnaya*. The book has in this edition been almost doubled in size, and its value more than doubled. It is a wonderful work, displaying, as it does, indefatigable industry, patient research, and a single-minded devotion, almost rare in the annals of literature. The author has, no doubt, been supported in his arduous toils by his lofty patriotism. For the motto of his book he has taken the following apt quotation from one of Professor Max Muller's Addresses: "A people that could feel no pride in the past, in its history and literature, has lost the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind was now passing in India."

The wealth of information the book contains, is simply *marvellous. The materials collected in it, go a great way to* furnish us with a real social history of Bengal. All families belonging to the principal Hindu castes, will find in it an account of their ancestors. The book is a timely one. The race of *ghataks* (the heralds of Bengal Kulinism) is gradually becoming extinct, and much valuable information, contained in their books, would surely have been lost to the world if Pandit Lal Mohun had not with laborious love given us the cream as it were, of all that voluminous literature within a reasonable compass. No doubt, the book may contain some mistakes; but as a Brahmin Kulin of very high rank, himself no mean authority on questions of Kulin genealogy, said to us, when speaking in terms of high praise of the book, that for a book of this kind to be perfect the author should receive the help of all persons interested in the subject, members of respectable Hindu families, who know anything of their genealogy, should communicate to

the author information which may be utilised in subseque editions, either by way of supplement or correction. T author has promised two appendices to the book, which wi go to make it a complete repository of the genealogic of Bengal. The first Appendix is to be called t *shavali*, and the second, *Mela Prakarana*. We express our hope that the author will receive gene from the reading public. No gentleman of country should be without a copy of the book Government also will encourage, if, indeed, it ot do so already, the spirit of genuine original resear nown the author, by purchasing a large number of es of th work. No Bengali library in the country would be comple without a copy of this book. We hope that with th generous support of the public, the author will shortly able to bring out his promised appendices, without which t book is in some important points incomplete.

T ENGALEE
15*th* *ober*, 1898.

We have received a copy of the *Sambandha Nirnaya* by Pandit Lalmohan Bidyanidhi. The corrected edition is a most valuable work, as it gives the genealogies, not of Rajas and Maharajas, but of the great Brahmin families in the land to whom Rajas and Maharajas used to bend their knees. The Pandit, whose spirit of research and regard for truth is well-known, has thrown much light on the social history of the Hindu castes. The work deserves public encouragement.

এডুকেশন গেজে
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০

নূতন পুস্তক।

সম্বন্ধনির্ণয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের বৃত্তান্ত। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

রশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২ পেজি ৬০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। এবারে পুস্তকখানি যেরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকার নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালীমাত্রের জ্ঞাতব্য তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ পুস্তকে জানা যাইবে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের আগমন, বংশবৃদ্ধি, কৌলীন্যস্থাপন, মেলবন্ধন, গাঁই, থাক, বংশ-র্ত্তন, তথা কায়স্থাদি অপর বর্ণেরও অনেক ঐরূপ বিবরণ এই পুস্তকে বদ্ধ হইয়াছে। ঘটকদিগের পুঁথি হইতে বহুলপরিমাণে সংস্কৃত ও ঙ্গালা নানা শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় বিশেষতঃ মুলো-পঞ্চাননের কারিকা ইতে অনেক অংশ মুদ্রিত হওয়ায় এই পুস্তকখানি বিশেষ সমাদরের বস্তু ইয়াছে। ঐ সকল আসল পুস্তক সহজ-প্রাপ্য নহে। পুস্তকখানি বিদ্যানিধি মহাশয়ের বহুকালের পরিশ্রম প্রসূত এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই যতি উপাদেয় হইয়াছে। * * * *

রিজলী সাহেবের "হিন্দু ট্রাইবস্ অ্যাণ্ড কাষ্টস্" নামক পুস্তকের বহু পূর্ব্বে সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এ পুস্তকের মর্য্যাদা ঐরূপ উচ্চদরের ইংরাজ লেখকেরা বুঝিবেন—কিন্তু আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত কৃতবিদ্যেরা বুঝিতে পারিবেন কি? তাঁহারা না বুঝুন, সাধারণে এই পুস্তকে স্ব স্ব বংশের পূর্ব্বপুরুষদের যতদূর উল্লেখ পাইবেন, তাহার পর হইতে ঘটক, তীর্থের পাণ্ডা ও আত্মীয়াদির নিকট অনুসন্ধান করিয়া আপনাদের সমকাল পর্য্যন্ত যতটা সম্ভব, আপনাপন বংশাবলীর তালিকা প্রস্তুত ও সংশোধন-চেষ্টা করিলে অনেকেই বিশুদ্ধ আনন্দানুভব করিতে পারিবেন। * * * *

দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩০৩।

পূর্ব্বপুরুষের পূজা। *

ইংলণ্ডপ্রবাসী বিখ্যাত জর্ম্মণ পণ্ডিত মেক্সমুলার বলিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা ও গৌরব করিতে না জানেন, তাঁহারা কখনই নিজে পূজ্য বা গৌরবভাজন হইতে পারেন না। হিন্দু পূর্ব্বপুরুষদিগের ত কথাই

---

* সম্বন্ধনির্ণয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের আদিম ও আধুনিক সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং হুগলি ...লে প্রাপ্য। মূল্য দুই টাকা।

নাই ; হিন্দু সভ্যতায় আদি, জ্ঞানে আদি, দর্শনে আদি, শিল্পে আদি, স
বিষয়েই আদি। হিন্দু সকল বিষয়েই সকলের শিক্ষক ; জগতের অ
সকলেই হিন্দুর শিষ্য। ধর্ম্মে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, আচার বিচা
হিন্দু শ্রেষ্ঠ। হিন্দু-সমাজের মত সমাজ আর কাহারও নাই ; হিন্দু-শাস্ত্রে
মত শাস্ত্রও আর কুত্রাপি নাই।

হিন্দু-সমাজ শাস্ত্রের উপর গঠিত ; শাস্ত্র ধর্ম্মের উপর গঠিত। হিন্
সমাজের এমন কার্য্য নাই, যাহাতে ধর্ম্মের সংস্রব নাই, ধর্ম্মের বন্ধন নাই
হিন্দুই জানে পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা কিরূপে করিতে হয়। সেই পূজার
শ্রাদ্ধে। শ্রাদ্ধমাহাত্ম্য এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বুঝিতে আরম্ভ ক
য়াছেন। গর্ভাধান হইতে মরণ পর্য্যন্ত হিন্দুর যে দশ সংস্কার, তাহা
অক্ষুণ্ণ প্রতিপালন হইলে, হিন্দু-শরীরে হিন্দু-মনে পাপ প্রবেশ করিতে পারে
না। হিন্দুর জাতিভেদ স্বর্গীয় ব্যবস্থা ; ঐহিক পারত্রিক দ্বিবিধ মঙ্গলের
হেতু। বংশমর্য্যাদা হিন্দুর পক্ষে শ্রেষ্ঠতা-রক্ষার প্রধান হেতু। যিনি
প্রকৃত হিন্দু, বংশগৌরবের গুণে তিনি সৎপথে থাকিতে বাধ্য। যে
বংশমর্য্যাদার তোয়াক্কা রাখে না, সে না করিতে পারে এমন কাজ নাই।
হিন্দুর কৌলীন্য বংশমর্য্যাদার উপর নির্ভর করিতেছে। যাহারা হিন্দু-
কুলের কলঙ্ক, তাহারাই বংশমর্য্যাদা অগ্রাহ্য করে, তাহারাই কৌলীন্যের
অগৌরব করে। * * * *

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র দুই ভেদ কেন হইল ... ব্রাহ্মণ
পাশ্চাত্য দ্বিবিধ বৈদিকই বা কোথা হইতে আ... ন, কায়স্থ-
সমাজে কৌলীন্যপ্রথা কিরূপ, নবশাখ কাহাদিগকে বলে ... বৈদ্য-সমাজের
অবস্থা ব্যবস্থা কিরূপ, নবশাখদেরই বা অবস্থা কিরূপ, ... কোন্ সমা-
জের অবস্থা কিরূপ ছিল, আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণ ... কান্যকুব্জ হইতে
আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের ইতিহাস কিরূপ, তদ্বংশীয় ... রই বা ইতিবৃত্ত
কিরূপ, তাঁহাদের সহিত আগত পঞ্চকায়স্থের ক... কিরূ... ueos.
দিগেরই বা কিরূপ, ইত্যাদি কত কথাই যে জ্ঞাতব্য এবং কথি... th is
সংখ্যা হয় না। * * * of

আর এই সকল কথার আলোচনা করিতে গেলেই বংশমর্য্যাদারও অ...
করিতে হয়, বংশমর্য্যাদার মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় ; পূর্ব্বপুরু
দিগের অবস্থা ব্যবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায় ; পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব শ্রেষ্ঠত্ব
বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারিলেই, হৃদয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হয়
প্রথমেই বলিয়াছি, পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি যাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই, সে
নরাধম। পূর্ব্বপুরুষেরা পূজনীয় দেবতা। পূর্ব্বপুরুষের পূজা করা হিন্দুর
পরম ধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি এই পূজার প্রচার করিয়াছেন। তাঁহা

…ন্ধনির্ণয় নূতন গ্রন্থ নহে। সর্ব্বত্র আদৃত পুরাতন গ্রন্থেরই নূতন …ণ অদ্য আমাদিগের আলোচ্য। নবসংস্করণে সম্বন্ধনির্ণয় কিন্তু নূতন হইয়াছে। বৃদ্ধি পুষ্টি যেমন হইতে হয় হইয়াছে। প্রথম সংকলনে …ছিল, তাহাই অনেকের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল; নবসংস্করণে কিন্তু …যথেষ্ট হইয়াছে। আয়তন প্রায় ত্রিগুণ হইয়াছে। নব নব রহস্যের …শ হইয়াছে, নব নব তথ্যের ভেদ হইয়াছে। অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক …য়াছে। সম্বন্ধনির্ণয় এবার অধিকতর প্রীতিপ্রদ এবং শিক্ষাপ্রদ হই… । কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের তথাপি তুষ্টি হয় নাই, তিনি আরও …ষণা করিতেছেন। এ গ্রন্থে যাহার স্থান হয় নাই, তাহার স্বতন্ত্র প্রচার …বেন। সম্বন্ধনির্ণয়ের দুই পরিশিষ্ট প্রচারিত হইবে।

…ম্বন্ধনির্ণয় এবার হইয়াছে ৬০০ পৃষ্ঠারও অধিক ; অথচ গ্রন্থে বাজে কথা …, সমস্তই কাজের কথা। আছে যে কত কথা, তাহা পাঠক না দেখিলে …ঙ্কম করিতে পারিবেন না। উপক্রমণিকায় কৌলীন্য-লক্ষণ আছে, …ত্রিয়-লক্ষণ আছে, পরিবর্ত্তন-লক্ষণ আছে, ঘটক-লক্ষণ আছে। বংশ- … লইয়া কথা, কুলজীর কাণ্ড, ঘটকের কাজ। সুতরাং ঘটকের কথা …র করিয়া কহিতে হইয়াছে। সামান্যকাণ্ডই প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা। এই …ণ্ড কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের কথা আছে, ইহাঁদিগের …র বংশের কথা আছে, অন্যান্য ব্রাহ্মণের কথা আছে, অন্যান্য কায়স্থের …া আছে, অন্যান্য শূদ্রের কথা আছে, বর্ণসঙ্করের কথাও আছে। এই …ণ্ডেই বৈদ্যের কথাও কথিত হইয়াছে।

বিশেষকাণ্ড প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা। সামান্যকাণ্ডের সকল কথাই এই কাণ্ডে …বিশেষ কথিত হইয়াছে। কৌলীন্য-কথা সবিস্তর কথিত হইয়াছে। মেল- …ত যত কথার এই কাণ্ডেই সবিশেষ পরিচয় পাইবে। উপসংহারে …শিষ্ট কথা কথিত হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রায় কোন কথাই …থত রাখেন নাই। * * * *

…সম্বন্ধনির্ণয় রাঢীয় ব্রাহ্মণের অবশ্য পাঠ্য, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের অবশ্য পাঠ্য, …ক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের অবশ্য পাঠ্য, পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণের অবশ্য পাঠ্য ; অন্যান্য …হ্মণেরও অপাঠ্য নহে। বৈদ্যের ত কথাই নাই, সম্বন্ধনির্ণয় কায়স্থের …বশ্য পাঠ্য, নবশাখদিগের অবশ্য পাঠ্য, অন্যান্য শূদ্রেরও অবশ্য পাঠ্য। …ম্বন্ধনির্ণয় কুলীনের পাঠ্য, শ্রোত্রিয়ের পাঠ্য, বংশজের পাঠ্য, কাপের পাঠ্য, মৌলিকের পাঠ্য, পাঠ্য নহে কাহার? এমন হিন্দু নাই, সম্বন্ধনির্ণয় যাঁহার প্রীতিপ্রদ না হইবে, যাঁহার শিক্ষাপ্রদও না হইবে। যাঁহারা বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্বন্ধনির্ণয় অবশ্য পাঠ্য। যাঁহারা বঙ্গের ইতিহাস বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও সম্বন্ধনির্ণয় অবশ্য পাঠ্য।

* * * —— * * *

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি-প্রণীত পুস্তকগুলি ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

উহাদের সম্বন্ধে দু একটী কথা।

১। কাব্যনির্ণয়। মূল্য ১।০ মাত্র। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সি' এক্ষণে কেম্ব্রিজ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীযুক্ত বি. কাউয়েল্ মহোদয়ের পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সাহেব পুস্তকখ প্রথম রচনা-কাল হইতেই ইহার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছেন

Cambridge, Decr. 29, 1:

My dear friend,

I was extremely pleased to receive by Post this morn 2 copies of the sixth edition of your Kavyanirnaya. I con tulate you heartily on the success which your work attained. It reminded me very vividly of the old time 1863 when you & I used to read over the proof-sheets an used to think over suitable English words to express ' Sanskrit names. I am pleased to find that the Beng public has confirmed my opinion of your book. I rememt being interested in it from the very first. The Benga examples of the figures pleased me when you first show them to me. Thanking you for the copies,

Believe me,
Yours Sincerely
E. B. Cowell.

এবারে কাব্যনির্ণয়ে অনেক নূতন উদাহরণ এবং নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আজ কাল অনেকেরই বাঙ্গালা লিখিতে আগ্রহ হইয়াছে। এই পুস্তক এক খণ্ড কাছে রাখিলে এবং মধ্যে মধ্যে পড়িলে রচনার অনেক দোষ পরিত্যক্ত হইতে পারিবে।

২। ভারতীয় আর্য্য-জাতির আদিম অবস্থা। মূল্য ১।০ মাত্র। এতৎ-সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের ১৮৯৩ সালের ৮ই জুন তারিখের ৮০ নং সারকুলার নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। ডাইরেক্টর বাহাদুর প্রত্যেক জিলা স্কুলের লাইব্রেরির জন্য এই পুস্তক কিনিবার হুকুম দিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহাতে দেশীয় মূল সংস্কৃত গ্রন্থ সমস্ত হইতেই তথ্য-সংগ্রহ-চেষ্টা হইয়াছে।

Sir,

I have the honour to recommend that a copy of the book entitled "The primitive state of Indian Aryans" in Bengali by Pundit Lal Mohan Bidyanidhi, Head Pundit of the Hughly Normal School, price Re. 1--4 as. a copy, may be purchased from the library grant of the Institution under your control. The work is an attempt to depict the condition of the ancient Aryans in India entirely from indigenous Sanskrit sources, and as such it deserves encouragement.

৩। সম্বন্ধনির্ণয়। মূল্য ২, মাত্র। ইহাতে এই পুস্তক সম্বন্ধে স্কুল-সমূহের ডিরেক্টর সাহেব ১৮৯৬ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখের ১৬১ নং সার্কুলার দ্বারা কালেজের প্রিন্সিপাল এবং স্কুল ইন্‌স্পেক্টরদিগকে এই পুস্তক ক্রয় করিতে বলেন। আর টেক্‌ষ্ট্‌ বুক্‌ কমিটি যে স্কুল কালেজের লাইব্রেরির জন্য ইহা লইবার অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন। আরও বলেন, পুস্তকখানি অনেক অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল।

The book treats of the social history of the people of Bengal and is the result of laborious researches into the caste system.

৪। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ্‌. এচ্‌. রিজ্‌লি সাহেব লিখিয়াছেন যে, জাতিসম্বন্ধীয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তিনি বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছেন।

21st July 1893.

My dear sir,

Very many thanks for sending me a copy of the second edition of your very interesting book on castes. I have made much use of the first edition a few years ago, and I hope some day to find time to study the second.

Yours truly
H. H. Risley.

You have since asked me for permission to print this. I have much pleasure in saying that I have no objection if yo think my opinion of any value on a subject you know muc more about than I do.

সমুদয় সংবাদপত্রের সার মর্ম্ম।

সম্বন্ধনির্ণয়ে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ। অসাধা পরিশ্রমের ও অনুসন্ধানের ফল। বাঙ্গালায় লেখা না হইলে এই এ পুস্তকেই লেখক পণ্ডিতাগ্রগণ্যদিগের সহিত স্থান পাইতেন। সমস্ত সভ জগতে নাম ছড়াইয়া পড়িত।

৪। কবিকল্পদ্রুম (মূল্য ৷৷০)—

Approved by the Director of Public Instruction, Bengal, dated 26th July 1867 on the following recommendation from the Rev. K. M. Banerji—

Kabi Kalpadrum—Edited by Pundit Lalmohan Bhuttacharyya. This is the most correct and best edition of this kind.

৫। মেঘদূত (মূল্য ১)—

Extracts from the letter of the Director of Public Instruction, Bengal, No. $\frac{y}{144}$, dated Darjeeling, the 25th April, 1897.

"The edition seems to have been got up with care and judgment and its value is enhanced by the various readings, which are appended to the commentary of Mallinath and explained with clearness and conciseness."